Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্ত পুরুষ প্রসঙ্গ

৭/৩৩।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪/২/৩৫

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 9/331
Shri Shri ... ...ayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্ত পুরুষ প্রসঙ্গ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

LIBRARY
No. 9|331
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

মহেশ লাইব্রেরী।
পুস্তক-বিক্রেতা।
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা-১২

ভট্টাচার্য্য সন্স্ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯৫৩

প্রকাশক
শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্য সন্‌স্‌ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শিল্পী
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মূল্য
পাঁচ টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

জননী

আমায় সৃষ্টি করিয়া যিনি আমরণ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ
যোগাইয়া সকল পথ বাধামুক্ত করিয়াছিলেন, এখন
স্বর্গত হইয়াও লক্ষ্য করিতেছেন—সেই
আনন্দময়ীকে

LIBRARY
No. 9/331
Shri Shri ... yee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 9/331
Shri Shri ... Ashram

প্রথমকার কথা

আমার কাশী হইতে অবধূতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তারপরই বৃন্দাবন যাত্রা, মুক্তপুরুষ প্রসঙ্গে, সাধুসঙ্গের শেষ ঐখানেই হইয়া গেল,—স্থির করিয়া লেখা বন্ধ করিলাম। যাঁহারা বরাবর সকল লেখাই দেখিয়া আসিতেছিলেন এমনই একদল বান্ধব, তাঁহাদের প্রবল ঐকান্তিকতায় আমায় কতকটা মুগ্ধ এবং বাধ্য করিয়াছিল। তাঁহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা এবং অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিয়া এমনভাবেই ধরিয়া বসিলেন, বৃন্দাবনে আপনার সাধনার ক্রম এবং এতদিনের এই বৈরাগ্যপ্রসূত সাধনফল আমাদের কাছে গোপন করিয়া সেকেলে তান্ত্রিক সাধুদের মত গুহ্যই রাখিয়া যাইবেন, এটা এখনকার দিনে আপনার কাছে আশা করি নাই।

আমি ভাবিতেছিলাম,—এবং যাহা ভাবিতেছিলাম তাহা বলিয়া ফেলিলাম,—সাধুসঙ্গের কথা বলিয়াছি,—সে একরকম—নিজ সাধনের কথা নিজ মুখে বলিব, এ কেমন করিয়া হইবে। আমি কিভাবে সাধন করিয়া কি পাইয়াছি এ কথা কি বলিবার ?

বান্ধবদের মধ্যে একজন, তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম। কারণ গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া তিনি একজন জাপক এবং যথার্থই ধর্ম্মপ্রাণ ;—আমার বয়োজ্যেষ্ঠও বটেন। আমার কৈলাস মানস সরোবর পড়িয়া আমায় কতকটা পরমহংসদেবের সন্তান মধ্যে গণ্য করিয়া এমনই ভাবে হৃদ্যতা স্থাপন করিলেন যে, তখন হইতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া নিজ সাধনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং নিজ মুখে আমার কথা খুঁটিনাটি সব শুনিয়া সত্য তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেন। তাঁহার যুক্তি অকাট্যরূপেই আমায় কাজে নামাইয়া বর্ত্তমান প্রচেষ্টা সম্ভব করিয়াছে।

তাঁহার যুক্তির এক বৈশিষ্ট্য আছে—অবশ্য সে বৈশিষ্ট্য অনেকেরই আছে, তিনি প্রত্যেক গুরু বিষয়ে পরমহংসদেবের নজীর দেখাইয়া অনেক ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ করিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি বলেন, পরমহংসদেব নিজ সাধন ক্ষেত্রের যত কথা,—প্রথম হইতেই শেষ পর্য্যন্ত কোথাও কিছু গোপন করেন নাই, তিনি যখন যেটা করিতেন সেটা বলিতেন। তাঁর মধ্যে এক লোক-কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য ছিল একথা বিশ্বাস করি না ;—তিনি কখনও অহংকারকে প্রশ্রয় দেন নাই—একথা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু তবুও তাঁহার সাধনের যাহা কিছু তিনি করিয়াছিলেন, যে যে গুরুর সাহায্যে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিছু বলিতে বাকী রাখেন নাই ;—আপনি তাঁর তুলনায় এমন কি করিয়াছেন যে উহা গোপন রাখিয়া আমাদের পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে চান ?

আমি বলিলাম, তাঁহার সঙ্গে আমার কথা আনিয়া একটি মহা অনর্থের ব্যাপার করিতেছেন।

মশাই—এর মধ্যেও তাঁর অভিপ্রায় আছে,—আপনি যখন সাধু মহাত্মার এতটা সঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের সম্বন্ধে এতটাই বলিতে পারিলেন তখন একটু, অহংকার, গর্ব্ব, যাহা কিছু আত্মার হীনতা—সেটুকু বাদ দিয়া সত্যটুকু বলিয়া শেষ করুন না—তারপর আপনাকে কে আর জ্বালাইতে আসিবে ! এযুগে আত্মতত্ত্ব সাধনের পথে গোপন করিবার কিছুই নাই। একজনে,—জীবনে বাস্তবিক কতটা পবিত্রতা, ভক্তি, নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন কর্ম্মে প্রবৃত্ত, দেখিলে সমাজের সমভাবাপন্ন জীবের কতটা লাভ তা তো খুব ভালই জানেন। এতটা কথার পরও যে আপনার চিত্ত তাঁরই ইচ্ছা এবং তাঁরই প্ররোচনা মনে করিয়া কেন যে উৎসাহ পাইতেছে না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বলিলাম, এইবার পাইয়াছি—পারিব, একটা প্রেরণাই আশা করিতেছিলাম।

এখন একটি গুরুতর কথা, যাঁহারা অধ্যাত্ম জীবন এবং সাধনা লইয়া আছেন, সবাইকে উহা না বলিলেও চলে, কারণ একথা তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝিয়াছেন। যাঁহারা উহা পান নাই তাঁহাদের পক্ষেই উপযোগী বলিয়াই ইহা বলিতে বাধ্য আছি। পরমহংসদেব যে বলিতেন, গৃহী ভক্ত যাঁরা, ঈশ্বর লাভ করিতে চান, তাঁহারা একটু নির্জ্জনে গিয়া বিষয় চিন্তা ছাড়িয়া ভগবৎ চিন্তা করিবেন,—ক্রমে ক্রমে যত বেশী পরিমাণে মনকে সংসার অথবা বিষয় হইতে তফাৎ করিতে পারিবেন ততই ভগবান নিকট হইবেন। এই সত্য সহজ কথায় বলিয়াছেন তাই আমরা কথার সাধারণ অর্থ উপলব্ধি করিয়াই খালাস, কেহ উপদেশানুযায়ী কাজ করিতে চাই না। তারপর তাঁহার ঐ অমূল্য কথা, তিন টান এক হলে তবে ভগবদ্দর্শন হয়। বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, সতীস্ত্রীর স্বামীর উপর টান আর মায়ের নিজ সন্তানের উপর টান,—এই তিন টান এক হইলে তবে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন। কাজেই অনন্যমনা না হইলে ঐকান্তিক সাধন সম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে আমার ঐ যোগ উপস্থিত। সংসারের উপর তিল মাত্র টান ছিল না,—এমন কি ছবি আঁকার আনন্দও আর ছিল না, তারপর উদরান্নের চিন্তা নাই, এখানে আমার যখন যে বস্তু প্রয়োজন কেশবানন্দ সে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এখন নিত্যানন্দই আমার প্রধান সহায়, তারপর বৃন্দাবনের মত স্থান, রাধাবাগের এই আশ্রমের নির্জ্জনতা কোথায় পাইব। কাজেই এই সব যোগাযোগ আমার গুরুবলেই ঘটিয়াছে উহা বুঝিয়াই অন্তরে প্রবল উৎসাহ লইয়াই নামিয়াছিলাম। যদি এই সুযোগ পাইয়াও কিছু করিতে না পারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তাহা হইলে আমি ভণ্ড, মূর্খ এবং ভক্তিহীন ইহাই প্রমাণিত হইবে। শেষে, অবধূতের আশীর্ব্বাদ এবং পরমহংসদেবের অশেষ কৃপা আমার উপর—সব মিলিয়া আমার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী এই প্রেরণাই এই বৃন্দাবনে আসন করিয়া সাধনারম্ভের মূলে ছিল।

এখন সাধনের কথা, একথাও পাঠকের জানা আছে,—সব কথা সকল ক্ষেত্রে সবাইকে বলা যায় না; কতকগুলি এমনই বিষয় আছে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া নিজ পথে অগ্রসর হইতে হয়। উপলব্ধ সত্য, ঠিক আমার অনুভূতি, প্রকাশ করা যায় না, এবং সে চেষ্টা না করাই ভাল। কেহ যেন ইহা আমার চাতুরীর কথা মনে না করেন। যিনি যে কর্ম্ম লইয়া থাকেন সেই কর্ম্ম করিতে করিতে যাহা অনুভূত হয়,—উহা কর্ম্মী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন,—এই বুঝিয়াই পাঠক মনে কোন গোল রাখিবেন না, আমার ইহাই অনুরোধ।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

৭৭, রসা রোড সাউথ
কলিকাতা ৩৩
আশ্বিন, ১৩৬০

LIBRARY
No. 9/331
... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBR

পর্য্যটক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ৭|৩৬
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS

তন্ত্রধর্ম্মের স্রষ্টা শিব স্বয়ং

আজকাল তন্ত্র-ধর্ম্ম বল্‌তে আমরা বুঝি এক রহস্যময়, প্রাচীন ধর্ম্ম। ভোগ আর শক্তি নিয়ে চালাচালি, সেটি মন্ত্র-শক্তি আর অভিচার ক্রিয়ামূলক, ভয়ঙ্কর, সমাজ-শৃঙ্খলার সর্ব্বনাশকারী এক দানবীয় ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম-তত্ত্ব এমনই দুর্জ্ঞেয় যে, তার আলোচনা অসম্ভব। বাংলার ঘরে ঘরে বোধ হয় প্রত্যেক সংসারেই যে ধর্ম্ম, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কর্ম্মে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কারমূলক প্রত্যেক কাজের সঙ্গে মিশে আছে, তার কথা আমরা কিছুই জানি না। ঐ ধর্ম্ম এখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার কাছেই সমানভাবে দুর্ব্বোধ্য হয়েই আছে। সাধারণের তন্ত্র সম্বন্ধে যে সব শোনা কথা নানা অব্যবসায়ীর মুখে, তার উপর কত রকমের সম্ভব অসম্ভব অলস কল্পনার রং মিশিয়েই ঐ ধারণার সৃষ্টি ক'রেছে। কাজেই এটা দেখা যায় যে, এখনকার দিনে তন্ত্র-ধর্ম্ম ও তার সাধনা সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তার মূলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবটাই স্পষ্ট। আর সেই জ্ঞানের অভাবের জন্য আজ এই তন্ত্র-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ দেশের শিক্ষিত-সাধারণের, শুধু এ দেশের কেন, সুদূর পশ্চিমের শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যেও কৌতূহলের অন্ত নেই।

এখনকার দিনে জগতের সভ্য-সমাজের মধ্যে, যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এবং সেই ধর্ম্মের অন্তর্গত সাধনার ধারা প্রচলিত আছে সেগুলি নিয়ে যদি পৃথক পৃথক আলোচনা করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী অপর একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এখনকার প্রত্যেকটি ধর্ম্মের উৎপত্তি। সেই প্রাচীন বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কথা,—অনেকেই জানেন, প্রাকৃত দেবতাগণের উপাসনা এবং সেই সব দেবতাদের কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণীর মারফৎ যে সব পূজা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়ার বিকৃতি, শেষ তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। তারপর বৌদ্ধ ধর্ম্ম মার্গের বাড়াবাড়িতে হীনযানের উৎপত্তি, আবার তার সঙ্গে তন্ত্র-ধর্ম্মের অভিচারের বাড়াবাড়ি বা বিকৃতির ফলে শঙ্করের প্রবর্ত্তিত অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বকে মূল করে বেদান্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে প্রবল হয়েছিল। বাংলা বা গৌড়ে কিন্তু শৈব এবং বৌদ্ধ তন্ত্র-ধর্ম্মের প্রভাব আরও অনেকদিন চলেছিল যার অশেষ বিকৃতির ফলে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বহুদিন এদেশ ও সমাজকে আনন্দ, শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে বজায় রেখেছিল। এদেশে যেমন ধর্ম্মের বিবর্ত্তন ও-দেশেও ঠিক তাই, ইহুদীদের পৌত্তলিকতা তথা বহু দেবতার প্রতীকোপাসনার বাড়াবাড়ির ফলে জাতির মধ্যে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈতিক অধঃপতন এনেছিল তারই প্রতিক্রিয়ার ফলেই না নাজারাতের যীশুর আবির্ভাব ও নব ধর্ম্মের প্রচার! যার ফলে আজ সারা পশ্চিম, নব ভূমণ্ডলের সুদূর প্রান্তেও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব আমরা দেখতে পাই।

এইভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, বৈদিক আর্য্য হিন্দু-সমাজ অর্থাৎ তখনকার আর্য্যগণ দম্ভ ভরে যাদের অনার্য্য অথবা প্রাচীন ভারতীয় অপর জাতি ব'লে জানতেন, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এক পরিবর্ত্তনের যুগে তন্ত্র-ধর্ম্ম এসে পড়েছিল এদেশে। তারপরে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে তন্ত্রকে অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রহণের বহুপূর্ব্বেও এদেশে তন্ত্র বা শক্তি-সাধনার নব ধারা চলেছিল। কিন্তু যে ভাবে চলছিল তার সঙ্গে পরবর্ত্তী কালের তান্ত্রিকদের কোন সম্বন্ধই নেই। মূল তত্ত্ব বা তন্ত্র-ধর্ম্মের আদর্শ বদল হোক বা না হোক অনুষ্ঠান এবং আচার কতকটা তো নিশ্চয়ই বদল হয়েছিল মধ্যাবস্থায়, তারপর বাহ্য আবরণের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বদল অনেক পরিমাণে হয়ে গেছে, আর তা এমন ভাবেই হয়েছে যা থেকে তার প্রথমকার স্বরূপ নির্দ্ধারণ সাধারণের পক্ষে ত নয়ই, বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁদের পক্ষেও বড় সোজা নয়। এখনকার দিনে সেই জন্যই ঐ ধর্ম্মটি এক রহস্য হয়েই আছে।

একদল আছেন, তাঁরা বিশেষ অনুসন্ধান না করে শুধু সংস্কারবশেই বোধ হয় স্বীকার করেন না যে, তন্ত্র-ধর্ম্ম ভারতের বাইরে থেকে আসতে পারে। তাঁদের মতে যা কিছু এখন ভারতে আছে তা সবই ভারতেই ছিল, ভারতেই জন্মেছে আর ভারতেই আছে; বাইরে থেকে কিছুই আসতে পারে না বা আনবার দরকার হয়নি। কিন্তু যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, অমুক ব্যবহার বা অমুক বস্তু অথবা অমুক ধর্ম্মটি ভারতের বাইরে থেকে এসেছে, অমনি তাঁদের অন্তর থেকেই এক মহা প্রতিবাদের তীব্র হুঙ্কার বেরিয়ে আসবে, তাঁরা মনে করবেন যে, ভারতের এর চেয়ে অগৌরব আর কি হতে পারে। তারপর যদি শোনেন যে, তাঁদের শিব তিব্বতের মানুষ, আর তাঁর প্রবর্ত্তিত তন্ত্র-ধর্ম্ম তিব্বত থেকে এসেছে এই বাংলা দেশে; তাঁদের কী অবস্থা যে হয় তা সবাই অনুমান করতে পারবেন।

তিব্বতের মানচিত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা দেখবেন ঐ দেশের কোণাকুণি দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে কৈলাস-শ্রেণী বিরাজমান। এ কৈলাস-অঞ্চলে এক মহাপুরুষ খৃষ্টপূর্ব্ব কম করে চার হাজার অথবা তারও অনেক শতাব্দী আগে বর্ত্তমান ছিলেন।

এখানে এই যে কালের কথাটা বলা হয়েছে, ধরে নেওয়া যাক এটা অনুমান। কারণ (প্রি-ম্যাহামডান) মুসলমান-আগত ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস নন্দবংশ অথবা তার দু' পাঁচশো বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তারও আগে মহাভারতের সমকালের ইতিহাসের তারিখ অনিশ্চিত, সুতরাং বৈদিককালের নির্দ্ধারণ আরও অনিশ্চিত। বিশেষতঃ আজকালের দিনে। তন্ত্র-ধর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত এক প্রাচীন ধর্ম্মের উৎপত্তি-কাল নির্দ্ধারণ করতে যাওয়া মারাত্মক ব্যাপার, এ কথা ত' সহজে সবাই বুঝতে পারবেন। তবে একটা কথা মনে রাখলে ভাল হয় যে, ঋগ্‌বেদের কাল থেকে অথর্ব্ববেদের কালের মাঝামাঝি তন্ত্র-ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখনকার দিনেও বেদ আগে কি তন্ত্র আগে এ নিয়ে বিবাদ খুবই প্রবল আছে। সে বিতণ্ডার ইতি নেই। এ যেন চির-কালের সম্প্রদায়গত ব্যাপার। কিন্তু সে থাক দীর্ঘজীবী হয়ে আমরা আর তার মধ্যে যাব না। মোটামুটি ঐ সময়টি ধরে নিয়েই আরম্ভ করা যাক আসল কথাটা।

তিব্বতে কৈলাস-অঞ্চলে যে মহামানব এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেছিলেন, সেই অশেষ গুণসম্পন্ন যোগী, যোগেশ্বর বলেই তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। এই মহাশক্তিধর যুগপ্রবর্ত্তককে কেউ কখনও অশান্ত কোন প্রকার রিপুপরবশ অথবা যোগভ্রষ্ট হতে তাঁর জীবদ্দশায় দেখেনি—অথচ তাঁর পর্য্যটন ছিল হিমালয়ের সর্ব্বস্থান হয়ে সারা ভারত, কুমারিকা পর্য্যন্ত। তখনকার দিনে কেউ এতটা পর্য্যটন করেছিল কিনা জানা নেই। আর যেখানে যেখানে তিনি গিয়েছেন তাঁর ধর্ম্মের যে চিহ্ন রেখে এসেছেন তা এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার। আশ্চর্য্যের উপর চমৎকার।

তিব্বতের কৈলাস আর উত্তর ভারতের পরবর্ত্তী কালে যে স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হয়েছিল তার মধ্যে বারাণসীতে তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল। প্রতি বৎসর শীতের আগে তিনি কৈলাস থেকে বারাণসীতে নেমে চলে আসতেন, আসতেন, আর সারা যাত্রাপথে—যত রাজ্য, জনপদ, গ্রাম, নগর, তার মধ্যে পড়তো প্রায় সকল স্থানেই তাঁর চিহ্ন রাখতে রাখতে আসতেন। অনেক ভক্ত ছিল তাঁর, তারা কেউ তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হত না। তাঁর গুণরাশির সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তারা তাঁকে চাইতো, ভালবাসতো, তারা নিয়মিত ভাবে তাঁর সংবাদ রাখতো। যাত্রা পথে রোগী পেলে বা কাকেও অসুস্থ দেখলে, সেবা যত্নে অথবা ঔষধাদি প্রয়োগে আরোগ্যের পর যাত্রা, দুর্ব্বল শরীর যাদের তাদের কেমন করে সবল সুস্থ হতে হবে তার উপায়, শুধু বলে নয়—করে দিয়ে তবে শান্তি। এইভাবে যোগশিক্ষায় আগ্রহশীল যারা তাদের যোগের উপায় উপদেশ করে, মোটকথা সর্ব্বরকমেই তিনি সাধারণের প্রাণের মধ্যে এমনই এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, যে তাঁকে দেবতা বলে প্রচার করতেন তাঁর ভক্তমণ্ডলী।

ওদেশে তাঁকে শিব বলেই জানতো। এতই অসাধারণ দীন আর সরল ভাবে থাকতেন তিনি যে তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম যে এক সময়ে দেশান্তরে বিস্তৃত হবে এবং ভারতে এসে বিরাট ভাবে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করবে তা কেউ তখনও কল্পনাও করতে পারেনি। কাশীতে তাঁকে শিউয়া বলেই জানতো একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে। সংস্কৃত ভাষায় দুই ব; বর্গীয় আর অন্তস্থ। অন্তস্থ ব এর উচ্চারণ ওয়া;—তাই কাশীতে তিনি শিউয়া। আমরা শিব বলবো তাঁকে। আর্য্য-সম্প্রদায়ের বাইরে তাঁর বিশাল ভক্ত-মণ্ডল ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবের কথা আর্য্যদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ যাঁরা, আগেই শুনেছিলেন কিন্তু প্রথমটা গ্রাহ্য করেন নি। তাঁরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্রাদি দেবতা নিয়ে যাগ-যজ্ঞ উৎসব করে তাতেই মগ্ন হয়ে ছিলেন, কল্পনাও করেন নি যে, কোথা থেকে এক পরিচয়হীন মহাশক্তি, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের এতবড় প্রাকৃত দেবতামণ্ডল এবং ঋষিগণপরিবৃত বৈদিক ধর্ম্মকে কোণ-ঠাসা করতে আর্য্যাবর্ত্তে এসে উপস্থিত হবে।

শিবের ধর্ম্মকে প্রথমে বহু বিস্তৃত অনার্য্য-সমাজই গ্রহণ করেছিল এবং তাতেই শক্তিমান হয়েছিল। অনার্য্য কাদের বলা হতো তা' তো এ দেশের সকলেই জানেন,—আর্য্যমণ্ডলের বাইরে যারা, আর্য্যদের কাছে তারা সবাই অনার্য্য বা শূদ্র। রাজা বা ভূস্বামী হলেও তারা শূদ্র। অথচ আর্য্যদের তুলনায় সভ্যতা তাদের এমনই উচ্চস্তরের ছিল যে, পরবর্ত্তী কালে আর্য্য-সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছিল তাদের অনেক কিছু সামাজিক আচার ব্যবহার এবং শিল্পসম্পদ্ গ্রহণ করে। তা সত্ত্বেও আর্য্যগণ একালের অন্তঃসারশূন্য সাম্রাজ্যপন্থী বৃটিশ অভিজাতগণের মত নিজেদের, চোসন-পিপল-অফ-গড, মনে করে অনার্য্যদের ঘৃণার চক্ষে দেখা এবং তার প্রত্যক্ষ ফলে তাদের মধ্যে একটা বিদ্বেষের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এর দৃষ্টান্ত আমাদের মনের মধ্যে ওতপ্রোত বর্ত্তমান। এক্ষেত্রে আর্য্যদের বেদ, ধর্ম্ম ও উপাসনা, এর মধ্যে অনার্য্যের স্থান নেই। তাঁদের এই যে গণ্ডি দেওয়া ধর্ম্ম এটা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার, যেহেতু প্রকৃতি চান ছুটিতে মেলামেশা, তাতেই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আর্য্যেরা তখন বহু বিস্তৃত হননি, এমন কি বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণেও তাঁদের কোন চিহ্নও ছিল না, অথচ সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে বিস্তৃত ছিল শৈব অ-সুরদের অধিকার। শুধু তাই নয়, হিমালয়ের উত্তর ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকেও ঐ তথাকথিত অনার্য্যদের প্রভুত্ব অটুট ছিল।

কাশ্মীর থেকে নেপালের উত্তর-পূর্ব্ব সীমা বিশাল হিমালয়ের প্রায় তিনভাগ নিয়ে ছিল বিস্তৃত আর্য্য তথা সুর-রাজ্য তিন চারটি খণ্ডে বিভক্ত। পৃথক আর্য্য রাজারাই রাজত্ব করতেন সেই সব বিভাগে। সেই সুর-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রে ছিল দক্ষ প্রজাপতির অধিকার। আর্য্য-মণ্ডলের তিনি একজন মহা প্রভাবশালী রাজা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবতা ছিল তাঁর রক্ষক, এদের নিয়েই তাঁর যজ্ঞ অথবা উৎসব ঘন ঘন চলতো; তাঁদের প্রিয় মাদক সোমরসের স্রোত বইতো সেই সব যজ্ঞে।

কৈলাস থেকে কখনও নেলাং-এর পথে গঙ্গোত্রী হয়ে কখনও বা মানাঘাটের পথে বদরী কেদার হয়ে আবার কখনও বা নিতির পথে বদরীনারায়ণ হয়ে অলকনন্দার নিম্নগতি ধরে যে পথ হরিদ্বার পর্য্যন্ত নেমেছে শিব এই পথেই নেমে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করতেন, তখন কনখল ছিল রাজধানী। দক্ষ রাজার রাজত্বে শিবের বহু ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, প্রতিবৎসরেই তারা শিবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।১৩।৮।

অবতরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব থাকতো। কাজেই শিবের কথা দক্ষেরও অবিদিত ছিল না। তিনি শিবের গুণ-কাহিনী অনেক শুনেছিলেন, কিন্তু অনার্য্যদের দেবতা কি কখনও আর্য্য রাজার মত একজন শক্তিশালী প্রজাপালকের কাছে সম্মান বা শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্ত? পরন্তু নিজের প্রজাদের কাছে দশ মুখে শিবের অসাধারণ দয়া এবং পরোপকার, ত্যাগ, চিকিৎসা-বিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্রসিদ্ধি এবং যোগ-সিদ্ধির কথা; তা'ছাড়া নৃত্য-গীত, আর অশ্রুতপূর্ব্ব গুণাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে তাঁর রাজপ্রাণ ঈর্ষার হলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠতো। শিবের দলকে আর্য্যরা ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত আচারহীন বলে অভিহিত করতেন। শেষের দিকে এমনও হল যে দুই দলে দেখাদেখি হলে কিম্বা একটু ব্যবহার বা কথান্তর হলেই মারপিট পর্য্যন্ত ঘটে যেতো। শিব এসব জানতেন, উপেক্ষাই করতেন; কারণ তিনি বুঝেছিলেন একটা সংঘর্ষ আসন্ন দুর্নিবার, প্রাকৃতিক নিয়মেই এটা এগিয়ে আসছে।

আর্য্য রাজারা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সভ্যতার গৌরবে অনার্য্য, শূদ্র, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি বলে তাঁদের প্রাচীন সভ্য প্রতিবেশীদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করতেন। তবে যখন পরস্পর সামনাসামনি হলেই সংঘর্ষ বেধে যেতো সে কালটা বহুদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ ঐ অনার্য্যদের দেবতাটির প্রভাব আর্য্য প্রজা-মণ্ডলের মধ্যে অপ্রতিহতগতিতে, প্রজাপতির অগোচরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, যাতে করে আর শিবের দলকে শত্রুবোধে দেখার ভাবটা ক্রমেই আর্য্যদের মধ্যে নিস্তেজ হয়েই এসেছিল। ঠিক এমনি সময়ে কন্যার বিবাহের পর দক্ষরাজের যজ্ঞ-নাশের ব্যাপারটা ঘটে গেলো।

পূর্ব্বে বলেছি প্রজাদের কাছে শিবের গুণ-কাহিনী শুনে শুনে, বোধ হয় তাঁর দুরদৃষ্টবশতঃই শিবের উপর দক্ষ প্রজাপতির বিদ্বেষ বেড়েই চলেছিল। বাড়বার কথাতো বটেই, আর্য্য প্রজাপতি তিনি। হোক শিব মহা-যোগৈশ্বর্য্যশালী, মহাশক্তিমান তথাপি তিনি অনার্য্যদের দেবতা, তাঁকে কি প্রজাপতি দক্ষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন? তার উপর শিব থাকেন আর্য্য-অধিকারের বাইরে এক দেশের প্রান্তে, পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে চির তুষারাবৃত কৈলাসে যে দেশকে রূপবান আর্য্যেরা ঘৃণায় কিম্পুরুষ বর্ষ বলে প্রচার করতেই জানতেন, সে দেশের ভীষণাকৃতি কুৎসিত-মূর্ত্তি অধিবাসীদের কেউ—সে দেশের কোন ব্যক্তি কি সুররাজ-সভায় স্থান পাবার যোগ্য?

যাগ-যজ্ঞের সাহায্যে, আর্য্য নরপতিগণ সূর্য্য চন্দ্র থেকে সুরু করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম ইত্যাদি দেবগণের তুষ্টিসাধনই চরম রাজধর্ম্ম ব'লে মনে করতেন। যোগ-শাস্ত্র তখন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মতই আর্য্য-মণ্ডলে অজ্ঞাত, তার প্রমাণ আর্য্যদের ধর্ম্মে ও আচারে জাতি-ভেদ। দ্বিজজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি এমন কি নারীগণের মধ্যেও বেদে অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে শিবের ধর্ম্মে, উচ্চ নীচ জাতি-ভেদ নেই, তা'ছাড়া—ধর্ম্মে নরনারীর সমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকার। যোগ এবং অধ্যাত্ম ধর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিচারে সমান অধিকারী। আর্য্যদের অধ্যাত্ম ধর্ম্মে যে প্রভূত উন্নতি দেখা যায় তা' শিবের সঙ্গে মিলনের পরে, এবং শিবের আবিষ্কৃত পরম সম্পদ্‌গুলি আত্মসাৎ করে। যাই হোক্ দক্ষরাজ সেই উলঙ্গ নির্ব্বিকার মহামানবকে আর একটি কারণে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। বিচিত্র এক খণ্ড শুলবাঘের ছাল দিয়ে নিম্নাঙ্গ আচ্ছাদিত করে লোকালয়ে আসেন, অন্য সময় উলঙ্গ থাকেন। তিনি নাকি মৃত লোক বাঁচান, রোগীকে নীরোগ করেন, তাঁর নাকি কোন দুঃখ নেই, শীত গ্রীষ্মে তাঁর সমবোধ, অশোক, জিতেন্দ্রিয়, কুমার, তাঁর বয়সেরও ঠিক নেই। স্বর-সংযোগে —তিনি নাকি রাগ সৃষ্টি করেন, তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত স্বর-জ্যোতির প্রভাবে এবং বৈচিত্র্যে নাকি সেই রাগ মূর্ত্তিমান হয়। তাঁর নৃত্যসিদ্ধ তাণ্ডবচ্ছন্দে যখন নৃত্য করেন, তাতে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। তাঁর যে ত্রিশূল, বড় ভয়ঙ্কর,— তার শক্তি দেবতাদেরও ভয়ের কারণ। বিশেষ ভাবে যেটা আর্য্য-প্রধানগণের ঘৃণার উদ্রেক করেছিল, সেটা হল শিবের অনাচার। পবিত্র আচার-পরায়ণ আর্য্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ কেমন করে সহ্য করবেন তাঁকে যে লোকটা বেশীর ভাগ সময় শ্মশানে-মশানেই ঘুরে বেড়ায়, পচা মড়া ঘাঁটে, নাকে কোন কাপড় না দিয়ে, শরীর তত্ত্ব ও মর্ম্ম স্থান অনুসন্ধান করতে। বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞান। তাঁর মান অপমান বোধ নেই—তাঁর ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই ; এমন কি যে ভাষার নাম হ'ল দেবভাষা, সেই সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞানও তাঁর নেই, সুতরাং মূর্খ বর্ব্বর। সোমপান করেন না, পান করেন এক ভয়ঙ্কর ভেষজ যার প্রভাব নাকি দেবতারাও সহ্য করতে পারেন না।

তাঁর বিষাণ ও ডমরুর ধ্বনি শুনে শত্রুপক্ষের মূর্চ্ছা হয়, দুই তিনটা ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ সর্ব্বক্ষণেই তাঁর অঙ্গে জড়ানো থাকে। একজন যতই শক্তিমান হোক না কেন ঐ লোকটি ইচ্ছা মাত্রেই তাকে সম্মোহিত করতে পারেন। এই-ভাবে যত কথাই কেন শোনা যাক না রাজার বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে, শেষে ফেটে উঠলো যখন তাঁর রাণীর কাছে শুনলেন, তাঁর উমা,—নিজেরই ছোট মেয়েটি অর্থাৎ কিনা আর্য্য দক্ষ প্রজাপতির কনিষ্ঠা এবং সর্ব্ব-প্রিয়তমা অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী কন্যা ঐ শিব ছাড়া আর কাকেও চায় না বরণ করতে। শুনেই ক্রোধে তিনি জ্ঞানশূন্য হলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর সমাজ এই বিবাহে বাধা দেয় নি। কারণ তখন নারী স্বাধীন কি অধীন এ প্রশ্ন আর্য্য-সমাজে ওঠেনি। পর্দ্দা বলে কোন অভিসম্পাত তাদের মধ্যে ছিল না। বাপের এতটা ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে সমাজে মেয়ে, স্বয়ম্বর সভায়, প্রকাশ্যভাবে একজন বিদেশীয়, অস্বাভাবিক বেশভূষা-জটাজুট-বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিকে বরণ করতে পারে, আর যাই হোক, সে সমাজ ছোট নয়।

তখনকার দিনে কোনও একটি রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে, খবর বেরুলে নিমন্ত্রিত তো আসতই আবার সমপদস্থ অনিমন্ত্রিত অনেকেই আসতো, তাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মান অপমানের প্রশ্ন ছিল না। মনে হয় বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী শিবের কখনই ওখানে যাবার কথা নয়, তিনি যেতেনও না, যদি আগে থেকে তাঁর এবং রাজকুমারীর মধ্যে গোপনে, সমাজ চক্ষের আড়ালে একটা বিশেষ পরিচয় বা হৃদয় বিনিময়ের ব্যাপার না থাকতো। যাই হোক বিবাহ তো হয়ে গেল,—দক্ষের ঘনীভূত বিদ্বেষের আগুন তখন জ্বলে উঠেছে—সেখানে মায়া-মমতার স্থান নেই. কন্যার শুভ-অশুভ সব উপেক্ষা ক'রে তাঁদের আর্য্য-সমাজের মাঝে শিবকে অপমান করবার প্রলোভন তিনি আর সম্বরণ করতে পারেন নি।

তারপর যা ঘটলো ঘটনাটা যাই হোক না কেন, তার ফলে আর্য্যেরা শিবকে নিলেন, মানলেন, অতি উচ্চ আসন দিলেন, তাঁর শক্তির পরিচয় গভীরভাবেই পেয়েছিলেন তাঁরা। ব্রহ্মার সৃষ্টি, বিষ্ণুর পালন, শেষে শিবকেই প্রলয়ের দেবতার আসন দিলেন, দেবতাপ্রিয় আর্য্যেরা, মহাদেব করে নিলেন শিবকে, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে তিরোধানের পর শিবের ধর্ম্মমতটি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুগ এবং একটা আপোষ করে তাকে আর এক ছাঁচে ঢেলে সাজালেন। জাতি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর্য্যেরা কি ছাড়তে পারেন? কাজেই আর্য্য-অনার্য্য ভেদ কঠিন ভাবে না থাক, প্রকারান্তরে রইলো যদিও ক্ষত্রিয় রাজারা—অনার্য্যদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই রক্তের সংমিশ্রণ সুরু করে দিয়েছিলেন। তিব্বতের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়েছিল। তখন থেকে আদান-প্রদান, যাতায়াতে শিবের স্থান কৈলাস তীর্থে পরিণত হয়ে গেল। যেমন বুদ্ধের তিরোভাবের পর চীন, জাপান ও তিব্বতীয় ভক্ত শ্রমণেরা তাঁদের তীর্থরাজ বুদ্ধের স্থান বোধিগয়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে থাকেন। এই ভাবে এক শ্রেণীর মধ্যে শিবের প্রচারিত সেই সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতর হয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হয়ে রইলো। শিব উলঙ্গ ছিলেন, তা'ছাড়া জনন-শক্তিই পুরুষের সর্ব্বশক্তির উৎস-মূল শিবতন্ত্রে এই তত্ত্ব প্রকাশের ফলে তাঁরা শিবকে লিঙ্গ বলেই পূজা সুরু করে দিলেন। এইভাবে শিবকে তাঁর প্রবর্ত্তিত সাধনধর্ম্ম এবং তত্ত্ব-ধারা হতে পৃথক্ করে শিবের পূজা আরম্ভ হয়ে গেল। তখন থেকে দক্ষিণ ভারতের শৈবদের কাছে আর এক সম্প্রদায়,—আর্য্য-অনার্য্য মিলিত দল তাঁরা শিবের যোগ-ধর্ম্ম নিয়ে পড়লেন—যোগসিদ্ধিই হোল তাঁদের অভীষ্ট,—তাঁরাই ভারতীয় যোগি-সম্প্রদায়,—যাঁদের কাছ থেকে বৌদ্ধেরা দীক্ষিত হয়ে বৌদ্ধ-তন্ত্রের উদ্ভব। মন্ত্র-শক্তির সঙ্গে যোগের সমাবেশ এই বৌদ্ধধর্ম্মের শক্তি বা প্রভাব ক্ষীণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছিল।

মন্ত্র-শক্তির চালনার ভয়াবহ পরিণাম যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে উচ্ছেদ করলে ভারত থেকে, তখনই শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তিনি শৈব,—বেদান্তের চরম তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে তিনি বৌদ্ধ নির্ব্বাণ—অথবা শূন্যবাদ পূর্ণ করলেন অদ্বৈত-বাদের উপর। তারপর শৈবাচারকে তন্ত্রমুক্ত করে শুদ্ধ শিবোপাসনায়, ওঁ হর হর হর মহাদেবের উপাসনায় পরিণত করেন। সহজ হয়ে গেল শিব পূজা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিব ছিলেন পুষ্প চন্দন হীন দেশের, তাঁর পূজা উপকরণও সামান্য। গঙ্গাজল আর বিল্বদলে—তখন প্রতি গৃহেই প্রত্যেক নরনারীর পবিত্র নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে হয়ে গেল লিঙ্গরূপী শিবের পূজা। এখন সে কথায় কাজ নেই,—যে কথাটি এখনও সত্য হয়ে আছে, তা এই যে,—প্রথমে শিব কিভাবে উপেক্ষিত, আর্য্য দেবতাপ্রিয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ঘৃণার পাত্র, অনার্য্য-সম্প্রদায়ের গুরু বোলে যেমন আর্য্য দলপতিগণের যতটা অশ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন পরবর্ত্তী কালে সেই আর্য্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধ্বজাধারীদের কাছেই তিনি সেই শিব…বিশ্বনাথ, মহেশ্বর, মহাদেব ইত্যাদি ভাবে গৃহীত হয়ে সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করেছেন এবং এখনও পর্য্যন্ত করছেন প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতি বৎসরে শিব চতুর্দ্দশীর দিন পর্য্যন্ত। অশ্রদ্ধার অন্ধকার চিরদিন তাঁকে ঢেকে রাখতে পারেনি। প্রকৃতির নিয়মেই তা হয় না, বিশেষতঃ যিনি লয়ের দেবতা। ইহ ও পর এই দুই লোকেরই মিলন সেতু, সুতরাং পরমেশ্বর, চির কল্যাণময় বোলেই তিনি শিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তপুরুষ-প্রসঙ্গ

এক

আমার জীবনে এই কয় বৎসরব্যাপী তীর্থভ্রমণ ও সাধুসঙ্গের পালা বৃন্দাবনের কথাতেই শেষ। এখন সেখানে যাওয়া এবং কয়েকমাস অবস্থানের মধ্যে যাহা কিছু কথা প্রকাশ করিবার আগে আরও কিছু আছে। আমার জীবন-বন্ধু অধ্যাত্ম-শক্তির উৎস অবধূতের সঙ্গে বিচ্ছেদের পূর্ব্বে কাশীর কথা আগেই কতক বলিয়াছি বটে, কিন্তু যতটা বলিয়াছি তা ছাড়াও এমন অনেক কথা রহিয়াছে যাহা বলা হয় নাই। উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া— এখনই সেগুলি সংক্ষেপে বলিয়া লইব। ঐ তীক্ষ্মধী মানুষটির কোন কথাই ফেলিবার নয়।

কাশীতে আসিবার পূর্ব্বে এখানে তাঁহার যে এতটা প্রভাব তাহা জানিতাম না। এক শ্রেণীর সাধু আছেন যাঁহারা, অবধূত আবার কবে কাশীতে আসিবেন প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। এই সকল সাধুর সঙ্গে তাঁহার মিলন অপূর্ব্ব, উপভোগ্য এবং চিত্তরসায়ণ। বাহিরের শুষ্ক দেহাবরণের মধ্যে এত বড় প্রেমিক এবং পূর্ণজ্ঞানী মহাত্মা বাস করেন, এই কাশীতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম।

এখন একদিনের কথা, গঙ্গার ধারে—বসিয়াছিলাম আমরা দুজনেই, তখন একটা কিছু চিন্তায় মগ্নই ছিলাম, হঠাৎ তিনি যেন জিজ্ঞাসার ভাবেই বলিলেন,

—আচ্ছা আমার উপর তোমার যে শ্রদ্ধা, এটার উৎপত্তি কোথা বলতো ?

—প্রথমে এসেই আপনি যে মনের ভাবটি দেখেছিলেন—আপনার হঠাৎ আবির্ভাবে আমি যে ভয় পেয়ে গিয়েছি এইটি যে তখনই জানিয়ে দিলেন, তাইতেই অন্তরে প্রথম শ্রদ্ধা জন্মেছিল, —আপনার অন্তর্য্যামিত্ব দেখে—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, এই দেখ, তুমি যেটা বুঝে আশ্চর্য্য হলে সেটা অল্প বিস্তর সবার মধ্যে, এমন কি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আছে। কারণটা এই :—বাইরে আকার আলাদা আলাদা কিন্তু জীব-সাধারণ যা দিয়ে তৈরী সেই ধাতুগুলি তো এক। কাজেই একজনের সঙ্গে একজনের ব্যবহারে যদি কাছাকাছি হয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে তাইতেই একজনের মনের ভাব মুখে না বললেও আর একজন সেটা জানতে পারে ; এটাতো সর্ব্বত্রই দেখা যায় ;— নয় কি ?

আমি বলিলাম, এখন মনে হচ্ছে তাই বটে, কিন্তু সেটা চলিত ব্যবহার সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ হলে তখনকার কথা, কিন্তু আপনার সঙ্গে তো তা হয়নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহারে ঘনিষ্ঠ হবার আগেই যে তা টের পান, সেটার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পূর্ব্বাপর যে ধারাবাহিক সব চিন্তাটাও যেভাবে টের পান, সে ভাবে আমরা কখনই একজনের মনের চিন্তাধারা দেখতে পাই না।

—ঐ হোলো, তুমি একটা চিন্তা ব্যক্ত হবার ঠিক আগেই টের পেলে আর একজন তার গোড়া থেকে ব্যক্ত অবস্থায় আসবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত টের পেলে, আসলে ওটা ধরবার কথাটাতো একই। তোমার নিজের মনের তল পর্য্যন্ত যদি একবার দেখতে পারো অপরেরও মনের তল পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক দেখতে পাবে। বাইরে বাইরে থাকা অর্থাৎ অবিরাম ছোট ছোট নানা ভাবের নিজ স্বার্থ-চিন্তায় ডুবে থাকার জন্যেই তো সাধারণ মানুষে নিজের মধ্যে যে শক্তিটা রয়েছে তার খোঁজ করেও না এবং পায়ও না—শাস্ত্রের ভাষায় তার শক্তি সুপ্ত রয়েছে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্থির নির্ব্বাক রহিলেন, তারপর আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—তুমি নিজের মধ্যে ডুব দাও না, সে পরিচয় পাবে। দেখোনি, সংসারে—ওর মধ্যে যারা একটু অন্তর্মুখী—তারা অনেকটাই অপরের মনোরাজ্যের খবর রাখতে পারে। এটা আসলে মাত্রার ব্যাপার, কারো একটু বেশী, কারো .একটু কম এই যা। শক্তিটা সবারই আছে।

—আপনি কিন্তু অসাধারণ,—

বাধা দিয়া বলিলেন,—কিসে জানলে ?

—আপনার সব কিছুই দেখে। এ কথাটা ভুল হল, সব কিছুই, বলে ফেললাম। আপনার সব কিছু আমি মোটেই দেখিনি, জানিও না,—একথাটা বলবার উদ্দেশ্য এই যে,—যেটুকু আমায় দেখিয়েছেন বা যেটুকু ধরেছি ও বুঝেছি—তাইতেই।

তিনি বলিলেন, তোমার কল্পনাপ্রবণ মন,—ঐ অসাধারণত্বটাই চাইছে কিনা, একটা উপলক্ষ পেলেই তাতে অসাধারণত্বের ছাপ মেরে দেখছে, আশ্চর্য্য হচ্ছে। মনে মনে বেশ একটা উপভোগ চলছে। লোককে বলবার সময়ও ঐ অসাধারণ বোলেই বোলছ, ফলে আর একজনকে তোমার ভাবেই নাচাতে লাগলে।

কথাটা আমায় যেন গভীর বিস্ময়েই ডুবাইয়া দিল।

আমায় চিন্তিত দেখিয়া একটু পরে অবধূত আবার বলিতেছেন,—এতে তোমার দোষ নেই। এই ভাবে সত্য-মিথ্যায় রঞ্জিত দেখা ও শোনার ব্যাপার দুনিয়ার সব সভ্য সমাজেই চলছে, তা তুমি করবে কি! একজনের অনুভূতি আর একজনকে দুঃখও দেয় আবার আনন্দও দেয় তো। আমি যা তাইই রইলাম, কেবল তোমার কাছেই, তোমার মনের ক্ষেত্রে, অসাধারণ হয়ে গেলাম। এই ভাবেই মানুষ-ভগবানের উৎপত্তি আমাদের দেশে।

—এতো বড় ভয়ানক কথা, আপনি আমার মনে-বুদ্ধিতেই কেবল অসাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No. শ্রীউমাশঙ্কর সরকার ...yee Ashram

রইলেন, আর নিজ সত্তায় আপনি তা নন? তার কিছুই নন, তার সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধ নেই, এই কথাই কি বুঝাতে চাইছেন?

—কোথায় রাখলে তুমি সে সম্বন্ধটা, তুমি তো তোমার মনোমত আমায় গড়ে নিলে, অর্থাৎ তোমার মনের ছাঁচে আমি অসাধারণ ভাবেই গড়ে উঠলাম, তার সঙ্গে আসলে আমার সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে; এমনি করেই তো মানুষের মধ্যে ধারণার গড়াপেটা চলছে, শুধু তোমাতে আমাতে বোলে নয়। আসলে কোন মানুষেই কোন মানুষের সবটা দেখতে পায় না—সম্যক পরিচয়ের কথা নেই এখানে, কেবল আংশিক পরিচয়ের ক্ষেত্র এটা, বাকিটা কল্পনায় পূরণ করে নেওয়াই এখানকার নিয়ম।

—কেন বলুন তো?

—কারণ ঐ আংশিক পরিচয়েই আমার সন্তোষ, আমি কেন সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য মাথা ঘামাবো, তাতে দরকারই বা কি? আমাদের স্বার্থের পরিপূরক যেটুকু মাত্র সেইটুকুই সম্বন্ধ তোমাতে আমাতে। এখানে যে যার নির্দ্ধারিত কালটুকু পূর্ণ করে চলে যাবে, সকলকে সব বিষয়ে ঠিক ঠিক বুঝবার মত এত সময় কোথা?

—আচ্ছা, আপনার এই কথাটা শুনলে মনে হয় না কি যে আগাগোড়া এখানে সবাই সবাইকে ভুল বুঝছে, ফলে ঐ ভুল বুঝা-বুঝিতেই এই পৃথিবীর সভ্য অসভ্য মানুষ সমাজ চলেছে?

শুনিয়া অবধূত বলিলেন, যতটুকু বললে সভ্য সমাজে ওটা তাইই বটে কিন্তু অসভ্য সমাজের কথা ঠিক ঐ রকম নয়।

—তাদের কি অন্য ব্যবস্থা না কি?

—কতকটা তাই,—কারণ, অন্যান্য পার্থক্যের কথা ছেড়ে দাও, ওদের মধ্যে মানুষে মানুষে সম্বন্ধটা ঘন, ওরা একজন আর একজনের অনেকটাই বেশী দেখতে পায়, ফলে অনুভবও করে গভীর। ওদের সম্বন্ধ সহজ—কারণ দেহ থেকে ভিতরের মন পর্য্যন্ত ঢাকা কম থাকে যা সভ্য জগতে অনেক বেশী। সভ্য জগৎ মানে ঢাকা-ঢুকিরই কারবার, একথা বললেও বেশী বলা হয় না।

এই বলিয়া খানিক চুপচাপ রহিলেন যেন আমায় ওটা বুঝিবার অবকাশ দিলেন। তারপর আবার বলিলেন, এই ঢাকাটা এমনই মজ্জাগত যে কোনও দেশে, যে কোন সভ্য সমাজের একজনকে ধরে বিচার করলেই বোঝা যাবে, ভিতরের যা-কিছু বাইরে ঢাকা দেওয়াই সভ্যতা। ভিতর-বার এক করে ফেললেই সে হয় পাগল—না হয় অ-সভ্য।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ,—তারপর,—

—তোমার দেশেও এটা কম নয়। এই রকমই হাওয়া। আমি তোমার কাছে অসাধারণ তো? আমরা অবধূত, সন্ন্যাসী, ত্যাগী বোলেই প্রসিদ্ধ। এখন আমাদের মধ্যেই একদল আছে যারা বেশ সদাচারী, মালা-তিলক কপালে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহুতে, বক্ষে ধারণ করে। এক সভায়, এক সতীর্থের অনুরোধ এড়াতে না পেরেই গিয়েছিলাম। আমার এই রকম বেশই ছিল, স্নান নেই, বেশ পরিচ্ছন্ন নয়, গিয়ে এক ধারে সব শেষ লাইনে বসেছি। কারো নজর পড়বার কথা নয়,—সেই সভার একজন এসে বললে, এটা অবধূত সভা, এ সভা তোমার নয়, তুমি এখান থেকে উঠে যাও। আমার গুরু-ভাই তখন এগিয়ে এসে বললে, এ আমাদেরই লোক তা ছাড়া যোগী, সিদ্ধ, মহৎ ইত্যাদি কত কি গুণব্যাখ্যাই না করলে, কিন্তু কে শোনে তার কথা,—তারা বলে তোমরা তা হলে দুজনেই বেরিয়ে যাও, এ সভা তোমাদের জন্যে নয়। আমরা আর বাক্য ব্যয় না করে উঠে এসে আড়ালে হাসি। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এটা যখন ঘটে, তখন কথায় কথায় তোমার ভারতের গৌরবের ঢাকের আওয়াজ কি মানায়?

তাঁহার কথায় আমার অন্তরে একটা অবসাদ আসিয়া মাথাটি হেঁট করিয়া দিল।

—বলতে পারো,—কতক্ষণ পর তিনি সস্নেহে আমার মনের কর্তকটা ভার যেন হালকা করিয়া দিলেন, বলিলেন,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবহারিক নীতির ব্যবধান কতটা!

আমি বলিলাম,—আগাগোড়া এই সব দেখে মনে হয় না কি, যেন আমরা ধর্ম্মনীতিহীন স্বার্থান্ধ মূঢ় জ্ঞানহীনদের স্বর্গে বাস করছি?

শুনিয়া অবধূত বলিলেন, এ জগৎ তো এই রকম বরাবরই,—এর চেয়ে ভালো আবার কবে ছিল?—

—কেন সত্যযুগে, তখন মানুষের মধ্যে সৎভাবই বেশী ছিল,—নয় কি?

অবোধ শিশু! এটা বোঝনি সেটা যে দেশ বা সমাজের আদর্শ, কবি-সৃষ্টি, কবির আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের ভরসা,—সেতো ঐ বাগ্দেবীর বরপুত্রেরাই চিরকাল করে আসছেন। কেন, এখনকার চিন্তাশীল পাশ্চাত্য লেখক যাঁরা জগতের বর্ত্তমান মানুষ সমাজে মনুষ্যত্বের ব্যভিচার দুর্নীতি, স্বস্তি-শান্তিহারা জীবের দুর্গতি দেখে প্রাণে বেদনা বোধ করেন না? তাঁরাই তো সত্যযুগকে আবাহন করছেন,—এ সব তো দেখতেই পাচ্ছ। এখনও বা, পূর্ব্বেও তা, পরেও তাই তো! বর্ত্তমানে কেউ সুখী নয়,—ভাল দিন আসুক,—এই তো আসল কথাটা?

—তা হ'লে সেদিন আসা তো অসম্ভব নয়!

আমার কথাটি শুনিয়াই অবধূত বিষণ্ণ হইয়া গেলেন, তারপর ধীরে ধীরেই বলিলেন,—আশায়-আশায় থাকা তো। ভালো, সেটাও বড় কম জিনিষ নয়, নাহলে মানুষ থাকবে কি নিয়ে?

মনে হইল প্রভু এখন আমার আসল কথাটায় তেমন আমল দিতেছেন না। তাই জোর করিয়াই ধরিলাম; বলুন আপনি, সত্যই কি সেদিন আসবে না,—মানুষ সমাজ সৎভাবে প্রীতিতে আবদ্ধ হবে না?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ দেখিলেন, পরে বলিলেন,—সমাজের সবাই ? বলিলাম, হাঁ সবাই, নয় কেন ?

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, অসম্ভব ; যদিও এখানে অসম্ভব, কথাটা বলা ঠিক নয়,—সম্ভব নয়, বলাই ভাল। মানুষ সমাজের সবাই একই রকম হওয়া এই প্রকৃতির রাজ্যে কি করে সম্ভব হবে ? তবে সমাজের এতগুলি মানবের একই উদ্দেশ্যে যুক্ত ভাবের আকাঙ্ক্ষা ও আশার ফলে হয়তো এক সময়ে বেশ বড় একদল সৎভাবাপন্ন যাকে বোলচো, তা হতে পারে। কিন্তু ঐ সৎভাবাপন্ন একদল এখনও তো রয়েচে,—তাদের কথা শুনচে কে,—ঠিক তাদের পানে দেখচেই বা কে ?—প্রকৃতির এই সৃষ্টির আদর্শ যে তা নয়।

—আচ্ছা প্রকৃতি ছেড়ে দিচ্চি,—আমি ভগবান বোলেই বলবো।

শুনিবামাত্রই তিনি হাসিয়া বলিলেন, তা বল না, তাতে কি, আসলে একই।

তাঁর এই কথার ইঙ্গিত তখন লক্ষ্য করিলাম না বটে, পরে করিয়াছিলাম। যাহা হউক এখন বলিলাম,—ভগবান তো সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আমরা তো তাঁরই সন্তান ;—তিনি কি এটা চান, তাঁরই সৃষ্ট সন্তানেরা এইভাবে স্বার্থে অন্ধ হয়ে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে একদল প্রবল হয়ে আর এক দলকে ধ্বংস করে ?

তিনি বলিলেন, ভগবানের নাম করে তুমি যে সব কথা বললে এ তো এক শ্রেণীর ভগবৎ বিশ্বাসী, সমাজে যাদের ভক্ত বলে, তাদের মত কথা হোলো। নয় কি ? (আমি ভাবিয়া,—ধরিতে চেষ্টা করিলাম, ইনি এবার কোন্ দিকে যাইতেছেন।) কিন্তু যারা গোঁড়া ভক্ত তারা দম্ভ ক'রে আরও বড় বড় কথা বলে যে,—তারা বলে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কিছু করবার সাধ্য নাই, এমন কি গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না। মোট কথা তারা প্রমাণ করতে চায় যে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত এখানে কিছুই হয় না,—হতে পারে না। অর্থাৎ যা কিছু হচ্চে তাঁরই ইচ্ছাতেই হচ্চে, কেমন ?—বেশ কথা, তাই যদি সত্য হয় তাহলে এই মারামারি অশান্তি যুদ্ধ বিগ্রহ দুঃখ দারিদ্র্য মহামারী দুর্ভিক্ষ তাঁরই ইচ্ছাতেই হচ্চে, কেমন তাইই প্রমাণিত হয় না কি ? তাহলে মানুষের অপরাধটা কোথা ? ফলে সেই স্বেচ্ছাচারী ভগবানের কথাই এসে পড়লো। এখন কি করবে বলো এমন এক ভগবান নিয়ে ?

শুনিয়া মাথাটা যেন আরও গুলাইয়া গেল।

—তাহলে কি ভগবান নেই, আমাদের স্রষ্টা পাতা ধাতা মুক্তিদাতা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী দয়াময় !

বাধা দিয়া অবধূত বলিলেন, ঐ দয়াময় বললেই তাহলে নিষ্ঠুরও বলতে হবে, নইলে খুঁৎ হয়ে পড়বে যে।

আমি বলিলাম,—তাহলে কি বলবো তাঁকে বলুন ?—হাসিয়া তিনি বলিলেন, সোজা কথায় প্রকৃতি বল না, না হয় শক্তিই বল না কেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যদি ভগবানই বলি? তিনি বলিলেন, গায়ের জোরে বলো কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না তাঁর অস্তিত্ব। তাই যুক্তি দিয়ে বিচারকে নিরাপদ করাই ভালো। আমি বলিলাম ল্যাঠা তো চুকে যায়, কিন্তু প্রাণটা ভগবান বলতেই চায় যে, আসলে প্রকৃতি কথাটা বিদেশী আমদানী মনে হয়।

ওকি কথা, ভারতের দর্শনশাস্ত্রে, তারপর কাব্যে, এমন কি সর্ব্বশাস্ত্রেই প্রকৃতি, যোগশাস্ত্রেও ত প্রকৃতি মূলাধারে, তাঁকে ধরেই না আত্মচৈতন্যের পানে গতি ও স্বরূপে স্থিতি। প্রকৃতিবাদ ত ভারতেরই বস্তু।

তবুও আমার আকাঙ্ক্ষার ধনকে ভগবান বলেই বলবো। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তা বলো, কিন্তু তা হলে আমি জিজ্ঞাসা করবো তাঁকে তুমি পেলে কোথা? তাঁর অস্তিত্বের কথা তুমি জানলে কি করে?

কেন, সাধু মহাত্মা যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন তাঁদের কথাই তো প্রমাণ। অবধূত বলিলেন, তাহলে আমি আবার জিজ্ঞাসা করবো যাঁরা পেয়েছেন বলচেন তাঁরা কি করে পেলেন? বলো এখন যা জানো।

তাঁরা তপস্যা করেই পেয়েছেন, চিরকালই এ কথা শুনে আসচি। তপস্যাতেই তো তাঁকে পাওয়ার একমাত্র পথ? এতো আপনিও জানেন। মানুষ তো তাঁকে তপস্যা করেই পেয়ে আসচে বরাবর।

আমি তা জানি না তো! অবধূত এই বলিয়াই চক্ষু মুদিত করিলেন। দেখিয়া বাধ্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাহলে আপনি কি জানেন বলুন?

তিনি তখন বলিলেন;—যা কিছু এ জগৎ সমাজে লোভনীয় সব কিছুই তো তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায়,—পাওয়া গিয়েছে তার প্রমাণ আছে—কিন্তু ঐ জিনিসটি ছাড়া। কেউ তপস্যায় ভগবানই পেয়েছে যদি শুনে থাক কখনও তার কথা বিশ্বাস কোরো না। তবুও যদি বলতে শোনো তাহলে আমি মনে করবো তুমি বুঝতে ভুল করেচ। তাও যদি না হয় তাহলে সে ইচ্ছা করে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই তোমায় ভুল বুঝিয়েচে। আরও একটা কথা জেনে রাখো, মানুষ যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় তা ভগবান পাবার উদ্দেশ্যে নয়।

আমি বলিলাম, কেন ঠাকুর,—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন তপস্যায় তাঁকে পাওয়া যায়।

শুনিবামাত্রই অবধূত বলিলেন, কখনও কোথাও বলেন নি,—বিশেষতঃ তিনি কখনই এ কথা বলতে পারেন না,—কারণ তিনি নিজে তপস্যার দ্বারা পাননি, ভগবান যে তপস্যালব্ধব্য বিষয় বা বস্তু নন একথা তাঁর মত আর কেউ জানেন না।

আমি সুধাইলাম, তবে তিনি যে অতটা তপস্যা করেছিলেন, চৌষট্টি খানা তন্ত্রের সাধনা, বাম্‌নী উত্তরসাধিকার সাহচর্য্যে, তারপর ন্যাংটা তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধি, তারপরও সখীভাবে সাধন, দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে,—

তিনি বলিলেন, সেটা পাবার পর,—মিলিয়ে নেবার জন্য তাঁকে নিজ ভাবে জ্ঞান এবং বুদ্ধিগত করে নেবার জন্য। তার উপর,—পূর্ব্বাপর সাধন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথা ঠিক ফল উৎপন্ন করে কিনা দেখবার জন্যও বটে। সে অনেক কথা। অত বড় এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্যাল সায়ান্টিষ্ট—ধর্ম্মরাজ্যে এ জগতের ইতিহাসে পূর্ব্বে দেখা যায় নি বা আবির্ভূত হন নি। তবে এইটি তার মধ্যে বিশেষ বোলে জেনে রাখো যে—ভগবদ্দর্শন বলতে তখন যা তিনি পেলেন, তাঁর পক্ষে ঐ অবস্থায় সহজে ধারণ বা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই সেই দর্শনের পর, অর্থাৎ পাওয়ার পরই দীর্ঘ সাধনায় নিজ ক্ষেত্রকে উপযুক্ত করে নিতে হয়েছিল। তিনি যা পেয়েছেন ঐ সাধনার দ্বারাই যাচাই করে নিয়েছিলেন, নিজ অধিকারের বিস্তৃতি দেখলেন, যে আধারে ঈশ্বর নানা ভাবে ক্রিয়া, নানা ভাবে লীলা করবেন সেই আধার বা ক্ষেত্র দৃঢ় ভাবে প্রস্তুত করে নেবার জন্য সাধনার প্রয়োজন ছিল। তা যখন সম্পূর্ণ হল তখনই তিনি স্থির হতে পারলেন। উন্মাদ তিনি আগে হননি, দর্শনের পরে হয়েছিলেন। সেই একটা প্রবলতম ভাবের দমকে তাঁকে দীর্ঘকাল স্থির হতে দেয়নি। সকল হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ, সর্ব্ব সংশয়চ্ছেদ হবার পর যখন স্থির হলেন ;—তখনই জগদ্‌গুরুর কাজ সুরু।

এখানে আর কথা কইতে ইচ্ছাই ছিল না, মুগ্ধ হয়েই শুনছিলাম,—যখন তিনি চুপ করিলেন তখনই কিন্তু এই একটা কথা মনে উঠিল যা তখনই না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না ;—

তপস্যার ফলে যদি তাঁর ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না হোয়ে থাকে তা হলে কিসের ফলে ভগবদ্দর্শন হোলো, এটা বোলে শেষ করে দিন।

তিনি, ঠিক যেন চুপি চুপি আমার কানের কাছে মুখটি আনিয়া বলিলেন,—সহজ বিশ্বাসের ফলে, মাত্র এটিই পুঁজি, এই কারবারে।

সহজ বিশ্বাসেই ভগবান পাওয়া যায়, না হলে তাঁকে পাবার আর কোনও দ্বিতীয় উপায় নেই। শুনিবা মাত্র আমি স্তম্ভিত হইলাম, মনের মধ্যে কত কথাই উঠিতে লাগিল—সত্যই কি ঠাকুর পরমহংসদেব ঐ বিশ্বাসটুকুতেই পেয়ে গেলেন,—কি অদ্ভুত ব্যাপার!

অবধূত বলিলেন, বিশ্বাসটুকু মনে করচো, তার মধ্যে মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারের অর্থাৎ অন্তঃকরণের পূর্ণ শক্তি রয়েছে যে,—সেই ভগবৎ অস্তিত্বে প্রবলতম বিশ্বাসের সঙ্গে কি ব্যাকুলতা, পাবার জন্য সে মনের কি গতিবেগ, কল্পনা করতে পারো? তার ফলে সেই প্রথম দর্শন যখন হোলো তিনি কি সামলাতে পেরেছিলেন? ঐ প্রথম বেগ কেউ সামলাতে পারে না, কোন জীবেরই সাধ্য নাই—কারণ তখন জীবের মূল সত্তার মধ্যেই সেই পরম সত্তার অবতরণ বা স্পর্শ, আত্মচৈতন্যের সে যে আলোড়ন, তার তুলনা নেই, ভাষাও নেই। এটা বাহিরের প্রতিমা দর্শন বা চক্ষুর সামনে কিছু দেখার মত নয়,— এ ধারণা সাধারণ বিদ্বান পণ্ডিতদেরও হওয়া সম্ভব নয়। তিনি স্বয়ং এটা বুঝাবার চেষ্টাই করেননি ; জানতেন, বোলে বুঝিয়ে দেবার নয় ; যাঁকে কৃপা করে পরশ দিতেন সে-ই ঠিক বুঝতো কিন্তু সে ব্যক্তি আর কাকেও বুঝাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারতো না। মুখে বলতেন, তিনি হৃদয়ে দেখা দেন, হৃদয়ে তাঁর আসন। এ হৃদয় ধুক-ধুকি বা বুক নয়, প্রাণকেন্দ্র—প্রাণকেন্দ্রেই জীবের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। সে কথা এখন থাক,—কথা হচ্ছিল,—বর্ত্তমান কালের এই দুঃখ-দুর্গতির শেষ হবে সত্যযুগ এলে,—এই তোমার কথা নয় কি!

—আর ভগবানের রাজ্যে মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন?

—ঐ দেখ, মঙ্গলময়েরই রাজ্য বলচ, অমঙ্গলটাও তো নিতে হবে। এটা দেখচো না অমঙ্গল না থাকলে স্বধু মঙ্গল পাচ্চ কোথা? জ্ঞানমার্গের এসব প্রথম ভাগের অ-আ-ক-খ-র মত, এ সব মীমাংসা না করে চললে প্রথম থেকেই ভুল হবে যে;—স্বধু মঙ্গলময় বোলে এরকম ভগবানের অস্তিত্ব তোমার সৃষ্টিতেই আছে বা তোমাদের মত একদল স্বার্থামোদী জীবের সৃষ্টিতেই আছে বা থাকবে; তাকে নিয়ে তোমার সুখ হবে না। নাই বা করলে এরকম কল্পনা।

তাহলে আপনি বলছেন আমাদের জগৎ বরাবরই এই রকম ছিল, থাকবেও; এই রকম উন্নত হবে না এ সমাজ?

শুনিয়া তিনি বলিলেন, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় না হলে সমাজের বিধি ব্যবস্থার সার্থকতা কি, এই তো তোমার কথা,—তুমি মিলিয়ে নাও না এ রাজ্যে এ সমাজে তাই ঘটচে কিনা।

আমি বলিলাম,—এটা যে ঘটচে না, সেটা আমি কেমন করে আপনাকে বুঝাবো বলুন, আপনি তো বুঝেও বুঝবেন না।

—এই দেখো এবার তুমি আমার উপর, বুঝেও না বুঝার দোষও চাপাচ্চ, কিন্তু আমি সে বোঝা নেবো না একটি মাত্র কারণে। সেটা এই যে, তুমি এখনও এ সকল ব্যাপার এমন এক ভগবানের বিধান বোলে মানতে চাও যার হাতে তোমাদের সমাজের সকলকার কেবলই মঙ্গল হচ্চে অথবা হবে,—অমঙ্গল একদম থাকবেই না সেখানে। অথচ নিজেদের অসুবিধাকে অমঙ্গল, আর সুবিধাকে মঙ্গল বলচো, কিন্তু একই সময়ে সেটা রয়েচে তোমার সামনে। রাজ্যের একই বিধান, তোমার পক্ষে যদি সেটা অসুবিধার সৃষ্টি করে আর অপর এক দলের সুবিধা হয়, তুমি বলবে এ বিধান ভাল নয়—তাহলে তোমার কোনখানে যে বুঝতে একটু গোলমাল হয়েচে সেদিকে লক্ষ্যই করবে না। তুমি সত্যযুগ চাইচ এইজন্য তখন সবাই ভাল হবে, সবাই সুখী হবে—এই তো? কিন্তু বার বার প্রত্যেক কাজেই এটা প্রমাণিত হচ্চে সবাই একসঙ্গে সুখী হবার মত জায়গা এটা নয়। ভগবানের বিধান বলে নাও তো সবটাই নাও, তা যদি না নাও তো সবটাই মানুষের বিধান, বড় জোর শক্তিশালী মানুষের বিধান বোলে নাও—সব চুকে যাক। তোমার সুবিধা হলে মঙ্গলময়ের দয়া বোলবে, অপরের সুবিধাতেও তা বলবে না এ কেমন কথা?

আমার কথাটা ঠিক আপনাকে বুঝাতে পারিনি হয়তো, কিন্তু আপনি বুঝেচেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তা কি করে হবে, আবার আর এক ফ্যাসাদ এনে ফেলচো দেখছি,—তুমি যা বুঝাতে চাইচো তা নিজেরই ভিতরে তাকে ঠিক ভাবে ধরতে পারচো না, আবার বলচো আমি বুঝেচি; এ আমি স্বীকার করবো না। তোমার কথা তোমাকেই বলতে হবে,—তবেই না সেটা ঠিক এমন প্রশ্ন হবে, যার উত্তর আছে,—প্রশ্নই নেই তো উত্তর কোথা ?

আচ্ছা শুনুন,—এইবার বলচি, এই কলিযুগটা অত্যন্ত পাপের যুগ, মানুষে মানুষে ঈর্ষা বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি এত বেড়েচে, আমাদের শান্তি নেই সংসারে,—দুর্মূল্য দেশময়।

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, এ তো সব জায়গায় আছে, সব দেশেই সময় সময় এমন দুরবস্থা হয় সাধারণের, অথচ এর মধ্যে সব কাজই তো চলচে,—তুমি সুখী নেই তার অন্য কারণ আছে কোথাও, খুঁজে বার করো গিয়ে। সবাই তো অসুখী নয়। তুমি লক্ষ্য করো এর মধ্যে যে যার কাজে ঠিকই আছে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি কি ভাবিয়া একবার আমার পানে চাহিয়া দেখিলেন,—তারপর বলিলেন,—

বোঝো বাবা, যে বছর ফসল ভাল হয়, চাষীদের জিজ্ঞাসা করো তারা বলবে গন্ধেশ্বরীর পূজোটা ভালই হবে, ধূমধাম করবার কথা,—আবার যে বছর ফসল ভাল নয় সে বছর নম-নম কোরে এক রকমে সারতে হয়। এ অবস্থা তো রাজ্যি জুড়েই চলেচে। যদি মঙ্গলামঙ্গলময়ের বিধান বলো আমি রাজী আছি, কিন্তু যদি সুধুই মঙ্গলময় বলো অমনি আমি আঘাত পাবো, তোমার কথার প্রতিবাদ করবো। আরে বাবা, এ দুনিয়ায় পশু আছে, মানুষ আছে আর দেবতা আছে,—কেমন ?

আমি এবার একটু খুঁৎ ধরিয়া বলিলাম,—পশু দেখচি মানুষও দেখচি কিন্তু দেবতা কোথা ?

তিনি প্রফুল্ল মুখে সামনে সূর্য্যের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—সূর্য্যশ্চন্দ্রমসৌ ধাতা—যথাপূর্ব্বমকল্পয়েৎ—তুমি দেবতা দেখতে পাও না, অথচ তোমার দেব-ঋণ একটা আছে,—তা হলে তা পরিশোধ করবে না বলো ?

বলিলাম, এখন আবার অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি—।

তিনি সুধাইলেন, কি বলতো ?

বলিলাম, এ সংসারে এসেছি কেবল ঋণের বোঝাই বাড়াতে, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষি-ঋণ, দেব, উত্তমর্ণ ইত্যাদি।

তাই না তুমি মুমুক্ষু জীব,—মুক্তিকামী। তুমি একলা ত নয়, চারিদিকে চেয়ে দেখনা,—

সেইটাই কি একটা সান্ত্বনা ?—

অন্ততঃ খানিকটা নিঃশ্বাস ফেলতে আরাম পাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.......
Shri Sh... ...Ashram
BANARAS

দুই

আজ একজন এখানকার অধিবাসী এক নবীন যোগী, আসিয়া উপস্থিত; উদ্দেশ্য অবধূতকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইবেন। অবধূত, দেখিলাম পরিচিতের মতই ব্যবহার করিলেন এবং বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন, অবশ্য আমিও আছি পিছনে। আশ্রমটি গঙ্গার উপর ছোট একটি বাগানের মধ্যে। যেন আনন্দেই এস্থানটি পরিপূর্ণ বোধ হইল। অবধূত এই নবীন যোগিকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন।

ইঁহার গুরুদত্ত নাম সিদ্ধপ্রেম। তাঁহার কাছেই ক্রমে ক্রমে এই আশ্রমের কথা শুনিলাম। সিদ্ধপ্রেমের গুরুর প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম। দুই বৎসর গত হইল যখন অবধূত ঘুরিতে ঘুরিতে এক-বার এখানে আসিয়াছিলেন তখন ইঁহার গুরু জীবিত ছিলেন; তিনি অবধূতকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তিনিই অবধূতকে কিছুদিন এখানে রাখিয়াছিলেন। গত বৎসর দেহত্যাগের সময় সিদ্ধপ্রেমের গুরু অন্তিমে এই উপদেশ দিয়া যান,—অবধূত কাশীতে আসিলে যেন কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিও না, তোমার সকল সমস্যার সমাধান তিনিই করিয়া দিবেন, এমন কি সকল কামনাই তিনি পূর্ণ করিবেন। তাঁহার সেবা করিলেই তোমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইবে, যদিও সেবা তিনি কখনও কাহারও লন না, কিন্তু অনেককেই সেবাদ্বারা প্রাণ দান করিয়াছেন।

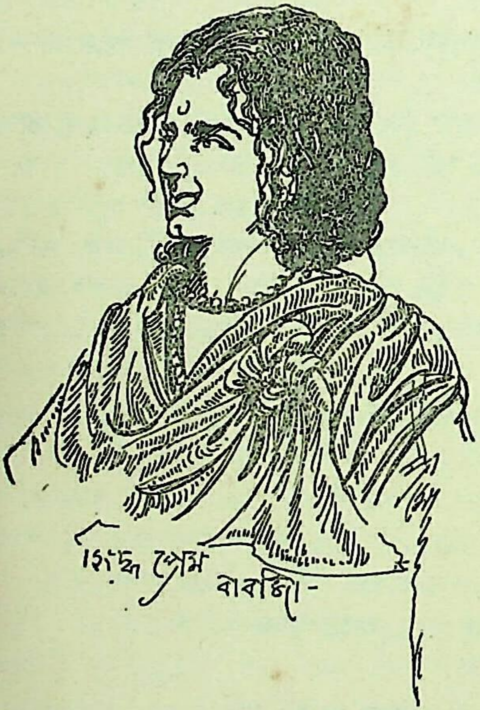

এই সময়টা সিদ্ধপ্রেম সারাদিন মৌন থাকিয়া সাধন করিতেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তখন প্রয়োজনে কথা কহিতেন। এখন অবধূতকে আনিয়া তিনি গুরুবৎ সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বড় কঠিন কাজ তাঁহাকে সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যাঁহার কোন কর্ম্মই নিয়মিত নয়। সারা দিন অবধূত, কোন্ মুহূর্ত্তে কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কোথায় বসিবেন, কোথায় শুইবেন, কিছু স্থির ছিল না;—কেবল সন্ধ্যার পর আর আশ্রম হইতে বাহির হইতেন না। সেইজন্য আমাদের সারাদিন যে যার স্থানে, আপনাপন কর্ম্মেই কাটিত, সন্ধ্যার পর সিদ্ধপ্রেমের মৌন ভঙ্গ হইত। অবধূতও উলঙ্গ অবস্থায় আপন আসনে থাকিতেন, তখনই ঐ পরিবেশ আনন্দময় হইয়া উঠিত। বিশেষ, প্রায়ই সন্ধ্যার পর অবধূতের কাছে পাগল এক ব্রহ্মচারী আসিতেন, তিনি মধুর কণ্ঠে গান করিতেন, তখন গান ভজন চলিত রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত। তত্ত্বকথা আরম্ভ হইলে সে রাত্রে আমাদের কাহারও নিদ্রা হইত না, মহানন্দে রাত্রি কাটিয়া যাইত।

এই পাগল ব্রহ্মচারীকে অবধূত অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; কোন দিন না আসিলে উদ্বিগ্ন হইতেন। অবধূতের সঙ্গে কথা,—ঐ ব্রহ্মচারীই কহিতেন আমরা শুনিতাম। তাঁহার সাহস অসাধারণ, ব্রহ্মচারী দিনমানে কোন কোন দিন আসিয়া হয়ত দেখিতেন, অবধূত শবাসনে পড়িয়া আছেন একখানি চাদরে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া।

একদিন সন্ধ্যায় পাগল ব্রহ্মচারী হঠাৎ অবধূতকেই বলিয়া বসিলেন, এখানে এসে কেবল শুয়ে বসে দিনগুলি কাটিয়ে দিলেন, বাবা?

অপ্রত্যাশিত ভাবেই এই ব্যক্তির এমনই একটি কথা শুনিয়া অবধূত অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া ব্রহ্মচারীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন;—

লোকের বাইরেটা দেখে কে কি মনে করে বসে তার হিসাব কে রাখচে, অথচ আমার জীবন যাপন আমার কাছেই আনন্দময়, আমার কাছেই তার দাম। এই রকমটা ভাল লাগে তাই এই রকম করচি। হয়তো উত্তর উত্তর এটা বেড়ে যাবে। ঐ অবস্থায় যা হয় তার কথা তোমায় বুঝাবো কেমন করে। আমার যা ভাল লাগে তাই করবো, তোমার যা ভাল লাগে তাইই করোনা বাপু;—কে বারণ করে তোমায়?—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার কোন্ অবস্থার কথা বোলচেন? তিনি বলিলেন, এই সাধারণতঃ যে ভাবে জীবন যাপন করচি, যা প্রত্যেক জীবেরই সাধারণ কাজ, আমারও তাই।

ব্রহ্মচারী ফট্ করিয়া বলিয়া দিলেন, সাধারণ জীবের কাজ বলতে তো আহার নিদ্রা আর মৈথুন,—সেটা তো আপনার হতে পারে না।

তিনি বলিলেন, কেন পারে না, সাধারণ অ-সাধারণ যে কোন জীবনে ও-ছাড়া করবার আর কীই বা আছে?

আমি বলিলাম, সে কি, আপনারও মৈথুন?

তিনি অবিচলিত ভাবেই বলিলেন,—হাঁ-গো, ওকে ছেড়ে দিলে কি নিয়ে থাকবো,—সারাদিন মৌন অবস্থায় করি কি? জপ ধ্যানের কারবার তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক কাল হয়ে গেছে এখন কি নিয়ে থাকবো বলো, ওর চেয়ে বেশী সুখই বা পাবো কোথা ?

সমাধির কথা বলচেন ?—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম !

তিনি বলিলেন, পরমহংস দেব ত সমাধির রহস্য ভেঙ্গে, পরিষ্কার করে ব্যাপারটি তাঁর ভক্ত লোকের বুদ্ধিগত করে দিয়েছিলেন, তাতে কারো কারো হয়তো আভাবে একটু ধারণা করতে সাহায্য করেছে কিন্তু আসল তত্ত্বটি যে কঠিন সেই কঠিনই আছে। ঐ যে আহার নিদ্রা মৈথুন, এই যে জীবনের প্রধান কাজ তিনটি, জীবন যতই উন্নত হয়, ঐ কয়টি ভোগও উন্নত হতে থাকবে, তবেই না জীবন যথার্থ উন্নত হতে পারবে ?

কিন্তু ঐ মৈথুন কথাটাই তো আপত্তিজনক, ব্রহ্মচারী বলিলেন।

রাখো তোমার আপত্তি, তুমি কিসের ব্রহ্মচারী যদি নারীসঙ্গের স্থূল জীব-সৃষ্টির কারণরূপী পাশবিক সুখের ভোগ,—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই পরমানন্দময়ের স্পর্শের জন্য তৈরী হতে না পারো ? তুমি আবার মৈথুন শব্দে আপত্তি তুলচো ? বলতো বাবা, ঐ কথা ছাড়া আর কোন্ শব্দ আছে যাতে ঠিক ঠিক ঐ তত্ত্বটা ধারণা হবে। এই বলিয়া যেন ধমক দিলেন।

ধমক খাইয়া তিনি চুপ করিলেন বটে কিন্তু আমি বলিলাম, কিন্তু আসল ঐ কাজটা তো একটা ক্রিয়ার ফল, এখানে শরীর ও ইন্দ্রিয় ঘটিত ক্রিয়ার কথাই বলচি। কিন্তু ক্রিয়া-রহিত একা একা ঐ সুখ উৎপন্ন হয় কি ?

শুনিবামাত্রই তিনি বলিলেন, ঐ তো জড় বুদ্ধির দোষ, জড় শরীর ছাড়িয়ে এখনও উঠতে পারনি তো আনন্দের মূল তত্ত্বটি বা ধরবে কি করে ? কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সবই তো এর মধ্যেই রয়েচে,—বাইরে শরীর-জ্ঞান ছাড়লেই তো ধরতে পারবে কিসে কি হয়। জানোয়ার বা পশুপক্ষীর শরীরে শরীরে ঘেঁষাঘেঁষি না করলে মৈথুনের সুখই হবে না, অথচ ঐ সুখটার মূল শরীরাতিরিক্ত সুখতত্ত্ব—যথার্থ আনন্দের যে উপাদান সেখানে শরীরের সঙ্গে সম্পর্কই নেই। ব্রহ্মানন্দ কি রকম ?—পরমহংসদেবকেও কি বলতে শোনোনি কি—সে সুখ বলবার কথা নয়,—শত মৈথুনের যে সুখ তাও তুচ্ছ বোধ হয়। কৃষ্ণ স্মরণে রাধার যে সুখ হতো তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না, শরীরে নানা ভাবের বিকার দেখা যেতো, অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার তার নাম, শোনোনি ? আসলে সুখ হল অন্তরে, হৃদয়ে ঐ প্রাণ কেন্দ্রে, তার ধাক্কাটা এসে পড়লে মন, বুদ্ধি পূর্ণ করে শরীরের উপর। বুঝে দেখনা সে ব্যাপারটা কি ?

ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, আমাদের ধ্যান ধারণায় একটা সুখ অবশ্য অনুভব করতে পারি কিন্তু কখনও তুলনা করিনি সেটা কি রকম,—সে যেন একটা নেশার মত এইটুকুই বলা যায়।

শুনিয়া সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, হাঁ, হাঁ, ঐ নেশার ভাবটি জমাট বাঁধলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মানন্দ, যখন তিলমাত্র শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না, মন লয় হবে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহংতত্ত্বে লয় হয়ে সেই অহং বা আমিকে পরমাত্মার অনুগত করলে, তখন এই শরীর বা বাইরের জগৎ কোথায় ? সেই এক স্পর্শেই জন্ম জীবন সার্থক।

একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন, মানুষ কতটুকু পায় গো ! একে শরীরগত মন, বুদ্ধি, তার উপর স্বাস্থ্যহীন শরীর, যৌবনের যে দুর্লভ সুখের অবস্থা তাই বা ক-জন ভোগ করতে পারে ! আমি ত দেখি বেশীর ভাগ মানুষের অপূর্ণ শরীর, তার ভোগই হোলোনা তো যোগ হবে কি করে ? অপূর্ণ শরীরে না হয় ভোগ না যোগ ! ঠাকুর পরমহংসদেব, দেখোনি, তাঁর ভক্তদের কি নিয়মে কি ভাবে বেছে বেছে শরীর থেকে আরম্ভ করে মন, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, সংস্কার—পর্য্যন্ত একেবারে সবটুকুই নিখুঁৎ যাদের, উৎকৃষ্ট বোলে বুঝেছেন তাদেরই আমল দিয়েছেন,—না হলে,—যাও বিল্ডিং দেখো, মন্দির দেখো, আর সব দেখো গে।

অবধূত বলিলেন,—ছেলেবুড়ো সবই তো আসচে এখানে, দিনের বেলা চুপচাপ হয়ে বসে থাকি সারাদিন,—কি দেখি জানো—একশোটার মধ্যে একটা হয়তো সুপুষ্ট অঙ্গ বা শরীর। স্বাস্থ্য খুব কম লোকেরই দেখি ;—তাদের ভোগই হোলো না তো জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ভগবৎভক্তি-যোগ হবে কি করে ?

একটু থামিয়া আবার বলিতেছেন,—এ সময়টা সত্যই অদলবদলের সময়,—আমিও লক্ষ্য করেছি—ধর্ম্মের রূপ বদলে যাচ্চে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ধর্ম্ম আবার রূপ বদলায় নাকি ?

এক এক যুগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কথা হচ্চে। সমাজ লোকাচার কর্ম্ম-প্রবৃত্তি—সেই রকম ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণাও বদলায়, কিছুকাল চলে,—তারপর আবার একটু পরিবর্ত্তন, এই রকম চললো। এই আর কি।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—আপনি ঐ দেখছেন, আমি আপনার কাছে বসে বসে আরও দেখেছি।

সিদ্ধপ্রেম জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও কি দেখেছো শুনি !

ব্রহ্মচারী বলিলেন, কত ভাবে রুগ্ন, বিশেষ বুড়োগুলোর এখনও ঐ দিকেই লোভ। ইন্দ্রিয় ভোগ নিবৃত্তি চুলোয় যাক আমায় বলে কি, তোমার গুরুদেবকে বলোনা যদি আমার শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি তাহলে হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ করতে পারি। পরিচয় দিলে, কলকাতাবাসী, বড় উকিল ; বলে কবিরাজী হেকিমী, যত কিছু আছে আফিং হাসিস্ ইত্যাদি ওসব কি আর বাকি রেখেছি, ওতে আর কিছু হয় না, তাই তো সিদ্ধবাবার কাছে এসেছি। শেষে তাকে বলি,—তুমি ভুলেও আর এখানে এসোনা, ওঁর কোপে পড়লে ধনে প্রাণে মারা যাবে। তখন সে বলে, তাই নাকি ? তারপর ভয়ে ভয়ে উঠে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এবার বলিলেন,—ঐ এক-একটা এমন যোনি-কীট আছে, ওরা ঐ গাঁটটায় বাঁধা পড়েচে। প্রবল রিপুগুলিতো রোগ এক রকম। জগদম্বার রাজ্যে কত ভাবের বিপরীত রীতির মানুষ হয় না, এও- তাই। এরা আর কতদিন, কিন্তু এখনকার ছেলেদের দুর্গতি দেখো,—আসলে পুষ্টিকর খাওয়ার চেয়েও সৎ আবহাওয়ার অভাবে শরীর ভালরকম বাড়তে পারে না, তার উপর,—আনন্দহীন বালক অবস্থা আরও মারাত্মক। বালক অবস্থায় মুক্ত বাতাসের মত অবাধ গতি হবে, খেলাধূলা, খাওয়া, প্রীতিমূলক ব্যবহার; স্নেহের সম্পর্কে আনন্দে যে ছেলে বাড়তে পারবে তারই হবে স্বাস্থ্যলাভ। এখনকার ঘরে ঘরে তো দেখতে পাই ছেলেদের উপর চাপ যতই বাড়চে, যতই অভাবের ভিতর দিয়ে তাকে উঠতে হচ্চে ততই তার গতি হচ্চে মন্থর। জাত একটা সুস্থ কি অসুস্থ—কি ভাবে বুঝা যায়? ঘরে ঘরে মেয়ে আর ছেলেদের দেখলেই ত বুঝা যাবে। জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালই হোলো যৌবন, সেই যৌবনে শরীর সুস্থ থাকলে প্রবৃত্তি কখনও উধাও ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না; যাদের ঐ ইন্দ্রিয়সুখের পিছনে উদ্দাম দৌড় দেখবে, বুঝে দেখো, তার শরীরে গোলমাল আছে। বাইরেটা তো সুস্থ সবল কিন্তু বৃত্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি হয়নি,—বৃত্তির স্ফুরণের অভাবে অনেকে সাধুগুরুর খোঁজে আসে ভগবানে মন দেবে বোলে। কিন্তু শরীর—অন্নময় কোষ যাকে বলে, তাতে তিলমাত্র খুঁৎ থাকলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হবে না। অথচ তুমি এ রাজ্যে সাধু, গুরু, শিষ্য যতো আছে একে একে বেছে বেছে খুঁজে পেতে দেখো কজন সুস্থ-শরীর দেখতে পাও। এই ভাবেই কালের কাজ চলচে।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন,—

আচ্ছা এই যে কতকগুলি বড় বড় লোকের,—অসংযত ভোগের কথা শোনা যায়, তাদের বিশাল কর্ম্মশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে কি করে? এক-দিকে সে একটা মহান শক্তির কাজ দেখিয়ে গেল কিন্তু অন্য দিকে—?

আরে বাবা,—তুই কত বুঝবি? মহাশক্তিধর হলেও তার সুখের ভোগ নির্ব্বাচনে যে গড়বড় হবে না এমন কোন কথা আছে কি? তারা ওটা যতই সম্ভোগ করুক আসলে ঐ বৃত্তিটা অতৃপ্তই থেকে যায়। তবে অনেক-গুলি জীব সৃষ্টি যদি হয়ে যায় তার দ্বারা, তা হলে অনেকটা সংযম আসে। অনেকে সুস্থ-শরীর, সন্তানাদিও কম, অথচ তার যা দেবার তা দিয়ে গেল বেশ, সবাই বললে, সার্থক জীবন এইটাই চাই আমাদের। স্বাস্থ্যবানের মূলশক্তি সংযমে। যার সংযম নেই তার শরীর পালোয়ানদের মত হলেও সে সুস্থ নয়,—স্বাস্থ্যের হিসাব বড় সূক্ষ্ম, রোগা বা মোটার কথা নয়, পূর্ণ স্বাস্থ্যবানের মধ্যেই পূর্ণ সংযমের ক্রিয়া দেখা যাবে। হিংসা, জিঘাংসাদি একরকমের বিকার, বিশেষতঃ যারা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ তারাই হিংসাপরায়ণ ও কোপনস্বভাব—অস্থির চিত্ত যাকে বলে তাই। বড় বড় কর্ম্মী যারা—তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত কিছু সুখভোগের সংস্কার তার প্রিয় কর্ম্মের মধ্যেই জড়িয়ে ফেলে, ফলে সেই কর্ম্মেই তার সকল সুখ ভোগ হয়ে যায়।

তবে স্থূলবুদ্ধি মানুষের ভোগ সংস্কার সৃষ্টি-মুখী, ভোগের নেশায় অনেক জীব সৃষ্টি করে ফেলে,—এ তো হামেশাই দেখা যায়। এ জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষী, কর্ম্মী, যাদের দ্বারা সমাজের অনেক ভালো ভালো কাজ হয়েচে তারা প্রায়ই স্বাস্থ্যবান,—স্বাস্থ্যই সম্পদ, স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম, স্বাস্থ্যেই কর্ম্ম, স্বাস্থ্যই বুদ্ধি আর স্বাস্থ্যই সব। নীরোগ শরীরেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

ব্রহ্মচারী এতটা শুনিয়াও হঠাৎ এখন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, আচ্ছা যারা রোগা তারাই তো স্বাস্থ্যহীন বুঝতে হবে ?

উত্তরে তিনি বলিলেন, শুনলে কি,—মোটা লোকই বেশীভাগ স্বাস্থ্যহীন ; অতিরিক্ত মাংস আর চর্ব্বি জমলে শরীর ভারি হয় তো ? এই ভারটা কি ভবে বহন করতে হয় সে এক কথা ; আবার ঐ ভারের গুণে বুদ্ধিও হয়ে যায় ভারি। তারই বেশী কষ্ট—বাধ্য হয়ে শরীরের ভারে ধীর হয়তো সে হয়, কিন্তু এক লক্ষ্যে থাকা হয় মুস্কিল, শরীরকে না খাটিয়ে আরও শরীরের অধীন হয়ে যায়। একটী কথা তার পক্ষে বলা যায়, তার খুব সহজেই মনঃসংযম হতে পারে। ধ্যান ও সমাধির পক্ষে তার শরীর খুবই উপযোগী। অবশ্যই হালকা শরীর যাদের তাদেরই সবদিকে সুবিধা,—দরকার হলে লাফ দিতে পারে আবার সব কিছু সহজ বুদ্ধিতেই ধরে নিতে পারে। মোট কথা শরীরমাদ্যং—শরীরের উপর লক্ষ্য রাখবে বটে, তবে শরীরের দিকে মন পড়ে না থাকে। যখনই শরীরের বোধটা বড় বেশী হয়ে থাকে তখনই বুঝতে হবে একটা কিছু শরীরের উপর এসে গিয়েছে অর্থাৎ শরীর সুস্থ নেই।

এবার অবধূত অধৈর্য্যের মতই বলিলেন,—বাবা শরীর ছাড়, শরীর ছাড় এখন প্রাণে এস। কবির একটি গান আছে না,—এস প্রাণ-সখা এস প্রাণে,—

প্রাণের কথায় আমরা সবাই স্থির হইয়া গেলাম। সিদ্ধপ্রেম বিশেষতঃ,—কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার পর বলিলেন,—প্রাণের উপর এক ঘা লাগিয়ে আমাদের লোভ দেখিয়ে সরে পড়লে হবেনা,—মুখ খোলা পেয়েছি যখন আজ তখন ছাড়চিনা। কিন্তু, অবধূতের ধীর স্থির প্রশান্ত গম্ভীর মুখের দিকে চাহিতেই সিদ্ধপ্রেমের মুখে আর কথা নাই, যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। আমাদেরও সবার প্রায় ঐ অবস্থাই হইল। এক পরমানন্দময় অনুভূতি,—সব পাওয়া হইয়া গিয়াছে—যেন আর চাওয়ার কিছুই নাই। অপূর্ব্ব এই অবস্থাটি।

আমাদের ব্রহ্মচারী, এই অবস্থাটিতে সমাহিত হইবার জন্য, বিক্ষেপ এড়াইতে এখান হইতে উঠিয়া গেলেন ;—বলিলেন, এখন আমার একটু নির্জ্জন স্থান দরকার। যাইবার সময় অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া অবধূতকে প্রণাম করিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, উনি যে টুকু পাইয়াছেন এই উপলক্ষে তাহাই ধরিয়া রাখিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা। কিছুই বলিবার নাই; কাহারও আপত্তির কারণও নাই,—এখানে সবারই পৃথক পৃথক সাধন যখন।

এ অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু খানিক পর অবধূত নিজেই একটু চঞ্চল হইলেন,—তিনি যেন প্রসন্ন মনেই বলিলেন,—বলোনা, কি বলছিলে,—সিদ্ধপ্রেমজী।

সিদ্ধপ্রেমজী বলিলেন,—দাঁড়ান বাবা! সামলাই আগে, আপনার পাল্লায় পড়লে আর কি রক্ষা আছে, কোথায় কি ঢুকিয়ে দিলেন, আর কিছুই হাত্‌ড়ে পাচ্চিনা এখন।

এই যে কথাটি সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—কোথায় কি ঢুকিয়ে দিলেন, হাত্‌ড়ে পাচ্চিনা,—ঘটনাটি হইল এই যে,—প্রশ্নটা সিদ্ধপ্রেমের মধ্যে তৈরী হইবার আগেই অবধূত, আপন অন্তরে নিজভাবে একেবারেই সমাহিত হইয়া গেলেন, আর এমন ভাবেই গেলেন, একে গেলেন না বলিয়া ডুবিলেন বলিলেই ঠিক হয়,—তাঁকে আর বাইরে অর্থাৎ শরীর মনাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাই তাঁর দিকে দেখিবামাত্রই সিদ্ধপ্রেমের বাক্য সরিল না, আমরাও দেখিলাম তাঁর বাহ্য নাই। তাই সবাই কিছুক্ষণ স্থির হইয়াই গেলাম। আমার অধিকার হিসাবে, শুধু অবধূতের ব্যক্তিগত ঐ অবস্থার প্রভাবে খানিক বিমলানন্দ ভোগ হইল—কিন্তু সিদ্ধপ্রেম উচ্চ অধিকারী, তিনি তার মধ্যে আরও কিছু ধরিতে গেলেন যাহা আমাদের নয়। অর্থাৎ যে তত্ত্বের মধ্যে অবধূত ডুব দিয়াছিলেন তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা সিদ্ধপ্রেম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তো জানিতেই পারিলাম না যে তিনি কতটা কি লাভ করিলেন বা ধরিতে পারিলেন। এখন ঐ কথা শুনিয়া অবধূত বলিলেন,—যা চাইছো তাইই আসবে, এখন বলনা শুনি কি বলছিলে?

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, বলছিলাম তো ঐ প্রাণেরই কথা,—এই প্রাণকে শেষ অবধি একবার ঐ আহার নিদ্রা ও মৈথুনে মিলিয়ে বুঝিয়ে দিন তো দেখি—যাতে করে জীবের উর্দ্ধস্তরের বিবর্ত্তনটা পরিষ্কার বুঝতে পারি। আমার সবই চাই, ঐ তিনটির কোনটাই ছাড়বো না, কোনো অবস্থাতেই নয়।

তাই শুনিয়া অবধূত বলিলেন,—সিদ্ধপ্রেমজী! তুমি কি আমায় পরীক্ষা করচো?

শুনিবামাত্রই সিদ্ধপ্রেম তাঁর চরণের দিকেই হাত বাড়াইলেন, তটস্থ অবধূত তাঁর হাত ধরিয়া ফেলিলেন,—তুমি তো নিজেই যোগী, প্রাণের ব্যাপার দেখতে শুনতে অনুভব করতে তো কিছুই বাকী রাখোনি; এখন আমার কাছে এ প্রশ্ন কেন? স্থূল শরীর পুষ্টির জন্য আহার, তারপর নিত্য কর্ম্মকারী শক্তি অপচয়ের ফলে পুনঃ শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বিরাম বা নিদ্রা, আর জীবনে আনন্দময়ের সৃষ্টি-পিপাসা চরিতার্থতার জন্যই মৈথুন। এ ছাড়া আরও ব্যথার জন্য ছট্‌ফট্‌ করবার তো কথা নয়। সব কথা আগেই তো হোলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা হোক, তাতে আমার সব পরিষ্কার হয়নি বোলেই সবটার সঙ্গত বিবরণ চাই—নিম্নতম অবস্থা থেকে সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় জীবাধিকারে, আহার নিদ্রা ও মৈথুনের ক্রিয়া সঙ্গতির ব্যাখ্যা করে আমাদের সন্দেহ নিরসন করুন, এইমাত্র আমাদের প্রার্থনা। আপনি রয়েছেন সামনে, আর কার কাছে যাব প্রভু? গুরুদেব তো আপনাকেই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

তোমার বিক্ষেপ আছে যে—

তা হোক আমার বিক্ষেপ, তারও তো সার্থকতা আছে আমার কাছে, তাকেই বা ফেলবো কোথা? সত্য বটে আপনার কাছেই আগে সঙ্কেত পেয়েছি,—কিন্তু তাতেই যদি আমার সুখ না হয়ে থাকে, আমার প্রাণ যদি আরও খোলাখুলিভাবেই জানতে, শুনতে ও বুঝতে চায় তো কি করবো বলুন;—আপনার কাছে তো মিথ্যা বোলতে পারবোনা।

তুমি কি সত্যই বলচো তুমি বুঝতে পারোনি?

কতকটা ধারণা যে হয়নি তা বলবোনা, কিন্তু আপনার উপদেশ মতই বলচি বোধের মধ্যে সম্যক ধারণা হয়নি।

কেন, কারণ খুঁজে দেখোনি কি, নিশ্চয়ই দেখেছিলে।

তাতে সন্দেহ নেই;—কিন্তু আহার ও নিদ্রার পরিণতি সম্পূর্ণই পেয়েছি, কিন্তু ঐ মৈথুনের বেলাই জট ছাড়চেনা, কিছুতেই দ্রষ্টার আসন থেকে ওর ইতি করতে পারি নি এখনও;—আর যতক্ষণ তা না পারচি, কি করে বলি বলুন যে সম্যক বুঝেছি কিম্বা আয়ত্ত করেছি?

অবধূত বলিলেন, এখনও যৌবনের প্রভাব, ইন্দ্রিয়সংস্কারও সঙ্গে সঙ্গে রয়েচে, কাঁচা বয়স তো?

তবে আর জট খোলেনি কেন, এতদিন পর পেয়েছি আপনাকে, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়বো নাকি? আপনি বিক্ষেপ দেখুন আর যা-ই দেখুন, আপনাকেই এর দাওয়াই দিতে হবে। দেখুন আজ আর কেউ নেই, বাইরের লোক না থাকা একটা মহা সুযোগ পাওয়া।

এই ভাবের আত্মসমর্পণই যথার্থ সিদ্ধির কারণ হয়। সিদ্ধপ্রেম বাবাজী এইবার তাঁহার পাশেই আসিতেছিলেন কিন্তু অবধূতের মূর্ত্তি দেখিয়াই মধ্য পথে আবার স্থির হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পর অবধূত বলিলেন;—ও কি সহজে যায়? অত সহজ নয়। তা যদি হোতো তাহলে রামকৃষ্ণদেবকে অদ্বৈত সিদ্ধির পরও অতকাণ্ড করতে হয় কি? প্রাপ্তি ও সিদ্ধির পরও তাঁর পিছনে ঐ দেবতার ধাওয়া ছাড়েনি। ঐ মানুষের বেলাই যখন এই, তখন তোমার আমার কা কথা?

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, আমার কথা হতে পারে;—কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কথা? কেন,—আপনি কি ঠাকুর রামকৃষ্ণের চেয়ে কম?

শুনিবামাত্রই অবধূত কানে হাত দিলেন,—বলিলেন, কি একটা কথা বললে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু সন্ত হয়ে। আমার মত একজনকে বাড়াতে গিয়ে তাঁকে কতটা ছোট করে দেখলে, বলতো ? যদি সত্যই তাঁকে চিনতে, তাঁর অধিকার বুঝতে তাহলে কখনও সাধারণ একজনের সঙ্গে তুলনা করতে পারতে না।

সিদ্ধপ্রেম তবুও বলিলেন,—আপনি বিনয়ের অবতার তাই স্বীকার করচেন না, কিন্তু আমরা জানি আপনি তাঁরই সমান—

অধৈর্য্য অবধূত বলিলেন,—চুপ করো তুমি,—পাগল! আমার আদর্শকে তুমি আমার সঙ্গে মিলিয়ে আমাকেও ছোট করচ আর তাঁকেও নামিয়ে দিচ্ছ। ঐ তো তোমাদের দোষ,—তার উপর আবার সিদ্ধির দশায় পড়েছ, গরিমা-গ্রন্থিই তোমায় এই সব করাচ্চে। তুমি আর কখনও তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা কোরোনা। তুলনা দিয়ে কোন তত্ত্ব কখনও ঠিক নির্নীত হয় না। সরল-বুদ্ধি যারা তারা সব তত্ত্বই স্বভাবে বুঝতে পারে; তুলনা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা ওটা দুর্ব্বল বুদ্ধির লক্ষণ। তুলনাটা কবির উপমা নয়!

কিছুক্ষণ আমরা স্তম্ভিতপ্রায় রহিলাম পরে শুনিলাম,—

এখন বুঝে দেখো তোমার ঐ পুরুষ-অভিমানই সবার বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তোমার জট ঐখানেই।

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—আমি আত্মা, পুরুষ তো বটেই—সেটা যাবে কি করে? ওটা ত থাকবেই।

অবধূত জিজ্ঞাসা করিলেন, সাংখ্য পড়েছিলে কোথা, কার কাছে?

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—কেন কাশীতে চিদানন্দ স্বামীর কাছে।

তিনি তোমায় দর্শন শাস্ত্রই পড়িয়েছেন, দৃষ্টিদান করেন নি; বোধ হয় তখন অধিকারও ছিল না।

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, যোগাভ্যাসেই আমার মন ছিল, তাই আমারই ত্রুটি হয়েছিল, আমি সাংখ্য তখন শেষ না করেই আমার যোগী গুরুর পিছনে পিছনে চলেছিলাম।

ভালো, তিনিও কি তোমার আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ করেন নি? যাই হোক,—এটা যেন কস্মিন্ কালেও ভুলোনা যে আত্মা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই নয়, আত্মা কোন লিঙ্গধারী নয়। যোগসিদ্ধির ফলেও তা সম্পূর্ণ ধারণা হয় না - স্বরূপ অনুভূতি হলেই তবে হয়। আত্মা ক্লীব। ব্যাকরণ পড়োনি। সাংখ্য যে পুরুষ বলেছেন আত্মাকে—সেটি প্রকৃতি থেকে তাঁকে পৃথক করে নির্দ্দেশের জন্য। লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ উপাধিযুক্ত পুরুষ নয়, যেমন তুমি আমি। এ উপাধি না ছাড়লে তাকে চেনা বা ধরাই যাবে না।

সিদ্ধপ্রেম একেবারেই স্থির, তার চক্ষু দুটিও স্থির, অবধূতের পানে নিবদ্ধ। অবধূতের কথার মধ্যে সত্যের প্রভাব এমনই যে এখানে সবার মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের শান্ত ধীর ধর্ম্মঘনীভূত মূর্ত্তি যেন ফুটিয়া উঠিল। এখন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ সবাই। তারপর অবধূতের কথা আরম্ভ হইল। তাঁর কণ্ঠস্বর অতীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কোমল সম্মোহন-শক্তি বিশিষ্ট, আমরা মুগ্ধ হইয়াই শুনিতে লাগিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের তথা সংযম সিদ্ধির এমন বিশ্লেষণ পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তিনি সিদ্ধপ্রেমের উদ্দেশ্যেই বলিলেন ;—দেখো, কি চমৎকার যোগাযোগ—তোমার ঐ রোগের ওষুধের কথা বলতে যাঁর কথা এসে পড়েছে তিনিই ছিলেন সংযত আত্মা পুরুষদের রাজা, তাঁর চরিত্র আলোচনায়ও একজনের সংযম সিদ্ধির কতটা সহায়তা করে তুমি সহজেই তা বুঝবে। নিজ স্বরূপ উপলব্ধির পর তবে যথার্থ ইন্দ্রিয়-সংযম সম্পূর্ণই আসবে, এই কথা আমরা সবাই জানি কিন্তু সিদ্ধকাম হবার পরও সে ভয় কাটেনা যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও অনুকূল করে, শোধিত বা উপযোগী করে না নেওয়া যায়। সিদ্ধির পর স্বরূপকে ছাড়লেই বিপদ। অনেকেই সিদ্ধির পর, শিষ্য সেবক গৃহস্থ নরনারীর সঙ্গ করে থাকেন তাঁদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে, অবশ্য এটা সমাজের তাপদগ্ধ জীবনকে শান্তি ও শক্তিদানের উদ্দেশ্যেই বটে। তাতে করেও নিজের বিপদ ডাকা হয়। গৃহস্থদের স্বভাবে প্রকৃতির প্রভাব একটা আছে, সেটাও সাধুকে টলায়,—সেই জন্যই সাধু সাবধান !

সিদ্ধপ্রেম তবুও বলিতে ছাড়িলেন না ;—তিনিও তো বিস্তর গৃহীর সঙ্গে মিশতেন,—তাদের ঘরে গিরে গিয়ে সেবা নিয়েচেন্ নর নারী নির্ব্বিচারে ?

শুনিয়া অবধূত বলিলেন,—

নিশ্চিং জেনো, সেটা একমাত্র তিনিই পারতেন। শুধু তা নয় আরও কথা আছে, একটু হিসাব করে দেখোতো বাবা, সংখ্যায় কত কম, আঙ্গুলে গোনা যায় তাঁর ঐ নির্ব্বাচিত গৃহস্থ পরিবার সঙ্গ। আর কেন তা পারতেন কোন প্রতিক্রিয়ার ভাগী না হয়ে তা বুঝতে অনেক কিছু লাগে না। তার প্রধান কথা এই যে তিনি ছিলেন আদর্শ ত্যাগী, যথার্থই সন্ন্যাসী, স্থান, কাল, পাত্রের প্রভাব কাটিয়ে কেমন করে গৃহস্থ বহির্মুখী একজন নর বা নারী প্রকৃতির মধ্যে মহান আত্মতত্ত্ববোধ জাগাতে হয় তাঁর মত আর কে বা কোন্ গুরু জানতো ? আসল রহস্য তার মধ্যে জানে তারাই যারা মর্ম্মিজন। পবিত্র তাঁর শুদ্ধ সত্ত্ব ভাব, তাঁর সিদ্ধ সংকল্প, প্রাণের ইচ্ছাই হোলো সিদ্ধি। তাঁর প্রেম, তাঁর ভাব-সম্পদ, যাকেই অধিকারী পাবেন,—যে চাইবে তাকেই দেবেন, যে নিতে পারবে তাকে উজাড় করে দেবেন। এটি অবিকল নিতাই গৌরের অযাচিত প্রেম বিলানো,—আর এই জন্য তিনি যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন ;—এ ঠিক যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয় কি ? আবার বলিতেছেন, তিনি তো অকৃপণ ভাবে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত কিন্তু নেবে কে ? কটা লোক নিতে পারবে !

সিদ্ধপ্রেম তবুও নিরস্ত হইলেন না, বলিলেন, এর মধ্যেও অধিকার ভেদ ছিল তো ?

নিশ্চয়, অবধূত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—উপযুক্ত অধিকারী গৃহস্থ যাঁরা, তাঁরাই বা তাঁর প্রভাব, তাঁর প্রেমে থেকে বঞ্চিত হবেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন? জগদ্‌গুরু কি আসেন শুধু কয়েকজন ব্রহ্মচারীর জন্য? মুক্ত প্রাণের ব্যবহারই আলাদা, গৃহীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, সকল কিছু সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে থেকেও তারা যোগির মতই কর্ম্মশক্তি পেয়ে যেতো তাঁর ঐ পরশের গুণে; তাদের মনোবুদ্ধির উপযোগী করেই তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে ভাসাতেন। তাতে জড়তা তাদের স্থূল ভোগাসক্তি সব কিছু নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেতো। তাঁকে কোন প্রকারেই প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হোতো না, তাঁর সব কিছুই তো জগজ্জননীর নির্দ্দেশ।

আমরা স্তম্ভিত হয়েই ছিলাম,—বোধ হয় তাঁরই প্ররোচনায় সিদ্ধপ্রেম একটু মুখর হইয়া উঠিলেন। এতটা শুনিয়া এখন সিদ্ধপ্রেম জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা পরমহংসদেবের কি পুরুষ ভাব মোটেই ছিল না।

অবধূত বলিলেন থাকা না থাকার কথা তাঁর বেলা খাটে না, তিনি কতটা ভাব রেখেছিলেন অথবা কতটা রাখেন নি, তাই নিয়েই কথা। আগে তাঁর ভাবটি বোঝো! ওটা প্রচলিত সংস্কার, পাছে কোন ব্যাঘাত করে; তাঁর অভীপ্সিত কর্ম্মে পাছে কোন ব্যতিক্রম, ভবিষ্যতে ঘটায় তাই আগে থেকেই পুরুষ ভাবকে তাড়িয়েছিলেন। তাঁর সাধনাই আলাদা,—স্ত্রীপুরুষে এক শয্যায়,—অথচ পুরুষ ভাবটি পুরুষের মধ্যে নেই। তাঁর মত আরোপ করার শক্তি এবং অধিকার কি সব সাধুর থাকে? বড়ই মহান তত্ত্ব এইটি, তোমার পক্ষে বোঝাও শক্ত যে।

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, কেন, বুঝবো না-ই বা কেন?

আরে বাবা, এখনও পুরুষাভিমান পুষে রেখেছ, মৈথুন-তত্ত্ব ভেদ করতে পারোনি;—একটি যুবতী সুন্দরী দেখলে যার ধাক্কা সামলাতে কতক্ষণ যায়, সে তত্ত্ব ভাববেই বা কি করে? আত্মার স্ব-ভাব স্ত্রীপুরুষত্ব বর্জ্জিত ভাবটা ধরবেই বা কি করে? ধাপে ধাপে চল, যোগী হয়েচ, তারপর বৈষ্ণব তন্ত্রে সাধন করচো,—আগে সিদ্ধ হও তারপর সব বুঝবে।

এখন আমার মনে হয় পরমহংসদেবের মধ্যে পুরুষভাব ছিল, না হলে দেখুন না, তাঁর শাসনও বড় কম ছিল না তো,—ভক্তদের কেউ কোন অন্যায় করলে—

কেন স্ত্রী বা মাতৃ ভাবে শাসন হয় না,—তাঁর শাসন পুরুষ ভাবের হলে অতো মধুর হতো কি? তাঁর শাসনগুলোও কত প্রেম-মাখানো দেখোনি। ঐ প্রেম কি সাধারণ মানুষী প্রেম? তারাই বুঝেছিল যারা পেয়েছিল। পুরুষ ভাব নরেনের মধ্যে ছিল—তিনি সেটা খোলাখুলি কতবার বলেচেন,—নরেন আমার শ্বশুর ঘর। শোনোনি?

ও কথাটা পরে শুনবো এখন রামকৃষ্ণের কথাই আমার চাই—সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—

আপনি কি বলেন, তিনি (পরমহংসদেব) কোন রকমেই পুরুষ ভাবকে স্থান দেন নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY No.......... ...mayee ... BANARAS.

তোমরা কি বুঝবে কতবড় হুঁশিয়ার তিনি গোড়া থেকেই ছিলেন,—তাঁর ছেলে বয়েস থেকে প্রতিজ্ঞা,—আর সবার মত কখনও চাকরী করবো না, সংসার করবো না,—সন্তান সৃষ্টি করবো না। আগাগোড়া গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখ দেখে এসেছেন, দেশের, সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের জড় কোথায়, খুব ভালই বুঝে নিয়েছিলেন, তাঁর খুর-ধার প্রখর বুদ্ধি দিয়ে। কাজেই সিদ্ধির অবস্থায় কি তাঁর চাই, কি চাই না, সে দিক দিয়ে কোন গোল বাঁধে নি।

সেটা বুঝি, কিন্তু ঐ যে পুরুষ সংস্কার, যেটা তাঁর রক্তে রয়েছিল, সেটাকে তাড়ালেন, একেবারে লোপাট করে দিলেন কি করে, সেইটাই তো আমার সমস্যা।

সেটা কি সহজ মনে করো; প্রথমেই দেখো ভগবানকে ধরলেন মা বোলে, ঈশ্বর বা ভগবান নয়, একেবারে গোড়ায়—মা। অবশ্য ঐ মা থেকেই যতো কিছু আছে সবই এসে গেল। তারপর তন্ত্রমতে পাশ মুক্তির যা কিছু সাধন আছে, চৌষট্টিখানা তন্ত্রে, সে সবই হোলো, তারপর অদ্বৈত বিজ্ঞান—তোতা পুরীর উপদেশে একেবারে জড় সমাধিতে রইলেন। তারপরেও দেখলেন,—সংসার সমাজে থাকতে এবং কাজ করতে গেলে এটুকুও পর্য্যাপ্ত নয়, একেবারে নিষ্পিষ্ট করতে না পারলে মাথা তুলতে পারে, আরম্ভ হোলো গোপীভাবে সাধন,—সে কি ভাব;—নিজে নারী সুধু ভাবা নয়, একেবারে নারী প্রকৃতিকে আত্মসাৎ। ছেলেবেলা থেকে যেমন নর চরিত্র দেখেছেন নারী চরিত্রও কম দেখেননি;—ঘরের মা থেকে পাড়া প্রতিবেশীর কোন বাড়ির অন্দর মহলে যাতায়াতের বাধা ছিলনা তো, সুতরাং নারী প্রকৃতির পরিচয় পূর্ণভাবেই জানা, সুতরাং আয়ত্তও হোলো,—তার সঙ্গে যশোদা থেকে গোপী এবং রাধা সকল ভাবের সূক্ষ্মতম ভাবগুলিও আয়ত্ত হোলো;—নারী প্রকৃতির চরম হোলো, কেবল নিজ সন্তানের প্রতি মাতৃ-ভাবের আস্বাদন ছিল বাকী, তাও হোলো রাখালকে নিয়ে। কাজেই পুরুষ ও স্ত্রী ভাবের ইস্তক কাবার করতে আর কোন বাধাই রইলোনা। ভেবে দেখো, তাঁর সাধন অবস্থা থেকে প্রকৃতির ঐ দুই খেলায় ভরা তাঁর জীবন,—আর সমাধিতে আত্মরতি, যার নাম মৈথুনের চরম হয়ে গেল। তুমি এমনটি আর কোথা পাবে? এ জগৎসমাজে ঐ মানুষটিকে চিনতেও এখনও অনেকদিন যাবে। এখন যে যতটুকু পারে ততটুকুই চিনুক।

আমরা সবাই নির্ব্বাক! কি ভাবে আত্ম-স্বরূপকে ধরা যায়,—শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নিজ জীবনে আপন আচরণের মধ্য দিয়া আমাদের সামনেই দেখাইয়া গিয়াছেন, ভাবিলেও অবাক হইতে হয়। এখন আমরা সুধু কথামৃত পড়িয়াই সন্তুষ্ট, সব কিছু বুঝিবার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াই যেন বসিয়া আছি।

এখন আবার সিদ্ধপ্রেম অবধূতের পায়ের দিকে হাত বাড়াইলেন; অবধূতও সতর্ক ছিলেন, তিনি তাঁহার সবল বাহু দ্বারা তুলিয়া ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন, তারপর বলিলেন, ঐ তো তোমাদের বোষ্টমদের দোষ, কেবল দৈন্য দেখানো—তৃণাদপি সুনীচেন। আরে বাবা, ওটাও কম জট নয়; বড় হওয়া যে গরিমা-গ্রন্থির খেলা আর অতো ছোট হওয়াও সেই গরিমার উলটো পিঠ। যাকৃগে, ও কথা; এখন বুঝেছো তো ব্যাপারখানা। এখানকার স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের খেলাটা, স্রষ্টার কত বড় কৌশল?

অনেকক্ষণ পর অবধূত ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই আবার বলিতেছেন, তুমি তো নিজেই প্রাণময় যোগী, প্রাণের কর্ম্মক্রিয়া দেখতে শুনতে অথবা ব্যবহারেও বাকী কিছুই রাখোনি; এখন আমার কাছেই বা চাইবার মত আছে কি? কিন্তু ঐ মানুষটি, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের জাগ্রত ভাবটি যদি আলোচনা করো, খানিকটাও যদি ধরতে পারো তো আপন ইষ্ট-সিদ্ধির পথে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবে। তিনি সত্য-স্বরূপ, তাঁর দান অপূর্ব্ব, তাঁর মুখ থেকে কত বড় সত্য একটা আশ্বাস বাণী বেরিয়ে গিয়েছে এখনকার সাধকেরা তা হয়তো স্মরণও করে না, যদি তা মনে রাখতে পারতো তা হলে তাদের পথ কতই না সহজ হয়ে যেতো!

সিদ্ধপ্রেম ব্যগ্রভাবেই বলিলেন, বলুন না তাঁর কথা, বুঝতেই তো পারছেন ওদিকে আমরা কতটা দীন? খানিক কথামৃত পড়েই তাঁকে যেন কত বেশী বুঝে নিয়েছি ভেবে অস্থির। আমাদের পক্ষে তাঁর কথা যতযত শুনা যায় ততই মঙ্গল।

অবধূত বলিলেন, কেন, এতো গুহ্য কথা কিছু নয়, তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তো তাঁর সেই সহজ, পরিষ্কার সরল ভাষাতেই বার বার বলেছেন যে, তাঁকে আন্তরিক স্মরণ কোরে তাঁর শরণ গ্রহণ করলে সেই সাধকের সকল জটিল অবস্থার সমাধান হয়ে যাবে। এমন কি তাঁকে আত্মসমর্পণ করলে তার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তোমাকে বলেই বললাম, না হলে অন্য ক্ষেত্রে এ সব কখনও বলবার নয়। জানোতো সরল বিশ্বাসীদের কতো শত্রু এ সংসারে? তোমায় যে সরল হতে দেবে না; যার বিশ্বাস আছে সেই তো সবার বড়ো ভাগ্যবান। তার তুল্য পুঁজি আর কারো নেই।

সিদ্ধপ্রেম আমার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। তার অর্থটাও বুঝিলাম; কাল রাত্রে দুজনে একত্রে শুইয়া নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা দুজনের মধ্যে হইয়াছিল। তখন অবশ্য প্রশ্নটা ছিল এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে তাঁর অনেক কথাই আছে; আমার কোন্ কথাটা সবার বড় মনে হয়? তাহাতেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে, আমি তাঁহাকে ঐ কথাই বলিয়াছিলাম। কাল রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে ঐটাই আমাদের শেষ কথা।

সিদ্ধপ্রেম এখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্বাসটাই সবার বড়ো, এখন কথাটা মনে হচ্ছে সত্য; কিন্তু আমাদের এ সমাজে বেশীর ভাগ মানুষই তো মিথ্যা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিশ্বাস নিয়েই কারবার করচে দেখতে পাই, তা হলে তাদের বিশ্বাস আসবে কি করে? আর বিশ্বাস না হলে তো কিছু হবে না, বস্তু লাভ তো বিশ্বাসেই হবে?

অবধূত বলিলেন, কার বিশ্বাস হোলো, কার হোলো না, তাদের কথায় তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন, তুমি তোমার দিকে চাও দিকি,—

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,— আপনি বলুন বিশ্বাসটা জন্মায় কি করে, কি করলে বিশ্বাসী হওয়া যায়?

অবধূত এখন একটু দৃঢ় কণ্ঠেই বলিলেন, সন্দেহ যেখানে স্থান পেয়েছে, সেখান থেকে তাকে হটানো শক্ত। সন্দেহ প্রকৃতিগত হয়েই না একজনকে সত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তোলে? সন্দেহের সবটা তো মন্দ নয়, একজনকে উন্নত, জ্ঞানী হতে গেলে প্রথমে ঐ সন্দেহ আশ্রয় করেই তো অগ্রসর হতে হবে? ক্রমে ক্রমে তার গতি যতটা সত্যের কাছাকাছি হবে ততই সেটা বিশ্বাসেই পরিণত হবে। সত্যের সন্ধান পেলে আর অবিশ্বাস কোথা? সত্য বুদ্ধিগত হলেই তার নাম বিশ্বাস, সেটা অটল,—অপ্রতিহত শক্তিরূপেই আসে। —বুদ্ধি যে শক্তি, প্রবল শক্তি মানুষের,—তাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই; সন্দেহটা চিত্তেরই ধর্ম্ম।

তিন

আচ্ছা, পরমহংসদেবের এত কথা পড়ে, এত কথা শুনেও আমাদের তাঁর উপর, বিশেষতঃ আমার পূর্ণ বিশ্বাস কেন আসে না? এক একবার মনে হয় তাঁর যা কিছু, তাতে আমার কিছু লাভ নেই, আমার যা কিছু সব আলাদা, তা আমাকেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে। এর কারণটা কি?

সত্য বললে এখনই আমায় তেড়ে আসবে তো, অতো পায়ে হাত দেওয়া বিনয়, দৈন্য, একেবারেই সব উড়ে যাবে না?

সিদ্ধপ্রেমজী একেবারে স্তম্ভিত। তাঁর মুখে খানিকক্ষণ কথা বাহির হইল না; শেষে বলিলেন, সত্য যে সত্যই, এই তো বললেন, সেই সত্য একটি শক্তি অটল, অপ্রতিহত—

তা তো বটেই, কিন্তু তুমি কি তা চাও? সত্যকে সহ্য করতে পারে কটি মানুষ। যদি একটু বিশ্লেষণ করে দেখো, দেখতে পাবে, যারা সত্য সত্য করে চেঁচাচ্চে লোক সমাজে, সত্যকে ধরেই সে চলেচে এটা দেখাতে ও প্রচার করতে চাইচে, সে সত্য চাইচে না, তার মনগড়া একটা পরিণতি, যাতে তার খানিক আত্মপ্রসাদ লাভ হয় এমনই একটা কিছু চাইচে।

আপনি যেটি এখন বললেন, সেটা রাজনীতিতে হতে পারে, সমাজনীতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রেও হতে পারে—হতে পারে কেন, হচ্চেও,—এটা বুঝতে পারি ; কিন্তু সাধকদের, অধ্যাত্ম জীবনেও যেখানে গুরু ও শিষ্য পরস্পর দাতা ও গ্রহীতা সম্পর্কে অন্তরের পবিত্রতা সাধনের জন্য উপস্থিত, চিত্ত শোধনে উন্মুখ, সেখানেও ঐ সব মিথ্যা মনঃকল্পিত ভাবই ক্রিয়া করবে এ কেমন করে হয় ?

দেখো চমৎকার একটা ব্যাপার,—অবধূত বলিলেন, একটু আগেই পরমহংস রামকৃষ্ণের কথায়, তাঁতে আত্মসমর্পণের কথা যখন হচ্ছিল তুমি কি রকম উন্মুখ হয়ে, আরও বলুন ঐ সব কথা, বোলে কত আগ্রহ দেখিয়েছিলে;—তারপরেই এখন তুমিই আবার আর এক পালা গাইছো। তাঁর ঐ সকল সাধন ও তত্ত্ব কথা, যা তিনি তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু সবাইকে সহজ সরল ভাবে বোলে গিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ ও তাঁর ওসব কথায় তোমার কিছুই হবেনা, এই কথা স্পষ্টই নিঃসঙ্কোচে বললে,—কেমন ? তা হলে তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমি কি করে বিশ্বাস করবো যে তুমি যথার্থ সত্যকেই চাও এবং সেই সত্য গ্রহণ করতে পারবে অকপটে ? আচ্ছা তোমার উপরই বিচারের ভার দিলাম, তুমিই বলো একে কি বলে !

একান্তই বিশ্বাসের অভাব বলে,—সিদ্ধপ্রেম এই কথা নিজ মুখেই বলিলেন। উত্তরে অবধূত বলিলেন,—তুমি নিজেকে যোগী বোলে জানো, উচ্চ স্তরের প্রেমধর্ম্মী একজন সাধু বোলেও মানো, তোমার মধ্যে যদি এই গলদ থাকে, তা হলে গৃহস্থসাধারণ যারা ঐ কথামৃত পড়ে মনে করে সবই বুঝে নিয়েছি তাদের সম্বন্ধে কা কথা।

এই কথায় সিদ্ধপ্রেম ম্রিয়মাণ এবং কতক্ষণ নির্ব্বাক রহিলেন। তাঁহার ঐ ভাবটি অবধূতেরও অন্তর স্পর্শ করিল।

এখন অত্যন্ত স্নেহার্দ্র, প্রায় করুণ কণ্ঠেই অবধূত বলিলেন, দেখো বাবা, এ একটা বড়ই রহস্যময় জগৎ, এখানে আত্ম সাক্ষাৎকারের অথবা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে দম্ভ অহমিকার আভাস মাত্রের স্থান নেই। তোমার ঐ সাধন ভজনের অহঙ্কারে বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে ওখানে পৌছানো যাবে না ;—এ রস সাধারণ যোগী, তপস্বীদের অজ্ঞাত।

আমিও কম স্তম্ভিত হই নাই, তবে অবধূতকে আমি চিনিতাম, ঠিক চিনিতাম বলিলে যা বুঝায় সে রকম নয়—কিছু দিন একাদিক্রমে মাস কয়েক সঙ্গ করিয়া যেটুকু বুঝিয়াছিলাম, কোন গভীর সত্যকে উপলব্ধি করাইবার পূর্ব্বে তাঁর আশ্রিত জনকে এই ভাবেই এই অবস্থায় আনিয়া তাহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেন ;—এখানেও ঠিক তাই করিলেন। কথাটাই এই যে, যত বড়ই সাধক একজন হোক না কেন, সকল সময়েই তার সংযম, সকল বিষয়ে চিত্তের সংযম অব্যাহত থাকে না,—সময়ে সময়ে সাধারণ বহির্মুখী একজনের মত তাহাদেরও চাঞ্চল্য আসে, আর বেশ কিছুক্ষণ তাহাকে বহির্মুখীই রাখে। তখন কোন শক্তিমান একজন তাহাকে আঘাত দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অন্তর্মুখী করিয়া দেন যদি সে সহজে সংযত হইতে না চায়। এ ক্ষেত্রে, আজ প্রথম হইতেই আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম সিদ্ধপ্রেমের ব্যবহারের তারতম্য। তাই—এখন অবধূতের কাছে, অপ্রত্যাশিতভাবে খানিক ধাক্কা খাইতে হইল। অবশ্য এই যে বিশেষ একটি বিষয় লইয়া কথা,—তাঁর বর্ত্তমান মানসিক চাঞ্চল্যের জন্যই সেই প্রসঙ্গে গভীরভাবে ডুব দিবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই যোগিবর একটু মৃদু তিরস্কৃত হইলেন। অপর দিকে অবধূতের স্নেহ ও প্রেমের পরশে তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। সুধু তিনি নন আমরাও উহাতে নানা ভাবেই উপকৃত হইয়াছিলাম।

এখন বাবাজী অনেকটাই প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং সোজাসুজি এবার অবধূতকে সুধাইলেন,—তাহলে তাঁদের ভাব ঠিক ঠিক ধরবার উপায় কি? কেমন করে তাঁর কাছে পৌছানো যাবে। যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তখন তো যে সে গিয়ে তাঁর কাছে পৌছে গিয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে ইচ্ছা মত শুভ ফল আদায় করেচে, এখন তো তা হবে না?

বাধা দিয়া অবধূত বলিলেন,—না না,—মোটেই তা নয়,—কেউ কোন-দিন নিজের ইচ্ছামত তাঁর কাছে পৌছাতে পারেনি। এটা কখনই সম্ভব নয়—কারণ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত পদার্থ না থাকলে কি করে একজনের মধ্যে কৃপা প্রাপ্তি ঘটতে পারে। আর সাধারণ আসপাশের মানুষ, যারা সেই সময় প্রথম থেকেই তাঁকে দেখেছিল,—তারা তাঁকে ধরতেই বা যাবে কেন? ঐ সময় রাসমণির বাগানে অনেক সাধু আসতো। এ সাধু, তীর্থযাত্রী সাধু, সাধারণ পথ-চলতি সাধু, পুরী যাবে, গঙ্গাসাগর তীর্থে যাবে এমনই সব, তারা কিছুদিন থেকে যেতো ওখানে এলে। তাদের কেউ কেউ তাঁর কৃপা পেয়েছিল। যারা পায়নি, তারাই বেশী সংখ্যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে বাইরের ব্যবহারে, সৌজন্য অথবা সহজ স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে কেউ বঞ্চিত হয়নি। অতি মন্দ প্রকৃতির সাধুরাও তাঁর কাছ থেকে সহজ প্রীতিময় ব্যবহার পেয়েছে। ঐখানেই তাঁর মাহাত্ম্য। দক্ষিণেশ্বরের লোক, ছেলে বুড়ো অনেকেই তাঁর কাছে প্রসাদী ফলমূল খাবারের লোভে যেতো, তারপর ফটক থেকে বেরিয়েই ভেংচী কেটে, গালাগালি দিয়ে ঘরে যেতো। তার মধ্যেও তিনি দুই একজনকে কৃপা করে টেনেচেন। তবে তাঁকে চিনতে পেরে যারা কাছে গিয়েচে তারা নিশ্চয়ই সাধারণ নয়। আর তিনি চিনতে পেরে যাদের টেনেচেন তাদের মহাভাগ্যেই তাঁর আপনজন হয়ে জন্মেছিলেন বলতেই হবে।

ও সবতো তখনকার কথা, সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—যতদিন তিনি শরীর নিয়ে ছিলেন,—এখন আমাদের উপায় কি? এখন আমরা তাঁর মাহাত্ম্য ঐ কথামৃত বইখানা থেকেই তো পাবো?

কথামৃত নামে ছাপা বইখানা থেকে প্রথম হদিশ পেলে,—তার পর তাঁকে ধরতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করে ধরবো,—তিনি তো নেই।

চুপ—চুপ অমন কথা বোলোনা, শরীরটা মাটি জলাদি পরিণামী জড় বস্তুর যোগাযোগে তৈরী—ওটা তো যাবেই কিন্তু তাঁর অধ্যাত্ম শক্তি! সে কোথায় যাবে? এ আকাশে ভরা রয়েচে। তোমরা মানুষ বুদ্ধিতে নাম-রূপের পাঁকে ডুবে রয়েচ, নাম-রূপ ছাড়িয়ে যেন এক মহাত্মার অস্তিত্ব ভাবতেই পারো না। তোমরা বোলেই বোলচি,—তাঁরও ভক্তদের মধ্যে অনেকেই এমন ছিল তিনি তা জানতেন, যারা তাঁর ঐ নাম-রূপের অস্তিত্ব নিয়েই মসগুল,—কিন্তু খুব কম সংখ্যায় হলেও এমন কেউ কেউ ছিল যাঁরা তাঁর সত্তা—মূল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সত্তার স্পর্শ পেয়েছিল;—যদিও তাঁর শরীরও বড় কম কাজ করেনি অধ্যাত্ম রাজ্যে। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর পরশ পেয়ে যারা ধন্য হয়েছে তারাই যথার্থই ধন্য হয়েছে। কিন্তু তাঁর বিদেহ অস্তিত্বের দিকে তাদের লক্ষ্য যায়নি; তখন দরকারও ছিল না। সব চাওয়া সব পাওয়া হয়ে গিয়েছিল তাদের;—কাজেই আর দরকার মনে হয়নি। কারো হয়ও না সাধারণতঃ, রাজার সঙ্গে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ কোনও অভাবই থাকে না।

অবধূত বলিতে লাগিলেন,—ঐ একটি জীবন, ঠিক ঠিক ধরতে পারলে আমাদের জীবনের সব কিছু মীমাংসা হয়ে যায়। আমার নিজের কথা বলি,অনেক ত্যাগী, সাধু, সাধারণ অ-সাধারণ তপস্বী দেখেছি, কঠোর সাধকও কম দেখিনি, তাঁদের সঙ্গ-সেবাও করেছি, অনেক দিন ধরে, এমন ভাবেই করেছি যে, তাঁদের প্রকৃতির গুহ্যতম নির্দ্দেশ যা তাঁদের নিজেদের মধ্যে অনুভূতি এবং বুদ্ধিতে পাওয়া সহজ হয়নি,—তাও পেয়েছি,—কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে ইষ্টলাভের জন্য যে ব্যাকুলতা আর সমাধির পথে এগিয়ে যাবার যে আশ্চর্য্য কৌশল দেখতে পেয়েছি, —সে সহজ অধ্যাত্মমার্গের আবিষ্কার,—পূর্ব্বাপর,—এমন কোথাও আর কারো মধ্যে দেখিনি।

অবধূত একবার সিদ্ধপ্রেমের মুখের পানে দেখিলেন, এখন তিনি অনেকটা সামলাইয়াছেন দেখিয়া—প্রসন্নমুখে বলিতে লাগিলেন;—ঐ পুরুষ অভিমানটি কাটাবার কথা সুধু নয়, ঐ অভিমান এক কথায় বলা হোলো বটে কিন্তু বিষয়টি বড় সহজ নয়,—স্ত্রীপুরুষ লিঙ্গ ভেদ তো আছেই তার সঙ্গে ভোগ বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সব সংস্কার, তাকে অতিক্রম করে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে সম্পূর্ণ ভাবেই স্থিতি, তারপর স্থান কাল পাত্র বিশেষে তাকে ইচ্ছামত প্রয়োগ কৌশল, এমনটি এমন আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগিদের মধ্যেও দেখা যায় নি। এখনকার এই দুর্দ্দিনে, তাঁকে ঠিক ঠিক বিচার তো অনেক বড় অধিকারের কথা; শুধু তাঁর প্রতি লক্ষ্য করতেও সাধারণ বুদ্ধিমান পণ্ডিত মানুষের বুদ্ধিতে কুলোবে না।

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—সাধারণ গৃহস্থ মানুষ না পারুক, সাধক যারা এই পথ ধরে চলচেন—

বাধা দিয়া অবধূত বলিলেন, বরঞ্চ সরল বিশ্বাসী গৃহীরা কতকটা তাঁর ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরতে পারে বা তাঁর তত্ত্বকথা কতকটা আন্তরিকতার সঙ্গে নিতে,—হয়তো হজম করতেও পারে, কিন্তু সাধক—যাঁরা কোন সাধনা নিয়ে আছেন, তাঁদের পক্ষে তাঁকে ধরা সম্ভব নয়।

কেন ?—সিদ্ধপ্রেম সুধাইলেন।

উত্তরে অবধূত বলিলেন,—কারণ তাঁদের নিজ নিজ গুরু আছে যে,—আর সে গুরুর গুরুত্ব তাঁদের কাছে এবং এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বোলে রামকৃষ্ণের চেয়েও বেশী যে। বুঝতে পারছোনা এ সব গুরু যে কারবারী বুদ্ধিতে শিষ্যকে পরিচালনা করচেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যেও অনেক ফাঁক রয়ে গিয়েচে। সে ফাঁকতো শিষ্যের চক্ষে পড়বার কথা নয় ?

শুনিয়া আবার সিদ্ধপ্রেমজী প্রশ্ন করিলেন—কিসের ফাঁক ?

এখনকার গৃহীদের নিয়ে গুরুদেবদের ঐভাবের কারবারের কথা আবার আগাপাশতলা তোমায় বলতে হবে না কি ?

দেখুন, ছেলেবেলা থেকেই প্রত্যেক সংসারের গুরু-পুরুতদের দেখে, তাদের একেবারে বিপরীত ব্যবহার দেখে দেখেই আস্থাহীন হয়ে তবেই না বাইরে চলে এসেছি। আচ্ছা, এঁরা এলেন কোথা থেকে, ছিলেন কোথা ? এই আমার প্রশ্ন।

অবধূত বলিলেন—এই সমাজেরই মানুষ তারা, ইচ্ছামত ভোগ হয় নি, আকাঙ্ক্ষা প্রবল থেকে গিয়েচে। তাদের সহজভাবে কিছুই হয়নি, সৎভাবের প্রভাবহীন জীবন দুঃখ দারিদ্র্যে পীড়িত হয়েই অনেকের হয় তো খানিক অল্পস্থায়ী বৈরাগ্য হোলো, ঈশ্বর লাভের সাধনে নামলো। সাধনের সত্ত্ব ফল হাতে হাতে, প্রবল উদ্দীপনার ফলে হোলো আনন্দ ও শক্তি লাভ। খানিক এগিয়ে যাওয়া তার পর পথভ্রষ্ট হওয়া, তার ফলে—তাঁরা সেই যৎসামান্য পুঁজিতে সন্তুষ্ট হয়ে আবার ফিরে এসে সংসার নিয়ে পড়লেন এবং একদল নিম্নস্তরের সরল-বুদ্ধি গৃহীর গুরু হয়ে পথ দেখাতে বসলেন। শতকরা নিরানব্বই জন গুরু-জীবনের ফাঁকি তো এই ? না হোলো সে উচ্চ স্তরের গৃহী না হল উচ্চস্তরের সাধক বা সিদ্ধ, অত সহজে কি এই ভোগের দঁক থেকে মুক্তিলাভ হয় ? সেই সুপ্ত ভোগ-প্রবৃত্তিই তাদের ঐ ভাবের গুরু ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করে ;—বাকী জীবন ঐ ভাবেই তাদের কাটাতে হয় সাধন ভ্রষ্ট হবার পর থেকে।

ঐ যে গুরু-করণ প্রথা অনুসারেই গৃহস্থ সংসারীদের জীবনে, গৃহী আর একজনকে গুরু স্বীকার করা—নিরাপদে ভবসাগর পারে যাবার আশায়,—তাদের সরল বিশ্বাসকে ধরেই এটা তারা করলে,—গুরুর উপদেশে ঐ সামান্য জপ, ধ্যানের নামে কল্পনা ও চিন্তা, লক্ষ জপ, পুরশ্চারণ, অভিষেক ইত্যাদি কর্ম্মে তাতেই তাদের অন্তর ক্ষেত্র অনেকটাই তৈরী হয়ে যায় ;—এতে শিষ্য যারা তাদের সবটাই লাভ,—কিন্তু গুরুর হয় বিপদ।

তার বিপদ কিসে, তারও ত লাভ কম নয়;—গুরুকে যত দেবে ততই গুরু প্রসন্ন হবেন সুতরাং গুরুর পাওনা তো কম নয়, বিশেষতঃ শিষ্য অবস্থাপন্ন হলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যের সরল বিশ্বাসের বোঝা ঋণের ভার হয়ে গুরু ঠাকুরের ঘাড়ে চাপে যে, মা জগদম্বারই বিচিত্র নিয়মের গুণে।

আমিও অবাক,—সিদ্ধপ্রেমও অবাক। তিনি বলিলেন, কি রকম? এতো বড় অদ্ভুত কথা!

অদ্ভুত কেন? এইটাই তো স্বাভাবিক,—প্রকৃতি জননীর কাণ্ডই যে এই রকম। স্বার্থের দাপটে, এটা গুরুও সহজে বুঝতে পারেন না প্রথমে। শিষ্যের কাছ থেকে নিংড়ে ভক্তি, শ্রদ্ধার সঙ্গে উপহার, প্রণামী, দক্ষিণাদি নানাপ্রকারে দান আদায় শেষে দেখেন, দেওয়া নেওয়ার পাল্লায় নেওয়াটা ভয়ানক ভারি,—কিনা গুরুতর পরিমাণেই হয়ে গিয়েছে,—দেওয়া হয়েছে এতটা কম, যে হালকা পাল্লা একেবারে উপরে উঠে গিয়েছে। তখন ঐ দেনা পাওনার একটা বুঝা পড়া নেই? এ রাজ্যে ফাঁকি চলে কি? রামপ্রসাদের গানে আছে জানো না,—শোনো,

মন কোরো না সুখের আশা, যদি অভয় পদে লবে বাসা,
হয়ে ধর্ম্মের তনয় ত্যজে আলয় বনে গমন হেরে পাশা—
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তাইতো শিবের দৈন্য দশা,
সে যে দুখীদাসে দয়াবাসে সুখের প্রতি বড় কষা।
মন ভেবেছে কপট ভক্তি করে পুরাইবে আশা?
লবে কড়ার কড়া, তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা।

কাজেই ঐ গুরুকে তখন আসতে হবে শিষ্যেরই কাছে, ঐ ঋণ ঘাড়ে নিয়ে, তখন শিষ্যই হবে গুরু।

সিদ্ধজী গালে হাত দিয়াই ভাবিতে বসিলেন—এভাবে গুরুরূপে ধনাদি-গ্রহণের দায়িত্ব সত্য কি এতটা প্রতিক্রিয়া প্রসব করে?

আরে বাবা উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যেক বিষয়ই প্রতিক্রিয়ার অধীন, তা এড়াবে কি করে?—

সিদ্ধপ্রেম,—তাহলে গুরুকৃপালাভের জন্য শিষ্য যে দান করে সেই দান গ্রহণেও গুরুর বন্ধন আছে দেখছি।

—দেখছি তুমি আকাশ থেকে পড়লে, শিষ্যের বিত্তাপহারক বোলে গুরুর একটা অপবাদের কথা জানোনা, শোনোনি? গুরু লোভ-পরতন্ত্র হয়ে ধনী শিষ্যের ধনসম্পত্তি গ্রহণ করলে অধোগতি হবে, এটা কি নূতন কথা?

আচ্ছা আর একটি কথা···সাধনমার্গে খানিকটা গতি ছিল তাই গুরু শিষ্যকে জপাদি ক্রিয়া, তার অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করবার মত খানিক সাহায্য করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ধনলোভের ফলে যখন গুরু, শিষ্য হয়ে, প্রার্থী হয়ে শিষ্যের কাছে আসবে তখন শিষ্য তাকে দেবে কি?

কেন, যেটা গুরুর অভাব ছিল তাই দেবে?—প্রথমতঃ আন্তরিক ভক্তি, সরল বিশ্বাস, যা ছিল শিষ্যের পুঁজি যার জন্য অকাতরে দান করতে পেরেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তখন শিষ্যের সরল মতি ও বুদ্ধিই গুরুর আদর্শ হয়ে যাবে। কেউ তো আদালতে বিচার-প্রার্থী হয়ে এসব করবেনা, ওসব তাদের নিজেদের মধ্যেই প্রাকৃত নিয়মেই, নিজ নিজ বুদ্ধি ও সংস্কারগত প্রবৃত্তির গতিতেই ঠিক হয়ে যাবে।

তাহলে কেউ গুরুকে দান করলে ভক্তিপূর্ব্বক দান হলেও, সেদান গ্রহণে এতটা প্রত্যবায় ?

গ্রহীতার লোভটা বা ঐ ধন-আকাঙ্ক্ষাটাই এই প্রত্যবায় নিয়ে আসবে যে, এটা বুঝচোনা ? ঠাকুরকে কত ধনী লোকে কত ধন দিতে চেয়েছিল, —নিলে প্রত্যবায় ছিলনা ;—কারণ ধনে তাঁর লোভ ছিলনা, কিন্তু তিনি নিতে পারেন নি। কেন ? অথচ, কামারহাটির বামনীকে শাকের সড়সড়ি ডাঁটার চচ্চড়ি নিয়ে আসতে বলতেন। প্রথমে কৃপণ রানকে হরীতকী বা সুপারী এক পয়সা নিয়ে আসতে বোলতেন। মাষ্টারকে একখান ছোট তেলধুতি নিয়ে আসতে বোলতেন। এই রকম তো গ্রহণ ছিল তাঁর। অথচ অভাব থেকে বা লোভের বশে ঐ গ্রহণের প্রবৃত্তি হয় নি এটা তো সহজেই বুঝতে পারি। তারপর অতোগুলি বালক ব্রহ্মচারী শিষ্য অনেকেই তাঁর কাছে থাকতো, রাত্রে তাদের খাবার, মাঠাকুরাণীর হাতের রান্না,—ছোলার ডাল আর রুটি,—এসব কোথা থেকে জুটতো, তিনি কারো কাছে এজন্য হাত তো পাতেন নি।

শুনিয়া সিদ্ধপ্রেমজী বলিলেন,—আশ্চর্য্য লাগে, গৃহীদের দিয়েই সব হোতো নিশ্চয়ই—অথচ তাঁকে তিলমাত্র প্রতিক্রিয়ার ভাগী হতে হয়নি। অবশ্য নির্লোভ বোলেই তা হয় নি, আপনি এই কথাই তো বলেচেন ? অবধূত বলিলেন, তার চেয়েও বড় কথা আছে এর মধ্যে—সেটা অনেকেই জানে না। এক রকম পশমের বুনন আছে দেখোনি কি, একটা কম্ফাটার বা ঐ রকম একটা পশমের জিনিস, তার ঐ শেষ দিকে একটা খুঁট ধরে টানলেই ফর্ ফর্ করে সারা বুননটাই খুলে আসে—সেই রকম ধন বা অর্থ বস্তুটা কি, তার উদ্দেশ্যই বা কি, সঞ্চয়ের পরিণাম কি, ধন বা টাকার কথা হবা মাত্রই আগাগোড়া সব তত্ত্বটা তাঁর চক্ষের সামনে খুলে যেতো ;—এ ভাবের পদার্থতত্ত্বে গভীর জ্ঞান কয়জন গুরুর আছে ? হাস্য পরিহাসের মধ্যে দিয়ে ঐ লক্ষ্মীকে নিয়ে কত কথাই আছে, খুব ছোট ছোট কথায় বলা,—কিন্তু তার মধ্যে জগৎ ভরা তত্ত্ব ও জ্ঞান, যার বাইরের কথা হোলো টাকা মাটি মাটি টাকা, সোজা সোজা কথা। সাধারণ লোক যারা কি বুঝবে এর ভিতর কত রহস্য রয়েছে।

আচ্ছা, এই যে আনন্দময় স্বামীজীরা বিস্তর শিষ্য সেবকের কাছ থেকে ধন নিয়ে অনেক আশ্রম প্রভৃতি বিশাল বিশাল সম্পত্তি ফেঁদে গিয়েচেন,—তাঁরাও প্রত্যবায় ভাগী হয়েচেন ?

সংসার ত্যাগী স্বামী, যাঁরা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আর পাঁচ জন সাধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসীর সাধন ভজন বিশ্রাম, অসুস্থ হলে সেবাদির ব্যবস্থা করেচেন সেটা তো জগতের হিতার্থে করেচেন, তার কাজও সেই রকমই হচ্চে দেখতে পাওয়া যাবে। তাঁদের কথা অন্য;—আমাদের সংসারী গুরুর কথাই হচ্ছিল তো, এখানে সাধুও আছে আবার তপোভ্রষ্ট বা ভণ্ড আশ্রমী গুরুও আছে তো, তাদেরি ঐ ধন লোভের কথা হচ্চে। যথার্থ ত্যাগীর কাছে যে ধন আসে সে ধন তাদের কেন্দ্র করেই কোন কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের জন্যই আসে। যেমন এখানে তেমনি সর্ব্বত্রই, সকল প্রতিষ্ঠানের মূলে একজন সন্ন্যাসী বা ত্যাগী আছেই, তাকে কেন্দ্র করেই ধনরাশি সংগৃহীত হয় বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম উপলক্ষে। এই ভাবেই তো সৃষ্টির কাজ চলচে।

তখন আবার সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, প্রথমে হোলো বৈরাগ্য, তারপর গুরু লাভ হল, সাধন ভজন হোলো খানিক, তারপর ঐ পর্য্যন্ত হয়ে এ জীবনের অধ্যাত্ম সাধন শেষ হোলো, তখন সমাজে এসে গুরু হয়ে বসলেন, তখন শিষ্যরাই তাঁকে প্রতিপালনের তাঁর ইচ্ছা সকল পূর্ণ করবার ভার নিল, এই তো আমাদের দেশের—

—একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জন,—অবধূত পাদপূরণ করিয়া বলিলেন। ঐ গুরুকে ধরে তারা মুক্ত হতে পারবে কি? এই হোলো প্রশ্ন—

আরে মুক্তি চাইচে কে? ঘুরে এসো তো বাবা পৃথিবীটা, একজন বার করো এখানে, যে মুক্তি যথার্থই চাইচে? সবাইকেই দেখবে, শক্তি ও সুযোগ লাভের জন্যই ভোগের পিছনেই ছুটছে, কেউ রুদ্ধ শ্বাসে দৌড়ে, কেউ ধীর বিলম্বিত লয়ে,—তার মধ্যে যেমন যেমন এক একটা ভোগ পূর্ণ হচ্ছে—প্রাপ্তির আনন্দ চল্ল কিছুদিন, তারপর অন্য আর একটার পিছনে,—এই তো গতি, মুক্তি কোথা, চাইচে কে? আর মুক্তি চাইবেই বা কেন?

এইবার প্রেমজী বলিলেন,—আমাদের কথা হচ্ছিল, স্ত্রী-পুরুষ, এই লিঙ্গ বোধটা যা আমাদের সংস্কারগত, আমাদের উপাধি, তা থেকে মুক্ত না হলে যথার্থ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না, তা না হলে যথার্থ মৈথুনের অধ্যাত্ম তত্ত্বই অনুভূত হয় না। তাই থেকে কত কথা এলো। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কথা নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল।

দৃটান্ত স্বরূপ অবধূত বলিলেন,—যা কিছু বলা যায় তাতে এই ভাবের উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট করবেই;—অতএব আর দৃষ্টান্তে কাজ নেই। এখন ডাইরেক্ট এ্যাক্সানের সময়, আসল কাজেই আসা যাক।

তাতে লিঙ্গ ভুলতে হবে তো? প্রেমজী সুধাইলেন।

অবধূত বলিলেন,—ভুলে যাওয়া নয় একেবারেই লোপ করা। তুমি ভাল করে বোঝো কথাটা;—ও কাজ জোর করে করবার নয়। অবধূত একটু স্থির হইলেন, ইতিমধ্যে প্রেমজী একটু কিছু বিশেষ ভাবেই বলিলেন, তাহলে আমাদের উপায় নেই বলুন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাদেরই ত উপায়,—অমন স্বাস্থ্যপূর্ণ যৌবনের অবস্থা, লিঙ্গজ্ঞান অহরহ ঝলক্ মারচে,—তখনই তো হবার কথা,—না হলে যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম নিস্তেজ, সাড়া শব্দই নেই, বৃদ্ধ বয়সে তো সব আপনিই ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন হলে লাভ কি ?

অথচ এখন তো জোর করে হবার নয় বলচেন। তাহ'লে করতে হবে কি ?

ঐ আমিকেই ধরতে হবে, জপমার্গে পারো জপমার্গে, না হলে প্রাণ কেন্দ্রে সংযম করে।

ধুক্‌ধুকির শব্দের উপর—

না, না, সর্ব্বনাশ, প্রাণকেন্দ্র তোমার হার্ট নয়, দেহ বোধ বা শরীর নিয়ে কোন বিষয় নয় এখানে। মেরুদণ্ডের উৰ্দ্ধ প্রান্তে প্রাণমূলে, মূর্দ্ধাই তার স্থান, সেই প্রাণকেন্দ্রেই হোলো প্রত্যেক ভাবের অনুভূতির ক্ষেত্র। আমি, এই বোধটি তোমার নাম ও রূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে—তুমি পুরুষ এই যে অনুভব, —তার' ক্রিয়া, প্রেরণা যেখানে এসে ইন্দ্রিয়গ্রামকে কর্ম্ম করায়—সেইখান থেকেই তোমার সত্তাকে ধরে নিয়ে তবে ঐ উপাধি ত্যাগ করতে হয়। এ অভ্যাস দীর্ঘকাল দরকার। বাইরের কাজও আছে।

সিদ্ধপ্রেম এবার যেন একটু ভয় পাইয়া গেলেন,—এই কঠিন সাধনে তিনি সিদ্ধ হইতে পারিবেন কি ;—বোধহয় এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়াই অবধূত সস্নেহে বলিলেন,—একটি সহজ উপায় আছে, করবে ? এটা টোটকার মত। তাও বলে দিচ্ছি,—সেটা এই যে, এখন থেকে কারো মুখের দিকে চাওয়া ছাড়তে হবে, পায়ের দিকে চেয়ে সবার সঙ্গে কথা কইতে হবে,—সবার ঐ পায়ে লক্ষ্য রেখে ;— আর অন্তরে অন্তরে কেবলই প্রার্থনা করতে হবে—হে আত্মা, আমার উপাধিই সকল অজ্ঞানের মূল,—সেই উপাধি আমার নাশ হয়ে যাক,— স্ত্রী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র, বালক-বালিকা, শিশু,—সবার কাছেই এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা তুমি করে দেখো, এটি আশ্চর্য্য রকম ফলপ্রসূ হবে। নিঃসঙ্কোচে এই কাজ করতে আরম্ভ করলেই এক দুদিনের মধ্যে তোমার যে অবস্থা হবে তাতে তোমার বিশ্বাস হবে যে তোমার পক্ষে উপাধির বোঝা নামানো অসম্ভব নয়।

শুনিয়া যোগী সিদ্ধজী বলিলেন, আসলে ওটা নিম্ন দৃষ্টির ফল কিনা বলুন। তাহাতে অবধূত বলিলেন,—পায়ে লক্ষ্য রাখা,—এর মধ্যেও শক্তিলাভের ক্রিয়া চলে, তারপর এদিকেও দেখো,—কারো মুখের দিকে চাইলে তার প্রভাব কতকটা তোমায় প্রভাবিত করবেই,—না হয় তোমার শক্তিতে তাকে হয়তো অভিভূত করবে, অথবা প্রতিহত হয়ে তোমায় অপ্রকৃতিস্থ করতে পারবে যদি সেটা তোমার পক্ষে অনুকূল প্রভাব না হয়। তাহলে শক্তি চালাচালিতো করতে হোলো, তাতে লোকসান,—শক্তি খানিক নষ্ট তো হবেই ; কিন্তু পায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে দেখা, কোন সম্ভাবনাই রইলো না, কোনক্রমে তোমার শক্তি তিলমাত্র নষ্ট হবে না,—পরন্তু যে উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে চাও সেই কাজেই সহায়তা করতে থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম থেকে বিরত হওয়া চলবে না। দেখো, তুমি যোগ সাধনা করো, তোমার কেমন একটি সহজ পথের খবর দিলাম। শুনিয়া প্রেমজী বলিলেন, এটাও একটু বিশেষ সাধনা সাপেক্ষ। আচ্ছা,—এর চেয়ে একটা আরো সহজ কিছু হয় না ?

অবধূত বলিলেন ;—পদ্মাসনে বোসে নাসাগ্রে অথবা মূর্দ্ধায় দৃষ্টি রাখা, সকালে এক প্রহর রাত্রে এক প্রহর। তোমার তো অভ্যাস আছে।

এইটে বুঝি ওর চেয়ে সহজ হোলো ?

সিদ্ধপ্রেমের এই প্রশ্নের উত্তরে অবধূত বলিলেন,—দেখ, কোন্‌টা সহজ, কোন্‌টা শক্ত সেটা তোমার নিজের বুদ্ধির কথা, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই। তোমার ভিতরের গরিমা-গ্রন্থিই সবার বড় বাধা,—সবার পায়ের দিকে দেখা,—যেটা সাধারণ একজন সরল বিশ্বাসীর পক্ষে খুবই সহজ,—তোমার পক্ষে তা শক্ত, তুমি তার চেয়েও সহজ ব্যবস্থা চাইলে, ইয়ে বড়ি তাজ্জব।

সিদ্ধপ্রেমজীর মুখে যেন একটু কাতর ভাব ফুটিয়া উঠিল ; তাহা দেখিয়াই অবধূতের কোমল প্রাণেও যেন খানিক ভাবান্তর হইল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—দেখোতো, তোমার কি মনে হয়, কাজটা বড় শক্ত ?

আমি বলিলাম—আমার কথা ছেড়ে দিন,—আমি তো ঐ পথ পেলে ওর শেষ ফলটা পর্য্যন্ত, ব্রত হিসাবে সবটা আয়ত্ত না করে ছাড়তাম না। ওর চেয়ে সহজ আর কিছু আছে বোলে তো আমার মনে হয় না।

অবধূত বলিলেন, দেখো এখানে তত্ত্ব কথাটি এই যে, যার প্রবল ইচ্ছা রয়েচে যে আমি এই স্থূল উপাধিমুক্ত হবোই, সে নিশ্চয়ই তা পারবে ;—তবে একটি ক্রিয়া বা সাধনা উপলক্ষ ধরেই তাকে এগোতে হবে তো। এক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীর যে সব তর্ক প্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে তাতেও কিন্তু এইটাই প্রমাণিত হচ্চে যে তার মধ্যে সেই প্রবল ইচ্ছারই অভাব,—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই একবার সিদ্ধপ্রেমের মুখের দিকে চাহিয়া—একটু হাসিয়া বলিতেছেন ;—ও যোগী কিনা, ওর ভাবনা, চিন্তা, ধারণাই আলাদা। কথাটা শুনিয়াই সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করেচি বোলেই কি এটা বুঝতে হবে যে আমি ওটা করবো না,—দেখছিলাম বাইরে কারো সঙ্গে ব্যবহার না রেখে ওই ফল পাওয়া যায় কিনা অন্য উপায়ে।

তাহলে পদ্মাসনে বসে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখাটা করোনা,—ওটা তো সহজ তোমার পক্ষে, তাই না বলেচি।

ওটার মধ্যেও একটা বিপদ আছে,—ওতে যতটা উঁচুতে ওঠাবে,—ছেড়ে দিলে ততটাই নামাবে—এই কথা বলে অবধূতের মুখের দিকে দেখিলেন সিদ্ধপ্রেম। অবধূত মধুর হাসিয়া বলিলেন,—দেখো উদ্দেশ্যহীন হয়ে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসের জন্য ঐ কাজ করা একরকম, আবার উপদিষ্ট হয়ে, জীবনের ব্রত বা একটি উচ্চ অবস্থা লক্ষ্য করে, উপাধি লোপ করে স্বরূপে স্থিতির জন্য গভীর বিশ্বাসে,—প্রেমসে লেগে যাওয়া আর এক কথা, নয় কি ?—তুমি যদি সত্যই লেগে যাও আমি তোমার প্রতিক্রিয়া এড়াবার পথ বলে দেবো, কোন ভয় নেই,—তুমি লাগো তো !

না, আমি প্রথমটাই করবো, ও একটা নূতন কথা, পথ ত বটেই— ঐটাই করবো।

তাই করো, কিন্তু যেটাই করো নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তেই কোরো,—ষোলো আনা মনটা দেওয়া চাই,—সেইটিই সব চেয়ে বড় কথা। শুনিবামাত্র সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—কিন্তু—

আবার কিন্তু,—অবধূত মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,— এর নাম যোগসঙ্কট, যার না হবার হয় তারই ঐ সব লক্ষণ—সন্দেহ থাকতে তো কোন কাজই হবে না,—তোমার,—কিন্তু—কেন ?

রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন অতটা কঠিন অবস্থা বুঝে কতই না সাধন করে পেয়েচেন আমি স্বধু ঐ সবার পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেই সেইটা মেরে দিতে পারবো—একথা কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন ?—

তাহলে আমার কথায় অবিশ্বাস এসেচে বলো ? অবধূত বলিলেন।

তা কি জানি,—আমি ঠিক মনস্থির করতে পারচিনা,—অথচ আপনার উপর অবিশ্বাসও আসেনি। বলিয়া সিদ্ধপ্রেম মাথাটি নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিলেন। মুখখানি বড়ই যেন বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। অবধূতও তাহা দেখিলেন। তাহাতে তিনিও যেন একটু কাতর হইলেন। অন্য সময় হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ, ও কাজ করে কোন লাভ নেই, ছেড়ে দাও ওটা—বলিয়াই সিদ্ধপ্রেমকে নিরস্ত করিতেন, এক্ষেত্রে সিদ্ধপ্রেমজীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

সাধুলোকের মনের এ অবস্থা ভাল নয়,—তুমি ধোঁকায় পড়েছো, ওটা কাটিয়ে উঠতেই হবে।

সিদ্ধপ্রেম হঠাৎ হাত দুখানি দিয়া অবধূতের পাদুখানি দৃঢ় ধারণ করিলেন,— আপনি আমার এ ধোঁকা কাটিয়ে দিন,—বলিয়া জোর করিয়া ধরিয়াই রহিলেন, অবধূত কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলেন না। তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া খানিক ছটফট করিয়া শেষে বলিলেন,—

শোন, শোন, আমি রহস্যটা তোমায় ভেঙ্গে বলচি, তাতে তোমার ধোঁকা কাটে তো কাটুক ;—নাহলে আমার সাধ্য নেই যে তোমার মনের ধোঁকা কাটিয়ে দি। এখন পা ছাড়ো ;—আমার হাঁপ লাগচে।

অবধূত বলিতে লাগিলেন,—

তোমাদের দম্ভ আছে,—নিজের অস্তিত্বের, নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব প্রবল গর্ব্ব ও অহংকার আছে,—কিন্তু কাজের সিদ্ধি যাতে হয়, যাতে মঙ্গল হয় সেই পরম কল্যাণপ্রদ আত্মবিশ্বাস নেই। অথচ তোমার ঐ দম্ভ, অহংকারকে মোড় ফিরিয়ে দিলেই ঐ বিশ্বাসরূপ পরম নিধি লাভ হয় যাতে করে সিদ্ধি নিশ্চিত ঘটে যায়—সর্ব্ব কর্ম্মেই সিদ্ধিলাভ ঘটে ঐ বিশ্বাস সম্বল করলে। আত্মবিশ্বাস সবার বড়ো এই জীবজগতে, ওর চেয়ে বড়ো আর কিছু নেই। এ জগতের যত কর্ম্মী, বড় বড় ধর্ম্মবীর, জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক বড় বড় কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন সব ঐ বস্তুটিকে সম্বল করে। তাই তোমাদের ঐ গরিমা গ্রন্থিটা* দেখলে এই দুঃখ হয় যে আত্মবিশ্বাসহীন ঐ দম্ভ অহংকার তোমাদের কোথায় নিয়ে চলেচে, সরল পথে গেলে যেটা আত্মজ্ঞান আনতে পারতো।

এখন রহস্যের কথাটা এই যে, রামকৃষ্ণদেব যে উদ্দেশ্যে যে সাধনটি করে সিদ্ধিলাভ করে গিয়েছেন এখন যে কেউ সত্য আশ্রয় করে আন্তরিক ভাবে কাজে নামলেই সেই সিদ্ধিলাভ করবে। তাঁর যা কিছু সাধন, ভজন, সিদ্ধি,—সবই জগজ্জনের অধিকার। এ রহস্য আমি কি করে তোমার মত পণ্ডিত একজনকে বুঝাবো? আমার কথা বিশ্বাস করতে বলিনি, স্থধু আত্মবিশ্বাস সম্বল করেই আরম্ভ করো না। তুমি কি সত্যই চাও স্ত্রী-পুরুষ-সংস্কার মুক্ত হতে?

না চাইলে পন্থা খুঁজচি কেন?—উত্তরে অবধূত বলিলেন, পথ তো আমি যেটা বোলে দিলাম না নিলে, তবে তিনি যা যা করেছিলেন তাই করো না;—নিজেকে নারী ভেবে, নারী প্রকৃতি সাধন করো না; নিজের উপর নারী ভাব আরোপ করে।

শুনেই সিদ্ধপ্রেম বলে উঠলেন, ওঃ বাবা—ওটা বড় বিসদৃশ লাগে যে;—একজন পুরুষ, সে নিজেকে নারী ভাববে,—এ কেমন করে হয়?

তা হলেই এবার আসল রোগ ধরা পড়লো, তুমি পুরুষ-সংস্কার মুক্ত হতে চাও না, পুরুষ ভাবেই এগিয়ে যেতে চাও;—তাতে প্রতি পদেই স্খলনের ভয় রইলো, আবার তেমন তেমন যোগাযোগ ঘটলে, আর পুরুষ সংস্কারে সে যোগাযোগ ঘটবেই,—নিশ্চিত ঘটবে, তখন বংশ বৃদ্ধিও করবে—আরও কত কি করবে কে জানচে?

কেন?—সিদ্ধপ্রেম বোকার মত জিজ্ঞাসা করে বোসলেন—তখন দয়াময় অবধূত যেন চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, পুরুষত্ব অথবা পুংলিঙ্গ সংস্কারের পুঁটলি নিয়ে ইন্দ্রিয় সংযমে সিদ্ধি লাভ করা যায় না—

সিদ্ধপ্রেম. এই কথাটি শুনিয়া প্রথমে যেন একটু দমিয়া গেলেন, শেষে একটু ভাবিয়া বলিলেন, বিবেকানন্দের হয়েছিল কি করে?

এটা তাঁর নিজের শক্তিতে হয়েছিল মনে করেচ না কি? এ সব তোমরা জানবে কি করে;—জেনে রাখো বিবেকানন্দের সবটাই তাঁর নিজ শক্তিতে

* Superiority complex

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নি। ইন্দ্রিয় সংযমের গোড়ার কথাটা লিঙ্গবোধ, পুরুষের পুরুষত্ব বোলে যে অভিমান, ঐ বদ্ধ সংস্কার,—গোড়া থেকেই সেটা নরেন্দ্রনাথের বদ্ধমূলই ছিল। বরাবর সেটা থাকলে আর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য রাজ্য জয় করে ও-দেশ থেকে বিজয়তিলক কপালে ধারণ করে দেশে ফিরতে হতো না;—সাধারণের এ সব তো জানবার কথা নয়,—আর কথামৃত গ্রন্থকার এটা সাধারণের কাছে খোলবার নয় বোলেই একেবারে খুলে দেননি। কি ভাবে করলেন কৃপা?—তাঁর তপোলব্ধ ঐ প্রবল সংযমের শক্তি,—সে দিন তাঁকে, সামনে উলঙ্গ করে নরেন্দ্রের ইন্দ্রিয়টি স্পর্শ করে সঞ্চারিত করলেন, কাশীপুর বাগানে;—একেবারে কায়-মনো-বাক্যের মধ্যে দিয়ে যাতে পুংলিঙ্গ ঘটিত যত কিছু অনুভূতি আর মাথা তুলতে না পারে। এ গুহ্য ব্যাপার সাধারণে জানবে কি করে?

উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলাম,—অনেকটা বিস্ময়াবিষ্টও বলা যায় আমাদের অবস্থা। অবধূত আবার বলিলেন;—যদি নিজ শক্তিতে নরেন্দ্র-নাথকে ইন্দ্রিয় জয়ের বিশেষ সাধনায় নামতে হোতো তা হলে আর অত অল্প-বয়সে অত সহজে ভারতের মধ্যে নানা স্থান পর্য্যটন এবং নানাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার তারপর পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে স্থায়ী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হোতো না। রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যেক কর্ম্মটি চিরস্থায়ী; কোনটাই হঠাৎ নয় বা ক্ষণস্থায়ী নয়। ঐ নরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্রস্থ শক্তির উপযুক্ত আধার পেয়েই না তাঁর অত আনন্দ, অতটা উচ্ছ্বাস। ঐ নরেন্দ্রের শরীর দিয়ে মায়ের ইচ্ছামত কর্ম্ম সাধন করতে হবে বোলেই না তাঁকে দরকার। সর্ব্ববিধ কুসংস্কারশূন্য, শরীর মনে পবিত্রতা, দৃঢ় নীরোগ, সর্ব্ব প্রকার দুর্ব্বলতা-শূন্য শরীর,—এমনটি এ যুগে আর হয়নি,—তাই না নরেন্দ্রকে নিয়ে এতটা উচ্ছ্বাস;—দেখতে পেলেই একেবারেই কৃতার্থ;—ঐ ন'—ব্যস, আর কথা নেই। এ সব সাধারণের মধ্যে ধারণা হবার কথা নয়।

সিদ্ধপ্রেম যেন সম্মোহিত,—স্থির হইয়াই শুনিতেছিলেন;—এখন বলিলেন, যথার্থ বলেছেন; সত্যই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনেক সময়ে আনন্দই পেয়েচি, কিন্তু তার মধ্যে এত গভীর তত্ত্ব আছে তা জানা ছিল না। এখন অবধূত বলিলেন,—

সুধু বিবেকানন্দ কেন, প্রথমে রামকৃষ্ণ ও মথুরবাবুর সম্বন্ধ, তারপর রামকৃষ্ণ আর কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধ, তারপর রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের সম্বন্ধ—এ এমনই একটি বিরাট সম্পদ যে, এই তিন সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করলে,—একজন পূর্ণ আয়ুষ্মান লোকের সারা জীবনের কর্ম্ম-কাল সার্থক হতে পারে। কিন্তু এ দেশের পোড়া কপাল;—যথার্থ কল্যাণের পথে বাংলা সাহিত্য চলচে না। এ দেশের উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যে এখনও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে যথোচিত আলোচনাও আরম্ভ হয়নি,—আর ও-দেশে পাশ্চাত্যে দেখো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আব্রাহাম লিন্‌কনকে নিয়ে বাষট্টি জন জীবনী-লেখক ধন্য হয়ে গেল। এটি একটা জাতীয় জীবনে কত বড় পরিচয়। জাতীয় মহত্ত্ব সাহিত্যের কত বড় সার্থক কীর্ত্তি—যাতে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে একটি মানুষের আবির্ভাবকে নিয়ে সারা জগৎ ধন্য হয়েছে।

বহুকাল আগে শোনা যায় মিশনের গোড়ার দিকে রামকৃষ্ণদেবেরই স্নেহাস্পদ কয়েকজনের দ্বারা যৎসামান্য কিছু কিছু অনুসন্ধান হয়েছিল, তার সামান্য কিছু ফলও হয়েছে অবশ্য ;—কিন্তু এতটা উপাদান থাকা সত্ত্বেও একজন জগদ্‌গুরু, শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামানবের—আজ আটষট্টি বৎসর তিরোধানের পর—এখনও না হোলো যথাযোগ্য অনুসন্ধান, না হোলো রীতিমত জীবনী লেখা, যা বাংলা সাহিত্যকে অমর করতে পারতো। জীবন বৃত্তান্ত বা জীবনচরিত্র সকল সাহিত্যেরই কত উচ্চ সম্পদ,—আমাদের পুণ্য দেশভূমিতে এই সব জীবনীই তো শক্তি হয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবেই আমাদের জীবন সার্থক, আমাদের জন্মভূমিকে জগতের চক্ষে উন্নত করবে। পরিপূর্ণ উপাদান থাকতেও আমাদের সাহিত্যের দৈন্য অসাধারণই রয়ে গেল। এটা বড় দুঃখ।

সিদ্ধপ্রেমকে চিন্তিত দেখিয়া অবধূত বলিলেন,—কি বাবা, তোমার মনের রজো মুখে ফুটে উঠেচে দেখচি, শরীর ভালো তো ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—সে ঠিক আছে, এখন কেবল এটা ঠিক করতে পারচি না,—যখন কোন আসক্তিই নেই নারী সম্পর্কে, বেশ দৃঢ়ভাবেই অনুভব করচি, তবুও নিজের এই পুরুষভাব নিয়েই আত্মসাক্ষাৎকার হবে না কেন ?

অবধূত বলিলেন,—এখন হয়তো আসক্তি নেই, সংযমের বেড়ার মধ্যে আছো, সৎসঙ্গের প্রভাবও আছে কিন্তু এ অবস্থা তো পাকা নয়,—বেড়ার বাইরে এলেই সেই জন্ম-জন্মান্তরীণ ইন্দ্রিয়ভোগের সংস্কার আক্রমণ করবে। তার উপর তোমার পূর্ণযৌবন কাল,—তার উপর সুপুরুষ বোলে নিজের মধ্যে তা নিয়ে বেশ একটা বড় গাঁট' আছে বুঝে দেখো,—তখন স্খলন থেকে কে তোমায় রক্ষা করবে ? কাঁচা অবস্থায় ঐ রকমই মনে হয়, যেন আমি ইন্দ্রিয়ভোগের উপরে উঠেছি,—আমার আর ভয় নেই। কিন্তু সেটাই তো কথা নয়। যতক্ষণ না সিদ্ধিলাভ হয়, আত্মসাক্ষাৎকার না হলে ইন্দ্রিয়ের প্রভাব এড়াবার যো নেই।

—তা নারীভাব আশ্রয় করতে আমার যদি প্রবৃত্তি না হয় ? সরল ভাবেই ব্রহ্মচারী এই কথাটা বলিলেন,—নারী প্রকৃতির কথা তো আমাদের জানাই আছে। মেয়ে-মানুষের ভাব আরোপ করলেই আমার পুরুষ-ভাব-লুপ্ত হবে ?

—একটু স্থির হয়ে বুঝে দেখো,—তুমি পুরুষ সংস্কার নিয়ে একটি নারীকে যে চক্ষে দেখচো সে কি নারীর সবটাই ঠিক দেখা হোলো ? আর অপরদিকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

দেখো একটি নারী, নিজভাবে একটি পুরুষকে যে দেখে, তাই কি পুরুষের সবটাই যথার্থ দেখা হোলো, মনে হয় তোমার? সেই রকম তুমি পুরুষ-অভিমানে মত্ত, নারীর আসল রূপ বা ভাবটাই জানো না, তোমার ভোগের জন্ম যতটুকু প্রয়োজন তাদের ততটুকুই দেখো বা জানো—তাদের আসল প্রকৃতির সঙ্গেই তোমার পরিচয় নেই যে। সেটা যতক্ষণ না হচ্চে ততক্ষণ নারীকে তোমার সম্ভোগের উপাদান বোলেই ধারণা থেকে যাবে। কাজেই নিজ সত্তার উপর নারীভাব আরোপ করে সাধন করলে,—যেমন ভাবে পরমহংসদেব করেছিলেন পুরুষ অভিমান কাটাতে;—তার ফলে ইন্দ্রিয়-জয় বা সংযমসিদ্ধিও হয়েছিল। আবার তার ফলে আত্মার স্বরূপ দর্শন, বা এই মানুষ-জীবনের চরম প্রাপ্তি আর তাতেই সেই পরম সত্তা যিনি স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়,—এই সত্য সাধকের অনুভূতি-গম্য হবে যে।

আমার তবুও মনে হয়; নারী বা স্ত্রী প্রকৃতির পরিচয় যা সর্ব্বত্র আমরা পাই—

বাধা দিয়া অবধূত বলিলেন,—তোমরা, নিজেদের পুরুষ সংস্কার নিয়ে, সেই চক্ষে নারীকে যা দেখচো, আসলে সেটা ঠিক দেখাই নয় যে। স্থির হয়ে বোঝো, তা ছাড়া,—তোমার দেখা তো এক ভাবের নয়,—একটি সুন্দরী যুবতীকে এক ভাবে দেখো,—বুড়ী একটি তাকে আর এক চক্ষে, একটি বালিকাকে এক চক্ষে, একটি প্রৌঢ়াকে এক চক্ষে, আবার শিশুকে এক চক্ষে,—এইভাবে নানারকম দেখা, তাতেই কি নারী প্রকৃতির সবটা পেলে? সবই সৃষ্টিমুখী মনোবৃত্তি নিয়ে দেখা। একেবারেই বিপরীত ভাবে দেখা যে—

সিদ্ধপ্রেম: আমার কিন্তু একটি কৌশলের কথা মনে হয়েচে, যদি কিছু মনে না করেন,—

—বোলেই ফেল না, এত গৌরচন্দ্রিকা কেন?

—এই যেমন আপনি বোলচেন, আমরা নারীকে যে যে ভাবে পাই, তার মধ্যে প্রথমেই ধরুন স্ত্রীভাবে,—

শুনিবামাত্র জোর গলায় যেন একটা ধমক দিয়াই অবধূত বলিলেন,—না না। প্রথমেই মা—মাতৃভাবেই তুমি প্রথমে পেয়েচ নারীকে, অন্য কোন ভাবেই নয়, —প্রথমেই—স্ত্রীভাবে তাঁকে কি ক'রে পেলে? তোমায় গর্ভে ধারণ ও পোষণ করে প্রসব করলে কে? জন্মের পর বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় বাঁচালে কে, বাড়ালে কে? এই দেখ তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটাই বিকৃত। এই সহজ উপলব্ধি নিয়েই তো উচ্চস্তরের মানুষ যাঁরা ঋষি, তাঁরা মাকে পিতার উপরে স্থান দেন। পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ—, সেই জন্যই যে ভাগ্যবানের নিজ জননীর উপর ভগবৎ-বুদ্ধি আসে, তার মুক্তি, তার সিদ্ধি সব চেয়ে সুলভ! অবশ্য আমি তোমায় নৈতিক উপদেশ দিতে বসিনি, শুধু কথা প্রসঙ্গেই এটি বলে ফেললাম। এখন যে কথা হচ্ছিল সেটা বলো, কি বলতে চাইচো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন সিদ্ধপ্রেমের একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল,—তারপর তিনি যেন একটু ভাবিয়াই বলিলেন,—বলছিলাম তো কথাটা কিন্তু, এই যে মায়ের কথাটা শুনলাম আপনার মুখ থেকে—এখন আমার মাথাটা তাইতেই, যেন ভরে রয়েচে, মনে হচ্চে,—

অবধূত বলিলেন, তাহলে ভাবো এখন ঐ কথাই,—যখন তার মর্ম্মস্থলে পৌছাবে তখন আবার যা বলতে চাইছিলে বোলো,—কেমন ?

—না, না, না, হয়েচে, এখনি আমি যা বলবার বলে নিতে চাই, আপনাকে তখন পাবো কোথা ?

—বলো তা হলে—কেউ বাধা দেবে না তোমাকে—

—আমি বলছিলাম কি ?—সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—এই ধরুন প্রথমে মা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা এই যে কয়টি ভাবে সাধারণতঃ নারীকে দেখচি তার সঙ্গে পরিচয় হোলেই নারী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া হয়ে গেল, আবার আমায় আলাদা স্ত্রীভাবে সাধন করে স্ত্রী প্রকৃতি বুঝতে হবে কেন ?

—ঐ যে কয়টি ভাবের নারীর কথা তুমি বোললে,—অবধূত এবার একটু হাসিয়াই বলিলেন,—ঐ সব কয়টি ভাবই তো তুমি তোমার পুরুষ-অভিমানী জীবের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখচো ? আর সব থাক সোজা একটা কথা বোঝো, —তুমি তোমার পুংসংস্কার নিয়ে নারীকে যেভাবে চাইচ সেটা জানো কিন্তু, নারী সেই তার নারী সংস্কার নিয়ে পুরুষকে যেভাবে চাইচে তাকে পূর্ণ করচে সে খবর জানবে কি করে ? সেই স্ত্রী প্রকৃতির মূল বুঝবে কি করে ঐ পুরুষ অভিমান কাটিয়ে না উঠলে ? এ গেলো একদিকের কথা, অপর দিকে আবার দেখো,—একটি নারী, তার প্রকৃতিগত সত্তা সে যেমন অনুভব করে তার সঙ্গে কি তোমার পুরুষ সংস্কার নিয়ে দেখা সমান হবে ? তাই তোমার ইন্দ্রিয় সংস্কার-যুক্ত ঐ মরদ ভাব ছাড়াবার জন্যই স্ত্রীভাব আরোপের কথা হয়েছিল,—যার অবান্তর ফল হোলো ইন্দ্রিয় জয়, তখনই ইন্দ্রিয়-সংযম সিদ্ধি হবার কথা,—

—আমার এখন মনে হয় পুরুষের পুরুষ ভাবেতেই ইন্দ্রিয় জয়ের চেষ্টা করা ভালো।

শুনিবামাত্রই কি যে এক অদ্ভুত ভাবে অবধূত হাসিয়া উঠিলেন, তার পর বলিতে লাগিলেন,—আমার হাসি দেখে মনে কোরো না যে কোন বিরুদ্ধ ভাব মনে রেখে হেসেচি। একদিকে লিঙ্গ বিবর্জ্জিত আত্ম-স্বরূপ মধ্যে এক প্রকাণ্ড পাথরের দেয়াল আর এদিকে তোমার ইন্দ্রিয়-যুক্ত পুরুষ দাঁড়িয়ে,—কি করে ওপারে দেখবে, বাবা ? তারপর, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কার কি ভাবে হবে জানা তো যায় না, যদি ব্রহ্মচারী ঐ পুরুষ-ভাব নিয়ে সিদ্ধ হতে পারেন তা হলে এ জগৎ সংসারে এমনই একটি পথ দেখাবেন যে পথে তাঁর আগে কেউ যায় নি। অপরূপ এ সাধন রাজ্যে একটা এমনই নাম রেখে যাবেন যে নাম নিয়ে এই ভারতের মনুষ্য-সমাজ গর্ব্ব অনুভব করবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

LIBRARY
No.
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কেন আপনি এমন কথা বললেন, এটা কি সত্যই এমন কঠিন যে জন্য আগে কেউ এ পথে যায় নি ?

এবার অবধূত একটু স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, বাবাজী, যে পুরুষ-ভাবটাকে এত আঁকড়ে ধরে আছো, যদি জানতে তার অর্থাৎ জীবের এই পুরুষ-ভাবের মধ্যে সৎ পদার্থ কি আছে তা হলে এমন কথা বোলবে কেন ? মূল কথা ঐ লিঙ্গ ধরেই না তোমার পুরুষ-ভাবের যত কিছু ব্যবহার ? ইন্দ্রিয় সংযমের নামে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই পুরুষ-ভাব মনে করেচো, একটু স্থির হয়ে ভেবে, বিশ্লেষণ করে দেখো না।

এতটা কথা শুনিবার পর আমাদের তো আর কথা কহিবার শক্তি ছিল না, ক্রমে উঠিবার সময় হইল। অবধূত বলিলেন,—এখন থাক এসব কথা, তোমার কাজ করোগে, আমায় একটু শুতে দাও, বড়ই ক্লান্তি বোধ হচ্চে। বলিয়াই তিনি আপাদমস্তক তাঁর সেই মোটা চাদরখানিতে ঢাকা দিয়া সেইখানেই শবাসনে পড়িয়া রহিলেন।

সিদ্ধপ্রেম বলিলেন, ওঁর কাছে আমাদের একজনকে এখানে থাকলে হোতো।

প্রায় আজ ছয় মাস প্রভুর সঙ্গে আছি তাঁহার গতিক বুঝিতাম বলিয়াই মনে করি—তাই বলিলাম,—এখন ঘণ্টা-দুই অন্ততঃ কাকেও থাকবার দরকার হবে না। স্বধু এখানে কারো না এলেই হবে।

আমরা দুজনেই বাহিরে গিয়া গঙ্গার ধারে পড়িলাম। চিন্তিতই ছিলাম সেই জন্য সিদ্ধপ্রেমের সঙ্গ এড়াইবার চেষ্টায় ঘাটের দিকে না গিয়া বিপরীত দিকেই চলিলাম, দেখিয়া সিদ্ধপ্রেমও পিছু লইলেন। কাজেই ফিরিয়া দাঁড়াইলাম; দেখিলাম,—ব্রহ্মচারীর চক্ষু দুটি অস্বাভাবিক লাল ;—জিজ্ঞাসা করিলাম,—

শরীর কেমন ? কথাটা শুনিয়াই তিনি বলিলেন,—না, উনি কি মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন,—এখন একটা বিষম দ্বন্দ্ব বেধেছে ভিতরে ভিতরে,—এখন আমি আর আমার সংযম সিদ্ধিতে বিশ্বাস করতে পারচি না ;—এতদিন যে প্রবল উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এতটা এগিয়ে এসেচি, এখন এই যে সব কথা হোলো, স্ত্রী-প্রকৃতির পরিচয় প্রসঙ্গে,—কিন্তু আমি যে পুরুষ একথা ভুলবো কি করে,—তাই—

বলিলাম,—তাই বুঝি নিজের সংস্কারগত পুরুষ ভাবটা একেবারে ছাড়তে চাইচেন না ?

—হাঁ, কিছুতেই তো আমি বুঝতে পারচি না, আমি পুরুষ, এই যে জন্মগত আমার সংস্কার এ নিয়ে কেন আমার আত্মসাক্ষাৎকার হবে না ? এটা কিছুতেই মাথায় আসচে না। ভিতরে কথা কতকগুলো রয়েচে, ওঁকে খুলে বোলতেও বাধচে। মহা মুস্কিল ! বলিয়াই সশব্দে এক প্রবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আমি বলিলাম,—আগে বলুন তো আজ আপনার শরীরটা কেমন ? গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, জ্বরের মতই তাপ, এমন কি স্পষ্ট জ্বরই বোধ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বলিলেন, হাঁ জ্বর, আর সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। বেদনা শুনিয়া একটু ভয় হইল, ভাবিলাম, যদি একটা গুরুতর কিছু বা ঘটে, সমুদয় তালটা অবধূতের উপরে গিয়াই পড়িবে। তখন কি হইবে? মনের মধ্যে এই কথা ঝটিতি একবার বহিয়া গেল, পরে বলিলাম, আর বাহিরে কোথাও গিয়ে কাজ নেই, আপনার জায়গায় চলুন, ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে পড়বেন।

ঢাকা কিছুতেই দিলেন না, অমনি শুইয়া পড়িলেন। আমায়ও ছাড়িতে চাহিলেন না, বলিলেন, আপনি ঐখানে বসুন, আমি একটু গোলমালেই পড়েচি।

আমি বলিলাম, আসলে গোলমালটা শারীরিক, সমস্ত রক্তটি মাথায় উঠে গিয়েচে।

—আপনি কি ডাক্তার?

—চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ, আর গায়ে তাপ দেখে মাথায় রক্ত ওঠা অনুমান করতে ডাক্তার হতে হবে কেন? তাছাড়া এ অবস্থায় কোন একটা গুরু বিষয় মীমাংসাও হবার নয়।

—মীমাংসা আবার কোন্ অবস্থায় হবে?

—ঐ রক্ত মাথা থেকে নামলে পর,—স্বাভাবিক গতি পেলে—তখন,—

—আপনি নিশ্চয় ওঁর সঙ্গে থেকেই এ সব শিখেচেন?

—আপনি ত যোগী, আপনারও তো এ সব সহজ ভাবেই জানবার কথা, নয় কি?

আমার কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন,—কি জানি, সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্চে—

অবধূত যেখানে শুইয়া আছেন সেটি এমনই স্থান—যেখান হতে ব্রহ্মচারীর ঘরটা একটু দূরে, মধ্যে একটা লম্বা বারান্দা বা দরদালান, তারপর একটা ঘর, তারপরেই এই সিদ্ধপ্রেমের ঘর। তবে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে ঐ দূরে অবধূতের পায়ের দিকটা দেখা যায়। আমি ব্রহ্মচারীকে বলিলাম, আপনি চোখ বুজে একটু চুপচাপ থাকুন তো,—আমি এখান থেকে যাই, না হলে আবার কথা আরম্ভ করবেন—

—না না, আমি চুপ করেই থাকবো,—আপনি যাবেন না,—বলিয়া চক্ষু বুজাইলেন। ক্রমে মনে হইল অচৈতন্য হইলেন। আরও মনে হইল জ্বরটা প্রবল হইয়াছে। প্রায় আধঘণ্টা আরও গেল কোন সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া আমি নিঃশব্দে পা টিপিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই লক্ষ্য পড়িল অবধূতের চাদর-ঢাকা শরীর,—মনে হইল যেন পা দুটি নড়িতেছে, যেমন হয় তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বে। তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়া দ্বার দিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখি,—প্রভু মুখখানি মুক্ত করিয়া উপরে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছেন। আমি আসিয়াছি দেখিয়াই বলিলেন,—কি ব্যাপার? ভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পেয়েচ দেখচি। বলিলাম, ব্রহ্মচারার প্রবল জ্বর। শুনিয়াই বলিলেন,—দেখো, যোগসাধনা করতে করতে জ্বর, ভাল কথা নয়, দেখচি তোমাকেই নার্স করতে হবে,—ভয় পেলে চলবে কেন? হয়তো দেখবে বিকালেই গায়ে মুখে সব গুটি গুটি বেরিয়েচে, গায়ে ব্যথা আছে বোলেছিল?

—সর্ব্বনাশ,—বলেন কি?—সর্ব্বাঙ্গে ব্যথার কথাতো বোলেই ছিলেন;—এখন আপনি যে আবার ভয় দেখালেন।

—আরে বাবা, এখানে তুমি প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছ এইটাই আশ্চর্য্য, নয় কি? চার দিকে দৃশ্য এবং অদৃশ্য শত্রু তোমার শরীরটিকে ধ্বংস করতে লোলুপ গতিতে এগিয়ে আসচে। কেন? না— সেটি ভৌতিক পদার্থের যোগাযোগে উৎপন্ন বলে। তার মধ্যে যার জীবনীশক্তি প্রবল সে-ই দীর্ঘকাল জীবন ভোগ করচে,—না হলে জন্মের ক্ষণ থেকে আরম্ভ করে প্রাপ্ত জীবনের প্রত্যেক ক্ষণে দেহত্যাগ সব ঐ শত্রুর আক্রমণেই ঘটচে। এক দিন দুদিন ক'রে প্রতিদিনের জীবন দেখ না, চারদিকে চেয়ে। এর মধ্যে আবার মানুষ বড় হচ্চে,—শক্তিশালীও হচ্চে। এখানে মাৎস্যন্যায়ের রাজ্য, হেথা প্রকৃতির খেলাই বিচিত্র। যাক্, অত অধ্যাত্ম তত্ত্বকথায় কাজ নেই, আজ সকালেই তার মুখ দেখে বুঝেছিলাম তার শরীরের উপর একটা বড় আক্রমণ এসেচে, তাইতো তাকে নিরস্ত করলাম,—এখন দিনকয়েক নার্সিং করো তো, তুমি ত দক্ষ ও কাজে!

—আপনি তো চলে যাবেন?—

—কি করে জানলে—? কেমন করিয়া যে জানিলাম তাহা তিনি ভালই জানেন, কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন,—ভয় নেই, ব্রহ্মচারী আরোগ্য না হলে যাবো না কোথাও। গেলেও ত শান্তি পাবো না, তোমরাও মনে কত কি ভাববে, কত রকম সব মনে করবে—তাছাড়া, এখনই তো ওর যথার্থ সাহায্য দরকার,—সেবা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। বলিয়াই উঠিয়া পাড়লেন।

যে জাতের বসন্ত ব্রহ্মচারীর গায়ে দেখা গেল, সে প্রকারের রোগ প্রায়ই দেখা যায় না। কাশীতে সেবার বসন্তে অনেক লোক মরিয়াছিল। যাই হোক ব্রহ্মচারীর এক নূতন জন্মই হইল। ঐখানেই আমার সঙ্গে অবধূত প্রায় পঁচিশ দিন আটকা পড়িলেন। পঁচিশ দিনের দিন ব্রহ্মচারীকে অবধূত বলিলেন,—এবার আমায় ছুটি দাও—তুমি এখন রোগমুক্ত, এবার ধীরে ধীরে নিজ কাজে লেগে যাও, কেমন?

এখানে নার্সিংএর কথাও একটু আছে। আমি অবশ্য সামান্য সেবা কিছু করিয়াছিলাম, সেটা বিশেষ কিছুই নয়, বলিলে মিথ্যা বলা হয় না। সেবা কাহাকে বলে সেটি দেখিলাম অবধূতের মধ্যে। গায়ের গুটি সম্পূর্ণ বাহির হইতে তিনদিন, তারপর যন্ত্রণার আরম্ভ,—তারপর ক্রমে ক্রমে আর জ্ঞান-গম্য রহিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, মাথা চালাচালি, তারপরই তার ঘাগুলি পুঁজ ভরিয়া যখন গলিয়া যাইতেছে, —ব্রহ্মচারীর চক্ষু, নাক ফুলিয়া সে এক বীভৎস দৃশ্য, গন্ধে কাছে যাইবার যো নাই ;—অবধূত যেমন করিয়া মা ছেলেকে কোলে করিয়া থাকে, সেইভাবে ঠিক চারটি দিন আহার-নিদ্রাশূন্য অবস্থায় বসিয়া ;—তারপর হইতে আরোগ্যের দিকে যাইতে লাগিল, তখন রোগীকে ছাড়িয়া তিনি একটু একটু বাহিরে

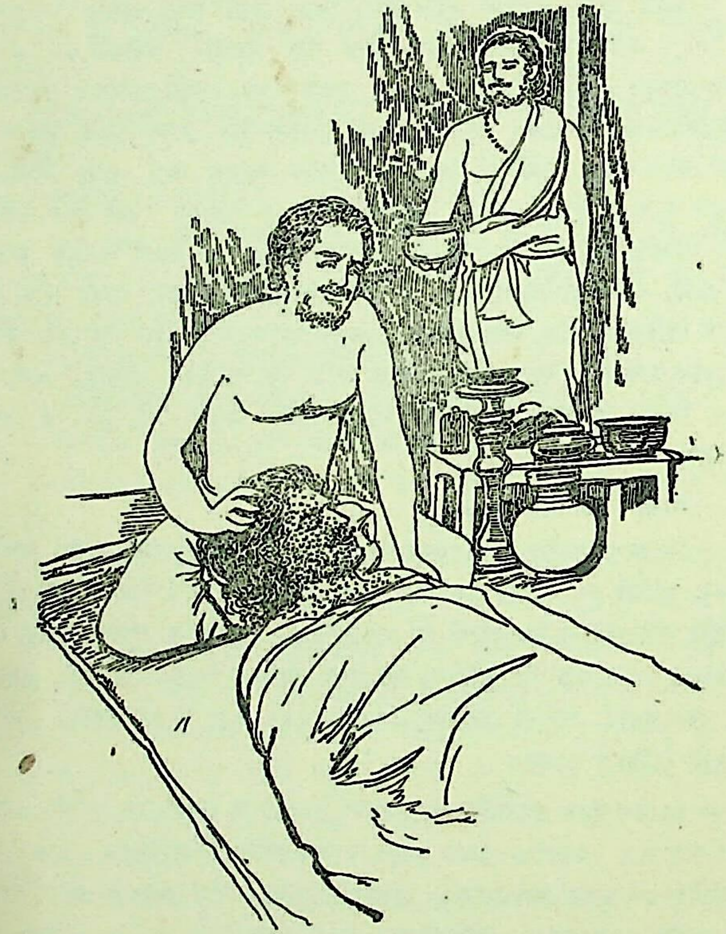

যাইতে পাইলেন। দেখিলাম চারটি দিন রোগের বাড়। আমি তো তার দ্বিতীয় দিনেই নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে এ-যাত্রায়, এমন কি আজ না হয় কাল নিশ্চয়ই দেহত্যাগ ঘটিবে। শ্বাস ক্রমশঃ স্থির হইয়াও আসিল, কিন্তু অবধূতের প্রসন্ন বদন, কোন দিনই বিষণ্ণ বা অবসন্নভাব দেখিলাম না। সে এক অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে আমার মনের মধ্যে দৃঢ় ধারণা এই হইল যে অবধূতই তাঁহাকে প্রাণদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

করিলেন। কিন্তু প্রায় ছয়টি দিন অবধূতের মুখে কথা, এমন কি কোন প্রকারের শব্দ বাহির হয় নাই।

যথার্থ আরোগ্য হইতে অনেক দিনই গেল। অবধূত যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে সিদ্ধপ্রেমের ভাবান্তর হইল। তিনি বলিলেন,—প্রভু যদি চলেই যাবেন তবে আমায় বাঁচালেন কেন। অবধূত বলিলেন, বাঁচিয়েছেন তোমায় তিনি তুমি যাঁর জীব, যাঁর লীলাপুষ্টির জন্যই তোমার জন্ম ও জীবন। হাসপাতালে দেখোনি যারা নার্স থাকে তারা কি রোগীর প্রাণদান করে? সাধ্য কি তাদের? তার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—তুমি দিন কতক থেকে যাওনা এঁর কাছে, অসুবিধা হবে কি?

আমি বলিলাম, আপনার হুকুম হলেই করতে হবে তবে আপনি চলে যাবেন আমি থাকবো—এটা যে ভয়ানক। স্নেহার্দ্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, পথের সাথী, পথে যোগাযোগ, পথেই বিচ্ছেদ, এটাইতো স্বাভাবিক। আঁকড়ে থাকাটাই তো মায়া যেটা আত্মসাক্ষাৎকারের পরিপন্থী। একটা অবস্থায় মেলা-মেশা ব্যবহার-পরম্পরা যতই সুখের হোক আসলে সবটাই তাঁরই প্রয়োজন সিদ্ধি; —তারপর যে যার কাজে যেতে হবে উদ্দিষ্ট পথে,—কাজেই তোমাদের এসব কথার কোন অর্থই হয় না।

যাহা হোক তখনই তিনি গেলেন না, সে দিনটা শবাসনে দীর্ঘ নিদ্রা দিলেন, বৈকালে উঠিয়া আমায় বাহিরে আনিয়া, বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন;—তোমার এখন একে ফেলে যাওয়া উচিত হয় না।

—সে তো বুঝতেই পারচি, বলুন আর কি করতে হবে।

ওর সিদ্ধির পথটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই নূতন জীবনে ওর মরদ ভাবটা অর্থাৎ নিজের পুরুষ ভাবের সংস্কারের ফলে নারী শরীরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যাবে। ওটা সবারই যৌবনে প্রবল বাধা হয়ে থাকে আত্মসাক্ষাৎকারের পথে। সেটা ওর তো অত্যন্ত প্রবলই ছিল, যে জন্য কিছুতেই পথে আসতে পারছিল না। তোমারও এতে কিছু লাভ হোলো বৈ কি! যখন স্থির হয়ে এক জায়গায় আসন করে বসবে তখন কাজে লাগবে;—এখনই কিছু বুঝতে পারবে না হয়তো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার

রোগমুক্তির পর একদিন সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—দেখুন আমার মনে একটা বিষম ধাঁধা, বড় কষ্ট হয়েচে—কিছুতেই মীমাংসায় আসতে পারচি না; আচ্ছা আপনি ওঁকে (অবধূতকে) কতদিন জানেন, মানে দেখচেন ?

—মাস পাঁচ ছয় হবে,—প্রয়াগ থেকে বরাবরই ওঁর সঙ্গেই তো আছি।

—আমি পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এই কাশীতেই ওঁকে দুইবার পেয়েছি। যখনই কাশীতে আসেন, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এখানে আসেন থাকেন, চলে যান আবার আসেন; এই রকম ভাবেই পরিচয়; আপনি ওঁর যোগ-ঐশ্বর্য্যের কিছু জানেন;—কোন প্রকার বিভূতি দেখেন নি ?

—কেন বলুন তো ?

শুনিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাহলে বোধ হচ্চে আপনি জানেন; যাই হোক, আপনাকে বোললে বুঝবেন—তাই বলচি, উনি মনে করলে আমায় এই কঠিন রোগটার কষ্ট থেকে বাঁচাতে পারতেন,—

শুনিয়া অবাক হই নাই তবে একটু কৌতূহলী হইয়াছিলাম, বলিলাম, একটু খুলেই বলুন না।

তিনি এইবার সোজা কথাটাই বলিয়া ফেলিলেন;—দেখুন কি অবস্থা হয়েচে আমার, কি ভয়ানক ভোগটা গিয়েচে, স্বচক্ষে সবই তো দেখেচেন;—উনি ইচ্ছা করলে এ সব গোড়া থেকেই বন্ধ করতে পারতেন, আমার এ সব দুর্ভোগ কিছুই হোতো না; এই আমার বিশ্বাস।

অবশ্য মনে মনে একটা কিছু বুঝিলাম বটে কিন্তু বুঝাইতে না পারিয়াই—আমি বলিলাম, ওঁর ভোগটাও ত কিছু কম দেখলাম না আপনার সঙ্গে সঙ্গে;—ছ'দিনের পর থেকে তো আপনার জ্ঞানগম্য ছিল না, আপনি জানেন না উনি কি করেচেন, আমি খুব ভালই জানি তাই বোলচি—তিনি কিছুই কম ভোগেন নি। শুনিয়া ব্রহ্মচারী তবুও বলিলেন, ও সব কিছুই হোতো না, উনি মনে করলে রোগটাকে গোড়াতেই শেষ করে দিতে পারতেন।

ব্যাপার এই ভাবের দাঁড়াইয়াছে,—সিদ্ধপ্রেমের ধারণা হইয়াছে যেন অবধূত ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন, এটা যেন তাঁহার প্রতি স্নেহের অভাব। অথচ অবধূতও যে ভোগটা করিয়াছেন সেটা যেন ধর্ত্তব্যই নয়।

এ কি মনোভাব'একজন সাধকের, গুরুকল্প সিদ্ধযোগী এই মহাত্মার উপর অভিমান, ইহাকে কি বলিব ? আমি আর কিছুই বলিলাম না,—বুঝিলাম, অবধূতের সঙ্গে এ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ত নাই, আর বুঝিলাম অবধূত কৃপা করিয়া ইহাকে যতটুকু জানাইয়াছেন বা দেখাইয়াছেন বা বুঝিতে দিয়াছেন তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী তাহার ধরিবার সাধ্য কি? তবে সিদ্ধপ্রেমের কথায় আমারও অন্তরে এ বিশ্বাস ছিল যে ইচ্ছা করিলে তিনি ইহাকে রোগের কঠিন ভোগ হইতে অব্যাহতি দিতে নিশ্চয়ই পারিতেন; কারণ তিনি যে সিদ্ধসংকল্প, এর পরিচয় তো পাইয়াছি, তার উপর দয়ার সাগর,—

যাহা হউক পর দিন নিরালায় পাইয়া আমি ব্রহ্মচারীর কথাটা বলিলাম, তবে অনুযোগের সুরে যে ভাবে ব্রহ্মচারী আমায় বলিয়াছিলেন সেভাবে না বলিয়া আমার নিজ কৌতূহলটার উপরেই জোর দিলাম। অন্তর্য্যামী তিনি, সবটাই বুঝিলেন, তথাপি বলিলেন, এই দেখো, ছেলেমানুষের মনোভাব,—ভগবানের উপর অভিমান চলে, তাঁর চেয়ে আপন কে আর আছে, কিন্তু মানুষ একজনের উপর সে অভিমান করে ফল কি? মানুষের কখনও ভগবানের শক্তি থাকে না! মানুষে মানুষে প্রীতিই তো আমাদের কাম্য। একজনকে দুঃখ পেতে দেখলে কাছে যে থাকে তারও কি সে দুঃখটা খানিক লাগে না? তোমারও কি কম ভোগটা গিয়েচে? কিন্তু তুমি কি আর বেশী করতে পারতে, বাবা? কথাগুলি এমন ভাবেই বলিলেন যেন তিনি আর আমি একই স্তরের ব্যক্তি।

আমি বলিলাম, ধরুন আমারি অসুখের কথা বলচি। আমার কি মনে হতে পারে না যে আপনি কাছে থাকতে আমার শরীরের উপর দিয়ে এই পীড়নটা গেল,—কি ভয়ানক মূর্ত্তিটা হয়েচে দেখেচেন তো?

আশ্চর্য্য মানুষ এই অবধূত; এতটা নিরভিমান কেমন করিয়া হয় অথচ ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ তাঁর মধ্যে মনে হয় পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান। কিছুতেই স্বরূপ দেখাইবেন না;—উত্তরে আবার আমায় বলিলেন,

—একে জোয়ান বয়স, কল্পনার খনি তোমাদের মধ্যে;—দুর্ভোগ এড়াবার জন্যেও ঈশ্বরের শক্তিমত্তা, তাঁর ইচ্ছা—কল্পনায় আর একজনের উপর আরোপ করে তাঁকেই অপরাধী করা। তাতেও যদি খানিক শান্তি হয়তো হোক,—তাতে আমার হাত নেই তো। এটা কি তোমরা বুঝবেনা যে এতে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হতে হচ্চে। এটুকু বুদ্ধি অন্ততঃ তোমার থাকা উচিত।

এরপর আর কথা যোগায় কি? আমি নির্ব্বাক,—এখন নিরুত্তর দেখিয়া অবধূত এমনই করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন,—তাহা বুঝাইতে ভাবা নাই। আমার অন্তর ক্ষেত্রও আলোড়িত হইল। মুখে কথা যোগাইল না। এখন তাহা দেখিয়াই তিনি বলিলেন, বেশ ধীর ভাবেই, একটি একটি কথা স্পষ্ট, কিন্তু অত্যন্তই মৃদু,—দ্যাখো, সব সময় সব কথা সবাইকে বলা যায় কি? এ সৃষ্টির মধ্যে সংসারের দিকে অনেক অনাসৃষ্টির ব্যাপারও আছে যা সাধারণে ধারণা করতে পারবে না। তুমি কি খবর রাখো, জগদম্বার এই সৃষ্টির ব্যাপারে,—অনুগ্রহের চেয়ে হিংসাই বেশী, বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেটেপ এক শ্রেণীর জীবকে সায়েস্তা করতে ? আগা-পাশতলা পাশবদ্ধ-ভীরু জীব-সমাজে এইটাই বেশী চোখে পড়ে।

প্রায় সম্মোহিত একজনের মতই বসিয়াছিলাম, বলিবার তো কিছুই নাই। আমার এই ভাব দেখিয়াই তিনি আবার বলিলেন ;—জ্যাখো একরকম লোক আছে যাদের মনের গঠন, বোধ হয় শিশুকাল থেকেই, দেওয়া নেওয়া, চাওয়া পাওয়া প্রভৃতি ভোগপ্রধান স্বার্থমূলক সহজ ব্যবহারের ফলে ঐ রকমই হয়ে যায়। তাদের ভগবান, তাদেরই মন-গড়া স্বার্থের ছাঁচেই তৈরী বুঝেচ ?—

দৃষ্টিতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তিনি এইবার আসল কথা বলিলেন,—এখনও সিদ্ধপ্রেম বাবাজীর যৌবনের প্রভাব কাটেনি,—তার অহং এখনও ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত পুরুষ ভাবকেই আঁকড়ে আছে, প্রবল ভাবেই আছে, অথচ সেইটাই হয়েচে তার আত্মস্বরূপ উপলব্ধির অন্তরায় ;—যোগমার্গের সাধক হয়েও সে এটা বুঝতে চাইচে না।

এইখানেই আমি বলিলাম,—বুঝতে পারচেনাকেই বুঝতে চাইচেনা বল্‌চেন ?

—না গো না, ইচ্ছা করেই ওটা ঠেলে দিচ্চে মন থেকে,—দেখলে না যত-বারই আমি সোজা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেচি যেমন করে ইস্কুলে মাষ্টারেরা পড়া বুঝায়, ততবারই সহজ পথ ছেড়ে নানা জটিলতার আমদানী ক'রে আসল ভাবটা উড়িয়ে দিয়েচে। এইতো গেল প্রথম। আমি বলিলাম,—ইস্কুলে মাষ্টাররা অমন করে পড়া বুঝায় না।—তবে কেমন করে বুঝায় ? এ রকম ব্যাপারে তারা বেত দিয়ে বুঝায়। এখন হাসিয়া বলিলেন,—তার উপর,—তার নিজের মধ্যে আর এক শত্রু অনেক দিনই মাথা তুলেছিল,—যার জন্য জগদম্বার এই দণ্ড। এ সব ও বুঝবে কেমন করে ?

সেটা কি আবার ?—তিনি বলিলেন, -সেটাই মারাত্মক হন্তা এ রাস্তায়—একে যৌবনের প্রভাব তার উপর নিজেকে সুপুরুষ বোলে দিব্য অভিমান,—আর নারী সংস্পর্শে তার মারাত্মক পরিণাম! মনের মধ্যে এই সব ময়লার পুঁটলি নিয়ে সে সাধনে লেগেচে,—কাজেই, জগদম্বা তাঁর স্বাভাবিক নিয়মেই তার পথ সোজা করে দিলেন এ রোগটা উপলক্ষে। এখন তার রূপের গরব করবার আর কিছু রইলো না ;—একে ভগবানের হিংসা বল—যা খুসী বলো,—তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই—এটা বা ঠিক তাইই।

আমি সসংকোচেই বলিলাম,—সময়টা অন্য রকম হয়ে গিয়েচে,—সে হাওয়াটা আর নেই। ব্রহ্মচারীর সেই অসুখের দিন সকালে আমাদের যে কথা হচ্ছিল—বোলতে গেলে তখনই একটি প্রশ্ন আমায় খুবই ভাবিয়েচে। তাঁর অসুখের মাঝেও তোলপাড় করেচে আমার মন, এমন কি রয়েচে এখনও।

—তাই নাকি ? এটাতো ভাল কথা নয়,—বলো বলো! আরে বাবা তুমিও আমায় ভাবিয়ে তুল্লে যে। কোন্ কথাটা নিয়ে কি ভাবে তালগোল পাকাবে, তার সঙ্গে কত কি ভাবনা দেবে, শেষে একটা অশান্তির ফর্দ্দ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কাছে আসবে—আপনিই তো বলেছিলেন, তারই এই ফল পেয়েছি। আমার যে খুব ভয় আছে তোমাদের নিয়ে।

ভয়ের কিছু নেই, বলিলাম,—আমি কখনও আপনার কোন কথা ভুল বুঝিনি; দেখেচি ব্রহ্মচারীর ওটা খুব হয়, আপনি সেটা আমার ঘাড়েই চাপাচ্চেন। যাই হোক আমার কথা সোজা,—সেই যে সেদিনে যেটা বোলেছিলেন,—আমাদের মত জীবের এই পুরুষ ভাব নিয়ে সিদ্ধি বা ইন্দ্রিয়-জয় সম্ভব নয়,—

তিনি বলিলেন,—কেন বলো তো সম্ভব নয়?

—আমি ঠিক যেটি ধারণা করেচি তাই-ই বলচি। আসল কথাটা এই যে,—আমাদের এই নাম-রূপ উপাধি নিয়ে যে পুরুষ অভিমান তার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ওতঃপ্রোত জড়িত, নারী সম্পর্ক থাকবেই এই পুরুষ ভাবের সঙ্গে, কাজেই ওটা তাই আপেক্ষিক এবং সৃষ্টি-মুখী হতে বাধ্য—, সেই ভাব থাকতে কেমন করে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হবে যে স্বরূপ, আত্মা, লিঙ্গ বর্জ্জিত। এখন আমার কথাটি ঠিক কিনা তাই বলুন,—

অবধূত বলিলেন,—এই তো কথা—তুমি তো ঠিক বুঝেচ, কিন্তু ব্রহ্মচারী বাবাজী তো কিছুতেই ওটা ধরতে পারছিলেন না। নারী ভাবে সাধনের প্রয়োজন কেন হয়েছিল ঠাকুরের একি অতো যুক্তি-তর্ক করে ঝুড়ি ঝুড়ি কথার আড়ম্বরে বুঝানো যায়? অথচ কতোবার কতো রকমেই না বলা হয়েচে যে লিঙ্গাদি উপাধিযুক্ত পুরুষ জীব সংস্কারমুক্ত না হলে আত্মস্থ হবার দ্বিতীয় উপায়ও নেই। তুমি লিঙ্গযুক্ত পুরুষ, এ সংস্কার বা নেশা কাটাতেই না নারীভাব আরোপ? তাইতেই ওটা কাটে। পরে মন নির্ম্মল হলেই তখন সহজেই চৈতন্য স্বরূপের উপলব্ধি। নির্ম্মল, সংস্কারমুক্ত মনটাই চাই স্ব-স্বরূপ, উপলব্ধি করতে গেলে। বিষয় কামনাদি স্থূল সুখাদি ইন্দ্রিয় ভোগ ওসব তো আরও মোটা কথা, মনের গাঢ় ময়লা। কামনা মাত্রেই মনের ময়লা আর তাইতেই তো প্রত্যেক জীবের স্বরূপচ্যুতি ঘটেচে; সেই সব থেকে মুক্ত না হলে ঐ স্থির ও শাশ্বত অবস্থা আসবে কি করে? মোট কথা প্রতিক্রিয়া-ধর্ম্মী সকল কর্ম্ম থেকেই মুক্ত হতে হবে যে। এখন তো স্বচক্ষে দেখলে অতটা নিজ দেহ এবং জড়রূপের উপর আসক্তির পরিণাম—সিদ্ধ-প্রেমের এই যে ভোগটা গেল দেহের উপর দিয়ে—

আমার তো প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। শুনিলাম এবং ভালমতেই বুঝিলাম যে সিদ্ধপ্রেম ব্রহ্মচারীর দেহ আর আপন রূপের আসক্তি, জড়ের উপর এতটা অধ্যাসের পরিণতি এমনই ভয়াবহ ফলপ্রসূ হইয়াছে। আরও পরিষ্কার বুঝিলাম,—প্রথম হইতে সব কিছু জানিয়াও কেন যে অবধূত ব্রহ্মচারীর ঐ রোগটিকে সমূলে বিনাশ করিতে আত্মশক্তি প্রয়োগের প্রেরণা পান নাই। ইহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মেই বুঝিলাম বটে কিন্তু কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধপ্রেমকেও পারিব না। তাহার যৌবন প্রভাবিত নিজ রূপের আকর্ষণ, এই জড় দেহের মোহ, তাহার অধ্যাত্ম পথের কত বড় একটা কাঁটা হইয়া বসিয়াছিল, জগদম্বার কৃপায় কাটিয়া গেল। ইহাও তাহার গুরুবল তাহা সে বুঝিল কি না কে জানে। এখন তাহার যে মূর্ত্তি হইয়াছে সে মোহ তাহার আর মাথা তুলিতেই পারিবে না। কিন্তু অবধূতের উপর অভিমান। তিনি ইচ্ছা করিলে এই প্রবল ভোগটা রোধ করিতে পারিতেন—এই ভাবিয়া এতটা বিরাগ অবধূতের প্রতি জন্মিয়াছে,—তাহারই ফলে আবার তাহার মধ্যে একটা উৎকট প্রতিক্রিয়া আনিবে কি না কে জানে—সে দিক দিয়াও একটা ভয় আমার ছিল। কথাটা অবধূতকে তখনই বলিয়াও ফেলিলাম। প্রসন্ন অবধূত প্রথমে বলিলেন, তোমার মত একজন পরম বন্ধু যখন ওর কল্যাণ অকল্যাণের কথা এত করে ভাবচে তখন ওর কোন অশুভ হতেই পারবে না।

তাঁহার ভাবটি বুঝিয়াই বলিলাম,—ওটা তো যথার্থ কথা নয়; আমার গৌরব বাড়াতেই বললেন, এখন আসল কথাটা কি সেইটি শুনলে শান্ত হতে পারি।

তিনি বলিলেন—দেখো, ও যেভাবে যেরকম বুঝেই, আমাকে ভাবুক—তাকে তাই করতে দাও না। ওকে তুমি কি ফেরাতে পারবে ওর ভাবনা থেকে? আমার মধ্যে যদি গলদ কিছু থাকে তাহলে সেইগুলি ওকে আশ্রয় করবে এতো জানা কথা। যদি ঐ অভিমানটা ওর ভগবানের উপরে গিয়ে পড়তো তাহলে ওর কল্যাণ হোতো, তা না হয়ে সেটা পড়লো গিয়ে আমার মতই একটা মানুষের উপরে, যে মানুষ দোষগুণে গড়া এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। সেজন্য আমার উপর যদি ওর একটা আক্রোশই থাকে তো আমি কি করতে পারি বলো?

আসলে বুঝিলাম,—ব্রহ্মচারীর ভাগ্য ভাল। অবধূত নিজেকে যতই প্রচ্ছন্ন রাখুন, ব্যক্তিবিশেষের কাছে তিনি নিজেকে খুব বেশী ঢাকিতে পারেন না। তাই যখনই বলিলাম,—তাই যদি হয়তো সিদ্ধপ্রেমের মহাশুভ যোগ,—সে যেকোন ভাবেই হোক না কেন আপনাকেই যখন ভাবছে তখন তার অশুভ কোথা?

শুনিয়া অবধূত বলিলেন,—বরং এই কথাটি বলো যে, ভগবানের দয়ায় তার ঐ রোগভোগের ভিতর দিয়ে কত বড়ো একটা অশুভ, ঈশ্বর লাভের পথে প্রবল বাধার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেল,—নাই বা আমি তাকে ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম?

চমৎকার—চমৎকার—এমন সরল আত্মপরিচয় আর কেহ দিতে পারিত না। বুঝিলাম,—ইহার ফলে তাহার ভাল ব্যতীত মন্দ কিছু হইবার সম্ভাবনাই নাই। বাহিরে ইহা বুঝিতে জটিল মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কল্যাণপ্রসূ, অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া যায়। অবধূতের অধ্যাত্মশক্তি তাহাকে উন্নতই করিবে, এবিষয়ে সংশয় কোথা?—এখন তাহার শরীরটি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে যা দেরী। দেখি সব কিছুই তাহার গুরুবল। জয় গুরু, জয় গুরু।

সেই দিনই বৈকালে ভাবিতেছিলাম,—এ তো একটি অপূর্ব্ব রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা পুরুষ সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, নিজেকে পুরুষ বলিতে কতটা গৌরব বোধ করি। সেই পুরুষ চক্ষে, আমাদের সংসার-জীবনে প্রেমের সম্পর্কটুকু বাদ দিলে নারীকে কত ছোট দেখিতেই অভ্যস্ত। আমরা নারীর পতিদেবতা, ভর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। আবার সেই পুরুষ-সংস্কারই অপর দিকে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির পথে কি প্রবল বাধা, যাহা কোন ভাবেই এড়াইবার সাধ্য নাই। আবার ঐ পুরুষ-ভাব লইয়া বহু দূর যাইতেও পারি না,—যাবার বড় বাধা, ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে দেয় না; কারণ পুরুষ সংস্কারে আমি যা ভালবাসি, যে সকল ভোগ বিলাস, কল্পনা, আমাদের প্রকৃতিগত তা-ই আবার ভগবানে শতগুণেই আরোপ করায় বা করাইতে প্ররোচিত করে। কি অদ্ভুত বিপথ আমাদের এই পুরুষদম্ভের সঙ্গে জড়াইয়া আছে। জন্ম জন্মান্তরীণ সংস্কার,—এটা কি এক জন্মের বা জীবনের ব্যাপার? আমাদের এই জগৎ সংসারের প্রত্যেক পরিবারে, জীবের মধ্যে এই পুরুষ-সংস্কার কি ভাবে কাজ করিতেছে, ইহা ত্যাগের কথা ভাবিতে বিস্ময় লাগে। এই পুরুষ-ভাবটি ত্যাগ করিতে প্রাণ তো কোন প্রকারেই চায় না বরং যারা নারীভাবাপন্ন, বা নারীর বশীভূত অথবা অভিনয়ে হয়তো নারী অংশ অভিনয় করে তাহাদের প্রতি ঠিক ঘৃণা নাই হোক অবজ্ঞার অন্ত নাই, পুরুষ ভাবের উপর এতটা পক্ষপাত আমাদের। সে দিকে ব্রহ্মচারী কতটা সরল, আর ঐ সরলতার জন্যই অবধূতের তিল মাত্র বিরক্তি নাই। তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরটাই দেখেন।

তারপর অন্যদিকে আবার শুনিতে কেমন আশ্চর্য্য লাগে, একটি পুরুষ, নারীর মত আচার ব্যবহার গয়না ও কাপড় পরা, বসা, ওঠা, কথাবার্ত্তা হাবভাব, সকল রকমেই নারীর অনুকরণ করিতেছে,—দেখিতে কেমন লাগে। অবধূত বলেন, এইভাবে ক্রমে ক্রমে সাধকের পুরুষ অভিমান ক্ষীণ হইতে থাকে, নিজেকে নারী বলিয়া ধারণা হইয়া যায়;—তারপর অভ্যাসের পাকা অবস্থায়—তাহার মূলে যে পুরুষ অভিমান এবং পরবর্ত্তিকালে আরোপিত নারীভাব এই দুইয়ের কোনটাই আমার স্বভাব নয়,—এই বোধ স্পষ্ট হয়। তার বিশেষ ফল এই হয় যে দুই-ই আরোপিত ভাব এবং ইহার কোনটাই আমার প্রয়োজন নাই, এই ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহাতেই আত্মস্থ হইতে সহায়তা করে। অবশেষে ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার জন্মে। ভাবরাজ্যে নারী ও পুরুষভাব, সম্ভোগের সহায়তা করে বটে কিন্তু আত্মস্থ অবস্থায় ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই ভাবকেই অতিক্রম করিয়া অবাঙ্মনসোগোচরমের তাৎপর্য্য অনুভূত হয়। ইহাই হইল আসল কথা।

আমি তখন বিশেষ ভাবেই তাঁহাকে ধরিলাম, ঠাকুরের ঐ নারী সাধনের মধ্যে যথার্থ কোন্ তত্ত্বটি প্রকট হইয়াছিল আমরা বুঝিতে পারি এমন করিয়াই একটু বলুন,—

তিনি বলিলেন, যে কথাটা তুমি ঠিকই বুঝেচ সে কথা আবার আমায় কেন বোলতে হবে?

এখন ব্রহ্মচারীও আসিলেন ;—এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ না হইলেও মাঝে মাঝে একটু বাহিরে আসিয়া ফাঁকায় আমাদের সঙ্গে বসিয়া কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমার আসল উদ্দেশ্য যাহাতে অবধূতের মুখ-নিঃসৃত তত্ত্বকথা তাঁহার কানে যায়। তাহাতে তাঁহার অসাধারণ কল্যাণ হইবে এবং যথার্থই সাধনমার্গে গতি সহজ হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু অবধূত ইহা বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, তুমি সকল বিষয়েই দেখেছি পরমহংস দেবকে টানো, কেন বলোতো?

আমি বলিলাম,—কি জানি আমার মনে হয় এখনকার দিনে ভগবৎ তত্ত্ব ও সাধন সম্বন্ধে যা কিছু কথা পরমহংসদেবের শ্রীমুখ দিয়ে বেরিয়েচে তার চেয়ে সহজ করে আর কেউ বলতেই পারবে না। আপনিই তো বলেন, প্রত্যেকটি কথা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা যাবে এমন করেই বলা আছে।

আমি যা বলবো, সবাই কি তা নেবে? অবধূত বলিলেন,—এ কখনও হয়? তিনি যখন সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন তখনও কি সবাই তাঁর কথা নিয়েছিল, কিন্তু শুনে অনেকেই তো খুসী হয়েছিল। তাই না তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে একথা স্পষ্টই বলেছেন যে,—আমার যা বলবার বলেছি, তোমরা তার নেজা মুড়ো বাদ দিয়ে, তোমাদের মত করে নাও না।

অবধূত একটু ভাবিয়া, যেন কোন কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন,—এটা বিশেষ করে ব্রাহ্মদের লক্ষ্য করেই বোলেচেন, কারণ, তারা তাঁকে পৌত্তলিক মনে করেই তাঁর সব কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারতো না।

আমি বলিলাম, সব কথা নিতে পারতো না বটে কিন্তু এমনই একটি নেশা তাদের লাগতো যে তাঁকে ছাড়তেও পারতো না। ঐ জন্যেই দেখা যায় তাঁর ধর্ম্মের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে যারা প্রতিবাদ করতো তারাও না এসে থাকতে পারতো না।

এবার সিদ্ধপ্রেম বাবাজী বলিলেন, এটাও আবার দেখা গেছে তার মধ্যে কাকে কাকেও,—ও এখানকার,—আবার কাকেও—ও এখানকার নয়—এ রকমও বোলতেন,—সবাইকে গ্রহণ করতে পারতেন না বা করতেন না।

অবধূত বলিলেন, এই দেখো, তোমার সহজে কিছুই মাথায় ঢোকে না, তা বোলে কি তোমার উপর রাগ করা যায়? তুমি আমার কথাতো নাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না,—যেটা সহজ পথ বোলে তোমায় দিলাম তুমি বাদ প্রতিবাদ করে তাকে উড়িয়ে দিচ্ছ;—এখন আমি যদি বলি তুমি আমার ভাবের নও বা তুমি আমার মতের নও, তা হলে কি বলাটা ভুল হবে?

এই একটা কথায় সিদ্ধপ্রেমের কথা বন্ধ হইয়া গেল, না বুঝিবার আর উপায় রহিল না। অবধূত আবার স্নেহসিক্ত মধুর কণ্ঠেই বলিলেন,—একটা বিশেষ ভাবে ভাবিত ভাবুক লোক কতকগুলি একত্র হয়ে একটি নিভৃত স্থানে আনন্দে আলোচনাদি ও উপভোগ করচে, সেখানে হঠাৎ একটি ভিন্ন, অথবা বিপরীত ভাবের ভাবুক এসে বসলো। ভাব,—কত বড় একটা শক্তি তা বুঝতে পারো তো,—যেই অপর ভাবের মানুষটি এলো সবারই কথা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। অথচ কেউ কাকেও বলে দেয়নি যে মানুষটির ভাব আলাদা। কেমন,—এমনটা হয় না কি? এ তো সহজেই আমরা দেখতে পাই,—এতে কি কারো উপর রাগ করা চলে? অবধূত আরও একটু বলিলেন, ব্রহ্মচারী শুনিতে-ছিলেন,—

এলো মাত্র একটি লোক, আর সেখানে ছিল ছ'জন, এখানে কেউ যদি বলে ছ'জন লোক একজনকে অভিভূত করতে পারলে না কেন? দলে বেশী তো তারা,—এই তো কথা তোমার? সিদ্ধপ্রেমের দিকে চাহিয়া অবধূত এই কথাটি বলিলেন।

কথাটা শুনিয়া তিনি কোন উত্তরই দিলেন না কেবল অবধূতের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন অবধূত আবার বলিলেন, দেখো, এটা লাঠালাঠি বা মারামারির কথা নয়,—এটা জ্ঞান ভক্তি অধ্যাত্ম রাজ্যের কথা। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ সৎ ভাবটাই হোলো তার প্রাণ। যাঁরা মহাপ্রাণ তাঁরা কারো সেই সৎ ভাব নষ্ট করতে চান না, কারণ তার ঐ ভাব ভঙ্গের ফলে যে দুঃখ আসে জীবনে তা ক্ষতিকর। কাজ কি আমার অপরের কথায় যা আমি বুঝি না। এই হোলো আমার ভাব। যে যেভাবে তাঁকে ভাবচে তাকে সেই ভাবেই যেতে দাও না; তার ভুল হোক না হোক সে বুঝবে, তাঁর অন্তর্য্যামীই তাকে বুঝিয়ে দেবেন। ঠাকুর তো এ কথা বোলেই গিয়েছেন,—তাঁর চেয়ে ভাল করে বুঝাতে কে পারবে? কত জ্ঞান, কত বিশ্বাসের ফলে মানুষের মনে একটু সৎ ভাব সঞ্চিত হয় তার খবর রাখো কি? এখন এইটুকুই মনে রাখলেই তো সব দ্বন্দ্বেরই অবসান হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের দম্ভই তো তাকে মারে,—নিজে সে যে ভাবে বুঝেচে অপরকেও সেই ভাবে নাচাতে চায়। এইটাই তো ব্যামো।

এবার সিদ্ধপ্রেম বলিলেন,—তা হলে ধরুন রামকৃষ্ণ পরমহংসের সম্বন্ধে যে যা বুঝচে সবই ভুল? সবাই নিজ মনোমত বুঝচে? তাঁর আসল ভাবটা কেউ ধরচে না—এই কথাই তো বলচেন?

—ধরতে পারচে না বলো, ধরচে না নয়। তা ছাড়া, নিজ নিজ ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা ছাড়া সাধারণ মানুষের আর কোন্ ভাবে দেখবার বা অনুভব করবার সাধ্য আছে, বলো ?

প্রশ্নকর্ত্তার মনের ধোঁকা কাটিতেছে না দেখিয়া অবধূত আবার বলিলেন,—দেখো, ঐ দুর্ব্বল শরীর মানুষটিকে কত লোক, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক কতো ভাবের লোক কত রকম করে দেখেচে, ভেবেচে, বুঝেচে জানো ? যারা ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম রাজ্যের নয় তাদের কথা ছেড়েই দিচ্চি, যাদের ধর্ম্মে অধিকার আছে তাদের মধ্যে যারা তাঁকে আপন মনে করে ব্যবহার করতো,—তারাও কি একই ভাবে দেখেচে মনে করো ? যারা তাঁতে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিল তারাও কেউ কম নন, অবশ্য তাঁদেরও কথা আমাদের আলোচ্য নয় কারণ তাঁরা তাঁকে ধরে ঈশ্বর বা ভগবানের সঙ্গলাভের ফলই পেয়েচেন। সংখ্যায় তাঁরা খুবই কম, আঙুলে গোনা যায়।

আমরা নির্ব্বাক শুনিয়া যাইতেছি,—কথা বলিবার কিছুই নাই ;—

শেষে বলিলেন,—দেখো, একটি সাধারণ মানুষ চেনা কত শক্ত,—তাঁর মত এক জনের কথা ছেড়েই দাও না ;—তাঁর চেয়ে বড়ো না হলেও অন্ততঃ তাঁর সমপর্য্যায়ের না হলে তাঁকে ধরবে কে ? তবে এটা জেনে রেখো তাঁর ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর জগৎ অচিন্তিতপূর্ব্ব—আগে এমনটি হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁরা আসেন যুগ-প্রয়োজনে,—কাজেই এঁদের নিয়ে এত গোলমাল না করাই ভালো,—কারণ তাতে সত্যদৃষ্টির বাধা হয়, নির্ম্মল বুদ্ধির অভাবেই এটা হয়। কিন্তু আমাদের মানুষ সমাজ এমনই যে এক বিপরীত বুদ্ধিওয়ালার দল থাকবেই আর তাঁকে গালাগাল দেবেই।

এবার ব্রহ্মচারী বলিলেন,—আপনারা তাঁকে এমনই একটা রহস্যের মধ্যে ঢেকে রাখতে চান যেন সে রহস্য উদ্ঘাটনে কারও সাধ্য নাই।

উত্তরে অবধূত বলিলেন,—ঈশ্বর বলো, ভগবান বলো, সিদ্ধ মহাপুরুষ বলো, এমন কি মহামানবই বলো এঁদের দুর্জ্ঞেয় একটা রহস্যে ঢেকে রাখাই মানব ধর্ম্ম। কারণ মানুষ বুদ্ধিতে তাঁর ইতি করা যায় না কাজেই সৎ, বুদ্ধিমান যারা, তারা তো দুর্জ্ঞেয় রহস্য বোলেই দেখবে, আর অপর দল তাঁকে নিয়ে খোঁড়কুচি করবে। এরই নাম সংসার। তোমার পরম আদর্শ, সত্য সত্যই তোমার সহজ বুদ্ধির গোচর হোক্ এটা তুমি কি চাও ? ভগবানকে সামনে পেলে কি তাঁকে নিতে পারবে, না সহজে পেলেই তাঁকে ভগবান বোলে মানতে পারবে? একটু ভেবেই দেখো না ! মানুষ বুদ্ধি কতটুকু !

এবার সিদ্ধপ্রেম, উঠিয়া ভিতরে গেলেন ;—বোধ হয় বিশ্রাম করিবেন।

আমরা সামনাসামনি বসিয়াছিলাম, এখন অবধূত আমার পিছন দিকে যেন কিছু লক্ষ্য করিতেছেন বোধ হইল, তখন তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, —এক অদ্ভুত মূর্ত্তি দূরে দাঁড়াইয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অবধূত বলিলেন, দেখো তো উনি কি বলেন, সোজা চলে এলেই তো হোতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে যাইতেই তিনি কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে অবধূত আছেন তাঁর কাছেই যেতে চাই।

আসুন, বলিয়া সঙ্গে লইয়া আসিলাম।

অবধূত, ইঁহাকে দেখিয়াই চিন্তিত হইলেন। ইনি হাতজোড় করিয়া নতমস্তকে প্রণাম করিলেন। অবধূতও তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে অবধূত আছেন? গম্ভীরভাবে অবধূত বলিলেন, কে অবধূত,—কাকে চাইচেন?

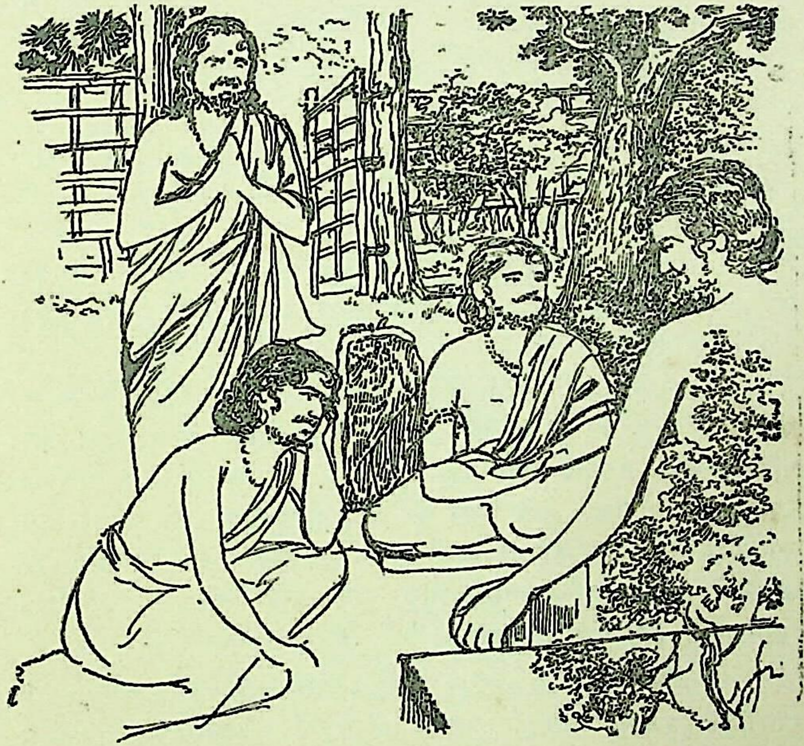

তখন আগন্তুক বলিলেন, অবধূত, অবধূত, শুনলাম যিনি সিদ্ধপ্রেমের আশ্রমে আছেন,—কিছুদিন হল কাশীতে এসেচেন;—অবধূত বলতে ঐ একজনের কথাই তো জানি!

আমি বলিলাম, ইনিই অবধূত,—শুনিয়াই আবার তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন।

যিনি আসিলেন তিনি একটু হৃষ্টপুষ্ট বলবান, মধ্যমাকৃতি, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের ঝাঁক, রুক্ষ, তৈল কিম্বা চিরুনী ব্যবহার কিম্বা কোন প্রকার পারিপাট্যহীন,—হাতে একটি দণ্ড মাত্র। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁর,—মুখে ঝাপসা জ্র, গোঁফ ও খাটো দাড়ি,—ধূলায় ধূসরিত নগ্নপদ, গায়ে একখানি অতীব মলিন মোটা চাদর জড়ানো এবং বুকে গাঁট বাঁধা। সে চাদরখানি কোন কালে গৈরিক ছিল কিনা সন্দেহ, ভিতরে কৌপীন মাত্র।

তাঁর দণ্ডবতের সঙ্গে সঙ্গেই অবধূতও দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন,—এবং প্রায় একসঙ্গে উভয়েই উঠিলেন। ঠিক বোধ হয় এই প্রথম পরিচয় বা সাক্ষাৎ,—তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—কৈ সিদ্ধপ্রেম কোথা?

অবধূত বলিলেন, সম্প্রতি তিনি বড় কঠিন বসন্তের হাত থেকে বেঁচেছেন, এখনও শরীর ঠিক হয়নি। যান না, তিনি ভিতরেই আছেন। বলিয়া আমায় লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু তিনি নড়িলেন না বরং জুৎ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, হবে এখন তার সঙ্গে দেখা, এখন আপনার কাছেই থাকি না একটু।

তাহলে বসুন, বলিয়া অবধূতও বসিলেন;—এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহাতে আগন্তুক বলিলেন,—আপনাকে দেখবার চেষ্টা আমার অনেক দিনের,—আজ প্রায় দেড় বৎসর আপনাকে খুঁজচি, কিন্তু পাত্তাই পাইনি। এত দূর এসে, এতদিন পরে হঠাৎ এখানেই মিললো। আমার পরিচয় জানেন না তো,—সেইটাই আগে জানাই তারপর কথা হবে। আমার নাম যোগানন্দ গিরি—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবধূতের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সাধুজীর আর মুখে কথা বাহির হইল না। আমিও দেখিলাম,—অবধূতের মুখের এতটা দ্রুত পরিবর্ত্তন আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তাঁহার মুখে কে যেন একটা বিষাদের কালিমা লেপিয়া দিল,—এমন বিষণ্ণ মুখ এ পর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই। কি কারণে যে তাঁর এই ভয়ঙ্কর বিষণ্ণতা, অমন সদা-প্রফুল্লমুখে এতটুকু সময়ের মধ্যে প্রকট হইতে পারে ভাবিয়া পাইলাম না। তবে এবার তিনি কথা কহিলেন। তিনি বড়ই করুণ, অথচ স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

—যে ব্যক্তি ভগবান বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী অথচ আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য যোগমার্গ অবলম্বন করতে পারে,—তার পরিচয় জেনেই বা লাভ কি, বুঝবোই বা কি?

শুনিবামাত্রই ইনি যেভাবে খানিকটা বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে অবধূতের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহাতেই বুঝা গেল ইনি অন্তরে একটু নয়, বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁর মুখে ভাষা ফুটিল, বলিলেন,—দেখুন, ঈশ্বর, ভগবান এই সব শব্দগুলির সঙ্গে অনেক ধোঁকা, অনেক কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। প্রথম ধোঁকা তাঁর মূর্ত্তি, নানা ভাবের রূপ নিয়ে কল্পনা হয়েছে,—তারপর ভাব ও বৈচিত্র্য নিয়ে। কত কত কালের কত ভাবের আবর্জ্জনা জমে উঠেছে ঐ শব্দ বা নামকে ধরে যাতে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই অজ্ঞান সমাজকে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
Shri Sh... BANARAS

ওখানে অপরিচিত আমি একজন আছি ও শুনিতেছি, কিন্তু অবধূত আর এই যোগানন্দ গিরি এমন ভাবে কথা কহিতেছেন যেন আমি ওখানে নাই অথবা তাঁদের কথার কিছুই শুনিতেছি বা বুঝিতেছি না। অবশেষে দেখিলাম এখন অবধূতই আমার দিকে চাহিয়া যেন আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি শুনেচ এমন কথা কারো কাছে, ঈশ্বর বা ভগবানের মূর্ত্তি এবং নাম বা ঐ শব্দকে ধরে ভাবপ্রবণতা রূপ আবর্জ্জনা বহুকাল ধরে জমা হয়ে উঠেচে হিন্দু সমাজে, তাই একজন ঐ ঈশ্বর বা ভগবান শব্দ ত্যাগ করে নিজেকে বাঁচাতে ভক্তি প্রেম প্রভৃতি ভাবপ্রবণতা থেকে জীবনকে আলাদা করে নিয়ে যোগসিদ্ধির পথে চলেচেন যোগশাস্ত্র অবলম্বন করে ?

আমি চুপ করিয়াই ছিলাম, কিন্তু অবধূতের মুখ দেখিয়া মনে হইল এ রিপু দমনের জন্য তিনি আর একজনকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে চান; তখন বলিলাম,—

যোগমার্গ ধরেচেন—আমার মনে হয় সে পথও তো ঈশ্বর বা ভগবান লাভেরই পথ,—নয় কি ?

—তা বললে কি হয়, ভগবান উনি চান না ঈশ্বরও চান না,—কেবল চান আত্মসাক্ষাৎকার। বলিয়া অবধূত গিরির দিকে চাহিলেন—তিনিও আবার তখনই বলিলেন, সেই ভাবপ্রবণতার কথা, অর্থাৎ ভগবান নামের সঙ্গে মূর্ত্তি এবং এমন সব অদ্ভুত মিথ্যা ভাব জড়িয়ে আছে যাতে সত্যজ্ঞান লাভের পথে সুধু বিঘ্ন নয় প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। আজ বোলে নয়, এমন চলে আসচে অতি প্রাচীনকাল থেকেই।

শুনিয়া অবধূত একটু হাসিয়া বলিলেন,—

—আমার একটা কথা বলতে লোভ হচ্চে, তুমি অভয় দাও তো বলতে পারি,—

—বলুন না, আপনার কাছে জানতেই তো আসা—

—ভাগ্যে তুমি এই সত্যটি উদ্ধার করলে, না হলে আমাদের ভারতের সমাজের অদূরভবিষ্যতে কি গতি হোতো, তাই ভাবি—

—আপনি পরিহাস করচেন—আমার কথা সব আপনাকে বলা হয়নি,—সব কথা শুনলে তখন যা বলবেন তা শুনবো।

—তার আগে আমায় বলোতো বাছা, মনে তো পড়ে না,—আমি কারো এমন শত্রুতা করেচি যিনি তোমায় আমার কাছে আসবার হদিশ দিয়েছেন ?

—আমার গুরু চিদানন্দ স্বামী, তিনি সিঙ্গেরী মঠেই থাকেন, তিনি বলেছিলেন, অবধূতকে ধরলেই তোমার সব কিছুই সহজ হয়ে যাবে,—তাইতো এসেচি।

—কাকে ধরতে কাকে ধরেচ তার ঠিক নেই; আমি এখানকার লোক নয়, থাকিও না,—কয়েক বছর পর এসেচি মাত্র। অবধূত রাজ্যই হোলো কাশী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত অবধূত এখানে আছেন তা জানো কি ? তুমি যাও তো বাবা, খোজ করো,—পাবে তুমি যাকে চাইচো,—

—আপনি আমায় ভাগাতে চাইচেন.—আমি সে পাত্র নই, এইখানেই নির্দ্দেশ পেয়েছি, ঠিক এসেওচি ;—তারপর একেবারেই দুই হাতে তাঁর পা দুটি জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—আমি মূর্খ অধম হতে পারি, আমায় ত্যাগ করবেন না। বোলে মাথা নিয়ে পায়ে ঘসতে আরম্ভ করলেন।

অবধূত একেবারেই কাঠ হইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ যেন তাঁর বাহ্য জ্ঞান রহিল না। আমিও ইহার মধ্যে পড়িয়া যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম ; –অবধূতের এতটা স্নেহ এই নবীন যোগির উপর –তিনি ইহার অন্তর দেখিয়াছেন বলিয়াই এ ব্যক্তির এতটা স্পর্শ সহ্য করিতে পারিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইংার অন্তঃকরণ নির্ম্মল। এইবার অবধূত পা সরাইয়া লইলেন এবং বলিলেন,—খুব হয়েছে,—এখন একটু চুপ্ চাপ্ বোসো দেখি, আমায় মুক্তি দাও।

তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—এই দেখো, এ একটি বিশেষ জীব ; আলাদা ধাতের,—সিদ্ধপ্রেমকে দেখেচো তো,– সে এক রকম, আর এ এক রকম। এখন তাঁহার দিকে ফিরিয়াই, একটু স্থির হয়ে এইবার বোসোতো, শুনবো তোমার সব কথা,—আমার দিনের গেরোটা কাটিয়ে দাও,—বলিয়া নিজে স্থির হইয়া বসিলেন, এবং আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, একে কিছু খাওয়াও আগে ; বোধ হয় কাল থেকে খাওয়া হয়নি।

শুনিবামাত্র আমি ভিতরে গিয়া সিদ্ধপ্রেমের রসুই ঘরের মধ্যে যথাস্থানে খাবার ছিল আমাদের জন্য রুটি, আলুর তরকারী, কিছু হালুয়া একটা থালায়, একঘটি জলও এই সঙ্গে আনিয়া দিলাম—গিরি যোগির সামনে। হাত ধুইয়াই তিনি সেইক্ষণে আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবধূত তাঁহার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন। অল্পক্ষণেই ভোজন শেষ হইল।

এখন,—যোগির কথা আরম্ভ হইল,—

ভগবান, ঈশ্বর, এ সব সংজ্ঞা নিয়ে আমাদের কি ভয়ানক যথেচ্ছাচার চলেছে আপনি তো দেখচেন। নানা মূর্ত্তি, কত কত ভাবের রূপ,—পশু, পক্ষী, স্থলচর জলচর জীব থেকে মানুষ পর্য্যন্ত এ সৃষ্টির কোন জিনিষই বাদ যায়নি যা ঐ ঈশ্বর বা ভগবানের মূর্ত্তি বলে প্রচার না হয়েচে, বলুন তা হলে, একজন ধোঁকায় পড়বে না ঐ বস্তুর সত্য নির্দ্ধারণের বেলা !

অবধূত বলিলেন,—শুনচি, তুমি সবটা বলে শেষ করো। যোগী বলিলেন,—প্রথম কল্পনায় মূর্ত্তিটাই কি আমাদের বিপথে নিয়ে যাচ্চে না ? তারপর তাতে নানাভাবের আরোপ—আমাদের মধ্যে যার যা ভাল লাগে,—সেই ভাব আরোপ ; কল্পনার অবাধ গতিতে ভেসে যাওয়া ; যা প্রাণ চায়,—মনের মধ্যে মানুষের যে যে ভাবের ঢেউ ওঠে,—যে সকল ভোগের আকর্ষণ গজগজ করচে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সব ভাব সেই বস্তুতে আরোপ। একজনের মধ্যে মানুষ জন্মের যত রকমের ভোগ চলতে পারে তা সবই ঐ ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে লাগানো হয়েচে। আপনি বলুন মূর্ত্তি থেকে আরম্ভ করে মানুষের যা কিছু আছে ভগবানের নামে সেই সব চাপাবার পর তাঁকে এই আমাদের সমাজের এক বিবাহিত স্ত্রী নিয়ে ঘর করেন এমনই মানুষের মতই একরকম জীব ছাড়া আর কি বলা যাবে? এসব দেখে একজনকে নাস্তিক করে তোলে না কি?

অবধূত একটু চিন্তিত মনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাবের কথা কি বলছিলে?

হাঁ, এই যে ভগবানের নামে হাসা, কাঁদা, নাচা, গান করা, কথায় কথায় ভাবের ছড়াছড়ি; তারপর মানুষের যত রকমের ভাব আছে সেই সবই আছে পরমেশ্বরের ব্যবহারে,—যেমন আমাদের মানুষ একজনের সঙ্গে আর একজনের হয় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর,—হিংসা, দ্বেষ, মারামারি কোন্ ভাবটিই বা ফাঁক পড়েচে ভগবানের স্বভাবে তাতো জানিনা—এতে কি সত্য-তত্ত্বটি আবরিত হয়নি। বলুন আপনি ভাবপ্রবণতা কি আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী নয়? প্রেম ভক্তি প্রভৃতির নামে যে ভাবোচ্ছ্বাস তা কি সত্যতত্ত্বের উপরে আবরণের উপর আবরণ চাপিয়ে আত্মজ্ঞানের পথ জটিল, অন্ধকারপূর্ণ করে না? এই সব দেখে আমি যদি ভগবানে বিশ্বাস না করি আমার কি অন্যায় হবে;—এমন ভগবান থাকুন বা না থাকুন এ সৃষ্টির তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

—আমার কাছে এসেছ কেন?—অবধূত সুধাইলেন।

যোগী বলিলেন, এতদিন আমি আবু পাহাড়ে ছিলাম। বেশ ছিলাম;— ক্রিয়াকর্ম্ম ঠিকই করছিলাম, আজ কিছুদিন থেকে গোলমাল হয়েছে; ঠিকমত কাজ চলচে না। আমার গুরুদেব বোলেছিলেন, তোমার যোগমার্গে যদি কোন বাধা আসে, এমন হয়তো হবে কোন সময়ে যখন তোমার সব গোলমাল হয়ে যাবে, তখন তুমি যদি অবধূতের সন্ধান পাও তাঁর কাছে যেও, তিনিই তোমার ঐ সঙ্কট মোচন করবেন। আরও বোলেছিলেন, তাঁকে সারা ভারত খুঁজলে পাবে না, যদি তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয় তো কাশীতে দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা কোরো,—সেখানেই পাবে। অবধূত বোলেই সেখানে তাঁকে মধ্যে মধ্যে দর্শন পাওয়া যায়। থাকবারও ঠিক নাই, তবে গঙ্গার ধারে ধারে কোথাও না কোথাও তাঁকে পাবে। আমি আজ প্রায় এতো দিন সেই অসির ধার থেকে বরুণা আবার বরুণার ধার থেকে অসি পর্য্যন্ত ঘুরে ফেরবার পথে খুঁজতে খুঁজতে এসে ভাগ্যক্রমে পেয়েছি। আমার মহাভাগ্য। কাশীতে একমাত্র সিদ্ধপ্রেমকেই আমি জানতাম। এইখানেই দেখা হয়েছিল।

অবধূত আবার বলিলেন, মহাভাগ্যটি দেখচি আমারই ঘাড়ে চেপেচে। তোমায় দুই চার দিন থাকতে হবে। এখন আর কিছু করতে হবে না,—কেবল ভিতরে গিয়ে একটু সিদ্ধপ্রেমের সঙ্গে আলাপ করে এসো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আজ্ঞে বলিয়া যোগী উঠিলেন,—আবার প্রণাম করিতে গেলে অবধূত তাঁর হাত ধরিলেন,—দেখো এ সব আর কোরো না ;—আর একটা কথা শোনো। সিদ্ধপ্রেম আগে কেমন সুশ্রী ছিল দেখেছ তো,—এখন যে মূর্ত্তি হয়েচে তা দেখে এমন ভাব কিছু প্রকাশ কোরো না যাতে তার প্রাণে বেদনা জাগে। ভয়ানক কঠিন হয়েছিল রোগটি, জীবন পেয়েছে তার গুরু-বলে।—তার স্বাভাবিক শরীর পেতে এখনও দীর্ঘকাল লাগবে। মোট কথা তার মূর্ত্তি দেখে তুমি মোটেই বিস্ময় প্রকাশ করবে না। বসন্তের পর ঐ রকম হয়েই থাকে — এই স্বাভাবিক ভাবটাই নিও।

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন,—তুমি তো ভাবপ্রবণতার বিরোধী,— কাজেই আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি যে তার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখে অতি বিস্ময় আর তা দেখে তোমার বড্ড দুঃখ হয়েচে এমন অভিনয় করবে না।

—আমায় এত করে বলতে হবে না, আমি বুঝতে পেরেচি।

অবধূত বলিলেন, অভিজ্ঞতা থেকেই বলচি, যারা ভাবপ্রবণ নয়, অপরের নানা রকমের ভাবোচ্ছ্বাস পছন্দ করে না, তারাই তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, কোন সুখের ব্যাপারে অথবা কোন দুঃখের ব্যাপারে,—যাও।

তিনি চলিয়া গেলেন,—অবধূত আমায় বলিলেন,—দেখো, ভাবছিলাম এবার সরে পড়বো,—বিধাতার আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে এই সিদ্ধপ্রেমের স্থানটিকে নিয়ে। তবে যিনি এলেন—ইনি অত্যন্ত সরল ;—এঁর অনেক গুণ,—প্রধান হোলো ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী,—কখনও নারী সম্পর্কে কোন দাগ পড়েনি, একেবারে সরল মানুষ ;—সেই জন্যই এঁকে এখান থেকে শীঘ্রই সরাতে হবে।

পাঁচ

নবীন গিরি মহারাজ,—কতক্ষণ সিদ্ধপ্রেমের সঙ্গে কাটাইয়া অবধূতের কাছে আসিয়া বসিলেন, তিনি প্রসন্নমুখে,—স্নেহসিক্ত কোমলকণ্ঠে তাঁহাকে আবাহন করিলেন,—এসো! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন দেখলে,—কি সব কথা হোলো তোমাদের ?

গিরি বলিলেন,—আপনি যখন আমায় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আদেশ করলেন তখন সেটা ভালো ধরতে পারিনি। গিয়ে যখন দেখলাম তখনই বুঝলাম কেন এত করে আমায় সাবধান করেছিলেন। ঐ অবস্থায় আমি তাঁকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,—কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হয়েচে। চেনবার যো নেই। একটু থামিয়া আবার বলিলেন,—আচ্ছা ; বলিয়াই আবার চুপ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ওঁদের আলাপের হয়তো ব্যাঘাত হইবে,—এখানে না থাকাই ভালো, সুতরাং উঠিলাম,—কিন্তু আমায় লক্ষ্য করিয়া অবধূত বলিলেন,—তুমি আবার সভ্য সমাজের ভাবধারা বজায় রাখতে ভদ্রতা করে সরে পড়চো কেন, আমাদের মধ্যে এমন কি কথা হবে যা তোমার কানে গেলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হবে মনে করচ,—বসতে আপত্তি আছে নাকি ?

—আমার নয় ওঁর কিছু গোপনীয় কথা থাকতে পারে—যা অপরে—

বাধা দিয়া অবধূত বলিলেন,—গোপনীয় মাতৃজার বং ?

শুনিবামাত্র গিরি হাসিয়া ফেলিলেন ;—বলিলেন,—না না আমার কোন গুহ্য কথা নেই, বসুন আপনি। এবার অবধূত গিরিকে সুধাইলেন, ব্রহ্মচারী কেমন সম্ভাষণ করলেন, মনের অবস্থা কেমন দেখলে ;—তারপর, আচ্ছা বলে কি যেন জানতে চাইছিলে ?—

—উনিতো ব্রহ্মচারী, যোগসাধনা নিয়েই আছেন, ওঁর কেন ঐ কঠিন রোগটা হোলো ?

অবধূত বলিলেন,—সিদ্ধাবস্থা হলেও, রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথা, ওঁর তো মোটে দু তিন বৎসরের সাধনামাত্র। যোগসিদ্ধির ফলে, দীর্ঘকাল রাজযোগাদি অবলম্বনের পরে, নিয়মিত ক্রিয়াকর্ম্মের শেষের দিকে সাধন চলতে থাকলে শরীরের ভিতরকার সব কিছু পূর্ব্বধারা বদলে যায়, ক্রমে শরীর শুদ্ধ, পবিত্র, স্বচ্ছ হয়ে যায়, এমন ভাবেই বদলে যায় তার মধ্যে অপবিত্রতার লেশমাত্র থাকে না। এমন কি তাদের মলে পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে না,—তখন সে শরীরে কোন বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ এবং ক্রিয়া করে না।

—আমার ঐ শরীর চাই, বলিয়া গিরি স্বামী একটু হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া গেলেন।

অবধূত বলিলেন, তা তোমার নিশ্চয়ই হবে, তবে আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকলে হবে না। সিদ্ধির পর এই আঁস্তাকুড়ে আসা চলে কিন্তু এই আঁস্তাকুড় থেকে সিদ্ধিলাভ করা চলে না। দেখোনা, ওর গুরুর আশ্রম বোলে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে রইলো ,—কিছুতেই এখান থেকে যাবে না।

—কাশী মহাতীর্থ, একেও আঁস্তাকুড় বলচেন ?—

কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা যেখানে ঘন মানুষ বাস করে তাকে কি বলবে। মানুষ দেহের সঙ্গেই তো নরক রয়েচে—যেখানে এত ঘন বসতি সেখানে আঁস্তাকুড় নয়তো আর কোথায় সেটা হতে যাবে ? নোংরার মধ্যে থাকলেই নোংরা লাগবেই গায়ে এড়াবে কি করে ? অপবিত্র আবহাওয়ায় অপবিত্রতায় জর্জ্জরিত মানুষ-সমাজ ;—রোগ, শোক, দারিদ্র্য-দুঃখের ঝাপটা খেতেই হবে, পরিত্রাণ নেই। যথার্থ জ্ঞানী, যোগী যাঁরা অথবা তীব্র বৈরাগ্য যাঁদের মধ্যে একবার এসেছে তাঁদের কাছে সংসার সমাজ তো আঁস্তাকুড়। স্থূল অপবিত্র মলমূত্রাদির কথা ছেড়ে দাও,—কেবল ঈর্ষা, দ্বেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ভেদ নিয়েই তো প্রত্যেক মানুষটি চলতেই অভ্যস্ত, বিশেষতঃ স্বার্থ, আর ভোগের জন্য ধনের পিছনেই চলেছে এই গড্ডলিকা। যার স্থূল ভোগের মোকা নেই তার ধন মান অর্থাৎ সম্মান ও প্রতিষ্ঠার লোভ চোখদুটি ঠেলে বেরিয়ে আসচে দেখবে। এখানে পথে ঘাটে, ঘরে বাইরে মেয়ে পুরুষ, আপন আপন সুখ আর দুঃখটুকু নিয়েই আছে। তার বাইরে যাবার শক্তি নেই। সবারই যে যাবার শক্তি নেই তা নয়, কারো কারো হয়তো বাইরে যাবার শক্তি কিছু আছে কিন্তু সঙ্গ, বদ্ধ আবহাওয়ার ভিতর থেকে বার হওয়াও তো সহজ নয়, টান আছে যে,—তাদের সবাই যেন টেনে রাখতে চায়, এই সংসারের মাধ্যাকর্ষণ। কাজেই তাদেরও সবার সঙ্গেই ঐ সব রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করতে হয়,—যতক্ষণ না অসহ্য হয়—তীব্র জ্বালা বোধ হয়;—এখান থেকে না বেরোতে পারলে শান্তি নেই—এ বুদ্ধি যতদিন না আসে। এখানে থেকে কি যোগসাধনা চলে?

বোধ হয় গিরি মহারাজ একটু বিশেষভাবেই তন্ময়চিত্তে কথাগুলি শুনিতে ছিলেন,—অবধূত সেইজন্য তাঁহার দিকে একটু লক্ষ্য করিয়াই চুপ করিলেন। তাহাতে গিরি আবার সচেতন হইয়াই বলিলেন,—

—বলুন! অবধূত বলিলেন, ঐ তো বললাম, বুঝতেই তো পারচো—কত রকমের কত কষ্ট, বিশেষ যেখানে রোগ, শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত মানুষ তোমার চারদিকে,—সর্ব্বত্র নানা ভাবের আবর্জ্জনা স্তূপাকার জমা হয়ে আছে, তুমি সেখানে যোগ সাধনা ও সিদ্ধির আশা করতে পারো? রোগের ডিপোয় বাস করে রোগ এড়াতে পারো কি?

গিরি বলিলেন,—আপনারাও তো এর মধ্যে আসেন, বাস করেন?

—না করলে চলবে কেন? তোমাদের জন্য, তোমাদের মত যাদের মধ্যে পদার্থ আছে তাদের টানেই আসতে হয়; এমন তো অনেকেই থাকে, ছটফট করচে পথ পাবার জন্য;—যাদের বেরিয়ে যাবার শক্তি জন্মেছে তাদেরই একটু উসকে দিতে আসা; সেই সূত্রেই থাকা, যা কিছু সম্বন্ধ:—ফলে খানিক রোগ ভোগও করতে হয়, যেমন আর পাঁচ জনে করচে।

গিরি বলিলেন,—এটা আপনার মত একজনের পক্ষে সত্য বটে কিন্তু বেশীর ভাগ ভেক বা গৈরিকধারী যারা বিবাগী, গৃহত্যাগী, বোলে চলচেন তাদেরও জনসমাজে না এলে ত চলেই না।

অবধূত বলিলেন,—ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই আসা, পেট! তোমার জন্যই মাথা হেঁট। তারপর ক্ষুধা নিবৃত্তি হলে তখন এক জায়গায় বোসে খাওয়ার ব্যবস্থা, আশ্রম প্রতিষ্ঠা সে আর এক ঘরকন্নার কথা;—তা হোলে সবই এক লেঙোটি কা বাস্তে;—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিরির দিকে চাহিয়া,—

তারপর,—গিরি মহারাজের হরিদ্বারে কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় আছে না কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—রক্ষা করুন, আশ্রমের অভাব নেই, প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর স্থান আজ আর স্বাস্থ্যকর নেই ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠার জোরে।

—আচ্ছা এই ভাবেই তো ক্রমে ক্রমে পবিত্র স্থানগুলি অপবিত্র হয়ে উঠবে? তখন কি গতি হবে?

—তখন নরকের গোড়ায় দৃষ্টি পড়বে জ্ঞানী বা যোগিদের। খাদ্যকে সূক্ষ্ম ও পবিত্র করে নিতে হবে;—যেটা এখন হিমালয়ের উপর স্তরের যোগিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

হিমালয়ের নাম হইতেই গিরির চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিয়াই আমি না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—অবশ্য অবধূতকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলাম, দেখেছেন, গিরি স্বামীর চক্ষু কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হিমালয়ের নামে?

—তোমারও কিছু কম দেখলাম না, ঐ সময়টায়, যখন গিরির ঐ ভাবটা হয়েছিল।

তা হলে কি ভাবে এই আঁস্তাকুড়কে এড়ানো যায়, গিরি স্বামী বলিলেন।

অথবা আঁস্তাকুড়কে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করা যায়, আমি বলিলাম।

তাহাতে একটু চিন্তিত ভাবেই অবধূত বলিলেন,—ওটা ভাবা ভালো কিন্তু বেশী করে ভাবতে গেলে বিপদ আছে।

কেন? বলিয়া গিরি ব্যাকুল নেত্রে অবধূতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

কাজটা মানুষের নয়। একটা বড় জল-প্লাবন দরকার অথবা জগদম্বা অন্য উপায়েও করতে পারেন একটু আগুনকে উপলক্ষ করে। অপবিত্রকে পবিত্র করতে পারে জল আর আগুন। এই দেখো আমরা কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম,—যোগসাধনার স্থানের কথা হচ্ছিল,—এরকম সহরে, ঘিঞ্জির মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে আর সব কিছুই হতে পারে, যোগসাধনা হতে পারে না।

গিরি :—আর যা কিছু হতে পারে বললেন যে,—সেটা কি?

অবধূত :—এই হরিনাম সংকীর্ত্তন আর কি,—পদকীর্ত্তন,—এতেও অনেকটাই পবিত্র হয়ে যায় স্থানটি। তোমার কাছে বোলতে ভরসা হয় না,—তুমি ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে কিনা!

গিরি :—আপনি যে কীর্ত্তনের কথা বললেন, এটা সত্য কি?

অব :—মিথ্যার মত শোনালো নাকি? ও গো সমবেত বহুকণ্ঠে খোল খত্তাল নিয়ে উচ্চস্বরে কীর্ত্তনটাই আমাদের দেশে চলে তাই ঐ হরিনাম সংকীর্ত্তনের কথাই বললাম;—না হলে বহুজন নিয়ে সমবেত কণ্ঠে যে গান হবে তাতেও ঐ কাজ হবে। এই ভাবেই মানুষ সমাজে, সমবেত উচ্চকণ্ঠে গানে যে মহোপকার হয়—এই তত্ত্ব আমাদের দেশের মহৎ ব্যক্তিরা অনেকে আগেই বুঝেছিলেন। দেশের পাপ নাশ করবার ক্ষমতা ঐ ভাবের গান বাজনায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। যে বা যারা গায় বাজায় তাদেরও যত আর, যতদূর পর্য্যন্ত যাদের কানে যায় ঐ শব্দ বা ধ্বনি ততদূর পর্য্যন্ত বায়ু মণ্ডল পবিত্র হয়ে যায়। সংকীর্ত্তনের অপার মহিমা তোমাদের বলবোই বা কত আর তোমরা শুনবেই বা কত। এ পোড়া দেশে যদি কিছু ভাল কাজ দীর্ঘকাল টেঁকে। হরিনাম সংকীর্ত্তন চোললো কিছুদিন, তারপর নিঝুম। প্রাণবন্ত দেশ হলে ঐ নাম-সংকীর্ত্তন থেকে কতো কতো নূতন ধরণের সামাজিকভাবে সমবেত গানের ধারা উৎপত্তি হতে পারতো।

গিরি—তা কিছু কিছু হয়েছে বৈ কী যেমন ধরুন কালী-কীর্ত্তন।

অবধূত :—সেই বা কতটুকু—হরি সংকীর্ত্তনের মত ব্যাপক হয়নি তো। তুমি তো গান বাজনা প্রভৃতি ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে—অথচ কালীকীর্ত্তনের খবর রাখো তো?

গিরি :—আমার হরিনাম কীর্ত্তনের চেয়ে কালীকীর্ত্তন বরং ভাল লাগে।

অবধূত :—যখনই বোলেছ তুমি, ভাবপ্রবণতা ঈশ্বরতত্ত্ব থেকে বিচ্যুত করে, তখনই বুঝেছি তুমি প্রকৃতি অনুগামী শৈবসত্তা—যোগমার্গের মানুষ। এখন ধর যদি কোথাও শিবের নামগান হয়,—

গিরি :—সত্য বলবো?—আমার নাচতে ইচ্ছা করবে। তা বোলে একথা মন থেকে যাবে না যে, ভাবপ্রবণতা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বা পরিপন্থী।

অবধূত :—তাইতো বললাম প্রকৃতি অনুগামী শৈব।

এবার গিরি নিঃসঙ্কোচেই বলিলেন,—যাই হোক আমাদের দেশের গুণী মানুষেরা সত্যসত্যই যেন অসাড় হয়ে পড়চে! ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি বা জ্ঞান নাই বা রইলো, আমার মনে হয় তাতে আসল মানুষের কিছু ক্ষতি হয় না, গানটাই না হয় কর ভাল করে।—এক সঙ্গে একশো জন গাইবে, একশো জন বাজাবে, তাল দেবে, বিরাট একটা ক্ষেত্রে বিশ পঁচিশ হাজার লোক শুনবে এমন সুর তাল শুদ্ধ সঙ্গীত। তা নয়, কোন প্যাণ্ডেলের নীচে স্বদেশী সভায় সমবেত মিটিং উপলক্ষ করে; আর সেই মান্ধাতার আমলের বঙ্কিমের তিলক কামোদের পচা সুরে জন দু তিন চার মিলে রকমারি গলায় ঐ, বন্দে এ-এ-এ-এ মাতরম্, গান। অমন গানখানাকে মাটি করে দিলে। উরোপ এমেরিকা হলে, তাকে নূতন সুরে সমবেত গানের একটা রত্ন করে ছাড়তো। দ্রুত কিম্বা মধ্যম ছন্দে, —উৎকৃষ্ট কোন রাগ বা রাগিণীতে গানখানা মানুষকে আত্মস্থ করে দিতে পারে, ওর রচনার মধ্যে এমনই শক্তি রয়েচে, পোড়াদেশের গুণিদের চক্ষে পড়ে না।

অবধূত :—তুমি তো বাবা গানের একজন বড় বোদ্ধা দেখচি—আগে গান-টান করতে বুঝি?

গিরি :—আমি ধ্রুপদ শিখেছিলাম কিছুদিন। এখন গান তো নিষিদ্ধ আমার পক্ষে!

অব :—কে নিষেধ করলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরি ঃ—যিনি আমায় যোগধর্ম্মেতে দীক্ষিত করেছিলেন ;—আমার গুরুদেব চিদানন্দ স্বামী !

অবঃ—তিনি বুঝি বুঝিয়েচেন যে রাজযোগের সাধকদের গান করতে নেই। শুনিয়া গিরি বলিলেন,—হাঁ, তিনি বোলেছিলেন প্রাণায়ামী যোগী সঙ্গীতালোচনা করবে না। শুনিয়া অবধূত বলিলেন ;—বেশ, কিন্তু আমার কাছে তুমি সত্য বলোতো, গানে তোমার এখনও প্রবৃত্তি আছে কিনা ?

গিরি বলিলেন, ধ্রুপদ গানে আমার একটা অসাধারণ আকর্ষণ আছে,—

অবঃ—তোমার গুরু,—তোমার পথ নির্ব্বাচনে ভুল করেচেন ; তোমায় ভাল করে পরীক্ষা করেন নি।

গিরি ঃ—সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসতে বোলেছেন। আপনি আমায় পথ দেখান।

অবধূত বলিলেন,—আরও একটু দেখবো, কাল তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কইবো ; এখন যদি বলি আমায় একখানা ধ্রুপদ শোনাও দেখি ? গুরু আজ্ঞা অবহেলা হবে কি তোমার ?

গিরি বলিলেন,—না,—আপনার আদেশ পালন করলেই আমার গুরু সুখী হবেন।

অবধূত বলিলেন,—এই কাশী বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে একখানি শিবের নাম শোনাও তো বাবা,—তোমার পুণ্য হবে। একেবারেই লাফাইয়া উঠিলেন গিরি মহারাজ, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আরম্ভ করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া তাড়াতাড়ি ওখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রায় পনেরো হইতে বিশ মিনিটের মধ্যেও যখন আসিলেন না তখন অবধূত বলিলেন, -ছোকরা তানপুরা আনতে গেল কোথা ? আশ্চর্য্য,—দেখা গেল,—প্রাঙ্গণ পার হইয়া গিরি আসিতেছেন, ঘাড়ে এক তানপুরা, পশ্চাতে আর এক ব্যক্তি আসিতেছে মৃদঙ্গ কাঁধে। বোধ হয় আরও কিছুক্ষণ লাগিল সব কিছু ঠিক করিতে। ইতিমধ্যে সিদ্ধপ্রেমকে ডাকিয়া আনিলাম, অবধূতের আদেশে। তারপর গান আরম্ভ হইল।

ইমন কল্যাণ রাগিণী, তাল—সুর ফাঁকতা।

শঙ্কর শিব পিনাকী, গঙ্গাধর, বৃষধর বামদেব, ঈশ্বর, ডমরুধর।
ভসম্ অঙ্গে শোভিত, ভুজঙ্গ ভাল চন্দ্র ছটা, সিঙ্গা ফুঁকত হৈ ভোলা দিগম্বর।
তিলক ললাট করে রুণ্ডমালা, ত্রিনয়ন বরদাতা, গৌরী সঙ্গ ত্রিশূল ধরে,—
পশুপতি বিশ্বনাথ, মৃত্যুঞ্জয়—জপো মহাদেব হর হর। শঙ্কর,—

সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধ, কোন প্রকার শব্দ নাই,—যেন বিরাট শূন্যের রাজ্যে আমরা —অবধূতের আর বাহ্য চেতনা নাই। গান থামিয়া গিয়াছে, অনেকক্ষণ পর—বলিলেন,—শিব শিব—

গান,—বিধাতার দান,—গান দিয়ে এক জীবনেই উচ্চস্তরে ওঠা যায় ; সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। কথাগুলি শুনিয়াই এবার গিরি বিশেষ কৌতূহলী হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিলেন,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা যোগসাধনার কাজ কি গানে হয়? আমি রাজযোগের সাধনার কথা বলচি,—হঠযোগ নয়।

উত্তরে অবধূত বলিলেন,—তোমার যোগের কথা প্রাণায়াম তো, গানেতেই প্রাণায়ামের কাজ হয়, যার চরম ফল হলো বায়ুরোধ,—কুম্ভক;—তাতে বায়ু স্থির হয়ে সমাধিস্থ হয়ে যায়। কিন্তু স্বর সাধনা সবার নয়। তবে তোমার হবে।

—কি করে বুঝলেন?

অবধূত বলিলেন,—প্রথমতঃ প্রবৃত্তি তোমার সৎ, তুমি গানের মানুষ, তারপর নির্ম্মল চরিত্র, মদ ভাং খেয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে গান সাধনা হয় না। গানকে সাধনার স্তরে রেখেই চলতে হয় তবেই সঙ্গীতে মহৎ ফল প্রাপ্তি ঘটে। আমাদের ভারতেই গানকে ঈশ্বর ভজনার সঙ্গে, উচ্চ স্তরে রেখেচে তার কারণই এই যে মানুষ-জীবনে ঈশ্বরলাভই হোলো সবার শ্রেষ্ঠ কাম্য আর যার গান আসে, সুস্থশরীর, তার তো ঈশ্বরলাভ হাতের কাছে।

অবধূতের অনুরোধে গিরি আর একখানি শিব-সঙ্গীত তানপুরা উঠাইয়া আরম্ভ করিলেন :—

পশুপতি, গিরিজাপতি শঙ্কর হরদানি,—
বামদেব, মহাদেব, গঙ্গাধর সো পিনায়ক
নীলকণ্ঠ শূলপাণি,—
নেওয়ালো কিশোর পর কিযে কৃপাদিজে,—
ভক্ত যুগল চরণ নইন কো,—
শম্ভু সত্য শিব বাণী।—

মৃদঙ্গের সঙ্গে সোহিনী রাগিণী চৌতালে গানখানি আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিল;—সমাধি কাহাকে বলে সাধারণের জানা নাই; গান শুনিতে যে তন্ময়তা আসে তাহাও ঐ সমাধি অবস্থার পূর্ব্বাভাষ,—আরও গাঢ় হইলে নির্ব্বিকল্প হওয়া যায়। তখন আর ঐ সুর-তাল মিলিত শব্দময় অমৃতও কানে যায় না, ইন্দ্রিয় গ্রাম স্তব্ধ হয়।

গানখানি শেষ হইলে আমার গায়ে একটু ঠেলা দিয়া অবধূত সিদ্ধপ্রেমের দিকে দেখাইলেন, দেখ ওর সমাধির অবস্থা। সত্যই ব্রহ্মচারী এখন একেবারে স্থির, আপন আসনে নিশ্চল। গান থামিয়া গেলেও সংজ্ঞা নাই। অবধূত প্রসন্ন মনে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর আমায় ইসারায় যেন বলিলেন,—কেমন! কতটা অগ্রগতি তাহার এখন হইয়াছে বুঝিলাম। তখন গিরিও অনুরূপ স্থির হইয়াছিলেন,—তাহা দেখিয়াই অবধূত বলিলেন—ঐ ধ্রুপদ গানের চারটি অবস্থায় শেষে সমাধি আসে। আরম্ভ হলো অস্থায়ী ওটা উপক্রমণিকা তাতে উদারা মুদারায় অর্থাৎ মধ্যগ্রাম পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, তারপর অন্তরা,—তাতে মুদারা ও তারায় সুরের খেলা, বায়ু তখন সরল গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়—তারপর সঞ্চারী,—তখন উদারা ও মুদারার মধ্যেই সঞ্চরণ শেষে আভোগ, তাতে কণ্ঠনালী আর সারা বায়ুপথটি, একেবারে মূলাধার পর্য্যন্ত মুদারা আর তারার শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্তার। অন্তরা ও আভোগের ভাবটি একই মনে হয়, তা সত্ত্বেও সঞ্চারীর পর তার ক্রম বোলে এই অবস্থার পরই বায়ু রোধ হয়ে আসে তাইতেই সমাধি আনে। তুমি টের পাওনা, কিন্তু হয়,—তারপরই সমাধির অবস্থা আসে ; তখন গান বন্ধ হয়ে যায়।

আমার একটি প্রশ্ন জাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলাম,—গানের ঠিক নয়, রাগ বা রাগিণীর রূপ দেখা কি সত্য ? সত্য সত্যই কি রূপ দেখা যায় ?

—আচ্ছা একটা কথা শোনো, মাষ্টার যখন প্রথমে ঠাকুরকে, মাটির মূর্ত্তিকে পূজা করা ভুল এই কথা উত্থাপন করলেন তখন ঠাকুর কি বলেছিলেন,—মাটির মূর্ত্তি কেন হবে, মা যে চিন্ময়ী মূর্ত্তি ;—মনে আছে ? ঐ চিন্ময় বুঝলে তখন রাগ-রাগিণীর রূপ ধারণা হবে। সুর বা রাগ-রাগিণীর যে রূপ সেটি চিন্ময়। সুর ত চিৎ-শক্তি রাগিণী, ঐ সুরেরেই বহুবিধ তরঙ্গময় কম্পন তারই প্রসার ; —তার মধ্যে উঁচু নীচু গতির সঙ্গে প্রসার ঐ আরম্ভ. মধ্য ও সম্পূর্ণভাবে শেষ। ধরো এই ক্ষেত্রে তুমি রাগিণীকে নিয়ে এক সুর তালের খেলা খেললে,—এতটা জমে উঠেছিল কেন,—তাইতে ব্রহ্মচারীর সমাধির অবস্থা এলো ? যদি শুদ্ধ সুর লয় না হত তাহলে কখনই এতটা জমে উঠতো না। তারপর গায়কের ভাবশুদ্ধি, তারপর শ্রোতাদের আন্তরিক আগ্রহ তন্ময়তা এই তিনটি মিলেই না ঐ অবস্থাটি হয় যাকে সহজ কথায়, জমে ওঠা বলে !

কিন্তু রূপ !—আমি বলিলাম। শুনিয়া অবধূত বলিলেন,—তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়গোচর রূপ নয়, হৃদয়ে অনুভূত এক চেতনা, তোমার সত্তার সঙ্গে মিলে যে স্পন্দনাত্মক একটি অনুভূতি উৎপন্ন করে,—চক্ষে দেখবার রূপ, স্থূল পরিধি বিশিষ্ট আকার, বর্ণপ্রভায় আকৃষ্ট হবার মত রূপ নয়। অবশ্য ঐ ভাবের রূপ দৃষ্টিগোচরে আনবার কথা অন্য ব্যাপার,—তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। রাগ রাগিণীর কথা অন্য।

গিরি বলিলেন,—ঐ সকল রাগ রাগিণী, স্ত্রী বা পুরুষ মূর্ত্তির কথাও ত আছে, আবার তাদের রূপের বর্ণনাও আছে। ছয় রাগ পুরুষ, তাদের প্রত্যেকের ছটি করে স্ত্রী, এ সবও আছে যে ; ছত্রিশ রাগিণীর কথা—এরা নারী।

আসল তত্ত্ব থেকে কোথায় এসে পড়েছে দেখো। এটা কি রকম জানো,—কার্ষাপনবৎ ন গৌড়িবীতি। দুই আর দুই চার কেমন—এই চারিটি সংখ্যা,—তারপর চার কড়াতে একগণ্ডা, সেও তো চার। কথায় বলে ধর্ম্ম চার পাদ। এই চারিটি কি গরুর পায়ের মত পা ? প্রথম বুঝাবার জন্য বলা হয়েছিল রাগ আর রাগিণী, যেমন স্ত্রী আর পুরুষ। এই যে সৃষ্টিতে পুরুষ আর প্রকৃতি, এই দুই মিলেই তো সৃষ্টি, কিন্তু সে পুরুষ কি তোমার আমার মত আর প্রকৃতি কি আমাদের স্ত্রীর মত নারী শরীর বিশিষ্ট ? বিশেষ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন তত্ত্ব বুঝাতে দৃষ্টান্ত কল্পনা দেখ কত বিপজ্জনক। কতটা ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে মানুষকে। তত্ত্ব যারা পায় তাদের অনুভূতিগম্য বোলেই পায়,—তারপর যখন বুঝাতে হয় এমন লোককে যার অনুভূতির বালাই নেই তখন দৃষ্টান্ত কল্পনা করে বুঝাতে হয়। যেন সহজ হল বুঝতে,—কিন্তু বস্তু থেকে, আসল তত্ত্ব থেকে, সত্য থেকে কতটা দূরে গিয়ে পড়লো, বুঝে দেখো।

গিরি একটু তার্কিক মানুষ সে পরিচয় আমরা প্রথমেই পাইয়াছি কিন্তু সত্য অনুসন্ধানী তিনি,—সেই জন্যই এখানে তিনি অবধূতের স্নেহ পাইয়াছেন, কাজেই সাহসও আছে ;—তাই এখন তিনি বলিলেন,—

পরমহংসদেব তো সত্য সত্যই মূর্ত্তি দেখেছিলেন, মা কালীর মূর্ত্তি চোখ কান নাক মুখ চোখ যেমন মূর্ত্তি হয় ;—তাহলে তো মূর্ত্তি বা রূপ বলে কিছু সত্য আছে বলতেই হবে ?

অবধূত প্রসন্ন বদনে বলিলেন ;—কৈ আর একজনের নাম করোতো যিনি কালীর মূর্ত্তি দেখেচেন ? যেমন স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন তাঁর দেখার কথা সেই রকম, সোজা বলেচেন আর একজন,—তাঁর দেখার কথাটা।

তা বলতে বোধ হয় পারবো না। বলিয়া গিরি যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এখন অবধূত বলিলেন, এটা আর বোধ হয় বলতে হবে না, ঠাকুরের যে দেখা এটি প্রথম অবস্থায় দেখা, আর এটি তাঁর নিজের ইষ্টের ভাবেই তাঁর মনোময় জগতে তৈরী। কত দিনের ভাবনার ফল অনুমান করতে পারো ? দিবা-রাত্র যাঁর ভাব অহরহ চিন্তা, তাঁর মনের ছাঁচ শিশুকাল থেকেই তো ঢালাই হয়ে গিয়েছিল ; সুতরাং তাঁর দেখায় তিল মাত্র ফাঁক ছিল না। সাঁড়াশির দুটি দাঁড়া দিয়ে যেমন করে আঁকড়ে ধরে তেমনি করেই আঁকড়ে ধরেছিলেন যে। প্রথম ঐ মাটির মূর্ত্তি, চক্ষের ভিতর দিয়ে মনে ক্রিয়া করেচে সত্য সত্যই এর মধ্যে তিনি আছেন, এখানে কি কোন ভুল হতে পারে। পাথরই হোক আর মাটিই হোক, আমার মায়ের ঐ তো মূর্ত্তি, এটি তাঁর অন্তরে একেবারে দৃঢ় সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর যথাকালে গভীর ঐকান্তিকতার নিঃসন্দেহ অনুভূতির প্রভাবে তোমার আমার কাছে যে ঐ মৃন্ময়ী তাঁর সাক্ষাতে হয়ে উঠলেন চিন্ময়ী। অবশ্য এটি প্রথম দর্শন ; আর এটী হোলো সাঁড়াশির একটা দাঁড়া। অন্তরে অন্তরে আবার এ প্রার্থনাও ছিল যে,—মা, তোর আসল রূপ কেমন জানি না, তোর সেই স্বরূপ তুই আমায় দেখাবি তবে শান্ত হব। তারপর পরিপক্ক অবস্থায় প্রাণে দিব্য, চিদানন্দ জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দর্শন ;—সে রূপ প্রভাব অসহ্য, দীর্ঘকাল অচৈতন্য করে রেখেছিল তাঁকে। এটি হোলো সাঁড়াশির দ্বিতীয় দাঁড়া। তারপর আর যাবে কোথা ; পূর্ণ স্বরূপ, ব্রহ্মময়ী, জগজ্জননী, চিদানন্দ স্বরূপিণীকে আত্মসাৎ করে তবে কথা। এমন করে কে ধরতে পেরেছিল ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সবাই সমাহিত চিত্তে, মগ্ন হইয়াছিলাম অবধূতের কথায়। রাগ রাগিণীর রূপের কথায় আমরা কোথায় আসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পর অবধূত আবার ধীরে ধীরে স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন,—অবশ্য গিরির দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল,—তাহলে এটি তো সহজেই বুঝা গেল যে রাগরাগিণীর মূর্ত্তি আসলে কি পদার্থ। যার সুরেলা কণ্ঠ, যার ভাব যথার্থই অন্তর্মুখী,—অন্ততঃ গানের

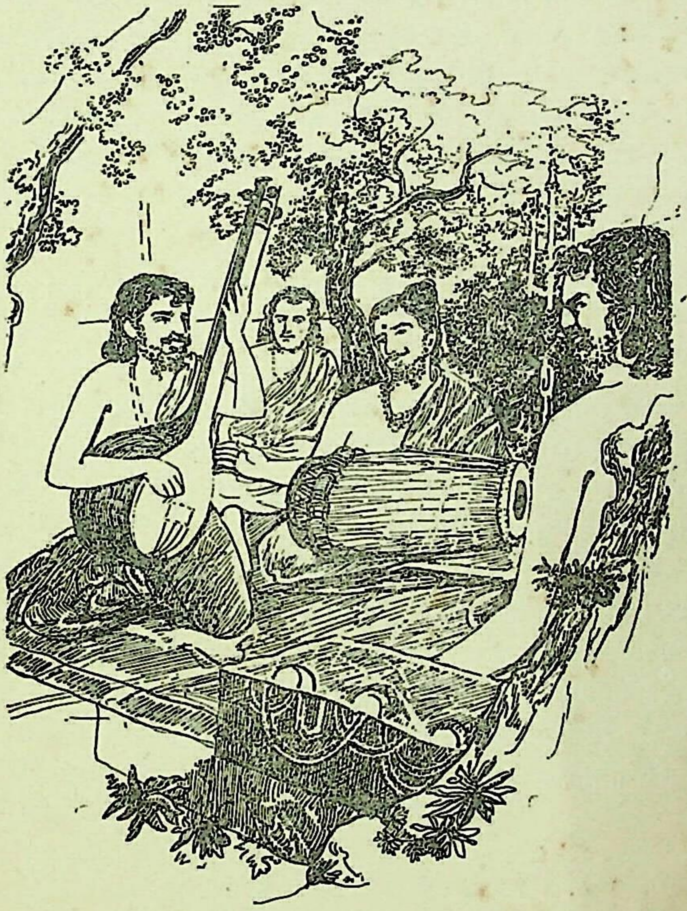

অবস্থায়, তাইতেই এত আকৃষ্ট করে একজনকে। ব্যাপারটি সম্ভবতঃ এই রকমই হয়ে থাকবে, এক সময় কোন সঙ্গীতসিদ্ধ একজন, ভৈরব রূপ কল্পনা করে,—আরম্ভ করলেন ঐ রাগ আলাপ, তন্ময় অবস্থায় একান্তভাবে শুদ্ধ ঐ সুর যখন ঘনীভূত হলো তখন মূর্ত্তির আবির্ভাব তো সম্ভবই হবে গায়কের কাছে তাঁর সংস্কার অনুযায়ী। ভৈরব মূর্ত্তি ত আসলে শিবের মূর্ত্তি, সেই ভাবেই ভাবিত হলে ঐ শুদ্ধ ভাবের প্রভাবেই তাঁর সেই কল্পনা সেথা যদি রূপ হয়ে যায় বা ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তিতেই প্রত্যক্ষ হন তাই কি স্বাভাবিক নয় ? কিন্তু সুরের মূর্ত্তি যে বস্তু সে যে প্রত্যক্ষগোচরেরও উর্দ্ধে,—যার ফল সমাধি ;—এটি সাধারণে বুঝবে না। চিন্ময় রূপ আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল রূপ এই দুটিতেই যে পার্থক্য কোন্ ওস্তাদ এ নিয়ে মাথা ঘামাবে ? আসলে জীব সাধারণের মধ্যে রূপের আকর্ষণ সবার বড়ো, এতটা মোহ বোধ হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জগতের আর কোথাও নেই,—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবধূত যেন একেবারেই স্থির হইলেন।

গিরি মহারাজ বলিলেন ; থামলেন কেন,—বলুন।

—বলবো কি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতে রূপের আকর্ষণ সবার বড়ো, বলতে গিয়ে মনে হোলো কোনটাই তো কম নয়। ঐ যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—তার মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটিই মোক্ষম যে,—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ ;—এখন কারে রেখে কাকে দেখি বলতো। যেমন রূপ চিন্ময়, স্পর্শ ও শব্দও কিছু কম যান না ; সঙ্গীতের রাজ্যে রূপের শ্রেষ্ঠত্ব কি করে হয় শব্দ তন্মাত্র থাকতে।

একটু স্থির হইয়া বলিতেছেন, আচ্ছা ভাবতে পারো নিঃশব্দ অবস্থা ?—

গিরিরাজ বলিলেন, নিঃশব্দ হয় না। বাস্তব জগতে নেই তবে কালা হয়ে গেলে কিরকমটা হয় জানতে ইচ্ছা হয়।

অবধূত বলিলেন, নিস্তব্ধ অবস্থা সমাধিতেই অনুভব হয়। তবে এটা জেনো সবাই যে কেউ হোক না কেন সারাদিনে তাদের নিজ নিজ কর্ম্মের মধ্যেই নিস্তব্ধ অবস্থা অনুভব করতে পারে যদি একটু লক্ষ্য রাখে। শুনিয়া ব্রহ্মচারী আগ্রহ সহকারেই বলিলেন ;—কি রকম, কি রকম ?

—ঘরে যখন কোন কাজে লেগেছ, যে কাজে লেগেছ সে কাজটা কোন শব্দ উৎপন্ন করচেনা তখন ঐ নিস্তব্ধ অবস্থাটি সহজেই বোধগম্য হবে, যদি লক্ষ্য রাখতে পারো। একটু লক্ষ্য রেখো না, বোধ হয় সহজেই পারবে।

গিরি বলিলেন ; শব্দ উৎপন্ন করে না এমন কি কাজ হতে পারে ?

—এই দেখো, কতো কাজ আছে যা শব্দ করে করতে হয় না, ধরো যেমন পড়া, ছবি আঁকা এমন কত কাজ আছে, নয় কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ছয়

যথার্থই এবার যেন জাল গুটাইবার পালা,—এইখানেই অবধূতের কথাও শেষ। বেশ বুঝা গেল এবার তিনি কাশীত্যাগ করিবেন। তবে আমাদের লাভ পূর্ণ রকমই ছিল তাঁহার যতটুকু সঙ্গ পাইতাম তাহারই মধ্যে। গিরির গান শুনিয়া এবং সুরের অধিকারী বুঝিয়াই তিনি তাহাকে যোগ এবং ভক্তি দুই রাখিয়াই চলিতে উপদেশ করিলেন। বলিলেন, যখনই প্রাণ চাইবে তখনই গান করবে,—আরও বলিলেন,—যদি কায়মনোবাক্যে সুরকেই ধরে থাকতে পারো তাহলেও পরমার্থ লাভ হবে। গানের আগে—একটি ভাব যখন তোমার প্রাণের মধ্যে ক্রিয়া করবে, ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে তাকে গানে পরিণত করে নেবে। এই ভাবে তোমার আপন ভাব নিয়ে গান রচনা করে গাইবে,—তোমার যে কবি বিভূতি আছে, গায়কদের ওটা থাকবেই। তাই সে হবে তোমার নিজের গান—তাতেই উপাসনার কাজ পূর্ণ হবে। সাধকেরা গান গেয়ে উপাসনা করেন, আত্মনিবেদনই তার মোদ্দা কথা। তবে একটি বিষয়ে তোমার যেন লক্ষ্য থাকে,—যে গানের মধ্যে চাওয়া আছে অর্থাৎ ভোগমূলক প্রার্থনা আছে তার চেয়ে আনন্দময় অনুভূতির ভাব বড়ো। আর যেখানে চাওয়া নিয়ে উপাসনা, সেখানেতে সম্বন্ধ হাল্কা; প্রেমের ঘরে ঢুকলে কোন প্রার্থনাই থাকবে না। অবশ্য এসব তুমি সহজেই বুঝতে পারো তো?

এবার গিরি বলিলেন,—আজ্ঞে হাঁ,—তারপর একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, আচ্ছা রামকৃষ্ণদেবও প্রার্থনা করতেন।

অবধূত বলিলেন, সেই কথাগুলি বল দেখি, মনে আছে তাঁর প্রার্থনার ভাষাটা? অদ্ভুত সরল সহজ, তাঁর ঐ প্রার্থনা। কেবল আশপাশের সরল, অজ্ঞান ভক্তদের জন্যই; যারা তত্ত্বটি ধরতে পারেনি—যাদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছে ভগবানের কাছে প্রার্থনাটাই উপাসনা। তাঁর ঐ সরল প্রার্থনার কথা মাত্র একটিই,—হে রাম তোমার চরণে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে। ঐ হনুমানের কথা। যেন তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ না হয়।

রামপ্রসাদও এমন সহজ করে পথটি দেখিয়ে গিয়েচেন। কিন্তু এতটা সহজ তাঁর পন্থা-নির্দ্দেশ যে, বিদ্বান পণ্ডিতরা তো তুচ্ছই করে দিয়েচে আর অপণ্ডিত অ-বিদ্বান যারা তারা লক্ষ্যই করবে না গানখানা, ভারি সহজ ভাষায় বলা;

'ও মন, বলি ভজোনা কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে,
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ ক'রে।'

এরপর আসল কথা,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান,
নগর ফির মনে করো প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে—' ইত্যাদি।

জপ ধরে থাকো তো সারাক্ষণ জপ, দিবানিশি চালাও যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস চলচে, সব কাজে, বিশ্রামে ও নিদ্রায়। ভেবে দেখো, অবশ্য অঙ্ককষার দুই আর দুইয়ে চারের হিসাব যেমন।

সকল সময় যদি ইষ্ট স্মরণে রইলো, তার বড় সাধনা আর কি হতে পারে? এর চেয়ে সহজ ইষ্টানুরতির দৃষ্টান্ত আর কি হবে বলতো! কথাগুলি বলিবার পর হঠাৎ খিল খিল করিয়া হাঁসিয়া উঠিলেন। গিরি অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ কি হোলো,—হাসলেন যে!

—দেখো, মনে পড়লো এক কথা,—এক জায়গায় আমি এই কথাই বলেছিলাম। তাহলে সব কথাই বলি শোনো,—তখন কলকাতায়,—অর্থাৎ ঢাকা থেকে কলকাতা পেরিয়ে পশ্চিমে আসবো তাই কলকাতা সহর পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আসতে এক জায়গায় ভক্তিমান এক সেকরা আমাকে পাকড়াও করলে, বললে, আজ এখানেই বিশ্রাম করতে হবে। নাছোড়বান্দা, বুঝতেই পারচো, সে মানুষটি কেমন? তা সে করলে কি, উদ্যোগী মানুষ তো; সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তনের সঙ্গে ভগবৎকথার আয়োজন করলে। তা বেশ আনন্দই হোলো, চমৎকার ব্যবস্থা তার। আগেই পাঠ,—ভাগবতপাঠের পর কীর্ত্তন। প্রথমেই নামগান; হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ,—এই নাম,—তারপর সবশেষে একখানা পদকীর্ত্তন। শেষে আমায় ধরলে, আপনার কাছ থেকে কিছু শুনবো, না শুনে ছাড়বো না। কাজেই আমি একটু লেকচারই দিলাম; বললাম,—দেখ, ঈশ্বর উপাসনা দু'রকম আছে, একরকম পোষাকী, যেমন এই ধর রবিবার উপাসনায় যোগদান করতে হবে, অথবা বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কোথাও উদয়-অস্ত কীর্ত্তন হবে, কিংবা ওখানে গণেশ দাসের পদ-কীর্ত্তনের আয়োজন হয়েচে, সেখানে যেতে হবে। তার চেয়ে আরও একটু এগিয়েচে, যারা একটু রস পেয়েচে তারা। রোজই সন্ধ্যায় একটু বসে,—রোজই নিয়মিত দোকানের পাট সেরে বিষয়কর্ম্মের পালা চুকিয়ে সন্ধ্যার পর, নিত্য নিয়মিত কীর্ত্তনের আয়োজন করে। এখান থেকেই আটপৌরে উপাসনার আরম্ভ—এই কথাই বলা যায়। তারা নিত্য নিয়মিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় জপ ধ্যান ধারণায় উপাসনা করে। এখন, যথার্থ রস পেয়েচে যারা, যারা উপাসনাকে জীবনের সঙ্গে এক করে নিয়েচে, তাদের উপাসনা অবিরাম চলে। এই বোলে রামপ্রসাদের এই গানখানি গাইলাম—'ও মন বলি ভজ না কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে' গানখানা পুরোই গাইলাম, তারপর বললাম, যাদের মনটা মজে গিয়েচে —তাদের অবিচ্ছেদ ধ্যান ধারণা চলে। তবে একেবারেই তো সে অবস্থাটি আসে না তাই 'শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান, নগর ফির মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করো প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।' এই ভাবে সর্ব্বকর্ম্মেই স্মরণ করতে করতেও ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়।

এখন তার মধ্যে একজন অফিসে কাজ করতো,—সে এগিয়ে এসেই একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা ধরুন যখন অফিসে থাকবো? শুনে সবাই হেসে উঠলো।

কথাটা শুনিয়াই আমরাও হাসিলাম,—কিন্তু অবধূত আর হাসিতে যোগ দিলেন না, তিনি গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে যে হাসি এলো, এর কারণটি নির্ণয় করতে পারো?

গিরি বলিলেন,—যখন সর্ব্বক্ষণের অনুভূতির কথা হ'য়ে গেল তখন ঐ অফিসের সময়ের প্রশ্নকারীর আসল কথাটা যেন সাতকাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার ভার্য্যার মতই হোলো না কি?—তাইতে তাদের হাসি এল যারা সবটা ভালই বুঝেছিল।

অবধূত বলিলেন,—দেখো, সবাই যে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে জীবনে কর্ম্ম করবে বা সুখী হবে এমন কথা তো নয়। ভগবানের উপাসনা ছাড়া কতো কাজ রয়েছে যার সঙ্গে আনন্দ মেশানো রয়েচে, যা ধরে কতজন তাদের জীবন সফল করচে। তার মধ্যে শিল্পকলা নিয়ে যারা আছে তারাও কি কাজের মধ্যে সেই আনন্দই পাচ্চে না? তারপরে দেখো, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা—তাতেও কত কত মানুষ লেগে আছে, তাতে আনন্দ ও শক্তিলাভ দুইই আছে,—তাই না তাতে লেগে থাকতে পারচে।

বাধা দিয়া গিরি বলিলেন,—আচ্ছা ওরা জড়বিজ্ঞানের পিছনে যেভাবে লেগে রয়েচে তাতে কি প্রকৃত কল্যাণকর এমন কিছু পাচ্চে,—বিশেষ যে আনন্দ শিল্পকলা সৃষ্টিতে যথার্থ শিল্পীরা পায়,—

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া অবধূত বলিলেন, দেখ, তুমি যাকে জড়বিজ্ঞান বলচো তাকে এইভাবে উড়িয়ে দিতে পারো না, কারণ তাদের পক্ষে এই সৃষ্টির মূল উপাদান অনুসন্ধানের বেলা অণুপরমাণুও চিন্তা করতে হয় তো! চিন্তা সূক্ষ্মতম একতানতা, এই থেকেই তো ধ্যানের অবস্থা আসে। এখন যে সব বৈজ্ঞানিকের ধ্যানাবস্থা আসে, ঈশ্বরোপাসকদের চেয়ে তারা তো কম নয়।

শুনিয়া গিরি বলিলেন,—তা সত্য, ও দেশে শুনেছি আচার্য্য প্রভৃতি ঋষিকল্প ব্যক্তি, তাঁরা সবাই ধ্যানী সাধক।

আমাদের এই নবাগত গিরি, ইনি কম নন, য়ুনিভারসিটির ডিগ্রিধারী, প্রথম শ্রেণীর প্রথম এম-এ, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্—উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষ বিদ্যার্থী, গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যাক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠার কথা অনেকেরই বিদিত। তাঁহার কথা শেষ হইলে অবধূতের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

এখন অবধূত বলিলেন, যে কথাটা আমাদের হচ্ছিল সেটি কোথায় তলিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল যে,—সত্য কথাটা এই আমাদের ভারতে ভগবানকে না জড়িয়ে কিছু করলেই তার যেন কোন মূল্যই থাকে না—

উজ্জ্বল রহস্যপূর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গিরি বলিলেন, যেমন ধরুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ফার্ম্মাসী, বিবেকানন্দ সাইকেল ওয়ার্কস, সারদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, শ্রীঅরবিন্দ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস—সর্ব্বকর্ম্মেষু মাধব, এ যেমন এদেশের বৈশিষ্ট্য এমনটি আর কোথাও নেই।

সবার উপর তত্ত্বটি হোলো এই যে, এখানে কেউ ভগবানকে স্মরণ করুক বা না করুক মন বুদ্ধির সঙ্গে শ্রমকে অবলম্বন করেই সংসারীদের কর্ম্মজীবন চলচে। আসলে তার সঙ্গে প্রাণের যোগটাই উপজীবিকা হয়ে সেই লক্ষ্য পানে টেনে নিয়ে চলেচে অবাধেই। সেই কর্ম্মই তাকে শুধু আনন্দমাত্র নয়, তার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে সার্থকতাও আনচে। সংসারে সব কিছু নিয়েই এর হিসাব। ভগবান ভগবান করে যে তার চেয়ে যে ওকথা ভাবে না, জানে না, তার দাম কম নয়। সবার জীবনে একটাকে ধরেই যেতে হয়।

আমি এই কথাই তো বোলতে চেয়েছি, ঐ ভগবান শব্দটাই এদেশে এত অনাচার, এত ভণ্ডামি, এতটা অশান্তি ও বিগ্রহ এনেছে। এমনটা বোধ হয় আর কোন দেশেই হয়নি।

অবধূতের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি যেন একটু দৃঢ়স্বরেই বলিলেন—দেখো বাবাজী, যা বলচ, তা স্বীকার করে নিলেও এদেশের মাহাত্ম্য কিছুই কমে না। পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই ধর্ম্ম আর ঈশ্বর নিয়ে অনেক অনেক দুঃখ অশান্তির ভোগ হয়েচে, হচ্চে ও আরও হবে; কারণ মানুষ কখনই বাইরের কোন বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারবে না, ঈশ্বর বোলে। আগা-পাশতলা পৃথিবীর সব দেশেই এখনও ঈশ্বরকে বাইরে দেখচে স্রষ্টা পাতা ধাতা ইত্যাদি নানাগুণে বিভূষিত এক সত্তা, যিনি সবার কাছ থেকে দূরে এমন এক স্থানে বোসে আছেন যেখানে কেউ পৌঁছতেই পারবে না। কেবল এই ভারতভূমিতেই ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, শিবাদি সব তত্ত্ব একই—সমধর্ম্মী সমগুণবিশিষ্ট, এবং সেইভাবেই শক্তিমান,—কেবল জীবের ক্রমবিকাশ নিয়েই তার বোধ আর জ্ঞানের তারতম্য। এই আবিষ্কার বলো, সত্য বলো, তত্ত্ব বলো—উপস্থিত পৃথিবীর মানববুদ্ধিতে এই তত্ত্বই চরম। যতদিন মানুষ-সমাজ সম্যকভাবেই এই জ্ঞানের অধিকারী না হতে পারবে ততদিন সহজ সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অসম্ভব। মানুষ-সমাজে জ্ঞান উপলক্ষেই শান্তি আসবে—কিন্তু জ্ঞানের খোঁজে আছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র মানুষ, তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতি এমনই বিষম যে, কোন উপায়েই শান্তি আসতে দেবে না। এর মধ্যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা রয়েচে যে।

ব্রহ্মচারী, গিরি এবং আমি অবধূতের প্রত্যেক কথাই তন্ময় হইয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতেছিলাম, এখন দেখিলাম তিনি অতীব প্রসন্ন মনে আমাদের পানে চাহিয়া আছেন। হাসি নয়, মুখমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি ভরা, ঐ মূর্ত্তির মাধুর্য্য শতগুণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিব্যজ্যোতি-বিকশিত মুখমণ্ডল আমরা সবাই দেখিলাম এবং অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম। যোগির যোগারূঢ় অবস্থা —তাঁহার মধ্যে দিব্য ভাবের এক অসাধারণ স্ফূর্ত্তি যাহা নিঃশব্দে উপভোগের বিষয়। আমার কথাই বলিতে পারি, অপরের কথা কি বলিব; আমার বোধ হইল এই মহাপুরুষ আজ আমার স্বরূপ অনুভূতির তত্ত্বটি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ফুটাইয়া দিলেন। আমরা সবাই স্তম্ভিতপ্রায় কতক্ষণ ছিলাম, দেশ ও কালের ব্যবধান ছিল না।

এখন প্রসন্ন কণ্ঠে ধীরে ধীরে কয়টি কথা বলিলেন,—

দেখো, কাল থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথেই যাব,—আজ আমাদের যথার্থই মিলনের আনন্দ। আজ তোমাদের গ্রন্থিমোচন,—কাল থেকে তোমরা নিজ নিজ পথেই চলতে থাকবে,—আমিও কাশীক্ষেত্র ত্যাগ করবো। আমার একটি অনুরোধ,—বলিয়া, আমার দিকে একবার আর গিরির দিকে একবার চাহিয়া আবার বলিতেছেন;—এই আশ্রমের বাইরে গিয়ে যেন একথাটা কাকেও শুনিও না যে আগামীকাল আমি কাশী থেকে বিদায় নেবো। এই আমার অনুরোধ, কেমন?

তারপর আমরা তাঁহার আরও নিকটে গিয়া বসিলাম। তিনি কথা কহিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্পর্শ আমাদের জাগ্রত রাখিল, আমরা তিন জন সহজ ও স্বস্তিকাসনেই ছিলাম। অবধূত এই আসনটিই ভালবাসিতেন, তাঁহার নিজের যদিও আসনের ঠিক ছিল না - আমাদের কিন্তু কখনও বিশৃঙ্খলভাবে আসন গ্রহণ করিতে দিতেন না। তিনি বোধ হয় প্রত্যেককেই বলিয়াছেন যে সিদ্ধির সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রয়োজনীয় উপাদান ঐ আসন,—আসনে সিদ্ধ না হইলে কখনও তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে না।

আমাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচারী সিদ্ধপ্রেমেরই সমাধির লক্ষণ দেখা গেল। অবধূত প্রফুল্ল মুখে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে আমারও বাহ্যসংজ্ঞা-লোপ। অপার্থিব আনন্দে—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত;—অবধূত আমাদের তিনজনকে লইয়া পৃথক পৃথক স্থানে আমাদের বিশিষ্ট অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিলেন।

আজ সিদ্ধপ্রেমের আশ্রমে যেন কাশীক্ষেত্রের উদয় হইল। পূর্ণ উদয়। মৃদঙ্গ আসিল এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ধ্রুপদ,—শিবশঙ্করের গান চলিতে লাগিল। আমিও উৎসাহিত হইয়া একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত,—রবীন্দ্রনাথের,—চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি—তারপর—সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি—মৃদঙ্গের তালে গাহিয়া ফেলিলাম। এই ভাবে সেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আমরা শয়ন করিলাম।

এখানে সিদ্ধপ্রেমের এ প্রাণান্তকর অসুখের কথা বলিয়াছি তারপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগান্তে তাহার শুভ ফলের কথাও বলিয়া পর্য্যন্ত বাবাজীর কথা শেষ করিয়াছি। এখন অবধূতের নিজ শরীরে একবার প্রবল পীড়া এবং তাহার চিকিৎসা যাহা দেখিয়াছিলাম,—

আর বৈচিত্র্য সেই অসুখের—ভোগে যে বৈচিত্র্য ছিল উহা না বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে আরও একটি কথা অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। কথাটা শেষেই বলিতেছি কিন্তু ঘটিয়াছিল কাশী আসিবার পথে কয়েকদিন মাত্র আগে।

আমার মধ্য জীবনে, ঠাকুরের সঙ্গে অবধূতের কথা জড়াইয়া আছে। বাল্যকাল হইতে প্রথমেই ঠাকুরকে পাইয়াছিলাম,—শ্রীরামকৃষ্ণকেই ধরিয়া ছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে এমনভাবে না পাইয়া, আক্ষেপও সেজন্য বড় কম ছিল না—ঠিক যেন সেই দুঃখ ঘুচাইতে এই পূর্ণযৌবনের—সকল অস্তিত্ব ব্যাপিয়া আমার জীবনে এই অবধূতের সঙ্গলাভ ঘটিয়াছিল। ইহার পিছনেও সেই বিধাতার হাত যিনি সর্ব্বজনের জীবনের ধাতা পাতা ও নিয়ন্তা। আমার জীবনের সকল সাধই পূর্ণ হইয়াছে,—কোন সাধই অপূর্ণ থাকে নাই। তাই বুঝিতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে যেমন জীবন্তভাবে পাইবার, উপভোগ, সেবা ও আত্মোন্নতির পথে গতি পাইয়া জীবন সার্থক করিবার সাধ অন্তরে অন্তরে জন্মিয়া এবং বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছিল যথাকালে এই কয়মাস অবধূতকে পাইয়াই তাহা যেন বহুল পরিমাণে সার্থক হইয়াছিল। অবধূতকে ধরিয়াই আমি ঠাকুরকে যেন জীবন্তভাবে,—তাঁহার মধ্যেই প্রত্যক্ষ এবং অতি নিকটেই পাইয়াছিলাম। আমার জীবনে ক্রমে ক্রমে, সেই বালক অবস্থা হইতে যেমন ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতেছিলাম সে সব যেন কতক ঝাপসা, এই অবধূতের আশ্রয়ে আসিয়া সেই চক্ষু পাইলাম যে চক্ষে তাঁহাকে দেখিলে মনের মধ্যে আর কোন সংশয় বা ভ্রম থাকিতে পারে না—সত্য ও সার্থক অনুভূতিগম্য এই ঠাকুরকে এমন করিয়াই পাইয়াছিলাম যে মনে হয় এমনভাবে তাঁহার প্রভাবমুগ্ধ পাঠকবর্গও পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত সাহিত্যের ভিতর দিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে সে সকল তত্ত্বের আভাষ মাত্র ছিল, স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় নাই, যদিও তাহার মধ্যে যেন সব কিছুই ব্যাপকভাবে রহিয়াছে মনে হইত,—অবধূতের সংসর্গে এখন তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছিল। আমরা উপযুক্তভাবে মনের নির্ম্মলতা, অন্তরের পবিত্রতায় স্থির না হইলে ঐ সকল তত্ত্ব অনুভূতিতে লাভ করিতে পারি না—এই সত্য সকল সময়ে সবার মনে থাকে না। আমার কাছে এই অবধূতই যেন শ্রীরামকৃষ্ণের অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। মনের নির্ম্মলতা তাঁহার সান্নিধ্যেই লাভ করি এবং তাহার ফলে কতকগুলি মানুষ-স্বভাবের দুরূহ তত্ত্ব-লাভ ঘটিয়াছিল। তাই এখন তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে পথে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে চলিতেছিলাম ; যেই দেবতার ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই ঘুরিতেছি যাহার সহিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তিত্বের কোন ভেদ নাই। এটি সত্য,—এমনই সত্য যে ইহা বুঝাইতে ভাষা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি সেবা করিতে দেন নাই, কাহাকেও দেন নাই,—অথচ যথাকালে অথবা প্রয়োজনে সেবা তিনি অনেকেরই করিয়াছিলেন, আমিও বাদ যাই নাই। সেই কারণেই আমার মনে একটি অভিমানসুলভ আক্ষেপ জন্মিয়াছিল যে ইনি আমায় আপন করিলেন না;—আমায় দূরেই রাখিয়াছেন। ফলে হইল কি—সেই দিনের কথাই এখন আমার মনে ঠিক ছবির মতই ভাসিয়া উঠিতেছিল। প্রচ্ছন্নতাই এই মানুষটির বৈশিষ্ট্য। অতি অদ্ভুত, তিনি প্রচ্ছন্নই থাকিতে চাহিতেন। আগেই ইহা অনেকবার বলিয়াছি—এইভাবের কায়মনোবাক্যের প্রচ্ছন্নতা তাঁহার পরিচিত সবাই লক্ষ্য করিয়াছেন। আর আমার একটি বিশেষ ধারণা হইয়াছে এই যে তাঁহার সহিত আমার মিলন এবং দীর্ঘকাল একত্র বাস, ইহার মধ্যে জগদম্বার কিছু অভিপ্রায় বা নির্দ্দেশ ছিল,—না হইলে তিনি আমার কাছে তাঁহার জীবনকথা খুলিতেন না। সাধারণ সাধু বা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—বিশেষ যারা গৃহস্থ, অবস্থাপন্ন সংসারীদের সঙ্গ করে ঘনিষ্ঠতা করে, তাহাদের ছায়া মাড়াইতে সঙ্কুচিত হইতেন। তাঁর স্নেহ, আকর্ষণ বা মমতা যা কিছু ছিল গরীব গৃহস্থদের উপর। ভিক্ষা করিতে হইলে এদের দ্বারেই দাঁড়াইতেন। বলিতেন ইহারা ভগবানের নিকটতম জীব, তাঁহার প্রেমের অধিকারী। মানুষে মানুষে সহজ সম্বন্ধ—এ যাদের ধারণা নেই তাদের পাণ্ডিত্য থাক, ধন থাক, বিষয়সম্পত্তি যা কিছুই থাক তারা অতি দুঃখী এবং দরিদ্র। বলিতেন যে, ছোট বড় জাতিতে কিছু নাই, জাতি মাত্র দুটি ভগবানের সৃষ্টি, সেটি স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই জাতি। মানুষের সৃষ্টি ঐ যে জাতি, তা প্রভেদ সৃষ্টির কথা, যা কিছু অশান্তি এ জগতে তারই জন্য।

সেদিন সকালেই বলিলেন,—দেখ, কেমন যেন একটা বেদনা বোধ হচ্ছে বাঁদিকের বুক থেকে পিঠ পর্য্যন্ত। এইটুকুই কথা, আপনি আপনিই এই কথা তুলিয়াই আবার বলিলেন, চলো,—বেরিয়ে তো পড়া যাক। বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিতেন, চলন তাঁর ধীর নয়, দ্রুত এবং এত দ্রুত যে আমি কখন তাঁর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারি না। যাহা হউক আমি পিছনে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, ব্যথাটা কি রকম না জানি। প্রায় সোজা পথে দুই ঘণ্টা আন্দাজ আসিয়া একটি গ্রামের ধারে এক পাঠশালার দাওয়া পাইয়া তার উপর প্রথমে বসিলেন, আমি পিছনে ছিলাম;—আসিয়া দেখিলাম সেইখানেই শুইতেছেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলাম, কম্বলটা পেতে দি।

তিনি কথা কহিলেন না, হাত নাড়িয়া বাধা দিলেন। আমি তাহা মানিলাম না, পাতিয়া দিলাম, শুইতে শুইতেই বলিলেন,—কিছু পাতবার দরকার নেই, মাটিই সব চাইতে ভালো, মায়ের কোল যে। ফোঁস ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস পড়িতেছে যেমন সর্দ্দিতে নাক বুজিয়া থাকিলে হয়। কেমন ইচ্ছা হইল, গায়ের তাপ দেখিতে। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম,—প্রবল তাপ, জ্বরটা বোধ হয় ১০৪°—আমার ধারণায় যাহা হইল তাহাতে ভয়েরই কথা, বুকে পিঠে বেদনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার উপর এই জ্বর, কে জানে কবে জ্বরটা আসিয়াছে। যোগী মানুষের জ্বর—এ কেমন করিয়া হইল কে জানে, কিন্তু মনে হইল এটা ভয়ের কথা। মনে মনে এই সব ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেমন এক ভয় এবং উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। তিনি শুইয়াই চক্ষু মুদিয়া আছেন। আর কিছু করিতে না পারি একটু কাছে বসিয়া সেবা, পায়ে হাত বুলাইব সে সাধ্য নাই, নিজের মনে মনেই একটা গ্লানি ভোগ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একবার চক্ষু চাহিয়া আমায় দেখিলেন; জবা ফুলের মতই লাল সেই চক্ষু দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা একেবারেই স্থির। তিনি হাত বাড়াইয়া আমার গলা ধরিয়া নিকটে টানিয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলেন, ভয় পেয়েচ বুঝি? আমার আয়ু থাকতে কোন ভয় নেই—সেরে যাবে। এই সোজা সত্য কথাটায় একটু যেন সাহস আসিল, হৃদয়ে যেন একটু বল পাইলাম। তারপর তিনি যা বলিলেন তাহাতে আবার যেন একটু বিহ্বল করিল, তিনি বলিলেন,—যাও, আজ তুমিই ভিক্ষা আনো, কেমন?

কথাটা এই যে, এ পর্য্যন্ত আমায় ভিক্ষা করিতে বড় একটা দেন নাই, নিজেই ব্যবস্থা করিতেন, এখন তাঁহার এই অবস্থায় তিনি তো শুইয়াছেন, আমি উপবাসী থাকিব ইহা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন। আমার ক্ষুধা তো ছিলই না, বলিলাম, আজ ভিক্ষায় না গেলেও চলবে, আমার তিল মাত্র ক্ষুধা নাই।

আমার আছে, তিনি বেশ উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, তুমি না যাও আমি যাব। বলিয়াই যেন উঠিতে গেলেন। আমি উঠিতে না দিয়া বলিলাম, যাচ্ছি, আমি এখনই যাই; আপনি বলুন কি আনবো আপনার জন্য।

কি আর আনবে আমার জন্য, যা তোমার জন্য, তাই আমারও জন্য। প্রথম ঘরেতেই যাবে, আর কোথাও যেতে হবে না। তুমি এলে তবে আমি শান্তিতে শুতে পারবো, যাও তা হলে। এই বলিয়া আমায় তৎক্ষণাৎ সম্মুখ হইতে বিদায় করিলেন।

এদিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুটিগুটি গিয়া প্রথম ঘরেই,—নমো নারায়ণ! বলিয়াই দাঁড়াইলাম। এক গোয়ালার খাটাল একদিকে, অপর দিকে তার ঘরের প্রবেশদ্বার, মাঝখানে একটু ফাঁকা জমিতে কিছু শসা প্রভৃতি হইয়াছে। একটি অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী যুবতী আসিয়া দুইটি শসা আর এক ঘটী দুধ দিল। বাক্যব্যয় না করিয়া ঐ দুই বস্তু দুই হাতে লইয়া আবার নারায়ণ বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিলাম। এই ব্যাপারের মধ্যে আমার যেটুকু চমৎকার লাগিল সেটা এই,—এক লোটা দুধ যে হাতে লইয়াছি তাহা তপ্ত,—এবং বেশ তপ্ত।

গিয়া দেখিলাম—তিনি যেন প্রতীক্ষায় ছিলেন, ধীরে ধীরে বেদনাপীড়িত শরীরে একজন যেমন করিয়া উঠিয়া বসে সেই ভাবেই বসিলেন, হাত বাড়াইয়া লোটাটি আমার হাত হইতে লইলেন, বলিলেন, তোমার পাত্রটি আনো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তাহাতে খানিক দুধ ঢালিয়া বাকীটুকু তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। আমায় বলিলেন, ঐ শসা আর দুধ তোমার পথ্য,—খেয়ে নাও তারপর এসো। আজ তোমার কাজ আছে।

আমি অবাক আগেও অনেকবার হইয়াছি,—এখনও হইলাম। তারপর স্নান ও আহার সারিয়া কাছে আসিয়া দেখিলাম, যেন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁহার চরণের দিকে বসিতে যাইব, সেই রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—ওদিকে নয়, মাথার কাছে বসো, কপালে একটু হাত বুলিয়ে দাও। কৃতার্থ হইয়া তাহাই করিলাম। তিনি, আঃ—বলিয়া যেন একটু আরামের সুরে বলিলেন, দেখো, রক্ত মাথায় উঠলে কি হয় জানো?—কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, একটু ভাবিতে ভাবিতে আমি বলিলাম, যন্ত্রণা হয় খুব। মাথায় হাত বুলানো হইয়া গেল। বলিলেন, সামনে এসে বসো।

তাহাই করিলাম,—তখন তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—সাধারণ কারো প্রবল জ্বরে রক্ত মাথায় উঠলে মন বুদ্ধির সূক্ষ্ম পথটা বন্ধ হয়ে যায়, প্রায়ই জ্ঞানলোপ হয়,—তখন বুদ্ধি বা চৈতন্য বিপরীতমুখী হয়, তাইতে প্রলাপ বকা-ঝকা এই সব হয়; মনে উঠলো যে কথাটা বলতে গেলে অন্য কথা বেরোয়। তার চেয়ে দুর্ব্বল লোকেরা অচৈতন্য হয়ে যায়, অস্থির হয়ে যায় প্রাণের ক্রিয়া, তখন, ব্যথা বা যন্ত্রণা ভোগ করবে কে? অহং বা আমি তখন প্রায় দ্রষ্টার আসনে থাকেন। বলিয়া চুপ করিলেন, যেন ঘুমাইলেন।

আমি চুপচাপ তাঁর কথা শুনিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, বুকে পিঠে বেদনার উপর এই প্রবল জ্বর, এখানে কোন চিকিৎসকের বালাই নাই, কি করা যায়;—কেমন করিয়া সুস্থ হইবেন। এই ভাবে সারাদিন কাটিল। আমার ভয় যেটি হইয়াছিল, সেটি নিউমোনিয়ার; আর বাঁদিকে বেদনা, বুকে ও পিঠে,—অর্থাৎ একদিকে ধরিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সেই গয়লা বাড়ির বধূটি ঠিক সেই ভাবে ঘোমটা অর্দ্ধেক টানা আর এক ঘটী দুধ আর কলা দুইটি রাখিয়া প্রণাম করিতেই প্রভু চক্ষু চাহিলেন,—বলিলেন, বৈঠো মা-জী। মা-জী বসিলেন; তারপর আশ্চর্য্য কথা,—আমায় অবাক করিয়া মা-জী ডান হাতটি প্রথমে বাড়াইয়া অবধূতের পাদস্পর্শ করিলেন। তিনি কোন সংকোচ প্রকাশ করিলেন না,—না, হাঁ, কোন কথাই বলিলেন না, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি পড়িয়া রহিলেন। তারপর সেই ভক্তিমতী গোপবধূ দুই হাত দিয়া চমৎকার পদসেবা আরম্ভ করিলে, তিনি চাহিয়া দেখিলেন,—আমার পানে চাহিয়া যেন দেখাইলেন তমোগুণাশ্রিত বুদ্ধির সঙ্গে সাত্ত্বিক বুদ্ধির কতটুকু পার্থক্য। এই ভাবে প্রায় পনেরো মিনিট কাল পদসেবার পর বধূ প্রণাম করিয়া বলিল, বাবা, কৃপা করো,—হাম দুঃখী হৈ।—শুনিয়া বাবা বলিলেন, ক্যা দুঃখ তোহার মায়ী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বধূ বলিল, আপতো সবহি জানতা হোগা, আপকো ক্যা বাৎলাউ বাবা।

বাবা বলিলেন, প্রভু কো কৃপাসে সব দুঃখ উতার যাবে মা,—এহি বরষ মে তোহার বাচ্চা ফির গোধমে আবাবেগা।

সে পুনঃ প্রণামান্তর চলিয়া গেলে বলিলেন,—বছর দুই আগে ওর একটি ছেলে হয়েছিল, মারা গিয়েচে, সেই অবধি মন-মরা হয়ে আছে। আজ সে ঐ কামনাটি নিয়েই এসেছিল কামনার কি জোর দেখলে—একেবারে পায়ে হাত। আমার এমন শক্তি হোলো না যে বলি পায়ে হাত দিও না। বুদ্ধি মন স্তম্ভিত করে দিলে।

আমি বলিলাম, ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—ফুলস্ রাশ্ ইন হোয়্যার এঞ্জেলস্ ফিয়ার টু ট্রেড্। শুনিবামাত্রই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে ফুল-টা কে হোলো?

—কেন, ঐ গয়লানী মাগী,—

শুনিবামাত্রই তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না না, মোটেই তা নয়। ওর অধিকার আছে তাই না পেরেচে? তুমি ত কত কথাই মনে ভাবচো, সারাক্ষণ সঙ্গে রয়েচ, কতবার ঐ পায়ে হাত দেবার কথা ভেবেচ, কিন্তু পারো নি, কেন?—বুঝে দেখো, মেয়েমানুষদের তোমরা কত ছোট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত হেয় দেখ; তোমাদের ঐ আবাল্য সংস্কার জীবনে কতদূর সর্ব্বনাশ করতে করতে যায়। জেনে রাখ, অধ্যাত্ম শক্তি পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কোন অংশেই কম নয়, কেবল অভিব্যক্তিটুকু আলাদা।

এতটা দেখিবার ও শুনিবার পরও আমার সাহস আসিল না যে ঐ পায়ে হাত দিয়া সেবা করি—

সেই রাত্রে ঐ দুধ আর কলা আমার পোষণেই লাগিল, তিনি কিছুই খাইলেন না।

প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সারা রাত কাটিল। আমি সাহস করিয়া তাঁহার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতেই পারিলাম না,—একটু সেবার অধিকার নাই, অথচ কাছে থাকিয়া কেবল চাহিয়া থাকিব। তিনি সোজা চিৎপাত—যেন একটি শব,—কেবল নিঃশ্বাস পড়িতেছে, শব্দ পাইতেছি। রাত্রে কতক্ষণ জাগিয়া বসিয়া ছিলাম মনে নাই, ভোরে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিলাম তিনি উঠিয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু খোলা। আমার দিকে দৃষ্টি নয়, ঠিক সামনে উপরে যেন ঘরের চালের দিকে চাহিয়া আছেন। মুখখানি লাল টক্ টক্ করিতেছে, চক্ষু ঘোরতর রক্তবর্ণ।

সেদিনের ব্যাপার স্পষ্টই, যেন এখনও চোখের সামনেই দেখিতেছি।

তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই;—নিজ শয্যায় উর্দ্ধমুখে তিনি কি যেন একটা লক্ষ্য করিতেছিলেন বোধ হইল। তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখি,—উপরে চালের মধ্যে পাশাপাশি বিছানো কাঠের বাতা,—যাহার উপরে বাইরের দিকে খোলা বিছানো আছে, ভিতরের দিকে সেই বাতার উপর দিয়া বেশ বড় একটি সাপের মতই প্রাণী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। ঠিক তাহার নীচেই অবধূতের শয্যা। সেই সাপটা ক্রমে ক্রমে যেন এইদিকে আসিতে লাগিল—যেখানে আমি শুইয়াছিলাম। অবধূতের দৃষ্টি তাহার দিকেই নিবদ্ধ। এখন সাপটার গতি দেখিয়া আমিও আকৃষ্ট হইলাম।

হঠাৎ সেই বেদনাপীড়িত শরীরেই অবধূত একটু কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, এবং উহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—ঐখানে ওটা পড়বে, তুমি চলে এসো এখানে; আমি তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসিলাম। তারপরই ছপড়্ শব্দে সাপটা পড়িল। মেঝেতে পড়িয়া কতক্ষণ স্থির ও নিশ্চল হইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে সড়্ সড়্ করিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া একদিকে চলিয়া গেল।

ওটা করেতা সাপ, বিষ আছে, বলিয়া অবধূত আবার আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলেন। দেখিলাম চক্ষু যেন ফুলিয়াছে, ঘোর লাল, গায়ের তাপও প্রবল। আজ দুই দিন এই ভয়ানক ভোগ।

বলিলাম,—বেদনা একটু কমে নি? জ্বরও ত সমানই দেখছি,—

উত্তরে ক্ষীণ কণ্ঠেই তিনি বলিলেন,—সব ঠিকই চলেছে—ভিতরে ভিতরে—তাদের কাজ শেষ না হলে যাবে কেন, আর কোথায় বা যাবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কথায় আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়া একটা কান্নার মতই সুর উঠিল,—তবে কি এবার শরীর ত্যাগের মৎলব নাকি?—সেই যে চক্ষু মুদিলেন, সারাদিন আর খুলিলেন না। এই ভাবে দ্বিতীয় প্রহর হইল। একবারও একথা আমার মনেই হইল না যে, এ ব্যক্তির চিকিৎসা করিবে কে? আমি কিন্তু মনে করিলাম যে একটি চিকিৎসক হইলেই বেশ হয়। কঠিন রোগ হইলেই আমরা চিকিৎসার কথা না ভাবিয়া থাকিতেই পারিনা, হয়তো এটা গৃহীদের দুর্ব্বলতা।

আজ আর ভিক্ষার তাগিদ নাই,—আমারও ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; স্বামী এইভাবেই পড়িয়া আছেন, নির্ব্বাক, কেবল জোর জোর নিঃশ্বাস মধ্যে মধ্যে পড়িতেছে,—ইঁহাকে ফেলিয়া কোথায় যাইব? ভাবিয়াছিলাম ইতিমধ্যে জাগিলে যদি ভিক্ষায় যাইতে বলেন, তখন গ্রামে গিয়া বৈদ্যের খোঁজ করিব। কিন্তু কৈ, আজ এখনও অবধি আমায় তো কিছুই বলিলেন না। জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ, যদি তাঁর সংজ্ঞা থাকিত, তাহা হইলে আমি এখনও অভুক্ত ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না;—কি হইবে ইহার পরিণাম,—হায়, ভগবান! —আমার ভিতরে আবার মোচড় দিতে লাগিল, মনে মনে উদ্বেগের ঝাপটা খাইতে খাইতে কখনও শুইতেছি আবার অস্থির হইয়া তখনই উঠিয়া বসিতেছি, তাঁহাকে একটু সেবা, গায়ে পায়ে হাত বুলাইব, তা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস হইতেছে না। এইভাবে একবার যখন এক সময় চক্ষু বুজিয়া একটু তন্দ্রার মত অবস্থা, এমনই সময়ে অবগুণ্ঠনে আবৃত সেই গোপবধূটি, এক ঘটী দুধ, দুটি কলা, এক ড্যালা গুড় লইয়া হাজির হইল। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে ইঁহার এই কঠিন অসুখ সম্বন্ধে কোন কথাই আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না, ইহার কাছে কিছু বলিতে প্রবৃত্তিই হইল না। মেয়েটি তাঁহাকে নিদ্রিত মনে করিয়া, আমায় জোড় হাতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার বেলা সে কালকের আনা ঘটীটা লইয়া যাইতে ভুলিল না। আমারও অস্থির মনে ছটফটানি সমভাবেই চলিল; পাশে বসিয়া আজ ভয়ে ভয়েই আমার কাল কাটিতে লাগিল। মুখ বুজিয়া এমন রোগ ভোগ কোথাও দেখি নাই।

এইভাবে সারাদিন যায়, ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে অবধূত একবার জোরে কাসিয়া চক্ষু চাহিলেন এবং মাথাটি ফিরাইয়া পাশে আমার দিকে দেখিলেন। তখন খানিকটা সাহস আসিল, বলিলাম,—এইবার একটু দুধ খেয়ে নিন, আমি গরম করে আনি। তিনি রাজী হইলেন না। কাতর কণ্ঠে বলিলেন, না, না, খাবার কথা বোলো না। তখন বলিলাম, আমি কি করবো বলে দিন; একটু সেবা করতেও পারবো না, কেবল বসে বসে আপনার ঐ মূর্ত্তি পানেই দেখবো,— এ সময়তেও কোন কাজেই আসবো না? এই জন্যই কি আছি আপনার সঙ্গে?

অতি কোমল কণ্ঠে অবধূত বলিলেন,—কি করবে তুমি, বাবা, আমার ভোগটা আমারই উপর দিয়েই পূর্ণ হয়ে যাক না, তোমাকে আবার এ দুর্ভোগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে টানা কেন? একটু থামিয়া করুণ নয়নে আমার দিকে একবার দেখিলেন,—আমার মনটা যেন মুখের উপরেই লক্ষ্য করিলেন, তারপর ক্ষীণকণ্ঠেই আবার বলিলেন, কি করতে চাও তুমি, খুলে বলতো?

বলিলাম, গ্রামটা বড়, মনে হয় এখানে কোন রকম চিকিৎসক একজন থাকতে পারে। অনুমতি করেন তো একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়; গ্রামের বৈদ্যেরা টোটকা টাটক অনেক কিছুই জানে;—বোধ হয় ডাক্তারও পাওয়া যেতে পারে—দেখবো কি?

শুনিবামাত্রই নাকচ করিলেন, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও—

ভিতরে ভিতরে একটা অভিমান জমা ছিল, তাঁর উপেক্ষাজনিত ক্ষোভ; তাই তর্কে আমার প্রবৃত্তি হইল, বলিলাম,—এই সব রোগের জন্যই না সমাজে চিকিৎসকের সৃষ্টি?

এতটা কষ্টেও হাসিয়াই তিনি বলিলেন,—কোথা পাবে তুমি সেই চিকিৎসক? ছেলেমানুষ তো, কিছুই বোঝোনি। যতসব অ-যোগী, সৎ-সংস্কারবিহীন অর্থলোলুপ এখানে চিকিৎসক সেজে বসে আছে। বৃত্তিই এদের আসুরিক দেখচো না!

চিকিৎসা আসুরিক বৃত্তি বলচেন?

তাই তো বললুম। সুধু আমি কেন, এখনকার রোগী সম্পর্কে ডাক্তারদের নাটকীয় ব্যাপার যারা দেখবে তারাই বলবে। এর পর আর কি বলিব, চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলাম না যেন মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—প্রাচীন কাল থেকেই চিকিৎসা বিদ্যার সম্মান,—আবার আরোগ্য করে চিকিৎসকেরা পুরস্কারও নিতেন।

তা হয়তো নিতেন,—কিন্তু এখনকার মত অজ্ঞান, অর্থলোলুপ প্রাণহীন ছিলেন না। চিকিৎসকের নামে কারবারী লোক ছিলেন না।

একথার পর আর কথা চলে না। চুপ করিয়াই আছি। তিনিই আবার ডাকিলেন, এখানে এসো, আমার পাশে, এই, এইখানে বোসো দিকি একটু।

আমার হাত শীতল, উহা ধরিয়া তাঁর সেই অতিশয় তপ্ত হাতে লইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, চিকিৎসা অতীব পবিত্র বৃত্তি, ধনলোলুপ যারা তাদের ঐ বিদ্যা নিষ্ফল। যোগী না হইলে চিকিৎসক হতে পারে না।

আবার আমার তর্কে প্রবৃত্তি হইল,—বলিলাম, চিকিৎসকদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে, তাঁরা বাঁচবেন কি খেয়ে যদি ধনাগম না হয়?

যারা কি খেয়ে বাঁচবো, কি ভাবে নিজ ভোগাকাঙ্ক্ষা মেটাবো ধন উপার্জ্জন করে, এই ভাবনায় কাতর তাদের এ বিদ্যায় সিদ্ধির সম্ভাবনাই নেই, যদিও ভাগ্য বলে হয়তো উপার্জ্জনটা যথেষ্ট হতে পারে। বলিতে বলিতে একটু জোরেই আমার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন,—দেখো, মানুষ সমাজের যথার্থ এত বড় কল্যাণকারী, মহাপ্রাণ চিকিৎসক একজন অন্নাভাবে কষ্ট পাবে,—জগদম্বার এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুশৃঙ্খল সৃষ্টির মধ্যে এমন কি কখনও হয়? তাঁদের জীবনে অন্নচিন্তা করতেই হবে না। যাক্ এসব থাক, এখন শোনো, আরও কাছে এসো, বলিয়া আমার দাড়িটি ধরিয়া বলিলেন,—আমার জন্য দুর্ভাবনায় একেবারেই অবসন্ন দেখচি যে, বাবা! এতো কাতর কেন? এখন শোনো দিকি আর একটা কথা;—এই রকম রোগে ডাক্তার আর ওষুধই একমাত্র জিনিষ নয়। তা জানো কি?

কেমন করিয়াই বা জানিব। আমি চুপ করিয়াই আছি—তিনি বলিলেন,—ধরো এমন এক যায়গায়, ধরো আমার মতই একজনের কঠিন রোগ হয়েচে যেখানে ডাক্তার নেই, ডিস্‌পেনসারী নেই ওসব কিছু নেই সেখানে রোগীকে বাঁচানো যায় কি করে? শুনিবামাত্রই আমি বলিলাম,—সেখানে দৈব বল ছাড়া আর কিসে হবে? তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—তার চেয়েও সহজসাধ্য কিছু আছে। আমি বলিলাম, কি? তিনি বলিলেন,—ধৈর্য্য ও সেবার সাহায্যেও আরোগ্য হতে পারে যদি সেটা আন্তরিক হয়।

বুঝিলাম, চিকিৎসার সংস্পর্শেই আসিবেন না,—বলিলাম, আমি বোসে বোসে আপনার ভোগটাই কেবল চেয়ে দেখবো,—সেবাও একটু করতে পারবো না—?

ওগো, দেখাতেও অনেক লাভ হয়; তা তোমার চাই কি, ইচ্ছাটা কি বলোতো শুনি?

কিছু না করিতে পারি, একটু পায়ে হাত বুলিয়েও দিতে পারি তো?

না, না, তোমার ঐ পবিত্র শরীর, পবিত্র হাত এ পায়ে কেন। বলিয়া অবধূত যেন অন্তর্মুখী হইলেন,—কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলিতেছেন,—হাতই যদি লাগাবে, এমন জায়গায় দাও যেখানে আমার বেদনা,—কি বল? মর্ম্মস্থানে হাত দাও,—

আমি কিছুই না বলিয়া তখন ভাবিতে লাগিলাম, ঔষধপত্র বা মালিস, যা এই অবস্থায় পরম প্রয়োজনীয় সে সব কিছুই নাই সুধু একটু হাত বুলাইয়া কি হইবে। বিশেষতঃ আমার এই কঠিন পাঞ্জা, তাতে যদি বেদনা বাড়ে? এই ভাবিয়াই বলিলাম, সুধু হাত বুলিয়ে কি হবে? তাতে কি অসুখ সারবে?

রক্তবর্ণ বিস্ফারিতচক্ষে এবার তিনি আমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, ঐতেই সারবে যদি আমার আয়ু থাকে। তারপর শোনো,—

শুনিব কি, আবার একটা আঘাত পাইলাম,—যদি আয়ু থাকে;—তাহা হইলে কি আয়ু সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে নাকি? ইহাতেই আমার আগের ভয়টা আবার মাথা তুলিতে আরম্ভ করিল। এটা কি তবে এই কয় মাসে স্নেহ ও শ্রদ্ধার ঋণ শোধের ব্যবস্থা নাকি? নিজেকে সর্ব্ববিধ বাধ্যবাধকতার দায় হইতে মুক্ত করিয়া লইতে চান; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিবার কথা নয়, তাই চুপ করিয়াই রহিলাম। তিনি বলিয়াই চলিলেন,—তুমি কি জানো,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

তোমার অধিকারের কথা ? আরও সরে এসো, বসো কাছে, স্থির হও। প্রথমে পিঠের দিকে,—

আমি এখন বাধা দিয়াই বলিলাম,—হাত বুলিয়ে দিচ্চি, কিন্তু তুই এক মিনিট পরেই, থাক্, হয়েচে, এবার যাও,—এ সব বোলে তাড়িয়ে দেবেন না তো ?

না, না, না,—আমি কিছুই বলবো না, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা দেবে ;—তবে এখন একটা কাজ কর, সবার আগে স্থির হও, আপন আসনে ইষ্ট স্মরণ করেই বসে যাও। তারপর আমার ঘাড় থেকে সুরু করে সোজা একেবারে মেরুদণ্ডের শেষ গাঁট পর্য্যন্ত, খুব আস্তে আস্তে—তিনটি আঙুল—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকার ডগা দিয়ে, ঠিক তিনটি বার বুলিয়ে দেবে। কেবল উপর থেকেই নীচে যাবে হাত, আর আঙ্গুলের ডগাটি মাত্র খুব হালকা ভাবেই ঠেকবে, সন্তর্পণে যাকে বলে সেই রকমেই এটা যেন মনে থাকে। তারপর ডান দিকের বুকে, পাঁজরায় আর পিঠে, বেদনার জায়গায় দস্তরমত হাত বুলিয়ে দেওয়া যাকে বলে তাই করবে। কেবল চাপ দেবে না কোথাও। এমনি করে ; বলিয়া দেখাইয়া দিলেন। ব্যস্, লেগে যাও তো বাবা। মনের ক্ষোভটা মিটিয়ে ফেলো তো ; বলিয়া সুরু করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কৃতার্থ হইয়াই উপদেশ মত কাজ আরম্ভ করিলাম। মেরুদণ্ডের উপর তিন-বার হইয়া গেলে পর তিনি আঃ বলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়াছিল আমার হাতটি। এমন সহজ, ক্লান্তিহীন, অনায়াস, এ কাজে যেন শরীরের কোন আয়াসই ছিল না, যেন মন্ত্রবৎ হইয়া গেল। যখন ক্ষান্ত হইলাম তাহার বহু পূর্ব্বেই অবধূত নিদ্রিত হইয়াছিলেন, তখনও আমার আঙ্গুলগুলিতে একটা শক্তির বেগ বেশ স্পষ্টই ছিল। এখন তাঁহার কাছেই শুইয়া পড়িলাম মনের মধ্যে একটা নিশ্চিত সার্থকতার আশা হইয়াছিল।

এক পাশেই রাত কাটাইয়া, ভোরে ঠিক নয় তবে ফরসা হইয়াছে এমনই সময়ে উঠিয়া দেখি প্রভু ঠিক একই পাশে নিদ্রিত। প্রাণে একটু স্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করিয়াই উঠিয়া বাহিরে গেলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া দেখি আনন্দময় অবধূত উঠিয়া বসিয়া আছেন। কাছে আসিয়া লক্ষ্য করিলাম চক্ষুর ঘোর লালটা কাটিয়া এখন খুব ফিকা হইয়াছে। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম তাপ সামান্যই আছে। আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—ও হাতের গুণ জানতাম যে। যে হাত পড়েছে বেদনা কি আর তিষ্ঠুতে পারে ! অনেকটাই সহজ হয়ে এসেচে। শুনিয়াই বলিলাম, আজও আবার দিতেই হবে। শুনবো না কোন কথা।

তিনি বলিলেন, বেশ ঔষধ পেয়ে গিয়েচ, নয় ? তবে আজ সুধু বুকে আর কণ্ঠে, আর কোথাও দরকার হবে না। জয় মা জগদম্বা !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হউক সেই দিনেও চলিল ; ভিক্ষায় যাইতে হইল না, দ্বিপ্রহরের পর গোপবধূর দুগ্ধেই আমাদের অশনের কাজ হইয়া গেল।

আরোগ্যের জন্য হাত বুলানোর ব্যাপারে যাহা কিছু হইল, ইহার রহস্য আমি পরে বুঝিলাম। তাঁহার শিক্ষা দিবার কৌশলটাই আমায় অভিভূত করিয়াছে। নিজ শক্তি অতীব গোপনে সঞ্চারিত করিয়া একজনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উদ্দিষ্ট কর্ম্মে উপযুক্ত করিয়া তোলা, এ যেমন দেখিলাম ঠিক এমনটি পূর্ব্বে দেখি নাই। অবশ্য অন্যভাবে অপরের প্রতি প্রয়োগ দেখিয়াছি—চক্ষের সামনেই কতবার হইয়া গিয়াছে। প্রতিক্রিয়াময় অকল্যাণকে কি ভাবে সহজে এড়াইয়া কল্যাণটুকু ঘটাবার কৌশল এই মহাশয়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি এ জীবনে আর কোথাও দেখিলাম না। এমন অহংশূন্য বুদ্ধি ও মনের খেলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের মত একজনের সারা জীবনের তপস্যা ও পুণ্যের ফলেই লাভ হয়।

একনিষ্ঠ মনঃশক্তি উপযুক্ত ক্ষেত্রে অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে এইটুকু সার বুঝিয়াছিলাম এবং এই কাজে প্রথম হইতেই সচেতন ছিলাম। অথচ তিনি নাটের গুরু ইহাও স্পষ্টই জানা ছিল। এই যে তাঁর অসুখের ভোগ, তিন দিন আমার চক্ষের উপর যাহা যাহা ঘটিল বিশেষতঃ শেষ দিকে আরোগ্যের ব্যাপারে যে নিমিত্ত মাত্র হইয়া যে শক্তির প্রেরণায় সবটুকুই করিলাম, অন্য ক্ষেত্রে হইলে আমার দ্বারা এভাবে সম্ভবই হইত না। রহস্য এই যে, হাত বুলাইয়া এত বড় বেদনা আরাম, যে কেহ স্থিরবুদ্ধি একজন রোগীর যথার্থ কল্যাণকামী হইলেই করিতে পারে। আরও একটি সেবা এই অসুখের উপলক্ষে আমায় শিখাইলেন, রক্ত মাথায় উঠিলে প্রবল জ্বরাবস্থায় ঘাড় হইতে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত উপর হইতে নীচে অঙ্গুলি সঞ্চালনেই ধীর ও সংযত ভাবে হাত বুলাইয়া রক্ত নামাইতে হয়। সে হাত উপর হইতে নীচেই চলিবে. কদাচ নীচে হইতে উপরে উঠিবে না। এক জনের জন্য একাগ্র কল্যাণ-কামনায়ই ইহা সম্ভব হয়। ইহার শুভ ফল সুনিশ্চিত।

ভোর হইল,—অবধূত আর নাই। কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না। গিরি,—উঠিয়াই বিদায় লইলেন,—কোন প্রকার সৌজন্য বা সামাজিক বিদায়-ভাষণ নাই। তাহলে চললাম—ব্যস, এইটুকু। যখন আমি সিদ্ধপ্রেমের কাছে, —দেখিলাম ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সরল এবং শান্ত ভাব। আমার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন,—আমরা যে সুকৃতির ফলে মিলেছিলাম সেই সুকৃতির ফলেই এখন যাত্রাপথ সহজ হয়েই এলো ;—ঐ জগদ্‌গুরুর কৃপায় ; জানেন, উনি বিশ্বনাথ স্বয়ং। আমি চিনেচি,—আমার জন্যই এবার এখানে এসেছিলেন।

কাশীতে তোমার কদ্দিন হোলো, ওঁর সঙ্গে ? বলিলাম, প্রায় সাড়ে চার মাস। প্রয়াগ থেকে সারা পথটা এক ভাবের মূর্ত্তি দেখতে দেখতে এখানে এলাম, এখানে এসে একেবারেই সব বদলে গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় চললেন, কে জানে?—

বলেছিলেন, এবার হিমালয় পানেই পথ। আর সঙ্গী রাখবেন না কাকেও।

যাহা হউক আমি আশ্রমের বাহিরে আসিয়াই ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। কোথায় যাইব, এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল বৃন্দাবন। আমি দশাশ্বমেধের পথ ধরিয়াই উত্তরদিকে চলিতে লাগিলাম। মনের মধ্যে একটা বিচ্ছেদের বেদনা লাগিয়াই আছে, স্টেশনের পথে পড়িতেই হঠাৎ কাঁধে একখানি হাত। চল, তোমায় স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমাদের মহাপ্রভু। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেলাম। জোর করিয়া ধরিয়া বুকে ধরিলেন। গায়ে পদ্মগন্ধ। মলিন বস্ত্র ও মোটা উত্তরীয়-খানি ঠিকই আছে। চলো, তোমায় স্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। ধর, এটা রাখো দিকি। একখানি দশ টাকার নোট। হাতে লইলাম। বলিলেন,—

বৃন্দাবনে যাও। জগদম্বার ইচ্ছায় ঐখানেই যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক। আর ঘুরে বেড়িও না, একেবারে আসনে বসে যাও, সেখানে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই সকল ঘটনা আমাদের কাশীতে আসিবার আগেই হইয়া গিয়াছে,— এখন বিদায় বেলা,—এই সকল কথা, তাঁহার ব্যবহার সম্পর্কে যাহা কিছু স্মৃতির মধ্যে গভীর রেখায় চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, সব একসঙ্গে যেন মনের উপর ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। এই মানুষটি স্নেহ প্রেম, আত্মবৎ সেবা এবং প্রীতির দেবতা, কেমন করিয়াই বা দিন কাটাইব ইঁহাকে হারাইয়া, জীবন বৃথা হইয়া যাইবে। নিজেকে এমনই অসহায় ও শক্তিহীন মনে হইতে লাগিল। অবশ্য পরে এ অবস্থা ছিল না।

চিন্তিত দেখিয়া তিনি বলিলেন, অতশত ভাবচো কি, নিজের পথে চলে যাও সোজা—সবার জীবনেই আসে এমনি এক সময় যখন অতি প্রিয় বস্তুও ছেড়ে যেতে হয়,—সেই জন্যই তো এমন একটিকে ধরতে হয় যাকে ধরলে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

বলিলাম, এ পালা তো এইখানেই শেষ,—তাহলে বৃন্দাবনেই যাই,— আশীর্ব্বাদ করুন যেন সিদ্ধিলাভ হয়,—বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—না না, —সিদ্ধিলাভ নয় বলো ইষ্টলাভ হয়।

তাই-ই বলচি,—আর যেন সংসারে ঢুকতে না হয়, ভবিষ্যতে।

উত্তরে তিনি বলিলেন, অবশ্য ইষ্ট তোমার সঙ্গেই আছেন, লাভ করতে দেরী হবে না একাগ্র সাধনায়,—তবে সংসারে ঢুকবে না এ কথা কেমন করে বোলবো, শেষে কি তোমার মন রাখতে গিয়ে জগদম্বার কোপে পড়বো?

আপনি পড়বেন তাঁর কোপে, আর আমার জন্য?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা নয়তো কি? যখন দেখছি, তোমার উদ্দেশে একজন হায়-প্রত্যাশায় কতদিন থেকে এক জায়গায় বসে ভাবচেন, দিন গুনচেন—যেমন করে তোমায় টানচেন, এমন করে ভাবলে ভগবানকে পাওয়া যেতো,—তা না করে তিনি তোমার মত একজন সংসারবিমুখ ভীতু খেয়ালী মানুষের পিছনে টানতে রইলেন,—সে টানটা কি বৃথা হবে ভেবেচ? এখানে সত্যিকার কোন টানই বৃথা যায় না। তুমি না জান্‌তে পারো আমি জানি, এ পথে তোমার যতটা গতি,—ততটা পৌঁছালেই তখন সেই টানের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই আমার অনুরোধ,—তাঁর আশীর্ব্বাদে, একনিষ্ঠ মন নিয়ে এখন বৃন্দাবনে গিয়ে স্থির হয়ে আপন আসন ঠিক করে প্রেমসে লেগে যাও, যথাকালেই ইষ্টলাভ হবে, সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাবে নির্দ্দেশ—সে এমনই শক্তিশালী নির্দ্দেশ যে অতঃপর সেই নির্দ্দেশ অবাধে পালন ব্যতীত জীবনে আর কাজ থাকবে না। তখন মুক্ত জীবনই হবে তোমার লাভ।

এ আদেশ নিয়তির তুল্যই অনিবার্য্য।

এখন ভাবিতেছিলাম সাধনে যদি কোন অবস্থায় সঙ্কট আসে,—তখন কে আমার গ্রন্থিভেদ করিবে?

অন্তর্য্যামী অবধূত বলিলেন,—ওসব কোন চিন্তাই নেই, সেখানে জগদীশ বাবা আছেন। তাঁর কাছে যাতায়াত রাখবে—সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে তাঁর মিলবে ভালো।

তারপর গাঢ় আলিঙ্গন।—ইহাই তাঁহার শেষ ব্যবহার। জীবনে বরাবর সেই আলিঙ্গনেই বাঁধা রহিলাম।

সাত

পূর্ব্বে,—আরম্ভেই বলিয়াছি,—

কাশী হইতে বৃন্দাবন যাওয়া এবং সেখানে শেষ ছয়মাস কাটানোই আমার তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসঙ্গের শেষ অধ্যায়। ইহার সহিত অতীত জীবনের এক বিচিত্র ঘটনার সংশ্রব আছে। তখন আমার চব্বিশ বা পঁচিশ হইবে।*যে সব কারণে তখন ঘর ছাড়িয়া পর্য্যটন এবং সাধুসঙ্গ কামনায় সাতটি বৎসর কাটাইয়াছিলাম, ঐ ঘটনাটি তাহার অন্যতম কারণরূপে বরাবরই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিষয়টি সংক্ষেপে বলিতে এইরূপ ;—

সহরে এক দূরসম্পর্কীয় পিসতুত ভাই ডাক্তার এবং জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী আমার করকোষ্ঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে বত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশের মধ্যেই মৃত্যু নিশ্চিৎ, অতএব এখন হইতে প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি

* প্রাণকুমার—৩৩০ পৃষ্ঠায় দেবেন'দার কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাতের আয়ু রেখার ছেদটি পর্য্যন্ত যেখানে ছিল দেখাইয়া দিলেন। তখন হইতেই আমার ঐ বিশ্বাসটি দৃঢ় হইয়া গেল। তাহার পরই গুরু লাভ এবং দীক্ষিত হওয়া এবং তপস্যার প্রবৃত্তি প্রবল হইল ও গৃহ ত্যাগেই বাধ্য করিল। কারণ মৃত্যু যখন এতই নিকট তখন ঘরে বসিয়া কি মরা যায়? তখন হইতে কোন অবস্থাতেই উহা ভুলিতে পারি নাই। বলিতে গেলে বাবা মুক্তিনাথের কাছে দীক্ষার পর এই কয় বৎসরের সকল কিছুই ঐ মৃত্যুযোগকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছে,—ইহাই সত্য।

কাশীতে প্রায় তিন হইতে চারি মাস কাটাইবার পর অবধূতের নির্দ্দেশে যখন কাশী ত্যাগ করি তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম প্রায় ছয়টি বৎসর তীর্থ পর্য্যটন ও সাধুসঙ্গেই কাটিয়াছে, সুতরাং বয়সও বত্রিশ হইয়াছে,—এইবারই বোধ হয় শেষের দিনও আসিয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ ভাবনার একটু কারণও ঘটিয়াছিল। শেষ কয়দিন কাশীতে আমার শরীর বেশ একটু খারাপ হইয়াছিল। প্রায় ছয় মাস অবধূতের সঙ্গ পাইয়াছি, কোন দিন আমার ঐ অল্পায়ুর কথা তাঁহাকে বলি নাই বলিতে প্রবৃত্তিই হয় নাই। ঐ মহাত্মার এমনই প্রভাব,—যে আমাকে ঐ কথা—বলিতেই দেয় নাই। জানিতাম বিধির বিধানের উপর শক্তি প্রয়োগ বিশেষতঃ মৃত্যুযোগের ব্যাপারে তাঁহাকে কখনও হস্তক্ষেপ করিতে ইহার মধ্যে দেখি নাই। বিশেষতঃ মায়া রাজ্যের যা কিছু এমন সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে পারেন,—সেভাবে দেখিতে পরমহংসদেবের পর আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহার পর এখন যখন তিনি নিজেই কাশী ত্যাগ করিতেছেন এবং আমাকেও এমন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা উপদেশ করিয়াছেন, তখন আর এই তুচ্ছ কথাটা শুনাইয়া একটা কিছু অসাধারণ ফললাভের আশা অত্যন্তই হেয়। অথবা এমনও হইতে পারে হয়তো তিনি আমার নিয়ন্ত্রিত ভবিষ্যতের কথা সবই জানেন এবং সেই কারণেই বা বৃন্দাবনে যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন,—তিনি অন্তর্য্যামী এমন কি সর্ব্বজ্ঞ—ইহাও আমার ধারণা ছিল। কে বলিতে পারে এই কারণেই আমায় পৃথক করিতেছেন!

কাশী হইতে যেদিন তাঁহার সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইব—তাহার আগে কয়েক দিন হইতেই শরীর খারাপ বলিয়াছিলাম, সেকথা কাহাকেও জানাই নাই। সবই করিতেছি তাহার মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা, জ্বর জ্বর ভাব সকাল ও সন্ধ্যার দিকে, অস্বচ্ছন্দ ভাব, যেন কি এক অবসাদ ধীরে ধীরে আমায় আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিল,—শরীরেও—মাথা টিপ্ টিপ্ করে, -ভিতরে যেন ভার;—শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসে না নানাপ্রকার মূর্ত্তি দেখি তার মধ্যে মনোরম মূর্ত্তিও আছে আবার ভয়প্রদ মূর্ত্তিও আছে। এইভাবে দুইদিন কাটাইয়া তৃতীয় দিনেই অবধূত আবার কাশী ত্যাগের উপদেশ দিলেন। এবং ঐ দিন পথে বাহির হইয়াই যেন হঠাৎ, গঙ্গার ধারে আসিয়া বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান কর। শরীর ভাল ছিল না,—তাই একবার ভাল করিয়া তাঁহার মুখের পানে দেখিলাম,—দেখিলাম সেই সদানন্দ ভাব সুতরাং স্নান করিতেও গেলাম। তারপর স্টেশনের পথে চলিলেন কথা কহিতে কহিতে। স্নান করিবার পর যদিও কিছু স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম ভিতরের গুরুতর ভারটা ঠিকই রহিয়া গেল। তারপর ট্রেনে ওঠা,—এই বিচ্ছেদ মনে যথেষ্টই পীড়া আনিয়া আমায় অনেকক্ষণ আর কোন কথাই ভাবিতে দিল না। তারপর ধীরে ধীরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখনই চিন্তা আসিল,—এতদিন পর কেন তিনি আমায় ত্যাগ করিলেন,—আর বৃন্দাবনেই বা যাইতে আমার প্রবৃত্তি হইল কেন? ইহার মধ্যে তাঁহার প্রভাব আছে কিনা? নিশ্চিং আছে। বোধ হইল যে,—নিশ্চয়ই তিনি বুঝিয়াছিলেন আমার শেষ দিন আগতপ্রায়, তাই তিনি এই বিচ্ছেদটি ঘটাইয়াছেন—তাহা হইলে, ইহাই স্থির—আমার এই বৃন্দাবন যাওয়া দেহত্যাগ করিতেই। শরীরও খুব খারাপ, দেহ ছাড়িবার পূর্ব্বেই এমনই তো হওয়াই স্বাভাবিক, তখন এই কথাই ঠিক ঠিক মনে হইল সব কিছুই যেন মৃত্যুর দিকেই গতি নির্দ্দেশ করিতেছে যাহা কার্য্যকারণ সম্পর্কে ঠিক সময়েই আসিয়া পড়িয়াছে। অবধূতের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাই, আমার বৃন্দাবন যাইবার প্রবৃত্তি।

আবার এই কথাটাও ঐ সময়ে একবার মনে হইতে লাগিল, যে—এই অবশিষ্ট কালটুকুর মধ্যে এমনই কিছু কর্ম্ম করা যাইত না কি যাহাতে এই মৃত্যু-কাল বিলম্বিত হয়? মনে মনে সেই পূর্ব্বকালের দৃষ্টান্ত, স্মরণ হইতে লাগিল।—শঙ্করাচার্য্যের ষোল বৎসর আয়ু ছিল তিনি যোগবলে বত্রিশ বৎসর করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সেই পবিত্র জীবন, অবতার-কল্প মহাপুরুষের সঙ্গে আমার মত অতীব ক্ষুদ্র অতি সাধারণ জীবের কি তুলনা হয়? তাঁর নিষ্পাপ শরীর ছিল তাহাতে তিলমাত্র কামিনী-কাঞ্চনের রং লাগে নাই। তাঁহাতে যাহা সম্ভব হইয়াছিল আমাতে তাহা হইতেই পারে না? বাল্যকাল হইতে সতেরো বৎসর জীবন যে ভাবে আমার কাটিয়াছে তাহাতে যথেষ্ট আয়ুক্ষয় হইয়াছে। তারপর, যে ভাবে আমার জীবনের গতি ফিরিয়াছে হিসাব করিলে এই গত সাত আট বৎসর মাত্র পবিত্র ভাবেই জীবন যাপনের চেষ্টা করিয়াছি,—ইহাতে মৃত্যুকাল এড়াইয়া জীবন দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা কোথা? সংযমের মহিমা বুঝিলেও যথার্থ সংযম-ব্রত জীবনে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা তো দীক্ষার পর, ঘর ছাড়িবার সময় হইতেই,—পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী নয়। তবুও যদি ঠিক আসন করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারিতাম তাহা হইলেও বা কথা ছিল, তাহা না করিয়া তীর্থ পর্য্যটন, সাধুসঙ্গ—এখানে সেখানে ঘুরিয়া পাগলের মত প্রাণশক্তির অপব্যয় করিয়াই এতদিন কাটাইলাম; এখন এই অবধূত মহাত্মার কৃপায় যথার্থ পথ পাইয়াছি। অবশ্য অন্তর ক্ষেত্রে আসল কাজটি বরাবরই চলিতেছে তাহার ফলে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়ু কতটুকুই বা দীর্ঘ করিতে পারিয়াছে ? এখন অবধূতের কৃপায় যথার্থ পথ পাইয়া এবং একটু তীব্র ব্যাকুল হইয়াই সেইভাবে সাধন করিতে বৃন্দাবনে চলিতেছি। কাজেই নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানেই, এই পবিত্র ক্ষেত্রে আমার শেষ কালটুকু সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিতেই পূর্ণ হইয়া যাইবে।

ট্রেনে যাইতেছি।

এ যেন নিয়তি আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহার মধ্যে শরীরের আয়াস কিছুমাত্র নাই। সে এক অদ্ভুত অবস্থা, সর্ব্বক্ষণ যেন ঐ যমুনার কোলেই মৃত্যুর পানে গতিমান।

ইহার পর, পথেই অবস্থার পরিবর্ত্তন। ক্রমে ক্রমে শরীর ও মনের অবস্থা অন্যরকম হইয়া গেল। চমৎকার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম।

এখন আর শরীরে অসুস্থ ভাবের লেশমাত্র নাই,—কেবল শরীর একটু ক্ষীণ, কিন্তু বিশেষ দুর্ব্বলও নয়। অভ্যস্ত একজনের উপবাসের পরদিন যেমন হয় সেইরূপ। ইহার পরই এমনই একটা অবস্থা হইল যখন আর শরীর বোধই নাই। তারপর—ক্রমে ক্রমে দেখিলাম,—চারিদিকেই গাঢ় অন্ধকার আর ঠিক আমার মাথার উপরে এক জ্যোতির্ম্মণ্ডল ;—সর্ব্বক্ষণই আমার সাথে চলিতেছে। আমাকে অনুসরণ করিতেছিল সেই জ্যোতির মণ্ডলটি। তখন যেন আমার শরীর নাই, কেবল মুণ্ড, ইহার মধ্যেই আমার অস্তিত্ব, আমার অনুভূতি সব কিছু, নিম্নাঙ্গের সাড়া নাই।

মথুরায় ট্রেন হইতে নামিলাম। যমুনার ধারে বিশ্রান্ত ঘাটে আসিয়া কেবল খানিকক্ষণ দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে আমায় যেন এমনই অস্থির করিয়া দিল যে আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। মথুরা হইতে বৃন্দাবন এক্কা, টাঙ্গা, রেল যাহাতে ইচ্ছা যাওয়া যায়। হাঁটিয়া যাইতেই আমার লোভ হইল। সঙ্গে আর কোন সম্বলই ছিল না। শরীর দুর্ব্বল কি সবল এ বিচার রহিল না, আমি হাঁটিতেই আরম্ভ করিলাম। কি অদ্ভুত দ্রুত গতিতে পথ চলিতে লাগিলাম,—যেন হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছি,—শরীর বোধ নাই ;—সে অবস্থা বুঝাইবার নয়। চিন্তাতেই আমার অস্তিত্ব,—যখন বৃন্দাবনে আসিয়া পৌছিলাম তখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়।

আজ জীবনের একটি অবিস্মরণীয় দিন আমার। এখনই বেলা যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেই কালটুকুই যেন চিরকাল হইয়াই সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় আহ্বান করিতেছে, আমি তাহারই ডাকে ক্রমে ক্রমে যেন একেবারেই এক নিঃশ্বাসে যমুনা তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেশী ঘাটের কাছে কতকটা জল তার পর জল আর নাই, চর। স্রোত কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে দেখা যায় না। এখানে বড় লোকের ভীড়, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ যুবা, চারিদিকেই। আরও দক্ষিণ দিকে চলিলাম। একটু বসিব, বসিয়া একটু ভাবিয়া লইব ;—অতঃপর কি ভাবে কি করিব। কিন্তু সঙ্কল্প করিয়া কিছু করিবার অবস্থাই নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার মূর্ত্তি দেখিলে পাগল ব্যতীত কেহ অন্য ভাবিতে পারিবে না। এই তীর্থে লোকের ভীড়ে একরকম মানাইয়া গেল, বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিতেছে বোধ হইল না। সোজা চলিতে লাগিলাম।

কাঁধে ফেলা একখানি কম্বল, হাতে কমণ্ডলু আর কৌপীনের উপর একখান সাদা চাদর জড়ানো ও বুকের সঙ্গে আঁটা—গাঁট দিয়া বাঁধা। অনেকটা চলিয়া এখন যেখানে আসিয়া পড়িলাম সেটা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমের কাছাকাছি। এখানেও লোক রহিয়াছে তবে বেশী নয়—চলিতে লাগিলাম, আরও খানিক আসিয়া একটি স্থানে বসিলাম।

এখন দেহত্যাগ, শেষ নিঃশ্বাসটা কোথায় ফেলিব এই চিন্তা। কারণ মনে আমার এখন অন্য কোন চিন্তা নাই;—বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করিতেই আসিয়াছি একটি মনোমত স্থান ঠিক করিয়া এই যমুনাতীরেই এই নশ্বর শরীর ছাড়িব। এখনও আমার চারিদিকের অন্ধকার আর নাই,—মাথার উপর জ্যোতির্ম্মণ্ডলও ক্ষীণ। সর্ব্বক্ষণই মন্ত্র জপ চলিতেছে—কেবল যখনই কোন চিন্তা আসিতেছে তখনই জপ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। চিন্তা অন্য কিছু নয়, কেবল একটু মনোমত স্থান, যেখানে শেষ আসন করিতে পারি। শুইয়া শুইয়া একজন মুমূর্ষু রোগীর মত মরিব কেন? যোগির মতই আসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিব। এইভাবে মৃত্যুর কথা ভাবিতে আমার অন্তর ক্ষেত্র আনন্দে উদ্বেল হইয়াই উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার আগাগোড়া, যাঁহারা গুরুভাবে আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া আমায় বাঁচাইতে বাঁচাইতে এই পর্য্যন্ত আনিয়াছেন তাঁহাদের কথা উদয় হইতে লাগিল। একের পর এক একজন করিয়া,—শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। অতি পরিষ্কার—স্বচ্ছ, পবিত্র ধর্ম্মমূর্ত্তি,—ঐ বিচিত্র অহম্ লেশহীন করুণাময় মূর্ত্তি—আমার জীবন সার্থক করিয়া পরমহংসদেব আমার অন্তর ক্ষেত্রটি জুড়িয়া আছেন,—তাঁহার সাধন জীবনের সকল কথাই যেন আমার প্রাণে জ্বলজ্বল করিতেছে। আশ্চর্য্য যোগাযোগ দেখিতেছি এখন আমার প্রাণের মধ্যে সকল গুরুর উপরে যিনি তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, অবশ্য আগাগোড়া শ্রীরামকৃষ্ণই আমার গুরুর স্থানে বর্ত্তমান,—যাহা কিছু গতি আমার জীবনে সেই সতেরো বৎসর হইতে,—সকল গতির নিয়ন্তারূপেই তিনি আমার মধ্যে বর্ত্তমান।

ছেলে যদি বাপের হাত ধরে তাতে ভয় আছে কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে তাহলে আর ভয় নাই, এইটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব। মধ্যে মধ্যে যখনই ঐ প্রত্যয় ধ্রুব হইয়াছে তখনই আলো পাইয়াছি,—আত্ম প্রত্যয় ফিরিয়া আসিয়াছে। এইভাবেই চলিতে চলিতে বাবা মুক্তিনাথে আসিয়া সিদ্ধ বীজমন্ত্র পাইয়া আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না; ঘর ছাড়িয়া যেন প্রাণ পাইলাম;—তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে থাকিয়া পরিচালনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন; যখনই যে অবস্থা হইতেছে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছি, আর অন্তরে প্রত্যয় হইতেছে যে ঠিক পথেই যাইতেছি।

সাধন জীবনের আনন্দ—যিনি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করুন কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না। দুঃখও তেমনি, মর্ম্মান্তিক—কাহাকেও বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। এখন আর দুঃখ লইয়া কোন কথাই নয়। ইষ্ট সিদ্ধির কালে যেমন সর্ব্বশুভ যোগাযোগ,—পূর্ণাঙ্গ পূজায় যেমন সর্ব্বতীর্থের সমন্বয়,—এখন আজকার এই সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে আমার মধ্যে সর্ব্ব গুরুর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে। আমার এই যে ছয়টি বৎসরের সাধন পর্য্যটনাদি সকল অবস্থায় গীতার শ্রীভগবান কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং বুদ্ধ ভগবানের কথা, তাঁহার মধ্যে বুদ্ধের জীবন, সাধন জীবনে তাঁর অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা, সত্য লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং কঠোরতা অনেক সময় আমায় শক্তি যোগাইয়াছে। কাহাকেও ভুলি নাই—যেন সবার কৃপার অধিকারী হইয়াই—আমার যাত্রা। এখন সেই সর্ব্বতীর্থের সমন্বয় ক্ষেত্রে আমার আসন,—এই আসনেই আমি দেহমুক্ত হইব।

ক্রমে সুখদুঃখ বোধ চলিয়া যাইতে লাগিল;—অন্তরে প্রসাদ—কেমন এক স্বচ্ছন্দ বাতাসে আমায় ভাসাইয়া চলিল।

এই যমুনাতীরেই—কিন্তু জল এখান হইতে অনেকটাই দূরে, দেখা যাইতেছে একজন যেন স্নান করিয়া আসিতেছে—, কোন সাধু—আমার দিকে চাহিতে চাহিতে আসিয়া ঠিক সামনে দাঁড়াইয়া গেলেন। ঠোঁটটি নড়িতেছে, ও কি চাহনি, যেন মর্ম্মস্থল ভেদ করিতেছে। আমি স্তম্ভিত। কি আশ্চর্য্য মানুষটি, নির্ব্বাক, সুধু চক্ষুতে পলক নাই। আপাদমস্তক আমায় দেখিয়া—সুধুই দেখিয়া চলিয়া গেলেন, পশ্চিম দিকে গাছপালার মধ্যে মিশাইয়া গেলেন। হয়তো ঐখানে কোন ঝুপড়িতেই তাঁহার আশ্রয়। আমায় দেখিয়া কি যে তাঁহার মনে হইল। চলিয়া যাইবার পর আমার হুঁশ হইল যে একজন আসিয়াছিলেন, এখন চলিয়া গিয়াছেন।

এইবার আমারই দেখিবার পালা। একটি মনোমত স্থান, যেখানে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিব। বেশ একটা আপন ভাবেই ছিলাম—লোকটি আসিয়াই সব যেন ওলট পালট করিয়া দিল। এটিও পরমাত্মার এক খেলা,—মনে হইল।

দেখিতে দেখিতে সম্মুখেই—একটু দূরে, তিনটি বেশ লম্বা, বড় বড় গাছ; প্রায় চেনার গাছের মতই উপরে উঠিয়া গিয়াছে। দেখিয়াই আমায় যেন টানিতে লাগিল সেই দিক পানে। বড় বড় গাছ অনেক, তাহার মধ্যে মধ্যে ঝুপী জঙ্গল রহিয়াছে পিছন দিকে, খানিক তফাতে। যমুনার তীরে কেবল ঐ গাছ তিনটি, নিকটে আর কোন বড় গাছ নাই। আরও চমৎকার লাগিল,—গাছ তিনটি এমনই ভাবে রহিয়াছে যাহাতে মধ্যস্থ ক্ষেত্রটি ত্রিকোণে পরিণত হইয়া চমৎকার আসন করিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানেই আমার আসন হইবে ;

এখনও বেলা আছে, কাজেই এখন একটু এদিক ওদিক করিতে পারি। ঠিক সন্ধ্যায় আসন পাতিয়া তাহার পর ইষ্টের ধ্যানে বসিব। দেখিতে দেখিতে বেলাটুকু কাটিয়া গেল। তখনও ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কোন উদ্বেগ নাই, কোন চিন্তা নাই, জপ আপনিই চলিতেছে, যেন একটা নেশার মতই, এক ধারায় ভাসিয়া চলিতেছে শরীর, মন, কেমন যেন একটা অজানা আকর্ষণে স্থির হইয়াই আসিতেছে—কোন দিকে কোন আয়াসই নাই।

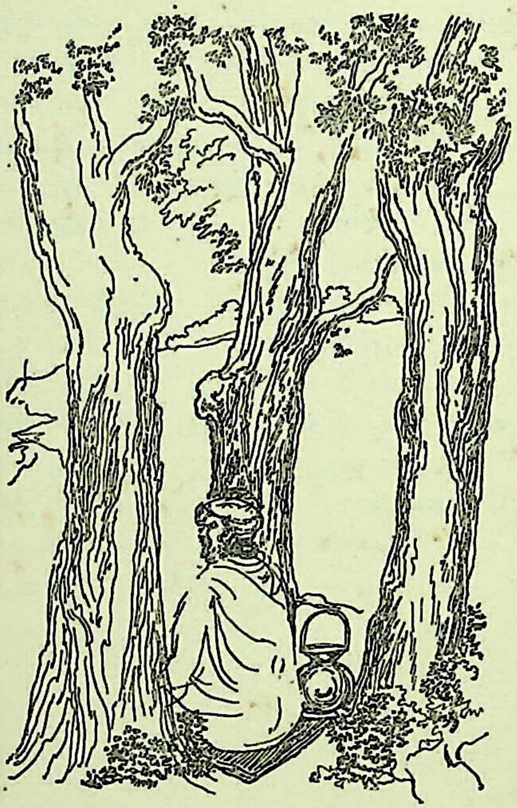

সূর্য্যদেব অস্তাচলে ডুবিয়া গেলেন।

আমি ঐ ত্রিকোণ ক্ষেত্রে কম্বলখানি বিছাইলাম আসনের মত করিয়া, পাশে কমণ্ডলুটি রাখিলাম। আরও একটু অন্ধকার হইয়া আসিলে, যখন পাখীদের কলরব থামিয়া গেল কানন ভূমি একেবারেই নিস্তব্ধ তখন পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ যমুনার দিকে মুখ করিয়াই বসিলাম আসনে। পদ্মাসনেই বসিলাম,— ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল কোন ক্রিয়া কর্ম্ম না করিয়া ইষ্টের ধ্যানে ডুবিয়া গেলাম।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন চৈতন্য হইল তখন চাহিয়া দেখি সামনেই যমুনা,—বিশাল বিস্তৃতি। তার পর ঐ যে পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল, তখনও অরুণোদয় হয় নাই। শরীর জড়বৎ, গাঁটে গাঁটে আটকাইয়া পাষাণের মতই স্থির। ঘাড় গলা সবই এমন কঠিন যে ফিরাইবার জো নাই। ক্রমে অন্তরে অন্তরে ইষ্টের নির্দ্দেশ পাইলাম; এখন মৃত্যুযোগ নাই; যে মন্ত্র পাইয়াছি তাহার সাধন না হইলে দেহ যাইবে না; এখন আমার ইষ্ট সাধনেই নামিতে হইবে। অবধূতের মুখখানি চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিল,—যেন বলিলেন, এবার নির্ভয়ে নিজ কাজে লেগে যাও তো বাপু। তোমায় অনেক দুর যেতে হবে, বসে থেকোনা এখানে,—মরণের কথায় কাজ নাই।

এইবার আসন ভাঙ্গিতে হইবে। মনে হওয়া মাত্রই শরীরে সাড়া আসিল, সকলগুলি গাঁট সরল হইয়া গেল,—সারারাত এক আসনে থাকার ফলে যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। যখন যমুনার পানে চাহিলাম; পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য, বালসূর্য্য উদিত,—সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়েও ঐ আদিত্য প্রতিভাত হইলেন। যেন গুরুভাবের আলোড়ন সুরু করিল—সে এমনই যাহার বর্ণনা নাই। গুরু গুরু গুরু—ঐ জগদ্গুরুই প্রতি ঘটে ঘটে—আবির্ভূত হইয়া এই জগৎ সংসারের যত কিছু জটিলতা সরল করিয়া পরমাশ্রয়রূপী ইষ্ট মহাপ্রাণের পানে আমায় আকর্ষণ করিতেছেন।

ঐ গুরুভাবেই প্রাণ আমার উদ্বেল হইয়া উঠিল। অন্তরে জাগিল গুরু স্বরূপ,—

ব্রহ্মানন্দম্ পরমসুখদম্ কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিম্;
দ্বন্দ্বাতীতম গগনসদৃশম তৎত্বমস্যাদিলক্ষণম্;
এবম্ নিত্যম বিমলমচলম্ সর্ব্বথাসাক্ষীভূতম
ভাবাতীতম ত্রিগুণরহিতম সৎগুরুত্বং নমামি।
হৃদয় কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষম নিরীহম্
হরিহর বিধিবেদ্য যোগিভির্ধ্যানগম্যম্
জনম মরণ ভীতিভ্রংসি সচ্চিদস্বরূপম্
সকল ভুবনবীজম ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

এইবার অন্তরের প্রেরণায় উঠিলাম বড়ই সন্তর্পণে। কতকটা চরভূমি পার হইয়া যমুনায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ স্নান করিয়া, কৌপীন পরিয়া বহির্ব্বাসখানি শুখাইতে দিলাম, আবার সেই পবিত্র ত্রিকোণ ক্ষেত্রে আসিয়া আসনে বসিলাম। অনেকক্ষণ পরে—ততক্ষণে বহির্ব্বাস শুখাইয়াছিল,—পরিয়া আসনখানি সযত্নে উঠাইয়া কাঁধে রাখিলাম। তারপর ভক্তিপূর্ণ প্রাণে ঐ স্থানে প্রণাম করিতে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। কি মমতা এই স্থানটুকুতে, বলিবার ভাষা নাই। কম্বলখানি কাঁধে ফেলিয়া কমণ্ডলু হাতে চলিলাম,—যমুনাতীরের বনপথ পার হইয়া লালাবাবুর কুঞ্জের পথে আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িলাম। অন্তরে সারথি চালনা করিতেছেন,—উদ্দেশ্য করিয়া কিছু করি নাই। দিবা প্রথম প্রহর অতীত প্রায়।

লালাবাবুর মন্দিরের ভোজনশালায় যেখানে কয়েকজন বৈষ্ণব সাধু বসিয়াছিলেন সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কে আমায় সেখানে লইয়া আসিল জানি না; সাধুরা উঠিয়া যাইবার সময় ডাকিল;—ভোজনে চলিলাম। ভোজনান্তে চলিলাম,—কেশবানন্দের আশ্রম পানে, রাধাবাগে।

পূর্ব্ব পরিচয় ছিল,—কেশবানন্দ অতীব প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ মনে আমায় গ্রহণ করিলেন, ইহা তাঁহার আচরণেই বুঝিলাম। ইহার মধ্যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এইখানে যে আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে, জীবন সার্থক হইবে তাহার আভাষ প্রথমেই পাইলাম। আমার এখন এই অবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ওখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই পরিচিত এবং পরম স্নেহের পাত্র। নিত্যানন্দ, দুর্গানন্দ এবং কালিকানন্দজী এই তিনজনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত। কেশবানন্দজীকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম,—নিরালায় একটু ভজন সাধন করিতেই আপনার আশ্রমে আসিয়াছি, শুনিয়া তিনি বলিলেন, সব খবরই আমি পূর্ব্বেই পেয়েছিলাম, তবে তুমি যে আমাকে স্মরণ করে আপন ভেবে এখানেই আসবে এ আমার কল্পনার অতীত,—কিন্তু এর মধ্যে পরমাত্মার অভিপ্রায় আছে সেটা তোমায় দেখেই আমি অনুভব করেছি। তোমার স্থান সবই প্রস্তুত আছে এসো তোমায় দেখিয়ে দি।

অন্তরের কৃতজ্ঞতা, পরমেশ্বরের অপার করুণার পানে ধাবিত হইল, আমায় প্রতিপদে এ কি অদ্ভুত ভাবে সহায়তা। সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিলাম,—অন্তর ক্ষেত্রে আর একজন যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল,—এতটা স্বার্থপর মন লইয়া সাধনে নামিতে চাও,—কি ভাবে ইষ্ট লাভ করিবে ?

—কেন এটি কি আমার জীবন দেবতার অনুগ্রহ নয়, —এই সহায়তাকে কি ভাবিব ?

—কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বাঁধা নিয়মের অভিব্যক্তি বলিয়াই ভাবিবে। তা ছাড়া আর কি ভাবিবার আছে ? নিজ স্বার্থ সাধিত হইলে যাহারা ভগবানকে স্মরণ করে আবার যখন সেই স্বার্থ কোন ক্ষেত্রে অসিদ্ধ হয় তখন আর ভগবান নাই — তাহাদের ভক্ত বলিয়া অভিমান অথবা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই সব ছাড়িয়াছি বলিয়া মনে করা চলে না।

* * * * *

শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া গেলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ অর্থে তন্ত্র ধর্ম্মের উচ্ছেদ নয়। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের চাপে আর্য্য বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিস্তেজ হইলেও তন্ত্রধর্ম্মের প্রভাব আর্য্য সমাজে কম ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার বৈদিক ধর্ম্ম মাথা তুলিল। তার মধ্যে আবার আর্য্য সম্প্রদায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে শৈবের লিঙ্গপূজা ও সৌরগণের বিষ্ণু উপাসনা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব সমাজে বিশেষতঃ গৃহস্থ আশ্রমকে প্রবল করিয়া তুলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনে আর্য্যব্রাহ্মণ সমাজের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ইহাতে দেখা গেল তন্ত্রমতকে উপেক্ষা করিবার শক্তি রহিল না। বিশেষতঃ গার্হস্থ্য জীবনে, প্রত্যেক গৃহস্থ সংসারে তখন তন্ত্রমত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ না বলিয়া ধর্ম্মভীরু হিন্দু আর্য্যবংশীয় যাঁরা, তন্ত্রধর্ম্মের সঙ্গে একটা রফা করিয়া একূল ওকূল দু কূলই রাখিলেন।

বৈদিক চতুর্ব্বর্ণে বাঁধা হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূল কথাই হইল,—চতুরাশ্রম ও দশবিধ সংস্কার, ইহা লইয়াই আর্য্য সমাজ। কিন্তু তন্ত্রধর্ম্মে জাতিভেদ নাই,—কাজেই দুই রক্ষা করিতে হইলে কিছু ছাঁট কাট করিয়া রফা করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণদের সমাজে দশবিধ সংস্কারের প্রধান হইল জাত সংস্কার, উপনয়ন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ। এখন নিয়মমত গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রথম ও প্রধান উপনয়ন, এই উপনয়ন হইল বৈদিক দীক্ষা তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি দ্বিজ। তারপর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুগৃহে বিদ্যালাভের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ অর্থাৎ বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়া। এই সময়েই তন্ত্রমতে দীক্ষা, সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করিবার নিয়ম হইল। তন্ত্রমতে সাধনা সস্ত্রীক, পুরুষ প্রকৃতি মিলিয়াই সাধন। কাজেই হিন্দুসমাজে গার্হস্থ্য জীবনে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রভাব এইভাবে রহিয়া গেল। কুলগুরুর প্রয়োজন হইল। ঐ কুল রক্ষার জন্যই কুলগুরু কর্ত্তৃক তান্ত্রিক দীক্ষার প্রবর্ত্তন। এই ভাবেই দুর্ব্বল আর্য্য বৈদিক সমাজে তন্ত্রধর্ম্মের আপোষ চলিয়া আসিতেছে। দুর্ব্বল এইজন্য, না পারিল পূর্ণাঙ্গ বৈদিক আচার মানিয়া লইতে আবার পূর্ণাঙ্গ তন্ত্রধর্ম্মও, লইতে পারিল না। অধঃপতনের উহাই প্রথম সূচনা,—ঐ সূত্রেই দেশের রাজনৈতিক অধঃপতনও জড়িত। যাউক সে কথা—তখন ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যেও ঐ আপোষ ব্যবস্থা চলিল, বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পন্থানুসরণে গার্হস্থ্যাশ্রমী গোস্বামিবংশেও গোপনে শক্তি মন্ত্র দীক্ষাগ্রহণও বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে হইয়া গেল। এইভাবেই ধর্ম্মভেদের ফলে হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বিদ্বেষ উৎপন্ন করিল, যথা বৈদিক আর্য্যগণ শাক্তদের হীন চক্ষে দেখিতে লাগিল, বৈষ্ণব ও তন্ত্রমতের শক্তিসাধকের মধ্যেও ঐ ভেদ। এই ভাবে বৈদিক, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঐ বিদ্বেষ ভারতভূমিকে জ্বালাইতে আরম্ভ করিল; ফলে তুর্ক ঢুকিল পাঠান ঢুকিল মোগল ঢুকিল, শেষে এই ইংরাজের আমলে জ্ঞানের প্রসারে ধর্ম্মভেদের মূলে যে অজ্ঞান রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে উহা স্পষ্ট ধরা পড়িল। জ্ঞান রাজ্যে ঈশ্বর উপাসনা ক্ষেত্রে এক বিপ্লব মাথা তুলিয়াছে, পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞানের প্রভাবেই পুরাতন ও নূতন রূপে এই ধর্ম্ম এখন সুধিজনের জ্ঞানে ও বিচারে মীমাংসার বিষয় দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিগত প্রাধান্যের যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাই ফলিতেছে। এই ভাবে প্রত্যেক সমাজের দুর্ব্বলতা বাড়িতেছে। ধর্ম্ম-বিদ্বেষ এখন সমাজ শক্তি প্রসারের নামে ব্যবহৃত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃসহ জ্বালা উৎপন্ন করিয়া আশপাশের অপর সমাজকে উত্ত্যক্ত করিতেছে ;—ফলে অশান্তির সীমা নাই।

ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। তাহাকে সম্প্রদায়ের টানার মধ্যে যে মূঢ়তা, আজ তাহা সাধারণের মাথায় আসিতেছে না। জাতির উৎপত্তি ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া নয়, গুণ ও কর্ম্ম লইয়া, সমাজগত ভাবে, জাতির অস্তিত্ব নির্দ্দেশের আসল কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। এখন গৃহস্থ হিন্দু সমাজে বহু সংসারেই বুঝিয়া হউক না বুঝিয়া হউক কুলগুরু কর্তৃক শক্তিমন্ত্র লইয়া উপাসনাও চলিতেছে আবার সংসারে থাকিয়া গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিয়া সন্ন্যাসীর ভেকও চলিতেছে শাক্ত, শৈব ও বৈদান্তিক মতে।

বর্ত্তমানে গার্হস্থ্যাশ্রমেও যেমন সন্ন্যাসাশ্রমেও তেমনি, ধর্ম্মের নামে হিন্দু জাতির ব্যবহারগত এবং কর্ম্মনিরপেক্ষ ধর্ম্মগত স্বেচ্ছাচারিতা,—সর্ব্বত্রই প্রকট।

এই কেশবানন্দ স্বামী শ্রীপাট গোস্বামী মালীপাড়ার লোক, তাঁরা পুরুষানুক্রমিক ঐ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপ্রধান গ্রামের অধিবাসী। সেখানে আজও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির বাস রহিয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে তিনি শাক্ত। কিন্তু বৈষ্ণবপ্রধান স্থানে বৈষ্ণব আবহাওয়ায় মানুষ হইলেও তাঁহার অন্তরের শাক্ত প্রকৃতি নষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বিবাহ করিয়াছিলেন বৈষ্ণব বংশে, তাঁহার সন্তান বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। তিনি নিজে কাশীর বিখ্যাত শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য। বিখ্যাত যোগী বলিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের তখনকার দিনে প্রসিদ্ধি ছিল। এমন কি অনেকেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিত।

কেশবানন্দ গুরু কৃপা পাইয়াছিলেন। তিনি হরিদ্বারেও কোন যোগির শিষ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই যোগি-গুরুর দেহত্যাগের পর তাঁহার আশ্রমের অধিকারী হইয়াছেন। ভুবনেশ্বর-ধামেও তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, সেখানেও তাঁহার একটি ছোট আশ্রম আছে। এই তিনটি স্থানেই তিনি পরিচিত। এখন তাঁহার শিষ্য সেবকেরা বেশীর ভাগ তাঁহাকে বৃন্দাবনেই পাইত কারণ তিনি বৃন্দাবনেই অনেক কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবং মতং,—এই ভাবেরই মানুষ তিনি। এই বৃন্দাবনের আশ্রমে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, কালীপূজা করিয়াছেন ; তন্ত্রধারক রাখিয়া নিজেই মূল পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। বলিদানের পাট ছিল না। এখন কাত্যায়নী নামে শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন, শক্তি পূজার ব্যবস্থা পাকা করিয়া যাইবেন এই উদ্দেশ্যেই বেশ আয়োজন ও ব্যবস্থা, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে ; দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সাহায্যে এখন কর্ম্ম-প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, কাত্যায়নী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।

রাধাবাগ আশ্রমটি,—চার পাঁচ বিঘা লম্বা জমির উপরে। উত্তর দিকের একেবারে শেষ প্রান্তে আশ্রমের সারি সারি একতলা বেশ উঁচু অনেকগুলি ঘর, সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লম্বা প্রশস্ত বারান্দা ;—উত্তর দিকের সবটা জুড়িয়া আছে। তাহার পাশে পূর্ব্ব গায়েই দোতলা পাথরের বাড়ি একতলায় কালিকানন্দজী এবং অতিথি সাধুসন্ত থাকেন, দ্বিতলে খোদ মহারাজের মহল। এই উদ্যানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অন্দর মহল, ঠাকুর বাড়ি, গোয়াল সারা দক্ষিণ দিকটা জুড়িয়া। সম্প্রতি উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি পাথরের চমৎকার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, কাত্যায়নী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মন্দিরের ছাদে, চারিদিক জুড়িয়া ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইয়াছে ওখান হইতে সারা উদ্যানে জল পরিবেশিত হয়। পাইপ যোগেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক রীতিতে সকল কিছুই ব্যবস্থা হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ মহারাজের এক ভক্ত এইসব দস্তরমত নকসা করিয়া যাহাতে সুচারুরূপে সকল কাজ হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কাত্যায়নী মূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনও দেবী প্রতিষ্ঠা হয় নাই তবে মূর্ত্তিটি মনোমত ভাবেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রজের সঙ্গে সে মূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বিশেষতঃ কৃষ্ণলীলার প্রধানা শক্তিই দেবী কাত্যায়নী, সেই মূর্ত্তি এই বৃন্দাবনে অপর কোথাও নাই।

আমায় সঙ্গে লইয়া স্বামী আটটি ধাপ উঠিলেন। চারিদিকেই বারান্দা ; তিন দিকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ দ্বার, উত্তরে প্রধান প্রবেশ পথ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে অপর দুইটি দ্বার। মধ্যে সুন্দর প্রস্তরময় সমচতুষ্কোণ মন্দির গৃহ, দক্ষিণ দেয়ালের সঙ্গেই দেবীর বেদী। বলিলেন,—এইখানেই রাত্রে তুমি থাকবে, আর এসো তোমার আসন করবার জায়গা দেখাই। বলিয়া নীচে নামিয়া উত্তর ও দক্ষিণে সারা মন্দিরের এক দিক জুড়িয়া প্রায় বিশ হাত লম্বা গুহা, দেখাইয়া বলিলেন, এই দুখানির একখানিতে আসন করবে যেটি তোমার ইচ্ছা।

আমি দক্ষিণের গুহাই লইলাম।

তোমার যা কিছু প্রয়োজন নিত্যানন্দকে বললেই পাবে,—বলিয়া আমার উৎসাহপূর্ণ মুখের দিকে দেখিলেন—তারপর আবার বলিলেন—লেগে যাও, কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না, এখানে সব তোমারই মনে করবে। লেগে যাও নিজের কাজে ;—তোমার এ অবস্থা দেখে আমি খুব সুখী,—আমার দ্বারা যা হতে পারে সবই হবে। তুমি এইখানেই থাকো।

ইহার মধ্যে ইষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে বুঝিয়া নির্ব্বাক রহিলাম। কি অপূর্ব্ব যোগাযোগ। বৃন্দাবনে যমুনা তীরে দেহত্যাগ করিতেই আসিয়াছিলাম। এ কি সব হইয়া গেল। অবধূতের কথা মনে হইল। তুমি এই পাঁচ বছরে অনেক ঘুরেচো, আর নয়, এইবার বসে যাও। অনেক বুঝেচ, অনেক দেখেচ, অনেক শিখেচ এখন ঐ সব তোমার সাধনের সহায় হবে। এখন আপন আসন ঠিক করে নিজের আসল কাজে যুক্ত হয়ে যাওয়ারই কথা,—আর বাইরে নয়।

ভাবিতেছিলাম,—এ সব কি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কিছু? তিনি যদি আমায় নিজ সঙ্গ ছাড়াইয়া দূর না করিতেন তাহা হইলে আমার কি হইত? অদৃষ্টের কথা বলা যায় না, আমার গতি কি হইত কে জানে। ঘুরিয়াই মরিতাম সন্দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। বৃন্দাবনে আসিয়া গুরু নির্দ্দিষ্ট পথে আপন ভাবেই লাগিয়া গেলাম। আত্ম প্রত্যয় প্রথম এবং প্রধান—যমুনাতীরে পাইলাম, উহা আত্মশক্তি হইয়া কাজ করিতে লাগিল—জীবন আমার আলোকিত হইয়া গেল; এ অমৃত যেন সর্ব্বার্থ সিদ্ধির পূর্ব্বাভাষ—একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই যে অন্তর ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া প্রত্যয়ের আলোক,—জীবন ধন্য বোধ হইল তখনই বুঝিলাম—এ আলো কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, প্রত্যেক জীবকে নিজ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ধৃতির সাহায্যে আয়ত্ত করিতে হয়। তিনি, সেই গুরুরূপী সুহৃদ কৃপা করিয়াই এই ভাবে আমায় আপন ভাবে,—নিজ চিহ্নিত পথে ইষ্ট লাভের প্রেরণা যোগাইয়া গেলেন।

প্রত্যয়ের এই আনন্দ যদিও প্রথমে আমার মধ্যে সিদ্ধির নিশ্চিত আভাষ আনিয়া অন্তরক্ষেত্র কিছুকাল আনন্দে পূর্ণ রাখিয়াছিল,—উহা দীর্ঘকাল রহিল না,—ক্রমে জীবনের যাহা কিছু দুর্ব্বলতা, গলদ সাধনার বিঘ্নস্বরূপ একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল—পাছে পথভ্রষ্ট করে দীর্ঘকাল আমায় উদ্বেগ দেয় এই ভয়ে চঞ্চল করিয়া রাখিল;—সে কথা পরে যথাস্থানেই বলিতেছি এখন একটু প্রাথমিক আয়োজনের কথা,—বলিবার প্রয়োজন আছে।

এই অনুকূল ক্ষেত্র এবং কেশবানন্দের মত সুহৃদ একজন, দীর্ঘকালের সাধন ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ যোগির আন্তরিক সহায়তা পাইয়া যেভাবে আরম্ভ করিলাম সেই কথাই বলিব।

জপ ধ্যান প্রভৃতি যে আসনে সুখকর, দীর্ঘকাল যে আসনে বসিয়া সুখে নিবিষ্ট থাকা যায়, এতদিন সাধুসঙ্গের ফলে ভালই অভ্যাস ছিল, তাই প্রথমে আসনের কথা। মনোমত একটি বেদী আগে নিজ হাতেই গড়িয়া লইলাম। এক বিঘৎ উঁচু, আড়াই হাত চওড়া এবং পূর্ণ তিন হাত লম্বা নিরেট মাটিতে, চারিদিক ঢালু—ঘরের মেজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এমনই ভাবে প্রস্তুত। এই বেদীর উপর প্রথমে মোটা চেটাই, তার উপর মোটা কম্বল চার পাট পাতা, সবার উপরে কোমল মৃগচর্ম্ম, আসনে বসিবার কালে পাতিয়া বসিতাম, আসন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই উঠাইয়া আনিতাম, কারণ ঐ খানিতেই সারাদিন বসিতাম এবং প্রাতে সন্ধ্যায় কার্য্য শেষে গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া আসিতাম।

মোটামুটি আসনে বসিয়া সাধনার কথা, এবং ঐ কালে দৈনন্দিন জীবনধারা গ্রন্থান্তরে* বলা হইয়াছে। তখন একেবারেই প্রথম,—কাজেই এখনকার তুলনায় পার্থক্য কিছু আছেই। তাছাড়া ক্রিয়াকর্ম্ম সাধন রীতিরও পার্থক্য আছে। আচরণের বৈশিষ্ট্যও অনেকটাই, উহা অভিজ্ঞতার ফল,—এখনকার সব কিছু বলিতে বলিতে আপনি সেকথা আসিবে। এখন,—এখানে আসিয়া স্থির হইতে, মনোমত সব কিছু ঠিক করিয়া লইতে অর্থাৎ বাসা বাঁধিতেই তিন চার দিন গেল। তারপরই নিয়মিত কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম দিন হইতেই আমার সকল কিছুই ঠিক

* তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গের ১ম ভাগের প্রথমেই নৈনীতালে এক গুহায় অবস্থানের কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়মিত ছিল ; এক নূতন আসনে বসিয়াই কিছু কাজ করা হয় নাই, কিন্তু বলিয়াছি জপ এবং ধ্যান সদা সর্ব্বক্ষণ চলিতেছিল আসন প্রস্তুতের কাজে এমন কি মাটি চাপাইতে চাপাইতেও একটা ধ্যানের অবস্থা চলিতেছে। আমার তখনকার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পর্য্যটক জীবনের কোন মিল নাই, সত্যই এখন আলাদা মানুষ একটি। সুতরাং আসনে বসিয়া নূতনভাবে, বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান কিম্বা আয়োজনের বিষয় ছিল না, স্বাভাবিক প্রাণের গতিতেই সব কিছুই চলিতে লাগিল। দিনান্তে রাত্রে একবার মাত্র আহার, এখনকার নিয়ম করিয়াছিলাম।

নিত্যানন্দের মুখে সেদিন শুনিলাম, কেশবানন্দ দুই এক দিনের মধ্যেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিবেন,—বোধ হয় বিন্ধ্যাচল অথবা ভুবনেশ্বর যাইবেন,—এই রকমই একটা কিছু করিবেন।

সকালে প্রায়ই আমি কোথাও যাই না, মন্দিরের নীচে গুহায় না হয় মন্দিরের বারান্দায় থাকি, অথবা বাগানের পথটায় পায়চারি করি। যাহাই করি না কেন মন আমার উপরের দিকেই থাকে। সেদিন দেখিলাম অপূর্ব্ব এক বস্তু। মন্দিরের নীচে সিঁড়ির খানিক তফাতে একজন প্রবীণ বয়স্ক ছুতার কাজ করিতেছে আর তারই সামনে একখানি আসনে কেশবানন্দ বসিয়া দেখিতেছেন। সেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম চমৎকার ব্যাপার এমনটি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

ঐ সূত্রধর বৈষ্ণব, নাকে তিলক, কপালে তিলক যাহা তখনকার বৈষ্ণবেরা ধারণ করেন, উপরন্তু গলায় তুলসীর মালা ত্রিকণ্ঠি যাহাকে বলে। সে ব্যক্তি বাঁ-হাতে বাঁটালী ও ডান হাতে মুগুর লইয়া কাজ করিতেছিল। আর যখনই বাঁটালীর উপর মুগুরের কোপ পড়িতেছে তখনই কৃষ্ণ-কৃষ্ণ উচ্চারিত হইতেছে। কেশবানন্দ ইহাই দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন বসিয়া বসিয়া, চুপচাপ।

নিজ পথে সাধনের কথা যখন বলিতে বসিয়াছি, এপথেও কয়েকটি সাধকের সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের সাধন বৈশিষ্ট্যের কথাও ইহার মধ্যেই আছে।

গিয়া সেথা দাঁড়াইলাম, স্বামী দেখিলেন, কিন্তু সূত্রধরের কোন দিকেই মন নাই, হাতুড়ির ঘা', সঙ্গে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, চলিতেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। এবার কেশবানন্দজী উঠিলেন, আমারই সঙ্গে মিলিতে। একটু তফাতে আসিলেন। আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম। তিনি আগে আমি পিছনে। পথে চলিতে চলিতে তিনি বলিলেন,—

কেমন, দেখচো ? বলিলাম,—চমৎকার, আগে এমনটি দেখিনি। তখন স্বামী বলিলেন,—থাকো তো এখানে ;—থাকতে থাকতে আরও অনেক রকম সাধুই দেখতে পাবে। এই লোকটিকে আমি অনেক দিন থেকেই জানি ;— এই ছুতোরের কাজই এর উপজীবিকা। কিন্তু এই মানুষটি দিনরাত্রের এক মুহূর্ত্তও ইষ্ট নাম নিয়ে সাধনা ছাড়া নয়। কেমন, বলো তো ? নামেরই সাধনা তাঁর সকল সময়েই চলছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি আর বলিব, ভাবিতে লাগিলাম, যাহার হয় তাহারই হয়,—এখানে কেহ একথা বলিতে পারিবেনা যে ভগবান আমায় সুযোগ দিলেন না। এই মহৎ ভক্তটি যে প্রতি মুহূর্ত্তকেই সুযোগ করিয়া লইয়াছেন,—ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল, কে ইঁহাকে উপদেশ করিল? আপন পথ আপনাকেই নির্ব্বাচন করিতেই হয়। কি অপূর্ব্ব আনন্দময় মুক্ত অবস্থা। আর আমরা উপাসনা বা সাধনার সুযোগ আর সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন কাটাইয়া দিলাম;—ইহার মধ্যে কাহারও বা সুযোগ মিলিল কাহারও এ জীবনে আর মিলিল না। কিন্তু এই ছুতারের পো, নিজ সাধনের কি চমৎকার পথ আবিষ্কার করিয়াছে।

এই ভক্তপ্রবরের নামটি প্রসন্ন মিস্ত্রি। তুমি কোন প্রশ্ন করো তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু ঠিক পাওয়া যাইবে। আরও এক আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তি এই মানুষটির, বাহিরের কাজ সারিয়া তার বাসায়ও কাজ আছে, ফুরসুৎ পাইলেই সেই কাজ চলে; তখনও ঐ কৃষ্ণ নামেই তাহার মুগুরের ঘা পড়ে। একদিন ধরিয়া বসিলাম,—বাবাজী আমাদের কিছু পথের খবর দাও,—আমরা একে তোমার কাছে বালক তারপর সাধন ভজনের কিছুই জানিনা।

প্রসন্ন মিস্ত্রি প্রসন্ন মনেই এই কথাগুলি বলিলেন,—কথা কি বলবো, বাজে কথায় লাভ কি,—নাম করে যান আর তো মানুষের করবার কিছুই নেই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ—রাম রাম—হরি হরি যা প্রাণ চায় অমনি একটি খুসীমত তুলে নিন—আর অবিশ্রান্তই চালিয়ে যান, আহার ওষুধ দুই হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠিক কাজ হবে কিনা বুঝবো কি করে, একজন উপদেষ্টা না হলে—

উপদেষ্টা, ইষ্ট—সব ঐ নামই—ঐ নামই নামীর কাছে নিয়ে তুলবে অন্য কোথাও যাবার জো নেই—কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হরি হরি—

*　　*　　*　　*　　*

এখন নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে,—ভোর, যখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত,—অন্ধকার থাকিতেই উঠিয়া পড়া,—কিছুক্ষণ শয্যায় থাকিয়া তারপর বাহিরে আসা; শরীর মনে পরিচ্ছন্ন হইয়া নীচে গুহায় আসনে বসা। প্রায় দুই ঘণ্টার পর গুহার বাহিরে আসা। একটু লেখাপড়ার ইচ্ছা হইলে, তাহা লইয়া বসা—না হইলে সোজা বাহির হইয়া একটু যমুনা তীরে। সেই আমার মরণ-জীবনের সন্ধিক্ষণের পরম পবিত্র আসন সেই ত্রিকোণক্ষেত্রে তিনটি গাছের মাঝে জমির উপর, প্রত্যহ একবার যাইয়া দেখিয়া আসিতাম।

কাছেই একদিন দেখিলাম,—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হাসপাতাল, সেখানে নাদু মহারাজ অধিকারী, তিনি সকালের দিকে কাজেই থাকেন। তা ছাড়া উনি ভিন্ন ধাতুর মানুষ,—প্রবৃত্তি হয় না যাইতে। তবে কোন কোন দিন মেলামেশার সুযোগ হয়তো হইয়া যায়, তখন তিনিই বক্তা, আমি শ্রোতা মাত্র। এই ভাবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ বাহিরে কাটাইয়া আপন স্থানে আসিয়া, মনন লইয়াই—আপন মনের সঙ্গেই থাকি।

কেশবানন্দ বলিয়াছেন সাধনাবস্থায় সারাদিন উপবাস ঠিক নহে, মধ্যাহ্নে কিছু খাওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যা কিছু জোটে, দুই একটা ফল অথবা দু চার গ্রাস প্রসাদি-অন্ন, এইভাবের কিছু,—তারপর এক পা এক পা করিয়া স্থির হইয়া বাগানেই বেড়ানো জপের তালে তালে।

আশ্রমে তখন তিনটি সাধু ছিলেন, সময় সময় তাঁহাদের সঙ্গেও কাটে। পরে, বৈকালে আবার যমুনাতীরে সাধুসন্ত—বিশেষতঃ অন্যান্য বাবাজীর কাছে কিছুক্ষণ কাটাইয়া সন্ধ্যার পর আবার আসনে,—রাত্র নয়টা পর্য্যন্ত। তারপর আহার এবং শয়ন।

ওখানে একটি অরগ্যান আছে, সন্ধ্যার পর কখনও কখনও গান হয়। আমার ভজনের পালা,—ওখানে যে তিনজন থাকেন, তাহার মধ্যে কালিকানন্দজী বৈদান্তিক এবং সন্ন্যাসী। বিদ্যানন্দজী,—জ্ঞানানন্দের শিষ্য, ইনি ক্যালক্যাটা ম্যান। লেখাপড়া জানেন, জ্ঞানমার্গের মানুষ, ভক্তি ও ভক্ত দেখিতে নারাজ, কাজেই ওখানে আমার স্থান নাই। উনি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, তখনকার রাসবিহারী বসুর দলের রেভলুশনারী সন্ন্যাসী। আর একজন উড়িষ্যার ফেরৎ ডাক্তারবাবু আছেন। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, রেল কোম্পানীতে কাজ করিয়া রিটায়ারের সময় পাইয়াছিলেন,—উহা শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া এই বৃন্দাবনেই দেহত্যাগ করিবেন এই আশায় দিন কাটাইতেছেন। আর নিত্যানন্দ তো আছেই এখানকার সকল কিছু ভার তারই উপর। দুর্গানন্দ প্রথমে এইখানেই ছিল,—এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

দিনুবাবুর কথাটি বলিতে বাকী আছে—সেটি বলিলেই এই রাধাবাগ ব্রহ্মচারী আশ্রমের সবার কথাই বলা হয়। এই দিনুবাবু রসিকলোকটি বীরভূমের প্রধান শহর সিউড়ির অধিবাসী, এখন শ্রীবৃন্দাবনবাসী। তিনি সহরে গোপীনাথ বাগে এক জায়গায় থাকেন। এখানে সস্ত্রীক বাস করিতেছেন, নিঃসন্তান। তাঁর একটিমাত্র সখ, তাহা ফুল এবং বাগানের। কেশবানন্দের এই বাগানের বড় গাছ কয়টি ছাড়া বাকী যা কিছু ফুলের গাছ জমিতে এবং প্রায় একশত ছোট বড় টবে লাগানো, সবই এই দিনুবাবুর কীর্ত্তি। স্বামীজীর কোন খরচ নাই, সব খরচই দিনুবাবুর। সাটনের অথবা গ্লোব নারসারীর যত রকমের দেশী গন্ধ-পুষ্পের গাছ এই আশ্রমের মধ্যে লাগানো হইয়াছে আর ক্রসেন্থিমাম ভ্যারাইটিস,—ইহার জন্য গৌরব যা কিছু সবই দিনুবাবুর। সকালবেলায় আসিয়া জামা খুলিয়া খুন্তি খোন্তা লইয়া কাজে লাগেন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত।

এইবার সাধনের মর্ম্মে প্রবেশের কথা। গোড়ার কথাই হইল যম অর্থাৎ সংযম। প্রথম হইতেই দুটি বিষয়ে সংযমের উপর সিদ্ধি নির্ভর করে, প্রথমেই বাক্, তারপর ইন্দ্রিয়। সেটা আমার সুকৃতির ফলে,—অবধূত সেই একদিন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেদিন আমায় আসন করিয়া বসিয়া যাইবার কথা বলেন, সেদিন বলিয়াছিলেন, তোমার অর্দ্ধেক পথ তো চলাই আছে, এগিয়ে আছো তুমি।—কি সে? জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন, বাক্ তোমার সংযতই আছে এটা কম কথা নয়। বলিলাম, ও তো সবাই পারে আসল ভয় আমার আর একদিকে।

তিনি বলিলেন,—ইন্দ্রিয়ের কথা বোলচো তো?

তাহাই তো বলিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, আগে যাও সেখানে, আরম্ভ করো কাজ, তারপর দেখো হয়ে যাবে, যাবে, যাবে,—এই আমি বলচি। কাজেই এই শুভ আশীর্ব্বাদটিই সহায়। কিন্তু একথাও সত্য,—শেষে ঐ আশীর্ব্বাদ সত্য হইলেও, ইহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিও দেখিতে হইয়াছিল, ওলট-পালট খাইতে হইয়াছিল, তবে শেষে সফল হইয়াছিল।

অবধূত বিশেষ করিয়া জগদীশ বাবার কথা, তাঁহার সঙ্গে মিলিবার কথা, কোন সঙ্কটে তাঁহার শরণাগত হইতেই বলিয়াছেন। তিনিই তোমার সকল কিছু জটিলতার মীমাংসা করিয়া দিবেন। এখন একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে;—আজ কাল করিয়া কতদিন হইয়া গেল প্রায় দুই সপ্তাহ হইয়া গেল যাওয়া হয় নাই, আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম,—যাইবই। সকালের কাজ,—আসন হইতে নামিয়াই বাহির হইলাম জগদীশ বাবার উদ্দেশ্যে।

তাঁহার আশ্রমটি জানাই ছিল—সোজা গিয়া উঠিলাম। তিনি বসিয়া একখানি গ্রন্থ দেখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়া খানিক বিস্ময়াবিষ্টের মতই চাহিয়া রহিলেন মুখের পানে।

জগদীশ বাবার অতীব তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি,—তিনি, আমার সকল কথা শুনিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কেশবানন্দের ওখানে উঠলে কেন? বলিলাম,—গোড়া থেকেই জানাশোনা ছিল, আর কোথাও তো কাকেও চিনিনা,—কি কোরবো, বলুন?

—কেন তুমি এখানে এলেনা?

আপনার সঙ্গে তো জানাশুনা ছিলনা—

—অবধূতের সঙ্গে তো ছিল, তার নাম নিয়েই তো এখানে এলে পারতে।

তারপর আমার প্রতি কেশবানন্দের স্নেহ এবং যত্ন,—স্থানের ব্যবস্থার বিশেষ কথা শুনিয়া বলিলেন, বুঝেছি তোমায় প্রারব্ধে টেনেচে—যাই হোক, যদি কিছু অসুবিধায় পড় এখানে এসো। তাছাড়া তোমরা সব শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী কিনা তাই আকরে টেনেচে। বেশ বেশ।

আসলে তিনি আমার মধ্যেই শক্তিমন্ত্রের আভাষ পাইয়া আমায় শাক্ত স্থির করিয়াই একটু রহস্য করিলেন, শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী বলিয়া।

সেদিন আর বিশেষ কিছু কথা হইল না; কারণ একজন বৈষ্ণব, বোধ হয় তাঁহার গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে লইয়া পড়িলেন; গতিক দেখিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন বাক্‌ সংযমের একটু বিশেষ কথা আছে। যখন যে কাজেই নামা যায় তখন কাজ ছাড়া কথার প্রয়োজনই থাকে না, সেদিকে নিবিষ্টচিত্ত হইলেই কথার প্রয়োজন আপনিই কমিয়া যায়। নিজ কর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গে কথা, বাজে কথা,—উহার প্রতি রুচি থাকিবার কথাই নয়। তার পর,—যদি সৎসঙ্গ একান্তই না পাওয়া যায়, সৎগ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎসঙ্গ।

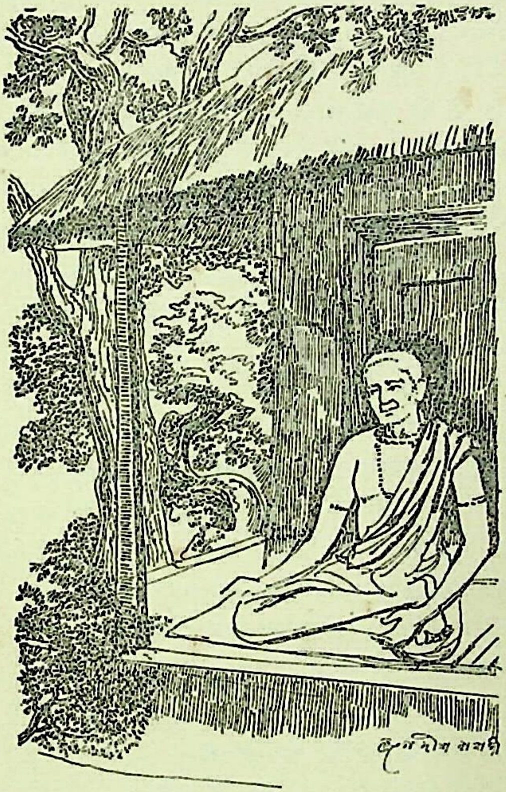

আসল কথাটি এই যে, নিরন্তর চিন্তা-প্রবাহ চলিতেছে; মনের সঙ্গে কথার বিরাম আছে? সে কথা গুরু-শিষ্য ভাবে আছে, বন্ধুবান্ধবের ভাবে আছে, কিভাবে যে নাই তাহা জানিনা। এ সংসার সমাজে যত রকমের যত সম্বন্ধ আছে সব ভাবের কথাই মনের সঙ্গে চলিতে পারে এবং চলিতেছে,—তবে আর কার সঙ্গে কথা কহিতে যাইতে হইবে? এই কারণেই তখন বাক্‌ সংযমের বিষয় আমার কঠিন মনে হয় নাই, বরং তখনকার মনোগতিই এমন হইয়া গিয়াছিল লোক দেখিলে সরিয়া পড়িতাম, কারো সঙ্গে কথার প্রবৃত্তিই হইত না। একজনের মুখের পানে চাহিয়াই বুঝিতে পারিতাম যে ইঁহার প্রকৃত ভাবের সঙ্গে আমার মিলনের সম্ভাবনা আছে কিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন ইহার পরেই কঠিন কাজ হইল, মনে যা তা ভাব বা কথা, উঠিতে না দেওয়া। আমার মনে এমন কোনও ভাব বা কথা উঠিতে না দেওয়া যাহাতে আমার কোন ক্ষতি হয়। কেন আমার মধ্যে আবর্জ্জনা রূপ যা তা বিষয় উঠিবে ? এমনই তখনকার মনোবৃত্তি হইয়া গেল কোন নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় মনে উঠিয়া আমায় বিপথে খানিক ভাবাইয়া না দেয়। ভাবনার ফলেই তো কর্ম্মে প্রবৃত্তি—ভাল মন্দ, ভোগমূলক বা ত্যাগমূলক যে কোন ভাবনাই আমার মুক্তি বা বন্ধনের কারণ হইতে পারে। এদিকে সতর্ক থাকার প্রয়োজন।

প্রবৃত্তির উপরেই ইহার অর্থাৎ ঐ ভাবনার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রবৃত্তি ধরিয়াই তোমার মধ্যে যাহা কিছু ভাবনা বা চিন্তার উদয়, এই মূল কথাটি মনে রাখিলে ভালই হয়। সময় সময় ইহাও দেখিয়াছি যে সব প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে আমি এখন মুক্তি পাইতে বদ্ধপরিকর, আসনে বসিয়া কখনও মনের অগোচরে সেই প্রবৃত্তিগত ভাবনা ঠিক আসিয়া আমায় ভাবাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল হইতে নিজেকে মুক্ত করাই সাধনা। না হইলে আমার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য কোন সাধনারই প্রয়োজন নাই, উহার তুল্য সহজ আমার পক্ষে আর কি আছে।

প্রাণে আমার আনন্দই ছিল। প্রথম কয়দিন পর এমনই নিয়মিত আসনে বসা এবং অন্যান্য বিষয়ে তৎপরতা ছিল যে দেশ কালের হুঁশ থাকিত না। তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক, পাছে কোন বাধা বা ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এই আশঙ্কায় আশ্রমের কাহারও সঙ্গে দেখা করিতাম না। মনে প্রাণে, শরীরে পর্য্যন্ত আনন্দের পুলক যখন তখন যেখানে সেখানে উপস্থিত হইত। এই যে বিশিষ্ট অবস্থা, ইহার যে একটা অপর দিক আছে—আমারই এই অহম্ যে তাহার সঙ্গে আমায় প্রবল-ভাবে আছড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিল ভাবিতেই পারি নাই। দুইবার, দুই বিভিন্ন সূত্রে ইহা লইয়া যে প্রবল আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহার পর অহমের প্রকৃতি বুঝিয়াই যথার্থ সংযমে দাঁড়াইতে শিখিয়াছিলাম, তাহাই এখন বলি। প্রাণায়ামের ব্যাপারেই ইহা প্রথম ঘটিয়াছিল।

সন্ধ্যায় এবং প্রাতে প্রত্যহ যেমন আসনে বসি যখন, প্রথমে মনে শূন্য ধ্যান অর্থাৎ ভিতরে আকাশবৎ শূন্য,—কোন তরঙ্গ উঠে না,—কোন চিন্তার স্ফোট উঠিতে পায় না এই অভ্যাস অনেক আগেই হইয়াছিল। তাহার পর যখন শরীরও স্থির মনও স্থির,—তখন ধীরে ধীরে প্রাণায়াম আরম্ভ হয়। জপের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া—পূরক কুম্ভক ও রেচক। ক্রমে ক্রমে এই প্রাণায়ামই সমাধি লাভের প্রকৃষ্ট উপায় এই ধারণায় প্রাণায়ামের কুম্ভকের উপরে জোর দিয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাতে এমনই অবস্থা হইতে লাগিল যেন বায়ুর মত হালকা, পাখীর পালক যেমন হাওয়ায় ভাসে শরীরের অবস্থা সেইরূপ হইতে লাগিল; মনে আনন্দ প্রচুর, হয়তো এই ভাবেই আমার যোগসিদ্ধি হইবে। এইরূপ বিশ্বাস হইতে হইতে একদিন ঐ অহংএর দঁকে পড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলাম, দুর্ব্বুদ্ধি বলিয়া তো তখন বুঝিতে পারি নাই,—আঘাত পাইয়া পরে বুঝিয়াছিলাম।

সেদিন মনে হইল কালের মাত্রা বাড়াইলে ক্ষতি কি, কালের মাত্রা বাড়াইবার নিয়মও তো আছে। কি পরিমাণ বাড়াইতে হইবে সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সেদিন শেষ দিকে যখন শরীর বায়ুর মত হালকা হইয়াছে, বেশ বুঝিতে পারি কাল পূর্ণ হইয়াছে; অন্য দিন এইবার মন্ত্র ছাড়িয়া ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দি, তারপর ধীরে ধীরে শরীরের সহজ অবস্থা আসে, সেদিন ক্রিয়া বন্ধ না করিয়া আরও চালাইলাম এবং কি পরিণাম হয় লক্ষ্য করিতেই রহিলাম। তখনও আমার অহং অর্থাৎ আমি এই বোধটি জপের মন্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত ছিল, ক্রমে অনুভব করিতে লাগিলাম শরীর বোধ নাই কিছুমাত্র,—শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নাই মন্ত্র নাই আপনাপনি সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে কেবলমাত্র আমি, জ্ঞানটুকুই রহিয়াছে। চারিদিক অন্ধকার, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আমি। তাহাও ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইতে একেবারে শরীরের কুম্ভক অবস্থার সমস্ত বায়ু যাহা আটকাইয়া ছিল এক নিঃশ্বাসে সবটাই বাহির হইয়া গেল, বোধ হয় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আসন হইতে ছিটকাইয়া এক পাশে দেয়ালের কোলেই পড়িয়া গেলাম। কি ভয়ানক দুর্ব্বলতা, সঙ্গে সঙ্গে মনের অবসাদ, সব মিলিয়া এক নিরানন্দ অবস্থায় আমার জ্ঞান হইল। গুহাও অন্ধকার ছিল,—ধীরে ধীরে উঠিয়া আসনখানি টানিয়া উপরে চলিলাম। মনে হইল এই সময়ে শীতল জল পান করিলেই শরীরের স্বাভাবিক বল আসিবে। সে রাত্রে ধ্যানের কথায় আর কাজই নাই, সর্ব্বক্ষণ যে জপ চলে তাহাতেও মন ছিল না।

সে যে কি ভয়ানক অবস্থা বলিবার নয়—আমার যেন সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। অন্তরে অনুশোচনার সীমা রহিল না! এটি বৃন্দাবনে আসন করিয়া বসিবার প্রায় একমাস পরের কথা। অবধূতকে স্মরণ হইল,—তিনি বলিয়াছিলেন সঙ্কটে পড়লে জগদীশ বাবার কাছে যেও সব ঠিক করে দেবেন।

ভোরেই উঠিলাম উঠিয়া বাহিরের কাজ সারিয়া প্রভাতের অপেক্ষায় রহিলাম। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই যমুনা তীরে,—সেই ত্রিকোণ আসনের কাছেই বসিয়া অনেকক্ষণ কাটাইলাম তারপর জগদীশ বাবার উদ্দেশ্যে চলিলাম।

এখন তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন,—যেখানে তোমার মত সাবধানী একজন পড়বার কথা নয় সেইখানেই আছাড় খেলে;—তোমার ও-রাস্তায় অর্থাৎ প্রাণায়াম ধরে সমাধি পেতে হবে কেন? ও-সব হঠযোগিদের কাণ্ড,—সমাধির সহজ পন্থা তো ধ্যানের রাস্তায়, তুমি জ্ঞান ভক্তির সদর রাস্তা থেকে এমন বিপথে এসে পড়লে কি করে?

জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রাণায়ামকে বিপথ বলচেন? আমার অবশ্য খুবই অন্যায় রকমের একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রাণায়ামতো শিবেরই দান?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইতো মুস্কিল করেচ,—শিব তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবাইয়ের জন্যই ব্যবস্থা করে গিয়েছেন,—তার অধিকারী ভেদ নেই? অজ্ঞান, তমোগুণী, বিচার ও বিদ্যাহীন যারা এদের জন্যই শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম প্রাণায়ামাদি, তারপর চৌরাশী আসন ঐ সব নিয়ে তাদের চিত্তস্থির হতে পারবে। কিন্তু আত্মচৈতন্যের বিকাশ না হলে সে সমাধিতে লাভ কি, সেতো জড় সমাধির সামিল। তোমার গুরুবল যে সেটা না হয়ে আসন থেকে ছিট্‌কে পড়ে অজ্ঞান হয়েই ছিলে, না হলে ঐ আসনে বসেই জড় হয়ে থাকতে হোতো।

শেষে বুঝাইয়া দিলেন ধ্যানে ডুবে যাবার আগে আসনে বসে শরীর মন স্থির করতে একটুখানি বায়ুশুদ্ধি করে নিতে হয়, তারপর জপে, ক্রমে সহজভাবেই ধ্যানাবস্থায় এসে যাবে। প্রাণায়ামের উপর জোর দেবার কোন প্রয়োজন তো নেইই বরং অনর্থক,—তা এখন হয়তো বুঝলে। এখন সাতদিন আর আসনে বোসোনা। তারপর সহজ ভাবেই আরম্ভ করবে প্রাণায়াম একেবারেই বাদ। ওর কাজ হয়ে গেছে। তোমাদের ওসব নয়।

এখন সর্ব্বান্তঃকরণেই বুঝিলাম, প্রাণায়ামই একমাত্র করণীয় নয়,—তারপর আত্মজ্ঞান লাভ বা ঈশ্বর লাভের পথে মোটেই একমাত্র প্রয়োজনীয় কর্ম্মও নয়। অন্তঃশুদ্ধির জন্য সবার বড় করণীয় মনেতে জটিলতার আবিল জমিতে না পারে,—সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা, ভক্তি এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে ইষ্টের পানে চলা, চিন্তায়, ব্যবহারে কখনও অহমিকা মাথা তুলিতে না পারে তাহার দিকেই তীব্র দৃষ্টি রাখা।

জগদীশ বাবা, শেষে একটু বেশ শাসনের ভাবেই আমায় আমার যথার্থ গলদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলেন। ওঁদের মুখে তো স্পষ্ট কথা আটকায় না। অবশ্য সেথায় আর কেহ ছিলনা তাই যেন আপন গলদের কথা সহজেই লইতে পারিয়াছিলাম। বলিলেন,—তোমার ঐ বিপথে যাবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিলনা। কেবল একটি মাত্র কারণ,—সেটি তোমার জ্ঞান বুদ্ধির প্রবল অহংকার, গোড়া থেকেই তুমি খুবই ভাল জানতে ঐ ভাবে সমাধি লাভের মূল্য কি?—ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তুমি কতো কিছুই জেনেছ তারপর অবধূতের সঙ্গে ছ'ছটি মাস নিরবচ্ছিন্ন কাটিয়েচ, তার পরেও তুমি এই কাণ্ড করলে। সাবধান, এই তোমার প্রথম স্খলন, যেন অহংকারের বিকৃতির দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়বার দেখতে না হয়। এটাতো বুঝেচ আত্মাভিমানীদের কোথায় মাথা ঠোকে? আমাদের বৈষ্ণবদের ও-ভাবের স্খলনের পথ বন্ধ; প্রভু ও দাস সম্বন্ধে ঐ অহংএর মাথা তুলিবার জো নেই। পরমহংসদেব পর্য্যন্ত যখন, তুমি প্রভু আমি দাস,—বারবার, দিনে একশোবার, সবাইকে একথা শুনিয়েচেন তখন অন্য পরের কা কথা।

যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তের পর এবার নিত্য কর্ম্ম চলিতে লাগিল। এখন একটা ভয় আসিয়াছে,—কি জানি কি ভাবে আবার নিজ সাধন নষ্ট করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গযোগ আমার অন্তরে অন্তরে নিরন্তর চলিত। কিন্তু আশ্চর্য্য কাণ্ড এই যে ঐ প্রাণায়ামের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কালে কি অদ্ভুত ভাবেই তাঁহাকে ভুলিয়া ছিলাম। এখন, যেন হাসিতে হাসিতে আমার মধ্যে উদয় হইলেন। যে ঠিক ঠিক ইষ্ট মন্দিরের পথে যাত্রা করে,—যদি সে দক্ষিণে যেতে ভুল পথেই উত্তরে যায়, কেউ তাকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেবে, বলবে, ঐ দক্ষিণদিকেই যাও। তার ইষ্ট লাভ হবেই।

আবার আমার মন প্রফুল্ল হইল,—আবার যথা নিয়মে আরম্ভ করিলাম রাত্রে নিত্যানন্দের আড্ডায় প্রাণ খুলিয়া, মা মা করিলাম,—মুক্ত করো মা মুক্ত-কেশী,—তারপর—যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে; এই সব গান, প্রাণ নিংড়াইয়া বাহির হইল।

আট

এই সময়ে পার্থ সারথি আয়েঙ্গার নামে দক্ষিণ দেশীয় সাধু একজন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সামান্য হিন্দী এবং পূর্ণরূপেই ইংরাজীতে পণ্ডিত, তাঁর সঙ্গে কথা সব ইংরাজীতেই। ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন না। অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতি। গাঁজা খাইতেন। মাথার মধ্যস্থলে টাক বাকী চুল ছোট ছোট। অত্যন্ত দ্রুত কথা বলেন; এত দ্রুত বলেন, সব কথা ধরা যায় না। কেশবানন্দের উপর চটাভাব কিন্তু আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন।

জগদীশ বাবার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা। জগদীশবাবার ওখানে গেলেই তাঁহাকে খাওয়াইয়া দু আনা চার আনা পয়সা, গাঁজার জন্য দিয়া বিদায় করিতেন। কেশবানন্দের এখানে আসিলে স্বামী একটু বিপন্ন বোধ করিতেন। ভাগ্যক্রমে আমি যখন ওখানে বেশ আনন্দেই থাকি ঐ সময়ে পার্থ সারথির সঙ্গে আমার আলাপ এবং পরিচয় ঘটিয়াছিল। এক অদ্ভুত শক্তিশালী মানুষটি,—এই বিশ্ব-জগৎ দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর আলাদা। একটু যেন দম্ভ আছে মানুষটির,—সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধা যতটা তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর হইয়াছিল।

মুখ বুজিয়াই এখানে আমার সাধুসঙ্গ ঘটিত। একমাত্র জগদীশ বাবা ব্যতীত কাহারও কাছে মুখ খুলিতাম না, প্রবৃত্তিই হইত না আবার অন্তরস্থ ক্রিয়াকর্ম্ম ফলে কোন বিশেষতত্ত্বের স্ফুরণ,—কাহারও কাছে বলিবার প্রেরণাও পাইতাম না। এখন এ অবস্থার কথা সাধারণ মানুষের বুঝিবার বিষয় নয়,—কোন অপর সাধুর কাছেও বলিতে প্রাণ চায় না। ঐ প্রবৃত্তির অভাব,—কিন্তু, জগদীশ বাবার কাছে, যেন তিনি, তাঁহার ব্যক্তিগত আকর্ষণে আমার সব কিছুই টানিয়া বাহির করিয়াই লন। যেন তাঁহার নিকট না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াও মনে শান্তি পাইতাম না, আর ব্যক্ত করিবার পর যেন ঐ তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা ও আনন্দ, পূর্ণরূপেই অনুভূত হইত। তিনি আমার সহায় ছিলেন বলিয়াই তাঁহার এতটা প্রভাব আমার উপর।

একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, এই বৃন্দাবনে যখন্ রূপ সনাতন গোস্বামীরা ছিলেন, তাঁরা কি ভাবে, কি নিয়ে জীবনের দিনগুলি কাটাতেন, জানো ?

আমার পক্ষে তা কি জানা সম্ভব ? তা ছাড়া শ্রীচৈতন্য ব্যতীত অন্য কারো জীবন কথা জানবার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। শুনিয়া তিনি আবার বলিলেন,—

এই যে তুমি এতদিন, আজ প্রায় দুমাস হোলো বৃন্দাবন আশ্রয় করে আছ,—কিছু কি এমন দেখেছ যাতে তোমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বা ঈশ্বর বা রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা গভীর তত্ত্ব বা ভাব প্রত্যক্ষভাবে তোমার মধ্যে ধরা দিয়েছে,—অথবা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে ; নিঃসংশয় করেছে। এমন কিছুই দেখোনি বা পাওনি কি ?

আমার তো ও-পথ নয়, আমার মন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের সাধন নিয়ে, সেই উদ্দেশ্যের পানেই চলেচে। তবে হয়তো শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তার উপর আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু যথার্থ কাম্য বোলে তো প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠেনি জীবনে। তাই-ই হয়তো, আপনারা যথার্থ ভক্ত যাঁরা, তাঁরা যা দেখেছেন বা পেয়েচেন তার কিছুই পাবার বা দেখবার যোগাযোগ আমার ঘটেনি।

দুর বোকা, শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তায় বিশ্বাস আছে বোলচো, আর এই বৃন্দাবনের মাটিতে বসেই সেটা বিশ্বাস বোলেই স্বীকার করচো অথচ নিদর্শন কিছুই পাওনি এ কেমন করে হবে ! কত কত অবিশ্বাসী, মূঢ়চিত্ত যাদের একেবারেই ঈশ্বর বা ভগবান নাম উচ্চারণ করতে বাধে, এমন সব মানুষ এই মাটিতে এসে একেবারেই বদলে গেল আর তুমি বলো কিনা এখানে এসে পর্য্যন্ত দুমাসের মধ্যে কিছুই দেখোনি কিছুই পাওনি ?

আমায় ভাবাইয়া তুলিল তাঁর এই কথাটায়। স্মরণ করিয়া দেখিলাম, স্মরণ উপলক্ষে মস্তিষ্ক তোলপাড় করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু কৈ কিছু দেখিয়াছি বা পাইয়াছি মনেই হয় না। তবে কি আমার শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত্তায় সত্য সত্যই বিশ্বাস নাই ? চুপচাপ, এই সব কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছি,—জগদীশ বাবা, আমার দাড়িটি ধরিয়া, আদর করিবার মত ভঙ্গিতে বলিতেছেন,—আচ্ছা, যেদিন প্রথম আসো সে রাত্রের কথা একবার ভেবে দেখোতো, বাবা !

সর্ব্বনাশ ;—একথা তো জগদীশ বাবা কিম্বা কাহাকেও বলি নাই,—আমার আয়ুঃশেষ জানিয়া বৃন্দাবনে যমুনার কোলে দেহত্যাগ করিব বলিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছিলাম এবং যমুনাতীরে আসন করিয়া সারারাত কাটাইয়াছিলাম একথা তো কাহাকেও বলি নাই। তারপর আসনে বসিয়া যাহা দেখিয়াছি, নিদ্রায় স্বপ্ন দেখার মতই তাই সে সব কথা ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া ছিলাম। কত এমন হয়, সুখময় স্বপ্ন-কথা ভুলিয়া যাই, মনেও থাকে না। সে রাত্রের অপরূপ দৃশ্য বা সঙ্গীত নৃত্য—যাহা কিছু স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া দেখিয়াছি শুনিয়াছি ঐভাবেই বিস্মৃত হইয়াছি। কেবল জাগিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই মনে আছে; আর কাহারো সহিত পরবর্ত্তি-জীবনধারার যে সব কর্ম্মের যোগসূত্র রহিয়াছে তা-ই খুব স্পষ্টই মনে আছে।

জগদীশ বাবা একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন উহা আমার চক্ষের ভিতর দিয়া আমার স্মৃতি উদ্বোধিত করিল। আমি মনে মনে যেন সেই রাতের যমুনা পুলিনে চলিয়া গেলাম—জাগ্রত হইয়া সেই আসনে বসিয়া চিন্তা করিতেছি; প্রথমেই সেই অবস্থার কথা,—আমি বাঁচিয়া আছি, আমার দেহত্যাগ হয় নাই তো?

আমি তাহা হইলে এখন মরিব না,—কি আনন্দ। এই ধরণীর কোল, কর্ম্ম ধর্ম্ম ও আনন্দময় এমন সুন্দর জীবন এই বয়সে ছাড়িতে হইবে না। আমার জীবনে বিধাতার প্রয়োজন আছে। এই বিশেষ ভাবটি আমাকে অনেক উচ্চ ভূমিতে উঠাইয়া দিল! তখন স্মরণে আসিল যে, গত কাল সন্ধ্যার আঁধারে, আসনে বসিয়া জপ আরম্ভ করিবার পর, কেমন একটা নেশার মত অবস্থা পর্য্যন্তই মনে আছে, তারপর?—পরে সংজ্ঞারহিত অবস্থা, সুষুপ্তির মতই বলা যায়—কারণ তাহার কথা স্মৃতির মধ্যে কোনও রেখাপাত করে নাই। কিন্তু জাগিয়া মনে হইতেছে যেন আরও কিছু চাহিয়াছিলাম যেন কিছু পাইয়াওছিলাম—অথচ খুব স্পষ্ট মনে হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে মনে আমার প্রবল চিন্তার এক তরঙ্গ আসিল,—ভাবিয়া দেখিলাম যেন একটু একটু স্মরণে আসিতেছে, যেন আমি বিশেষ কিছু দেখিয়াছিলাম বটে তো।—

আমি ঐ স্বপনের মধ্যে আসন হইতে উঠিয়া যমুনা পুলিনে দাঁড়াইয়া আছি, জ্যোৎস্নার প্লাবন আনিয়াছে, সমীরণ সঞ্চালিত যমুনার উজান স্রোত আমার বামে, খুবই কাছে, দেখিতেছি—কল কল শব্দও শুনিতেছি—প্রাণের আনন্দেই তীরে তীরে, চঞ্চল জলের উপর ঝিকিমিকি, মুগ্ধ প্রাণে দেখিতেছি,—আবার পাশেই তরুলতা সমাচ্ছন্ন তীর ভূমির উপরও লক্ষ্য করিতেছি,—সেখানে গাছের ছায়া থাকিলেও জ্যোৎস্না হাসিতেছে। ছায়া বলিতে তরুচ্ছায়া, তাহার পাশেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্না দেখিয়া কি মনে হইল;—এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীগণের কত বিলাস হইয়া গিয়াছে;—স্থান তো ঠিকই আছে কিন্তু সেই ভগবত বিলাস, যমুনা পুলিনে চন্দ্রালোকে ব্রজেশ্বরের সেই কেলী,—হঠাৎ চক্ষু আমার সম্মুখেই আকৃষ্ট হইল;—কতকটা দূরে এক তমাল গাছের নীচে—হরি হরি—নয়ন আমার সেই মূর্ত্তির পানে চাহিতে না চাহিতে জলপূর্ণ হইয়া উঠিল;—একি দেখিতেছি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্ময়াবিষ্ট চিত্ত আমার যেন কতক্ষণ বুঝিতেই দিল না যে আমি কি দেখিতেছি; —এইমাত্র যাঁহার কথা ভাবিতেছিলাম—আমার এই জীবনে এই চক্ষে, ঐ সাধন দুর্লভ, পরম গতি, গোপীজনবল্লভ, প্রেমের ধন, রূপ সনাতনাদি গোস্বামিগণ যে দেবতার টানে সাধন জীবনের প্রতিটি দিন প্রতীক্ষায় এই ঘোর অরণ্যে জীবনপাত করিয়াছিলেন,—সেই প্রাণারাম ঐ যে দাঁড়াইয়া আমার সম্মুখেই তমালের তলে স্পষ্টই নির্ভুল চক্ষে দেখিতেছি। গাছের ছায়া আছে, মহামূর্ত্তির পিছনে। ঐ যে মদনমোহন মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া, কি বিশালায়ত শরীর, স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের তুলনায়ও স্নিগ্ধতম সেই রূপ, ঠিক যেন এই জ্যোৎস্না পুঞ্জীভূত হইয়াই ঐ রূপ নির্ম্মিত। প্রাণে রস সঞ্চার হইলে কাব্য আসে কিন্তু তখন চুপ করিয়া ছিলাম—থাকিতেই বাধ্য কারণ কোন রসের অনুভূতি সম্পর্কে আবেগ প্রকাশের সময় এটা নয়। তখন সে বিষয় নয়নের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ হেতু প্রথমে স্তম্ভিত করিয়াই ছিল। এখন, তাহা প্রকাশের বেলাই ভাষা ফুটিয়াছে, তাই, উহা বলিবার বেলা পাগল হইয়াই এই সব কথা বলিতেছি। সেই পাগলকরা রূপ দেখিয়াছি—যাহা যাহা পুরাণে বর্ণিত সব কিছুই দেখিয়াছি। সেই সুবর্ণ নূপুর অলঙ্কৃত চরণ দেখিয়াছি, চরণে চরণ দিয়া দাঁড়ানো, ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে—সে চরণের সৌন্দর্য্য, আমার প্রাণেই থাকুক। পীতবর্ণ কারু-খচিত রত্নালঙ্কার কটি বেড়া, অলঙ্কৃত বস্ত্র-পরিধেয়, তাহার পাটে পাটে যে মাধুর্য্য অঙ্গের সঙ্গে মিলনের পারিপাট্য বলিবার নয়। গলায় যে বনমালা গুচ্ছগুচ্ছ পুষ্প ভারে অলঙ্কৃত, উহা কটিদেশ ছাড়াইয়া পড়িয়াছে আরও কতকটা নিম্নে তাহার পীতবর্ণের পুষ্পগুচ্ছ ঝুলিতেছে। কি বিশালায়ত বক্ষের গঠন—পীতধড়া মাত্র দুই স্কন্ধ ঢাকিয়াছে। কণ্ঠে রত্নহার বুকে কৌস্তভমণি ঝলিতেছে। বাহুতে উর্দ্ধে রত্নময় কেয়ূর, নীচে বলয়, রত্নমণ্ডিত—বাম হস্তে মুরলী। কানে রত্নকুণ্ডল ঈষৎ দোদুল্যমান—মাথায়, বামে হেলিত চূড়া বাঁধা কেশ—তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ। চির পরিচিত সৌম্য এ মূর্ত্তি, মহামহিমান্বিত, জীবন আমার কৃতার্থ করিয়াছে এই জ্যোৎস্নালোকিত বনময় পরিবেশের মধ্যে। এ পরিস্থিতির বর্ণনা নাই।

সেই মুখমণ্ডল, যাহা দেখিয়াছি—তাহার আভা, লাবণ্যের কথা বলিবার বিষয় নয়; আমার চক্ষু ঐরূপে, ঐ বদনমণ্ডলের উপর দীর্ঘকাল রাখিবার সাধ্য নাই,—সৌন্দর্য্যের পানে দীর্ঘকাল নিরীক্ষণ করিবার শক্তিও নাই। প্রেমপূর্ণ সে মুখের দিকে চাহিলে তাহাতেই দর্শনেন্দ্রিয় পূর্ণ হইয়া বাহিরে অন্ধ হইয়া গেল,—তখন ঐ মূর্ত্তি অন্তরে হৃদয়ে আসিয়া গিয়াছে,—আর আমিও বাহিরে নাই,—সর্ব্বেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি সবই যেন লোপ পাইয়া গেল, আমি কোথায়—?

দেখিয়াছি—দেখিয়াছি—ঐ রূপ—কিন্তু জাগিয়া ভুলিলাম কেন?

জগদীশ বাবা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, আমি বলিতে পারি কেন ভুলেছ?—শুনিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিতেই বলিলেন,—তুমি এমন পাগল, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচ বোলে অনায়াসেই শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা ঘটিত যত কিছু মূর্ত্তি বা বৈষ্ণব ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনা আছে তা থেকে আপন ইষ্টকে একেবারে পৃথক করেই রেখে দিয়েছিলে। পাছে প্রেমের ঠাকুর কোন প্রকারে বিপথে নিয়ে যায়—পাছে ইষ্টমন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে অন্য ভাবে ভাবিত করে, সেই জন্য বিজ্ঞের মত জাল দিয়ে যেমন মাছ ছাঁকে সেই ভাবেই ইষ্টমার্গকে ছেঁকে তুলে নিয়ে বাকী অসার বোধেই পরিত্যাগ করেছিলে, নয় কি বাবা! কিন্তু এখন বুঝে দেখো অমন করে—ইষ্টের সঙ্গে ভেদ রেখে কি সাধন চলে?

এখন হইতে স্বপ্ন আসিয়া পড়িল আলোচনার মধ্যে। জগদীশ বাবাই বলিলেন, স্বপ্নের সবটাই অমূলক চিন্তা মাত্র নয়। বিশেষতঃ এই সাধন কালের যা কিছু, কোনটাই ফেলনা নয়। অনেক কিছুর পূর্ব্বাভাষ,—স্বপ্নের আকারে আসে। বুঝে দেখ না, স্বপ্নাবস্থায় যখন তোমার অস্তিত্ব, তোমার চেতনা পূর্ণভাবে না হোক অনেকটাই থাকে তখন ওসব আত্ম-সম্পর্কে যা কিছু একেবারে মিথ্যাই বা বল কি করে? সাধন জীবনে প্রত্যেক স্বপ্নই আলোচ্য অবশ্য যেটা স্মরণে থাকে। একেবারেই স্মৃতির সঙ্গে সম্বন্ধহীন এমন যা কিছু উপেক্ষণীয়, কারণ তাতে তো হাত নাই, তার সঙ্গে সম্বন্ধও নাই।

সুষুপ্তি কালটুকুর সঙ্গে জাগ্রত অবস্থার সম্বন্ধই নাই। এই সুষুপ্তির পূর্ব্বে কিছুক্ষণ এবং পরে জাগ্রত হইবার ঠিক পূর্ব্বেই কতক্ষণ, এইটুকুই স্বপ্নাবস্থা। আবার এই স্বপ্নাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বেই অল্পক্ষণ তন্দ্রাবস্থা;—যোগিদের এই অবস্থার সঙ্গে সমাধির পূর্ব্বে তুরীয় অবস্থার তুলনা চলে। এখানে এখন সেইসব কথায় কোন প্রয়োজন নাই। এখন জাগরণের পূর্ব্বেই যে স্বপ্নাবস্থা,—তাহার কথা,—দর্শকের জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনার পূর্ব্বাভাষ বলিয়াই অনেকের মনে থাকে,—অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে রেখাপাত করে। এই সকল স্বপ্নের মূল অনুসন্ধান করিলে অনেক কিছুই জানা যায়।

এই ভাবে স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনার ফলে বুঝিতে পারিতেছি,—আমার এখনকার প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্য এবং কর্ম্ম লইয়া যে জীবন,—যে অবস্থা পাইতে প্রাণে অহরহ প্রবল আবেগ অনুভব এবং যে আক্ষেপ সহ্য করিতেছি স্বপ্নে তাহাই ফুটিতেছে। আবার প্রবৃত্তিগত সৎ-কর্ম্মগুলির ছবি, কখনও উৎসাহবর্দ্ধক, সার্থকতার ছবি আর নিম্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়জাত কর্ম্মসমূহ নৈরাশ্য বা বিষাদ লইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে। এখন ইন্দ্রিয় বৃত্তির বেগ ছিল প্রখর,—কেবল সংযমের ভিত্তি অনেকটাই দৃঢ় ছিল বলিয়াই সব সময় মাথা তুলিতে পারিত না,—কিন্তু যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে আক্রমণে তাহার কাজ ঠিকই করিত,—প্রাণেও আঘাত করিতে ছাড়িত না। অপর দিকে এই সকল ঘা আবার সংযমে এবং ঐ প্রবৃত্তির প্রভাব-মুক্ত করিতে সহায় হইয়া যাইত।

আরও একটি চমৎকার ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল। আত্ম সংশোধনে নামিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম রূপের মোহ আমার কতটা প্রবল। একে শিল্পি-মন, স্বভাবতই সৌন্দর্য্যের উপরে একটা টান আছেই;—আবার যৌবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাহাত্ম্যও তাহার পিছনে বড় কম কাজ করে না। পথে ঘাটে, দৃশ্যের মধ্যে নারীরূপের পানে লক্ষ্য না করিলেও, মায়ার আকর্ষণটা কাটানো সহজ নয়।

এই সময়েই একদিন দ্বিপ্রহরে, যমুনাতীরে, এক মহৎ সেবা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে, প্রায়প্রৌঢ় অথবা যৌবনের প্রভাব কমিয়াছে এমনই এক সন্ন্যাসীর সঙ্গ ;—তাঁহার কাছে আমি বড় একটা যাইতাম না। সেদিন কি যোগাযোগ, দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যমুনাতীরে একটু বসিতে গেলাম। তখন ঐ প্রতিষ্ঠানে,—চিকিৎসালয়ের কাজ শেষে সন্ন্যাসী মহারাজ স্নান করিবেন, চৌকিতে বসিয়া তেল মাখিতেছেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ তাঁর,—আমি গিয়া দাঁড়াইয়াছি, আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহার তৈল মর্দ্দন চলিতেছিল।

দৈবের বিচিত্র খেলা, হঠাৎ একটি লাবণ্যবতী যুবতী, ধীরে ধীরে তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়াই একেবারে আমাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত। সে আমায় দেখে নাই। এখন মহারাজ তাহাকে দেখিয়া,—আরে; বলিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন ; সেও কেমন অপ্রতিভ ভাবে একবার তাঁহার দিকে আবার আমার দিকে চাহিতে লাগিল। আমি অন্তরের নির্দ্দেশে তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া আর কোথাও না যাইয়া একেবারে আপন আসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এ কি ব্যাপার ! বুকটা তখনও ধক ধক করিতেছিল। কি সর্ব্বনাশ, যাঁহার পবিত্র নাম লইয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম চলিতেছে—সংযমের দেবতা যাহার মূলে ঐ পবিত্র ভারত-বিশ্রুত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ কি কাণ্ড। আশ্রমের সন্ন্যাসীর যদি এই হয় তো আমার কি হইবে ? কেমন করিয়া এই অবিদ্যা মায়ার হাত হইতে বাঁচিব ? আশ্রমের ঐ দৃশ্যই যেন আমার মধ্যে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করিল। আমারও তো ঐ সম্ভাবনা বর্ত্তমান,—কখন, কবে কোথায়, কিভাবে আসিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পথের ভিখারী করিবে তার ঠিক কি ? এখন ঐ পাপ হইতেই সাবধান তো হইতেই হয়, তাহা না হইলে সর্ব্বনাশ। সবার আগেই ইহার জড় মারিতেই হইবে না হইলে আর এ পথে অগ্রসর হওয়াই যাইবে না,—সকল শ্রম পণ্ড করিয়া নরকে ডুবাইবে। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়াছেন যে আত্ম সাক্ষাৎকার না হইলে কাম রিপু একেবারে যায় না। তবে নারীতে মাতৃবুদ্ধি.—কারণ মা ব্যতীত কে সন্তানকে মোহমুক্ত করিবে,—এই কাতর প্রার্থনা এবং শুদ্ধ জ্ঞান আনিতে পারিলে অনেকটাই সহজে উত্তীর্ণ হইব।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র জগজ্জননীর শরণাগতি। নারীতে মাতৃভাব আরোপ করিয়া, সর্ব্ব অবস্থায় অভ্যাসের কাজ। যখনই কোন নারীমূর্ত্তির উপর চক্ষু পড়িবে,—মায়ের রূপ বলিয়া দেখিতে পারিলেই উদ্ধারের উপায় হইবে। সিদ্ধির পূর্ব্বে আর অন্য পথ নাই। এখন হইতে আমার অন্তরে ঐ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। গুরু কৃপায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া, আমায় ইহা করিতেই হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আন্তরিকভাবে এই প্রবল উদ্যম লইয়া চলিতে পারিলে নিশ্চিত ঐ সংকল্পে সিদ্ধ হওয়া যায় তাহার প্রমাণই এখনই পাইলাম। তখনই একটি আত্মপ্রসাদ আসিয়া আমার অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া এমন কি মন হইতে শরীর পর্য্যন্ত সংযত করিয়া দিল।

এই ইন্দ্রিয় সংযমের বিষয়ে, যাঁহারা চিরকুমার তাঁহাদের অবস্থা অনুকূলই হইয়া থাকে, তাঁহাদের গুরু-শক্তির সহায়তা প্রবল থাকে তাহাতেই ইন্দ্রিয়ের উপর তাঁহাদের সৎ-প্রভাব অনেক বেশী। আসলে সংকল্পের দৃঢ়তার উপর দেখিয়াছি সবটাই নির্ভর করে। ঐ দৃঢ়তা সৎ উদ্দেশ্যেই চালিত বলিয়া ঈশ্বর বা গুরু কৃপা টানিয়া আনে। অনেকেই গুরু-তত্ত্বটি জানেন না বলিয়া তাঁহাদের গুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাসও আসিতে পারে না।

ইহার পরে গুরুতত্ত্ব লাভের কথা আছে। এখন এই ইন্দ্রিয়বোধের কবল হইতে উদ্ধারের কথাই বলিব যাহার জন্য আমার ইষ্টলাভের পথ রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, আর কেমন করিয়াই বা এই সর্ব্বনাশকর প্রলোভনের প্রভাব এড়ানো যায়। সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের পক্ষেই ইহা কঠিন যাহারা নারীকে পূর্ব্বাবস্থায় সম্ভোগের দৃষ্টিতে দেখিতেই অভ্যস্ত। জগদীশ বাবা বলেন, চমৎকার কথা,—তিনি বেশ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে জগতের যত জাতি আছে হিন্দুরাই সবার উপর সাত্ত্বিক; আর আকুমার ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য পালন, একমাত্র যারা হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাই পারে। একমাত্র হিন্দুজাতিরই মাতৃ সংস্কার প্রবল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান দেশবাসিগণের পক্ষেও কোন কোন বিশেষ অবস্থায় সম্ভব ;—কিন্তু মুসলমান জাতির মধ্যে বীর্য্য ধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য পালন কোন বয়সেই সম্ভব নয় এমন কি বৃদ্ধদের পক্ষেও অসম্ভব।

অবশ্য তাহার এই মন্তব্যের প্রতিবাদেই তখনই আমি বলিয়াছিলাম, নানক, কবীর, কামাল, জামাল, ইঁহারা তো সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন।

তিনি বলিলেন, তাতো ছিলেন সে সম্বন্ধে কে সংশয় প্রকাশ করিতেছে, তবে তাঁদের নারীসঙ্গ ব্যতীত জীবন চলিত না, তাঁহাদের স্ত্রী ব্যতীত চলিত না; সন্তান-সন্ততি ছিল; ইন্দ্রিয় ভোগ এবং নারীকে সম্ভোগের উপাদান ব্যতীত অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের সমাজ-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা—জগতের অন্য কোন জাতির সঙ্গে তাহার মিল নাই।

সেদিন জগদীশ বাবার কাছে ইহাই শুনিয়া আসিলাম, নারী জাতিকে মাতৃবৎ দর্শন এক দিকে, অপর দিকে যদি সিদ্ধাবস্থায় আগেই আসিতে পারি তাহা হইলে স্বরূপ দর্শনের ফলে ওসব তো আপনিই হইয়া যাইবে। এই দুই দ্বন্দ্বের মাঝে একটা অবসাদ আনিয়া দিল। আমার আত্মবিশ্বাস হইল ক্ষীণ; মনে হইল আমি কি পারিব? ঠাকুর নিজেই যখন এতটা কঠিন করিয়াছিলেন,—সে সব কি আমরা পারিব? আমার দেবতা কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সহায় হইবেন ? একটা অভিমান মনে হইল, আমার কি ত্যাগ, কতটুকু ত্যাগই বা আছে—তিনি কৃপা করিবেন কেন আমাকে। দীন যে যথার্থ ই দুর্ব্বল, যথার্থ ই কৃপার ভিখারী তাহাকেই কৃপা করা চলে,—কিন্তু আমি কি সত্যই সেই অবস্থায় পড়িয়াছি ? তিনি ত অন্তর্য্যামী, সত্য সত্যই আমি অকিঞ্চন কি না তিনি ছাড়া সেটি আর কে বেশী জানে ? আমার অহংকার লইয়া সেই দুরূহ মায়া, যাহাতে জীব জগৎ মুগ্ধ হইয়া আছে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইব ? এই যে এখন হইতে মনের মধ্যে,—ইন্দ্রিয় প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য ছটফটানী আরম্ভ হইল,—এখন সব কিছু ছাপাইয়া উহার প্রতিক্রিয়াই চলিতে লাগিল।

একদিন গোপনে, সন্ধ্যার পর মন্দিরের বারান্দায় নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে ছিলাম ;—বেশ বুঝিয়াছিলাম, এখন এ সকল অনাগত বিপদ উপেক্ষা করিয়া সাধন পথে চলিতে থাকিলে হয়তো কিছুকাল বেশ চলিতে পারিব, কিন্তু সিদ্ধির পূর্ব্বে এই বিপদ এক সময় নিশ্চয়ই আসিবে কখনও ক্ষমা করিবে না কারণ, সৎকর্ম্ম, সৎপ্রবৃত্তি এবং সংযমের উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখার জন্য গলদটা এখন চাপা আছে মাত্র কিন্তু কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, সঙ্কট সময়ে ভ্রষ্ট না করিয়া ছাড়িবে না। চক্ষের সম্মুখে তো কতই দেখিয়াছি, কত কত সাধুর জীবনকথা শুনিয়াছি—যাঁহারা আত্মবিশ্বাসের বলে এই রিপুকে উপেক্ষা করিয়া অনেকদূর চলিয়া গিয়াছেন শেষে এই দঁকের মধ্যে পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন। এই সকল অভিজ্ঞতাই আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই ; সেই কারণেই আমার মন অস্থির এবং কয়েক দিন মনে শান্তি ছিল না।

অবশ্য ইহা সুধু মনে চিন্তা বা বিচারেই শেষ হয় নাই, ইহা লইয়া সাধনও চলিতেছিল। খাইতাম, চাল ও নিমপাতা সিদ্ধ এবং একবার মাত্র গ্রহণ করিতাম। শুনিয়াছিলাম ইহাতে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়। তারপর উপবাস চলিল, একদিন, দুইদিন, তিনদিন ক্রমান্বয়ে উপবাস, পরে একবার অন্নগ্রহণ। অন্ন অর্থে সুধু আহার্য্য, কিছু ভাত না হয়, রুটি একখানা কি দুখানা। এইভাবেই চলিতে লাগিল। বেশ ছিল শরীরের দুর্ব্বলতা কারণ প্রাণশক্তি অনেকটাই ক্ষীণ। একবার মনে হয় ঠিকই করিতেছি আবার, মনে হয় এ হয়তো ঠিক হইতেছে না। এখনও জগদীশ বাবাকেও, এ সম্বন্ধে কিছু বলি নাই, শেষে একদিন কেমন সব গোলমাল হইয়া গেল, শান্ত হইতে না পারিয়া জগদীশ বাবার কাছে গেলাম এবং আদ্যন্ত সবই খুলিয়া বলিলাম। তিনি, সব কিছু শুনিয়া—হাসিয়াই অস্থির। বলিলেন, তুমি বাবা আসলে বোকার মতই কাজ করচো—

উপবাস বা কৃচ্ছ্রসাধনে কি ইন্দ্রিয়ের প্রভাব এড়ানো যায় ? যতক্ষণ শরীর দুর্ব্বল ততক্ষণই ইন্দ্রিয় ক্ষীণ তারপর যখনই সবল হবে তখনই আবার দ্বিগুণ জোরে আক্রমণ হবে যে, প্রাকৃত নিয়ম জানো না ? আর উপবাস বা কৃচ্ছ্রসাধন তো প্রবল অহংকারেরই খেলা, কোথায় তোমার অহং চৈতন্যমুখী হবে তা নয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ অহংকেই প্রধান করে ডুবিয়ে দিলে কোন তমোগুণের দঁকে, এতে কখনও কল্যাণ হয়! কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ধরে সব কিছুই রেখে ঢেকে চলতে হবে না?

বুঝে দেখোনা। পুরুষার্থের জোরে কাম দমন করার উদ্যমটী কিরকম জানো, আগুন দিয়ে আগুন নেবানোর মত। তা কখনও হয়?—বুদ্ধদেবের জীবনে দেখোনি, তাঁর মত মনের জোর কি সাধারণ মানুষের হয়? শরীরকে উপবাসে ক্লিষ্ট করে শেষে ধারণা হলো এটা ঠিক হোলো নাতো, তখনই মধ্য পথ গ্রহণ করলেন,—পরে সবাইকে বলেছিলেন, যে ভুল আমি করেছিলাম, তোমরা যেন কখনও এই ভুল পথে যেয়োনা। শেষে বলিলেন—যাওতো বাবা,—নিমপাতা, হরীতকী এসব ব্যবহার না করে, দ্রব্যগুণের সাহায্য না নিয়ে তোমার পক্ষে কি করলে এটা সহজ হবে, সহজ ভাবেই যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের প্রবৃত্তি এড়াতে পারবে সেটা তুমিই ভেবে এসো।

অবাক হইয়া আমি বলিলাম, কি বলচেন আপনি, আমিই যদি তা পারবো তবে আপনার কাছেই বা এলাম কেন? আপনিই আমার উপায় একটা করে দিন।

ঐতো বলে দিলাম আসল কথাটা।

কি বললেন?

ঐ যে বললাম, ওর সহজ উপায় তোমায়ই ভেবে চিন্তে ঠিক করে নিতে হবে, আমলকী হরীতকী নিমপাতা বেলপাতায় কিছু হবে না।

এটা না বললেও তো হতো?

তা কি করে হোতো? আমি না বললে তুমি কি করে জানতে পারতে যে তোমার নিজেকেই ওটা আবিষ্কার করে নিতে হবে তোমার মনোবুদ্ধি অনুযায়ী। অপরের দয়া ভিক্ষায় চাল ডাল পয়সা যেমন পাওয়া যায় সেরকম সংযমের সিদ্ধি মেলেনা অপরের কাছ থেকে ভিক্ষা করে।

এ সবই অবধূতের ছাঁদেই কথা,—তিনি ঠিক এই ভাবেই কথা বলিতেন।

এইবার আমার এমনই একটা লজ্জা আসিল—যে জগদীশ বাবার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না—বুঝিলাম,—আমার দৈন্য কোথা,—আর গুরুর কর্ত্তব্য সময় সময় কত কঠোর। আমি অল্পক্ষণেই ঐখান হইতে উঠিলাম আপন স্থানেই আসিব, বাবা বলিলেন, একটু বোসো,—সুতরাং বসিলাম।

বাবা বলিলেন, একটা কথা বলে দিচ্ছি, বুঝে নাও বুদ্ধি যদি থাকে,—ঐ শুক্র বা বীর্য্য যখন বেরিয়ে যায়, তারপরই কিন্তু অবসাদ, কেমন? অথচ তার লোভে সবাই উদ্দাম ছুটেছে। একবার ভেবে দেখ; যে বস্তু নির্গমনে এত সুখ, তাকে ধারণে কত সুখ এটা—জীবনের সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে ঐ সুখ, আর কখনও অবসাদ আসবেনা। যাও এইটে ভেবে দেখো।

মনে প্রথমেই এই ভাবটাই লইয়া আসিলাম, যে আমার যা কিছু এ অহং প্রভাবে। আসল প্রভাব রূপ ও যৌবনের, ফলে নারী দর্শনে যে সম্ভোগের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় সুখের সংস্কার উঁকি মারে—সুযোগে সংযোগে পুনরায় সেই নরক ঘাঁটিবার প্রবৃত্তি আনিয়া দেয় অতি অল্পক্ষণের সুখের জন্য, তারপর অবসাদ ভোগ। ইহাই শেষ নয়, আবার নারী দর্শনেই—সেই প্রবৃত্তির গুণে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও কলুষিতই রহিল,—তাহা হইলে আমার হইল কি? এত দিন, পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ কাজ ত করিয়াছি। ঐ কাম উহা জীব সৃষ্টির প্রেরণা ব্যতীত উহার অন্য সার্থকতা কিছুই নাই। মলমূত্র ত্যাগেরই প্রকারান্তর,—এটুকু বুঝিয়াছি।

আসলে দৃষ্টিভঙ্গিই বদলাইতে হইবে। এতদিন, নারীকে রমণী ভাবেই দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতেই এই নরকের পানেই গতি, মনে হইতেছে যেন উহা রোধ করিবার শক্তিই নাই। এখন উহার যে অপর সত্য একটা দিক আছে, জননী মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তি উহার ঠিক সহজ মূর্ত্তি এখন হইতে যদি ঐ ভাবেই ধরিতে পারি, ধরিয়া হৃদগত করিয়া লইতে পারি তাহা হইলে তো আর কখনও কোন কালেই কোন ভয় থাকেনা;—আমার ইষ্ট সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া যায়।

যেই এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল,—আমি অকূলে কূল পাইলাম—তখন আবার চিন্তার মোড় ঘুরিয়া গেল। পরমহংসদেবের শুভ ইচ্ছা, অবধূতের কৃপা, যাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব, আমার মধ্যে এখনও রহিয়াছে। ঠাকুর, আমাদের চক্ষের সামনেই এই অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। এক চমৎকার সত্য প্রথমে অন্তরে তারপর মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—যে, চক্ষের উপর ঠাকুরের সাধনাবস্থার সব কিছুই ভাসিতেছে, বিশেষতঃ এই নারী লইয়া ইন্দ্রিয়ঘটিত যা কিছু তাহার উপর কি অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি, মাতৃভাব ব্যতীত নারীকে অপর কোন ভাবেই দেখিলেন না;—শৃগাল কুকুরের যোনিও আমার মাতৃ-যোনি।

আর কি উচ্চ আদর্শ হইতে পারিবে? তারপর চক্ষের উপর অবধূতকে কতদেশ কতকাল, কত মানুষ সঙ্গ করিতে দেখিলাম, জননী ব্যতীত নারীর অন্যরূপ তাঁহার ধারণাতেই আসে না। তবে আমার কেনই বা না হইবে!

ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নারীকে কামিনী দেখিয়াছিলাম—তাহার পরই তাঁহার জননী মূর্ত্তি দেখিতেই তপস্যা করিয়াই তো আসিতেছি। এমন দিনে এই উপলক্ষেই যথার্থ আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত হইয়া উঠিল—আমি পারিব। পূর্ব্ব জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া জ্ঞানীর দৃষ্টিতেই দেখিব, আমার ইহাতেই জন্ম ও জীবন ও সাধনা সার্থক হইবে। এখন ভিতরে জগজ্জননীর স্নেহ সদাস্ফূর্ত্ত করুণার উপর অবধারিত বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। অন্তর ক্ষেত্রে তখন নিরন্তর এই প্রার্থনাই প্রবল হইয়া উঠিল, মা! এতদিন মোহ বিপাকে তোমার কামিনী মূর্ত্তি দেখে এসেছি তার ফল ভোগ করে,—নিজেকে শক্তিহীন করে,—তোমাকে দূরে রেখে, অহং-সর্ব্বস্ব হয়ে পাতকের মধ্যে কাটিয়েছি, এখন দয়া করে তোমার যথার্থ রূপ সেই মাতৃরূপটি আমায় দেখাও,—জননীরূপে তোমার স্বরূপ দেখে আমার মানব জন্ম সফল করি,—মা মা মা, তুমি মা হয়েই আমার চারিদিকেই লীলা করচো,—তোমার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি ছাড়া আর কোন অন্যরূপ দেখিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমায় ভুলিও না। এই প্রার্থনাই দিবারাত্র অন্তঃকরণে চলিতে লাগিল—ইহার ফলও পাইলাম।

আমাদের বাড়িতে এক প্রৌঢ় বৈষ্ণব ভিখারী আসিয়া গান করিত। কয়েকখানি গান মনে গভীর রেখা পাত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানি এই সময়ে মনে প্রবল আলোড়ন আনিয়া দিল ;—

হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার,—ইত্যাদি।

মায়ের কাছে জোর চলে – একথা ঠাকুর নিজ জীবনে কেমন করিয়া কায়-মনোবাক্যে দেখাইয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন এমন কোন জগদ্গুরু করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

এই যে কালমাহাত্ম্যে যৌবনপ্রাপ্ত নর নারীর মধ্যে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধ কি, সৃষ্ট জীবের কাহাকেও ইহা বলিবার কথা নয়। যৌবনোদ্গম হইতেই এবং ঐ ভোগাস্বাদনের ফলে পরে আর ভুলিবার জো ত নাইই, পরন্তু জাগ্রত অবস্থায় সর্ব্ব কর্ম্মে সকল ব্যবহারেই সকল ইন্দ্রিয় সঙ্গে জাগ্রতভাবে স্মরণে থাকে। যৌবনের মাহাত্ম্যই এই। যদি কোন যুবার যুবতী দেখিবামাত্র ইন্দ্রিয়-বোধ না জাগে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে কোন গুরুতর আঘাত পাইয়া অথবা এমনই কোন অবসাদ তাহাকে এতটাই দুর্ব্বল করিয়াছে যাহাতে ঐ ইন্দ্রিয় সংস্কার তখনকার মত মাথা তুলিতে পারিল না। কিন্তু সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান শরীরে ইন্দ্রিয় বোধ, কোন বিশেষ কর্ম্মে মনোযোগ থাকার ফলে উপস্থিত কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় থাকিতে পারে, পরে যেই সেই কর্ম্ম শেষ হইবে অমনি সেই ইন্দ্রিয় অনুভূতি শক্তির ক্রিয়াও আরম্ভ হইবে। মানব শরীর এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত।

তারপর এই ইন্দ্রিয় শক্তির সম্বন্ধে একটু তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে। আমরা যখনই যে কর্ম্ম করি ;—কর্ম্ম অর্থে শক্তির ব্যবহার তো! সেই শক্তি—কি ভাবে কোথা হইতে আসে ইহার অনুসন্ধানে দেখা যাইবে, প্রাণ হইতে শরীর যন্ত্রে তারপর ইন্দ্রিয় মধ্যে ক্রিয়া করে। ক্রিয়ারম্ভের পূর্ব্বে আসলে শক্তি প্রাণকেন্দ্র হইতে পঞ্চ তন্মাত্র রূপেই তবে স্থূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করায়। কাজেই চক্ষুরাদি এবং বাক পাদ পাণি পায়ু উপস্থ ইন্দ্রিয় মধ্যে যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থিত ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেও অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি সেখানে সহায়তা করে, তবেই না পূর্ণ শক্তির ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এইভাবে ইন্দ্রিয় পাঁচটি পৃথক হইলেও এবং তাহাদের ক্রিয়া পৃথক হইলেও যখন ক্রিয়া আরম্ভ হয় অপর অপর ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি বা শক্তি সেখানে তো থাকেই অধিকন্তু ক্রিয়মাণ ইন্দ্রিয় সঙ্গে যুক্ত হইয়া সেই ইন্দ্রিয়ে শক্তি যোগাইয়া কর্ম্মকে ইচ্ছামত সম্পূর্ণ করিয়া থাকে।

আমার হইল কি ? প্রখর ইন্দ্রিয় বোধ, যাহা সর্ব্ব কর্ম্মে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গত কর্ম্মে অনুক্ষণ সম্ভোগ সংস্কারকে নাচাইতেছিল, এখন মনের ঐকান্তিক কামনায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা আমার পক্ষে অকল্যাণকর এই যুক্তি বা বুদ্ধি পুনঃ পুনঃ ঐ ইন্দ্রিয় ভোগ সংস্কারের উপর ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল। আমার ইষ্টকে সহায় করিয়া যখন উহা হইতে পরিত্রাণের জন্য গুরুশক্তির উপর নির্ভরতা, মা জগদম্বার উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মাতৃরূপ সর্ব্বনারীর মধ্যে প্রকট দেখিতে প্রবৃত্তির প্রবল শক্তি ক্রিয়ারম্ভ করিল তখন জগদম্বার (তিনি তো শক্তি রূপে আমার মধ্যেই ক্রিয়াশীল) তিনি আমার আন্তরিকতা লক্ষ্য করিয়া ঐ ইন্দ্রিয় ভোগ সংস্কারের মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। এই ভাবেই সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে। কেবল কূটস্থ চৈতন্য যুক্ত আদ্যাশক্তি, আমার প্রবৃত্তির আন্তরিকতাই লক্ষ্য করেন ;—যথার্থই উহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে পূর্ণপ্রাণে চাহিতেছি কিনা। প্রবৃত্তিতে বা আকাঙ্ক্ষায় গলদ থাকিলে উহা কখনই সিদ্ধ হইবে না।

জানি না কি সূত্রে আমার মধ্যে প্রবল বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইল যে আমি নিশ্চয়ই জগদম্বার কৃপায় নারীজাতিকে সামান্য ভাবেই জননী রূপেই দেখিতে, অনুভব সুধু নয় মা বলিয়াই চিনিতে পারিয়াছি। নারী লইয়া ঘর করিয়াছি কাজেই ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা আমার অজানা নয়, এখন যেটি অজানা তাহাই জানিতে চাহিতেছি। অর্থাৎ জগদম্বার কামিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছি ও সম্ভোগ করিয়াছি, এখন সর্ব্বত্রই মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি এবং সাধিতে সাধিতে জীবনের সর্ব্ববিধ জ্ঞান-দৃষ্টি খুলিলেই আমার সাধন সম্পূর্ণ হইবে। আমি যেমন আমাকে জানিতে পারিব আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে তেমনই আমার প্রকৃতিকেও দেখিতে ও চিনিতে পারা মাত্র নয় অবিচ্ছিন্ন অনুভব করিব। তাহাই সিদ্ধিলব্ধ জীবনের সার্থকতা।

কেমন করিয়া আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইব তাহা বাঞ্ছাকল্পতরু আমার গুরুরূপী ঠাকুরের কৃপায় পথ পাইয়াই লাগিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহারই নির্দ্দেশে পথে ঘাটে, আপন স্থানে, যেখানে সেখানে এবং যখন যে ভাবেই হোক না কেন নারী মাত্রই জননী এইভাব দিবারাত্র আলোচনা মনের মধ্যে চলিতেছিল। তাহার ফলে স্বপনেও নারী আসিলে জননী বলিয়া, অনুভব করিয়া প্রণাম করিতে থাকি।

ঠাকুরের কৃপায় এই কথাটি প্রথম হইতেই মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, সিদ্ধির আভাষ পাইয়া সিদ্ধি হইয়া গিয়াছে, মনে কোন সময় যদি এই ভাব আসে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ফেলিয়াছি যদি এই অহংকার একটুও আসে তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে যাহা হইতে উদ্ধারের কোন আশা নাই—এইটুকু দৃঢ় ধারণা এবং বুদ্ধি এদিকে প্রথম হইতেই জাগ্রতই ছিল। ঠাকুরের নিজ উক্তিতে ধরা আছে ঐরূপ অহংকারের পরিণাম কিরূপ। কুমার অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বিবাহিত গার্হস্থ্য জীবনের পর ইন্দ্রিয় সংযম এই দুইয়ের মধ্যে শেষটি কঠিনতম। পতন তাহাদের মধ্যেই হয় যাহারা নারী সম্ভোগ করিয়া পরে সংযম সম্বল করিয়া ধর্ম্মের পথে আসিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

নয়

জগদীশ বাবার সঙ্গে প্রায় এক পক্ষ পরে আবার দেখা; তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন,—এইতো একটা তপ-লাবণ্য দেখা দিয়েচে মুখে—বড় আনন্দই হলো। সেদিন তোমায় ঐভাবে বিদায় করে আমি বড় কষ্টই পেয়েছিলাম। আর তাঁহাকে বলিতে দিলাম না;—আপনার আশীর্ব্বাদেই, বলিয়া আমি তাঁহার চরণে পড়িতে গেলাম। তিনি আমায় ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন।

কতক্ষণ পর একটু স্থির হইয়া বলিলেন,—সেদিন আরও একটি কথা তোমায় বলবো বলেই উঠেছিলাম,—কিন্তু একই সঙ্গে অতগুলি ভাব একজনের মধ্যে দিতে নাই তাই বলি নি। এখন তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে, এখন বললে তেমন দোষ হবে না। কোন কাজ একটি, অতীব কঠিন অসাধ্য যদি মনে হয় এমন কিছু সাধনের বেলা,—আমি পারবো না বা আমার পক্ষে অসম্ভব এই ভাবনাকে সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করবার আগে একটু বিশেষ অনুসন্ধান করে দেখা উচিত, ঐ কাজে পূর্ব্বে কেহ সফল বা সিদ্ধি লাভ করেচে কিনা। যদি দেখা যায় এমন কেহ আমাদের সমাজে আছেন বা ছিলেন যিনি ঐ কর্ম্মে নিশ্চিত সাফল্য লাভ করেচেন, সিদ্ধিলাভ করেচেন,—তখনই ঐ কাজ তোমার পক্ষে সত্যই সহজ বলেই ধারণা হবে; আমিও এটা পারব এবং নিশ্চয় পারব এই বিশ্বাস হবেই। তোমার আন্তরিকতার উপরই তোমার সাফল্য নির্ভর করছে। যদি ঐ দৃষ্টান্ত তোমার মন গ্রহণ করতে না চায়, মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হয়, নিজের সিদ্ধির উপর প্রত্যয় না থাকে তাহা হলে বুঝতে হবে যে অন্তরে অন্তরে তুমি এ বিষয়ে সিদ্ধি চাওনা, অর্থাৎ নারীকে উপভোগের বস্তু করেই রাখতে চাও। আর, কোন তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তোমার কাণ্ড দেখে এই কথাই বুঝবেন যে ঐ সম্ভোগ উপলক্ষ করেই জন্ম ও মৃত্যুর দঁকে, সংসারে শুক্র শোণিতের শরীর নিয়েই যাতায়াত, ফলে অনেক পাঁক তোমায় ঘাঁটতেই হবে,—তোমার আত্ম বিশ্বাসের যে অভাব তার গোড়ার কথাই এই।

নারীর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না রাখার যে প্রবৃত্তি, এটাও যে এই সৃষ্টিলীলার অন্তর্গত একটা বিশেষ খেলা। প্রতিক্রিয়ার বিষয় তো জান, প্রাকৃত যা কিছু কর্ম্ম সহজেই প্রতিক্রিয়ানুগামী। মনে কর এক শ্রেণীর মধ্যে ইন্দ্রিয় সম্ভোগের প্রবৃত্তির বশে কামিনী নিয়ে প্রবল ঘাঁটাঘাঁটির বেগ চলেচে অপর দিকে ঠিক তার বিপরীত ব্যবহার আর এক শ্রেণীর মধ্যেই চলেচে;—এই জগদম্বার রাজ্যে প্রত্যেক ভোগের বিভাগেই এই ব্যবহার দেখতে পাবে। ধর্ম্মের পথে, ঈশ্বর উপাসনার পথে এমন কি ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণের ব্যাপারেও ঐ রকম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা মুখে আসিল বলিয়াও ফেলিলাম,—ঈশ্বর তত্ব নিরূপণ, এ বিষয়টিও প্রতিক্রিয়া-ধর্ম্মী—সে কি রকম—

আরে বাবা, সাংখ্য পাতঞ্জল তো জানো আত্মারই সংজ্ঞা হল পুরুষ, আর্য্যদের সূর্য্য পুরুষ বিষ্ণু পুরুষ কৃষ্ণ পুরুষ দশাবতার পুরুষ। জ্ঞান বা চৈতন্য স্বরূপ ইত্যাদি বিষ্ণুর দশাবতার, অপর দিকে তন্ত্রে নারী আদ্যাশক্তি ভগবতী, শক্তিরূপা নারী পরমা বিদ্যাশক্তির দশমহাবিদ্যারূপ ঠিকই আছে। প্রতিক্রিয়া নয়? মহাভারতে শ্রীমৎভগবৎগীতা,—শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বাণী আর্য্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধি হোয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এসে পড়লো। যা কিছু সব মানুষ সমাজে দেখচো—এর মধ্যে কোন কর্ম্ম কোন ধর্ম্ম প্রতিক্রিয়া প্রসব না করে পারে না আর তাইতেই তো সমাজে সমাজে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত জটিলতা যায় হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি পর্য্যন্ত।

একদিন পুরানো সহরের যমুনাতীরে যেখানে মদনমোহনের মন্দির যেখানে রূপ গোস্বামী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ঐ সকল স্থান দেখিতে কে যেন টানিয়া লইয়া গেল।

মদনমোহনের মন্দিরটির বিচিত্র স্থাপত্য সবাই দেখিয়াছেন।

এমন সময়ে সেখানে পার্থসারথি আসিয়া উপস্থিত :—এদিকে ত বড় একটা দেখি না বাবাজীকে,—আসিয়াছেন আমার পিছন দিক দিয়া,—সম্মুখে আসিতেই প্রণত হইলাম। বলিলেন,—তুমি বড় ভক্তিমান দেখচি তো। অবশ্য তাঁর মুখে ইংরাজী ও চলিত হিন্দি ছাড়া অন্য ভাষা শুনি নাই, আমার সঙ্গে ইংরাজী কথাই চলিত কারণ তিনি বলিতেন,—হিন্দুস্থানী ভাষা হাম আচ্ছা জানতা নেই; only when I want Ganja then only I must have to talk Hindi :—

ঐ মানুষটি আসিলে আর আমায় কথা কহিতে হইত না,—ঝড় উঠিত তাঁহার কথায়,—কিন্তু বেশী ভাগ কথাই এই সাধু সম্প্রদায়ের নিন্দা,—ইহারা উপার্জ্জনের পন্থা হিসাবেই সন্ন্যাসী হইয়া—লোক ঠকাইতেছে;—এই কথাই তাহার আদ্য মধ্য অন্ত যা কিছু সব। আজ আমার কি কুগ্রহ বা পাতক, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—নারীজাতিকে তুমি কি চক্ষে দেখ?

অপ্রত্যাশিত এই কথা শুনিয়া—তিনি বলিলেন,—কেন এ প্রশ্ন কেন? এখন আমার বয়স আটান্ন, দেখ না চুল পেকেচে,—প্রায় বৃদ্ধই হয়েচি,—এখন আমি আর কি চক্ষে দেখতে পারি? I am a born bachelor.

আমি চুপ করিয়াই শুনিতেছিলাম,—দ্বিতীয় দফায় আবার আরম্ভ হইল,—আমাদের অনেক সময় ঠিক থাকতে দেয় না যে, তবে বলি শোনো :—সেদিন এক বিকানীরওয়ালা সওদাগরের এক বিধবা মেয়ে,—আমার কাছে এসে প্রথমে পদ সেবা আরম্ভ করলে—তারপর ধরে টানাটানি;—আমার গর্ভে একটি সন্তান উৎপন্ন করে আমার জন্ম-জীবন সফল করো। আরে বাবা—সে কি কাকুতি মিনতি, ভেবে দেখো এমন অবস্থায় সামলানো যায়?—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে তার বাবাকে বললাম,—তোমার মেয়ের বিবাহ দাও না। তিনি জিভ কেটে যোড়হাত করে বললেন, মহারাজ—আর পাতকে ডোবাবেন না, অধর্ম্ম পথে যাবার পরামর্শ দিচ্চেন আপনি সন্ন্যাসী হয়ে,—বিধবার কি বিবাহ হতে আছে, ওর মৃত স্বামী ওকে অভিশাপ দেবে না ?

কিন্তু,- ভেবে দেখো, তাদের মধ্যে ও-উত্তেজনা তো হয়। তোমার হলে তো বুঝতে পারো,—তোমার স্ত্রী আছে শান্তি করলে, ও কি করবে ?

—ও সংযম করবে, অভ্যাস করতে করতে আর উত্তেজনা হবেই না।

—ধরো গোপনে যদি ও কারো প্রতি আসক্ত হয় –

—তা হলে ওরই পাতক হবে ;—ও বড় মেয়ে, ওর বুদ্ধি পাপ পুণ্য জ্ঞান হয়েচে—তবে হঁা যদি সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ কামনা করে তা হলে পুণ্য হবে।

—যদি গর্ভ হয়,—তা হলে কি হবে—?

—তাই তো আমাদের কাম্য ;—সন্ন্যাসীর সঙ্গের ফলে যদি ওর সন্তান হয় তো সে এক পুণ্যবান সন্তানই হবে,—শুকদেব হবে, না হয় নারদ হবে, না হয় দত্তাত্রেয় হবে আমাদের বংশ ধন্য হবে।

এখন এই সব সংস্কার যদি গৃহস্থের মধ্যে থাকে তা হলে সাধু আর সাধু থাকবে কি করে ? এ বাবা তোমাদের আজব হিন্দুস্থান—

বলিলাম, সাধুরা যদি ঐ ভাবে ক্ষণেকের মোহ, ক্ষণেকের সুখ সম্ভোগের সুখ সুবিধা বা সুযোগ নেয় তা হলে সন্ন্যাস আশ্রমের তো সর্ব্বনাশ—

ও সর্ব্বনাশ তো হয়েই গিয়েছে আবার নূতন কি হবে ;—বুড়ো থুত্থুড়ো সন্ন্যাসী ছাড়া যুবা বা প্রৌঢ়, যাদের ভোগ লালসা আছে তারা ঘুর ঘুর করে গৃহস্থ সংসারের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, দেখছো না।

বলিলাম, ওদের কথা ছেড়ে দাও না,—তুমি তো আর ওদের মত নও, তোমার তো পরমহংস অবস্থা। অবশ্য কথাটা তাঁকে খুসী করিবার জন্যই বলিয়াছিলাম তখনও জানিতাম না যে তাঁর সত্য সত্যই পরমহংস অবস্থা। বলো তুমি নারীকে কি চক্ষে দেখো তাই আমার জানা দরকার।

দেখো, আমি চিরকুমার,—বারো বৎসর বয়সে উপনয়নের পর ঘর ছেড়েছি। এখনও পর্য্যন্ত—নর নারীর অস্তিত্ব বা প্রকৃতি ভেদ করে দেখতে অভ্যস্ত নই। তোমাকে যেমন দেখছি একটি উলঙ্গ সুন্দরী যদি তোমার পাশে এসে দাঁড়ায় তাকেও ঐ জীব-সামান্য দৃষ্টিতেই দেখবো ; এই দেখো এ জীবনে কখনও আমার কোন দিনই নারী সম্পর্কে লিঙ্গ উচ্ছ্বাস হয় নি, বীর্য্য স্খলন ঘটেনি ;—

তিনি গায়ের কম্বলখানি খুলিয়া উলঙ্গ মূর্ত্তি হইলেন—দেখিলাম জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি,—আমার অন্তরে, শিব, শিব, বলিয়া জানাইয়া দিল, শিব সত্তা ব্যতীত অন্য কাহারও এ মূর্ত্তি হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ করিলাম,—শিব স্বয়ং আমার সম্মুখে আবির্ভূত,—আমি স্তম্ভিত।

বৃন্দাবনে আসিয়া আসন করিবার পর, (ছয়টি মাস কাটিয়াছে)। এই ভাবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম দুই মাস নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব, বাধাবিঘ্ন, আমায় সহজ ভাবে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এখন,—এই দর্শনের পরেই যেন সকল আপদ বিপদ, সাধন পথের সকল বিঘ্ন কাটিয়া গেল। এখন প্রাণাত্মার খেলা দেখাই মুখ্য। ইহার মধ্যে ষটচক্রের কথা আছে একটু।

এ পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম রাজ্যের যা কিছু তত্ত্ব মহাজনেরা মুক্ত বা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা সাধারণের বোধগম্য করিতে যে সকল উপায় এবং ভাবায় ব্যক্ত করিতে উপলক্ষ স্বরূপ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার মধ্যে ষটচক্রের বিষয়টাই লোকায়ত, সাধারণের প্রিয় এবং আগ্রহের বস্তু হইয়াই আছে। অনেকেই এই তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়াই দেখেন। কিন্তু ঠাকুরের কথায় ইহার তত্ত্ব অনেক সরল হইয়াছে।—কিন্তু তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত রহস্য অথবা মিষ্টিসিজম-প্রিয় মানুষ আছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই দুর্জ্ঞেয়বাদই ধরিয়া আছেন। বলিতে হইবে না তাঁহারা নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক, বাস্তবের অধিকার ভুক্ত যা কিছু প্রত্যক্ষের বিষয় ইহা ব্যতীত যা কিছু দুর্জ্ঞেয়, মানুষে তাহার ইতি করিতে পারিবে না এই বিশ্বাস সম্বল করিয়াই কামিনী ও কাঞ্চনের উপাসনায় মশগুল থাকিতে চান। এই ধর্ম্ম বা অধ্যাত্মতত্ত্ব যাহা কিছু তাঁহাদের কাছে এ সবের বিশেষ মূল্য নাই।

আগেই প্রসঙ্গ ক্রমে জানা গিয়াছে যখন মানুষের এক অবস্থায়, তার গতানুগতিক জীবন দুর্ব্বহ হয় এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মও আর ভাল লাগে না,—তখনই বুঝিতে হইবে তাহার জীবনে ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম অথবা বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার কাল আসিয়াছে, উন্নত জীবন—অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টিমধ্যে ইহাই জাগরণ, এখানকার জীবত্বের পূর্ণ পরিণতি বা দেবত্বের আহ্বান।

আমাদের এই ভারতে সেই জাগ্রত অধ্যাত্ম জীবন বিজ্ঞানময় বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। অমৃত তাহার এক সংজ্ঞা বা নাম। প্রথম উন্মেষের কালে বিবিধ দার্শনিক ঋষি ইহা লইয়া বিচার এবং বস্তু নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহার পর তত্ত্বজ্ঞ অনেক মহাত্মা এই পক্ষে অনেকানেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত এমন অনেকেই উহা ভাষায় তখনকার সংস্কৃত ভাষায় তাহার বর্ণনায় নানা সূত্র ও টিকা টিপ্পনী করিয়া ভবিষ্যতে যাঁহারা এই মার্গ অবলম্বন করিবেন তাঁহাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এটি গেল প্রচারের দিক। আর এক শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ,—অবশ্য ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তাঁহাদের অধীত বিদ্যার ভিত্তিতে আপন সাধনার দ্বারা আরও কিছু—যাহা কোন ভাষায় গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই এমনই অনেক মহান তত্ত্ব লাভ করিয়া শিষ্য-পরম্পরায় বিস্তৃতভাবে, এ পথে রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে তাহার ধারা আংশিক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে,—আবার অনেক কিছু হয় নাই, প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আসল তত্ত্বধারার উৎস কস্মিন কালেও লুপ্ত হয় নাই কারণ তাহা হইবার নয়—। উহা অবলম্বন করিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজও নানা দেশের নানা ত্যাগী সংসার-বিরাগী ঐ পথ অবলম্বনে জীবন কাল শেষ এবং তাঁহার বর্ণিত তত্ত্ব এবং জ্ঞানামৃত শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচার করিয়া এই হিন্দু সমাজকে দৃঢ় এবং অশেষ ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনে সাধন আরম্ভ গোপন ভাবেই করিয়াছিলাম তখন আমার ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম সংস্কার আমায় কোথায় আনিয়াছিল সেই কথা এখনকার বিষয়।

বিশ্বাস লইয়া কি এ কাজে নামিয়াছি অথবা কি পাইতে চাই এখন এই কথাই আসল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক মাত্র সত্তা,—আর সেই অনন্তের একাংশের ক্ষুদ্রতম একাংশে এই পৃথিবী, তাহার মধ্যে অসংখ্য দেশ,—তাহার মধ্যে দৃষ্ট অদৃষ্ট নানা প্রকারের জীবের অস্তিত্ব। এখানে মানুষ জন্মই জীবসমাজে শ্রেষ্ঠ ;—মানুষের শরীর প্রাণ ইন্দ্রিয়—মন বুদ্ধি অহংকার লইয়া আত্মাই আসল জীব। তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ বা মূর্ত্তি আছে সেই রূপের সম্পর্কে তাহার একটি নাম আছে, তাহার নিজ মূর্ত্তির সঙ্গে তাহার নামটি বড়ই প্রিয়। প্রতিক্ষণই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত তাহার,—আমি, এই বোধ বা আরও স্পষ্ট আমি রহিয়াছি এই বোধ, আর এই বোধ হইতেই আমার শ্রেয় ও প্রেয় দুই কর্ম্মই চলিতেছে। চিন্তাও কর্ম্ম। যাহা চাই,—তাহার জন্য চিন্তা করি মনে। কর্ম্ম ফলে যখন তাহা পাই তখনই সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অনুষ্ঠেয় বিষয় চিন্তা করি। আমার ভোগাকাঙ্ক্ষার মূলে দুই, ইন্দ্রিয় ও মনের সুখ, ভোগাংশ ইন্দ্রিয় সুখের অধিকারে। আমার সাধারণ গতানুগতিক কর্ম্মজীবনে যাহা সকলেই করিতেছে এবং আমিও পূর্ব্বে করিয়াছি—অর্থ উপার্জ্জন, স্ত্রী সম্ভোগ,—এবং সংগীত ও চিত্র-কলানুশীলন, সকলই আমার ছিল, এখন আর ও-সকল কিছুই ভাল লাগে না তাই আমি আর সাধারণ গতানুগতিক জীবন চাই না। কি চাই ?

পূর্ব্বে আমার দেহ প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি লইয়া মন বুদ্ধি অহংকারের কথা বলিয়াছি,—এখন বুঝিয়াছি ঐ আত্মা হইতেই শরীর পর্য্যন্ত যা কিছু চলিতেছে,—তাহা স্থূলকর্ম্ম ও ভোগ লইয়াই তাহার সার্থকতা ;—এখন সে ভোগ আমি চাই না। মূলে আমি যে আত্মা, সমাধির পথে স্বরূপ জানিতে চাই। এই সমাধিতে কি হয় তাহার অনুভূতি প্রাকৃত নিয়মেই অব্যক্ত। এখন আমার বিশ্বাস যে অনুভূতি যা আমার আছে তাহাতেই জ্ঞান হইবেই, তাত্ত্বিক সত্যানুভূতি আনন্দ উপভোগ তাহার মুখ্য ফল। তবে কথা, ঐ সকল ব্যাখ্যা বা অনুভূতি প্রকাশের আয়াস, শক্তি বা কৃতিত্ব যাহা পাঁচজনের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজন সে দক্ষতা না থাকিতেও পারে।

এমনই তত্ত্বলাভের পথে দেহের কথা আছে একটু।

মনের সঙ্গে দেহের নিত্য, সর্ব্বক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তা এমনই সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতির সম্বন্ধ যে তিলমাত্র দেহের অস্বচ্ছন্দতা, মনে কাজ করে, মনকে বিক্ষিপ্ত করে, দেহমুখী করে, নানা অশান্তির সৃষ্টি করে, এভাবে আমাদের দেহ লইয়া যত কিছু বিপত্তি ঘটে। তার প্রথম কারণ দেহটা এমনই স্থূল যে তাহার ভারে আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের স্বাধীনতা নষ্ট করে। এই দেহকে হালকা, এবং মন বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ অনুভূতি-সম্পন্ন করা যায়, একটি মাত্র উপায়ে। সেই উপায়টি আহার সংযম। ক্ষুধানুযায়ী ভোজন করিতে হইবে কিন্তু হালকা, যাহাতে পাকস্থলী ভার বোধ না হয়,—আর যে সকল খাদ্য লইতে হইবে উহা লঘুপাক হওয়া চাই। গুরুপাক সুখাদ্য ভোগ পরিণামে মারাত্মক রোগ আনে একথা অনেক ভোজনবিলাসীই জানেন না। অবশ্য যাঁহারা ভোগের চরিতার্থতাই জীবনের সম্বল করিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নাই ;—যাঁহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়াছে, মুমুক্ষুত্ব জাগিয়াছে তাঁহাদের কথাই তো বলা। গুরুপাক বস্তু দুষ্পাচ্য, বড় মাছ এবং মাংসই প্রধানতঃ আমাদের ক্ষতিকর। ফলের রাজ্যেও সবটাই লঘু নয়, কাঁটাল এক কোয়ার বেশী হলে বিপন্ন করে পাকস্থলীকে। অনেকের ধারণা আমিশ মাত্রে গুরুপাক নিরামিশ মাত্রেই লঘু। উহা ভ্রম, পাকা মাছ বা মাংস অপেক্ষা, মালপো, হালুয়াসান বা সোহন হালুয়া, খুরচান, রাবড়ির লচ্ছা, ঘনক্ষীর, কচোরী বড়া, যত রকমের ভাজা, অবশ্য আলু বেগুন পটল প্রভৃতি আনাজ বাদে যা সব কম দুষ্পাচ্য বা গুরুপাক নয়। পুষ্টিকর খাদ্য মাছ মাংস ডিম, এসব এক সময়ে চলে,—কিন্তু বৈরাগ্য লইয়া যদি তত্ত্বজ্ঞানের পথে যাইতে হয় তাহা হইলে শরীরকে ঠিকমত ব্যবহার করিতে, নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হিসাবে তৈরী করিয়া লইতে কিছু বিশেষ ত্যাগের দরকার হয়তো ঐ খাবার লোভ জয় করার প্রয়োজন। সাধনের অনুকূল শরীর মন প্রস্তুত করিয়া, একলক্ষ্যে চিত্ত স্থির করিবার জন্য, পাছে স্বাদ জ্ঞান তীক্ষ্ণ হয় লোভনীয় হয় সেই জন্য লবণহীন ভোজ্য ব্যবহারে অনেক উপকার। এ সম্বন্ধে পাকাপাকি কোন বিধিনিষেধের প্রয়োজন নাই—সাধক বুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁর শরীর রক্ষার্থে এবং সাধনমার্গের অনুকূল যা কিছু নিজেই ঠিক ব্যবস্থা করিবেন, এইটিই আসল কথা।

শরীরের মধ্যে যখন প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পঞ্চবায়ু ঠিকমত চলে তখন আমাদের শরীর জ্ঞানই থাকে না। যেখানে ব্যতিক্রম সেখানেই অসুস্থ মন ঠিক সেইখানেই পড়িয়া আছে। কাজেই সুস্থ শরীর না হইলে কখনই সিদ্ধি বা ভগবান লাভ বা আত্মসাক্ষাৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। তাই শরীর সুস্থ থাকিতে থাকিতে যৌবনেই ঐ কাজটি করিয়া লইতে হয়। আর সেই অপার্থিব রত্ন আহরণের পথে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধাই হইল আমাদের ভোগ সংস্কার। যে সকল ভোগে সুখ পাওয়া গিয়াছে উহা সংস্কারগত হইয়া প্রবল বাধা হইয়া মুক্তির ও শান্তির পথ আটকাইতেছে। একমাত্র জগদম্বার কৃপায় আমার আত্ম শক্তির উদ্বোধন ব্যতীত উহা হইতে মুক্তির কোন আশাই নাই।

একমতের গুরু তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না হইলে কাম এবং অহংকার এই দুটি কখনও যায় না। এক শ্রেণীর সিদ্ধ যোগির মতে জীবের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়,—সমাধি অসম্ভব। সমাধি হইলে বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলে দেহরক্ষা সম্ভব নয়।

তবে এমন হইতে পারে,—কোন মূর্ত্তিতে ইষ্ট বা ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর হইলে এবং পরে সেই মূর্ত্তির অন্তর্ধান হইলে জীব দেহ থাকিতে পারে। স্বরূপের সান্নিধ্যে জীবের জীবত্ব রক্ষা সম্ভব নয়।

সেই পরম তত্ত্ব অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিতে অসীম অনন্ত হইলেও কোন মূর্ত্তিতে ভক্তের গোচরীভূতও হন। কিন্তু কি ভাবে? জীবাত্মা অর্থাৎ জীব, নামরূপাদি সংস্কারবদ্ধ জীব তাহার সংস্কার বশে সৌন্দর্য্যময় যে ভগবৎ রূপ চিন্তা করিয়াছে, তাহার বিশ্বাস যে ঐ রূপ সত্য, এই ধারণার ফলে আত্মশক্তির গুণেই ভগবান তাহার ইষ্টরূপেই, তার অন্তঃকরণেরই উপর ভাসিয়া উঠিবেন। তাহার সম্মুখে নয়, হৃদয়ে, কারণ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন সেখানে আর কেহ দেখিতে পাইবে না কেবল ভক্তই দেখিবেন, তারপর অনন্তে মিলাইবেন। এই ভাবেই তার মূর্ত্তি কল্পনা সার্থক। সেই জন্যই পরমহংসদেব তোমায় বলিতেছেন;—তোর যা বিশ্বাস তাই নিয়ে চল, মূর্ত্তি ভাল লাগে তাই নিয়েই বিশ্বাস করে চল, যদি তোর সন্দেহ হয় তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর, আমি বুঝতে পারচি না তুমিই বুঝিয়ে দাও তুমি কেমন? তাহলে তিনিই বুঝিয়ে দেবেন তিনি কেমন। ঠাকুর তোমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা আনিবার জন্য প্রমাণ দিতেছেন, একজন ভাল লোকের উপর ভার দিলে সে কি কখনও অন্যায় করে? এ সরলতা কি এই পৃথিবীর? এতবড় বৈজ্ঞানিক সত্য আর নাই,—আর সরল বিশ্বাসের বড় আর নাই;—এই তত্ত্ব বড়ই সরল ভাবে বলার জন্যই বোধ হয় সাধারণে লইতে পারে না। ঐ সর্ব্বনেশে সরলতাই আজ তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছে; না হইলে পরমহংস রামকৃষ্ণের পরও এখনও ধর্ম্ম ও কর্ম্ম লইয়া হিংসা দ্বেষ এদেশে রহিয়াছে,—এর বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার আর তো দেখি না।

সকল সাধনের গোড়ার কথাই হইল আমার চাই কি? সত্য সত্যই আমি কি বস্তু চাহিতেছি। সোজা একটি মানুষ, গৃহস্থ আশ্রমী, গতানুগতিক পন্থায় চলিতে অভ্যস্ত এমনই এক সুজন, তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—তোমার কি চাই, প্রাণ থেকে বল ত বাপু। সে নিশ্চয়ই বলিবে অভাব মোচনই চাই,—কারণ অভাব বোধটাই ত সংসার। এ কথা হয়তো অনেকেই অনুধাবন করেন নাই। ইংরাজীতে সিকিউরিটি বলিয়া একটা কথা আছে, সমাজে আমাদের নরনারী সবাই ঐ নিরাপত্তাই খুঁজিতেছে, এখন ঐ নিরাপত্তাটি হয়তো অনেকেরই মনে বিশ্বাসরূপে আছে বা আসিয়াছে—তাহার জীবিকার পথ যদি সুগম হইয়া থাকে তবে তাহার ঐ নিরাপত্তার পর অন্য আয়াসের আরম্ভ হয়। আবার এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা গতানুগতিক ধর্ম্মকেই চরম প্রাপ্তি, জীবনে সবার বড়ো কাম্য বলিয়া ধরিতে চান। কিন্তু গভীর ভাবে ডুবিবার সামর্থ্য নাই—তাহাতেই নিজ মনগড়া একটা কিছু ধরিয়া লইয়া অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন মহাজনের আচরিত ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। ইহাও বৃথা যাইবে না, তবে ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির আনন্দ নাই। এই সব কথা একটু বিচারবান চিন্তাশীল সবাই জানেন; তাঁহারা কেবল এটি জানেন না যে তাঁহাদের নিজের কল্যাণ কি করিয়া হইবে।

আমি একদিন এই সব লইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া, শেষে একবার আমার ভিতরের সত্তাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, হে আমার আমি,—সত্য বলতো,—নিঃসঙ্কোচে—সরলভাবে সোজা কথায় বলতো তোমার চাই কি?

আমি কি বস্তু, আমার স্বরূপ কি, আমি তাহাই জানিতে চাই।

কেন?

ইহা জানিতেই বর্ত্তমানে প্রাণে একটা আকুলতা একটা বেগ আসিয়াছে। তারপর আপ্ত পুরুষেরা বলিয়াছেন এবং আমি উহা অন্তরে বিশ্বাস করিয়াছি যে সেই বস্তুকে জানিতে পারিলে এ বিশ্বজগতের আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না।

সেটি কিসে হইবে?

আত্মার মুক্তিতে।

আত্মা বদ্ধ কি ভাবে, যাহা হইতে মুক্তির প্রয়োজন ?

আত্মার পাশ বা বন্ধন আছে বলিয়াই আমি বদ্ধ, মুক্তিস্বাদ পাই না।

পাশ বা সেই বন্ধন কি?

অষ্টপাশ, ছয়রিপু, ক্ষুধা তৃষ্ণা আলস্য লজ্জা ভয় ঘৃণা সঙ্কোচ বহুপাশ। সংযত চিত্তে সাধন দ্বারা পাশমুক্ত হওয়া যায়; এইভাবে পাশমুক্ত হইলেই রাজযোগ মার্গে আত্মার স্বরূপ অর্থাৎ আমি আমার স্বরূপে স্থিত হইব। তাই প্রথমেই পাশমুক্তির সাধনা। ইহার পর ঐকান্তিক আগ্রহেই আত্মস্বরূপে অবস্থিতি সহজ হইবে। ভগবান সম্পর্কে আরও জানিয়াছি ব্রহ্ম আত্মা ভগবান বা ঈশ্বর একই অর্থবাচক শব্দ। ইহার বিশ্লেষণ বা ভেদ, আমার কাম্য নয়, যে রূপে পারি আত্মসাক্ষাৎকার হইলেই সব পাওয়া যাইবে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এইটিই আত্মসাক্ষাৎকারের রাজপথ। এই সমাধিতেই ইষ্টের সঙ্গে মিলন। এখন প্রাণায়াম পর্য্যন্ত হইয়া আছে। শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ু স্থির হইলে মন আমার ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হইবার সুযোগ পায়। জপ অর্থাৎ বীজমন্ত্র যাহা গুরু দীক্ষাকালে পাইয়াছি এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই চলিতেছে। তাহার ফল যাহা হইতেছে তাহার পরিচয় অন্য কিছুতেই পাওয়া যাইবে না কেবলমাত্র আমার মন বুদ্ধির সঙ্গে প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলেই পূর্ব্ববর্ত্তি-জীবনের তুলনায় জানা যাইবে, যাহা এক কথায় উত্তর উত্তর অগ্রগতির প্রবল বেগ। কতক্ষণে আবার আসনে বসিয়া মগ্ন হইয়া যাইব আমার ইষ্ট মার্গে। প্রত্যাহার ধারণা তো প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কর্ম্ম, এখনকার দৈনন্দিন কর্ম্মের সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্তই আছে। প্রত্যেকটি চিন্তার গতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যাহার এবং মন্ত্র শব্দ উচ্চারণের বেলা তালে তালে মূর্দ্ধায় অনুভব,—ক্রমে সেই কেন্দ্রেই স্থিত হওয়ার অভ্যাস। এই সব মিলাইয়া আমার পক্ষে এক ভিন্ন জগতের সঙ্গে ব্যবহার চলিতেছে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার নয়। ইহার মধ্যেও উঠা নামাও চলিতেছে। কোন কোন দিন যখন এক একটি তত্ত্ব ফুটিতেছে তখন আনন্দের প্রবাহ সে ধারায় একেবারেই ভিন্ন জগতে লইয়া যাইতেছে, এক একটি মীমাংসা অপূর্ব্ব অবস্থায় উন্নীত করিয়া—সুখে অন্তরক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া দিতেছে; আবার হয়তো দুই তিনদিন পরেই এক বিষয়ে এমনই অবসাদ লইয়া আসিল এবং নৈরাশ্যে অন্তর ভরিয়া গেল, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন জানাইতে লাগিল আমি অতি অযোগ্য, আমার পক্ষে সিদ্ধি অসম্ভব, আমার বুঝি আর কিছুই হইল না। তখন কঠিন শরীর পীড়নেতেই প্রবৃত্তি আসে। না খাইয়া, অথবা অন্য কোন প্রকারে শরীর মনে দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে ইহাও ধরা পড়িল, যে হিংসা ও বিদ্বেষ বাহিরে সংযত হইয়াছে—কিন্তু সেটার প্রতিক্রিয়া আত্মপীড়নে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই মীমাংসার পর সত্য নির্ণয় মাত্রই আবার আনন্দ প্রবাহরূপে চলিতে আরম্ভ করিল, ফলে ঐ গলদ সমূলে উৎপাটিত হইল। দোষ ধরা পড়িলেই সংশোধিত হইয়া যায় ইহাই প্রমাণিত হয় এই সাধনকালে। এইভাবে উত্থান ও পতনের তরঙ্গ চলিতেছে,—ক্রমে ক্রমে প্রাণের গতি ঊর্দ্ধমুখী হইতেছে এ অনুভব সবার বড়, যোগের এই বিশিষ্ট ফল, সর্ব্বক্ষণের অনুভূতির বিষয়। কিভাবে ঐ অবস্থায় শরীর প্রাণ ও মন ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়া করিতেছিল ইচ্ছামত অনুভবগম্য হইয়া গিয়াছিল সহজভাবেই। তাহাই বলিতে প্রবৃত্তি হইল।

এখন সাধনের ক্রম এই অবস্থার পরিচয়রূপে ষটচক্রের সংজ্ঞাই উপযোগী মনে হয় যদিও তন্ত্রের ষটচক্র লইয়া সাধারণ অনুসন্ধিৎসুগণের একটু ধোঁকা আছে। তা ছাড়া বুঝাইতে সুবিধা হইবে বলিয়াই আচার্য্যগণ প্রাণকেন্দ্রগুলিকে ঐ সংজ্ঞা দিয়াছেন। মেরু পথটিই সুষুম্না বা প্রাণপথ। যখন দুই নাকেই শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হইয়া যায় সেই স্থির অবস্থায় অনুভব করা যায় প্রাণ কোন্ কোন্ কেন্দ্র হইতে কোন্ কেন্দ্রে গতিমান হইল। বসিয়া বসিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রাণ, বর্ত্তমান সাধনের কালে হৃদ্‌কেন্দ্র হইতে নীচের দিকে গতিমান হইত না। হৃদ্‌কেন্দ্র হইতে যখন কণ্ঠে গতি হইল তখনই অবস্থান্তর। একক, হয় জপ না হয় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে যুক্ত অবস্থায় দুই একটি শুভ বাসনার স্ফোট উঠে এবং ভবিষ্যতে সেই বাসনার পূর্ণতা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হইয়া যায়। বলিতে গেলে তখন হইতেই প্রত্যেক উপলব্ধির কথা ভাষায় ব্যক্ত করিবার সহজ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহা অনুভব করিতেছি, সংসারী সাধারণ যাঁরা স্থূল বিষয় লইয়া দিবারাত্র কাটাইতেছেন, এ সব পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন দৃষ্টিই নাই—এই আনন্দ উপভোগ তাঁহাদের হইবার কথা নয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাইতো তখন এসকল প্রকাশ করিবার সহজ প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। ইহা তখনকার মনের প্রচ্ছন্ন পবিত্র সঙ্কল্প মাত্র। দীর্ঘকাল প্রচ্ছন্নই ছিল, প্রকাশের প্রেরণার অভাবে।

প্রাণায়াম ছাড়িয়াছি—সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ও ধারণার প্রসার বাড়িতেছে। নিকটতম অনুভূতি এক একটি গূঢ়তত্ত্ব আনিয়া দেয়।

বিষয়ে যুক্ত অবস্থায়, বস্তুতঃ সহজ দেহভাবে থাকিলে এ সকল অনুভূতি সম্ভব নয়। দেহ যথেষ্ট পরিমাণে স্থির হইলে প্রাণকেন্দ্রগুলি, সেই মূলাধার অর্থাৎ গুহ্যপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত, তারপর মণিপুর অর্থাৎ নাভি মূলে, তাহার উপর হৃদয় অনাহত, হৃদকেন্দ্র হইতে ঊর্দ্ধ অধঃ সকল ক্রিয়া সম্ভব হইতেছে, ঠিক তাহার উপরে বিশুদ্ধাক্ষ কণ্ঠের সমসূত্রেই ঠিক মেরুদণ্ডের মধ্যেই এই কেন্দ্র। ঠিক তাহার উপরে মূর্দ্ধায় যেখানে মেরুদণ্ড আরম্ভ—সেই কেন্দ্রই প্রজ্ঞাচক্র। এইভাবে ষটচক্রের অধিকারে এই প্রজ্ঞাচক্র এবং অনাহত চক্র যাহাকে হৃদয় বলি এই দুই কেন্দ্রই অত্যন্তই গুরুতর। কারণ প্রজ্ঞাচক্রেই প্রাণকেন্দ্র, –পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এই থান হইতেই উৎপন্ন হয়, উহা তন্মাত্রা উদ্ভূত সকল কিছুরই সূক্ষ্ম অনুভূতি, প্রাণের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া কেন্দ্রই এই প্রজ্ঞাচক্র কেন্দ্রেই। আর হৃদয় কেন্দ্রের ভিতর দিয়া শ্বাস যন্ত্র হইতে সুরু করিয়া শরীরের সকল যন্ত্রের ক্রিয়া তাহার মূল এই হৃদয়ে। এই কারণে দেহের সকল কিছু ইন্দ্রিয় ক্রিয়া কেন্দ্র হৃদয়ে।

সাধকের তন্ত্রশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া ষটচক্র লইয়া অনুষ্ঠানে প্রত্যেক চক্রে অনেকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ। ধারণা করিতে হয় প্রথমেই মূলাধারে, ষড়দল পদ্ম শ্বেতবর্ণ, সাধিষ্ঠানে চতুর্দ্দল পদ্ম উহা পীতবর্ণ, মণিপূরে দশদল পদ্ম নীলবর্ণ, অনাহত দ্বাদশদল পদ্ম রক্তবর্ণ, বিশুদ্ধাক্ষ ষোড়শদল পদ্ম ধূম্রবর্ণ, শেষে প্রজ্ঞাচক্রে দ্বিদল শ্বেত পদ্মের কথা আছে। তারপর, ইহার মধ্যে প্রত্যেক পদ্মের মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রে আবার দেবদেবীর অধিষ্ঠান চিহ্নিত ও তাহার বীজমন্ত্রও আছে। বস্তুতঃ গুণ ও কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই সব কিছু, যে কেন্দ্রে যে সকল কর্ম্ম হয় সেই কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেব ও দেবীর কল্পনা করিয়া সাধনের ক্রম বাড়ানো হইয়াছে। এ সকল অতি সাধারণ স্থূল শ্রমধর্ম্মাবলম্বী বিদ্যা ও সংস্কার বিহীন, দেবতা বিশ্বাসী বিবেকহীন দেহাত্ম-বুদ্ধি সাধকদের চঞ্চল মনকে দীর্ঘকাল লাগাইয়া ঐ ঐ কেন্দ্র সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্যই এ-ব্যবস্থা। ঐ পদ্মের মধ্যে চক্রের ঐ সকল দেবদেবীকে চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে তাহার চঞ্চল প্রকৃতি স্থির হইয়া যাইবে,—এই সকল উদ্দেশ্যেই অতিরিক্ত অনুষ্ঠানের বিধান। আসলে ঐ তত্ত্বের সত্য যেটি, ঐ ষটচক্র এবং প্রত্যেক চক্রে বা কেন্দ্রে প্রাণের বিবিধ ক্রিয়া বৈচিত্র্য, নানারূপে শরীর যন্ত্র অবলম্বনে অবিচ্ছিন্ন চলিতেছে এই সত্য নির্দ্দেশ,—ইহাই মূল উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের উন্নত এক অবস্থায়, জন্ম জীবনের বিবর্ত্তনে যেমন তাহার আত্মশক্তি এবং চেতনা জাগরিত হইয়া উঠে তেমনই সেই শক্তি নিম্নমার্গ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম লোকে বা চক্রে গতি পাইয়া,—সর্ব্বশেষ ঐকান্তিকতার ফলে প্রজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রারে গমন করিয়া সমাধিস্থ হয়।

তারা পীঠে বামাক্ষেপার সঙ্গ প্রসঙ্গে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা আগেই অন্য গ্রন্থে বলিয়াছি*। এখন, ঐ সম্বন্ধে বিষদভাবে যে সকল ক্রিয়াফল সাধকের গুরু উপদেশে লাভ হয় বা উৎপন্ন করে, সেই কথাই আছে। এখানে গোপনীয় কিছু আছে বলিয়া আমার ধারণাই নাই, কারণ আমার যে গুরু সাহায্যে এই তত্ত্ববোধ হইয়াছিল তাঁর এমন কোন নির্দ্দেশ ছিল না যে, এসব কিছুই গোপনে রাখিতে হইবে। ইষ্টমন্ত্র ব্যতীত আর কোন কিছু ক্রিয়াকর্ম্ম বা ক্রিয়া-ফল গোপনীয় নয়। তবে বেনা-বনে মুক্তা ছড়ানোও মূর্খতা, অস্থানে বা অপাত্রের সঙ্গে এ সকল আলোচনা নিষ্ফল একথা সবাই জানেন; কুণ্ডলিনী জাগরণ ও ষটচক্রভেদ বিষয়টি যোগমার্গের হইলেও উহা তন্ত্রধর্ম্মেরই অন্তর্গত এইটুকু মনে রাখিলেই হইবে।

আমারও যেমন সবারই তেমন, কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলে আত্মজ্ঞান এবং শক্তি লাভ হয় এইটি সহজ সনাতন সত্য। মানুষ জীবনে এই জাগরণটি আসে এক বিশেষ সময়ে তখন তার জীবনে উন্নত হইবার জন্য প্রবল প্রেরণা আসে। এই কালটি ধরিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ, কেমন করিয়া ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে কিভাবে পূর্ণ পরিণতির দিকে যায় তার চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ শক্তি জীবাবস্থার প্রথমে মানুষের মধ্যে সুপ্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকে তখন তার লক্ষণ হয় এই যে আহার নিদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত অপর যা কিছু তাহার জীবনে গৌণ। জীবের সহজ প্রবৃত্তি ঐ তিনটি, যা পশু বা প্রাণী রাজ্যেও বিধিবদ্ধ। বৈদিক আচারে উপনয়ন সংস্কারে যেমন ব্রাহ্মণাদি বর্ণ দ্বিজত্ব লাভ করে, তন্ত্র ধর্ম্মেও সেইরূপ দীক্ষা কালে গুরু, ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেন। ইহা এখন তান্ত্রিক দীক্ষার একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। যাহার নিজের মধ্যে কুণ্ডলিনী জাগে নাই, তাহার গুরুশক্তি কোথায়? অপরের মধ্যে ঐ শক্তি জাগাইতে শক্তিই বা কোথা? কাজেই কুলগুরু-দীক্ষার ফল কি করিয়াই বা শুভ হইবে! মানবের জন্ম-জন্মান্তর না মানিলেও মন বুদ্ধি এবং শরীর পূর্ণ পুষ্টির উপরেই না ঐ শক্তির জাগরণ নির্ভর করিতেছে? উহা কেহ কখনও কাহাকেও করিয়া দিতে পারে না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। উহা এমনই এক পবিত্র শক্তি যাহার বিকাশে মানুষকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন ঐ কুণ্ডলিনী জাগরণের উদ্দেশ্যে কিভাবে সাধনা করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারা যায়, তাহারও বিধান আছে। ইহার মধ্যেও বৈজ্ঞানিক

* তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ, ২য় ভাগ। প্রথম অংশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য আছে এবং এক সময় ইহা বহু সাধককে প্রভাবিত করিয়াছিল, যদিও এখন ইহার কাল নাই।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ঋষিগণের মতে এই দৃশ্যমান জগতের মধ্যে মানব পশুপক্ষী উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে। পুরুষ আত্মা, প্রকৃতি শক্তি এবং এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকৃতিই মহৎ, পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষীস্বরূপ। সেই মহৎ, অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি হইতে প্রাণাত্মার সংযোগে প্রথমে পঞ্চ মহাভূত। সেই পঞ্চ মহাভূত ও প্রাণাত্মার মিলনে পঞ্চীকৃত হইয়া অর্থাৎ পাঁচভূতের মেশামিশির ফলে এই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে এই বিচিত্র সৃষ্টির গোড়ায় এই পঞ্চতত্ত্বই বিদ্যমান। এখন এই প্রপঞ্চের মধ্যে আত্মা জীবরূপে এখানে নানা ভোগের মধ্যে সুখ ও দুঃখ পাইতেছেন এবং সেই হেতু সর্ব্বদাই স্বরূপের পানে অর্থাৎ নিজ শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত অবস্থায় পৌছাইবার জন্য তাঁহার এক প্রবণতা আছে। ইহাই সব কিছু। এই জন্যই তন্ত্রধর্ম্মের সার কথা একমাত্র এই যে, কুণ্ডলিনী জাগরণের দ্বারাই তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এখন এই জাগরণটি হয় আপন নিয়মে কালের মধ্য দিয়া। কিন্তু কুলগুরু যখন দীক্ষা দেন তখনই, তাহার সময় হইয়াছে কল্পনা করিয়াই জাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মুক্তির অর্থাৎ আত্মার স্বরূপে স্থিতিপথে বিলোমে যাইতে, ষট্চক্রভেদ করিয়া তবে স্বরূপে যাইতে হইবে। ঐ যাত্রাপথে পঞ্চতত্ত্বরূপী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সৃষ্টির মূল উপাদানগুলিকেও সঙ্গে লইয়াই ষটচক্রভেদ করিতে হইবে। অনুষ্ঠানটি আগাগোড়াই তান্ত্রিক। যদিও একালে উহার উপযোগিতা নাই তথাপি উহার অনুষ্ঠানক্রমটি জানিয়া রাখা ভাল, ইহাতে এটুকু বুঝা যাইবে যে, সেকালে এক শ্রেণীর সাধক এইভাবে, মুক্তি না পাইলেও শক্তি লাভ করিয়া এবং তাহা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া ভোগ বাসনার পশ্চাতে নানা প্রকারের জটিল কর্ম্মজাল সৃষ্টি করিতেন।

মূলাধার কেন্দ্র হইতে, ঊর্দ্ধ মেরুপ্রান্তে মূর্দ্ধাদেশ অবধি উহার ক্ষেত্র। অনুভব করিতে হইবে আত্মা, জীব—চৈতন্য (আমি বোধ) মূলাধারে রহিয়াছি। ক্ষিতিতত্ত্বের উপর অবস্থিত যাহাকে ভূলোক বলা যায় উহাই ক্ষিতি, সেই ক্ষিতিতত্ত্বই প্রথমে। ইহাও মনে থাকে মেরুদণ্ডের মধ্যেই প্রাণপথের প্রত্যেক চক্রেই যাহা কিছু অনুভব,—অন্য কোথাও নয়। যখন আমি ক্ষিতিতত্ত্বে অর্থাৎ ভূলোকে রহিয়াছি তখন সবই ক্ষিতিময় অর্থাৎ মৃত্তিকা ওতপ্রোত বর্ত্তমান তাহার মধ্যে আমি। যখন উহা সম্যক অনুভূতির মধ্যে আসিল তখন দ্বিতীয় কেন্দ্রে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চক্রে যাহা ঐ মূলাধারের দুই আঙ্গুল ঊর্দ্ধে মাত্র অবস্থিত অর্থাৎ লিঙ্গমূলের সমসূত্রপাতে মেরুমধ্যে ঐ স্বাধিষ্ঠান চক্র,—সেখানে সব জলময়, ওতপ্রোত জলেই আমার জলময় অস্তিত্ব অনুভব,—ভুবর্লোকে আমি উঠিয়াছি—ঐ অনুভব সম্পূর্ণ হইলে এবার তৃতীয় চক্রে যাহা নাভির সমসূত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেরুমধ্যে অবস্থিত,—আমি অগ্নি বা তেজ রূপে স্বর্লোকে অবস্থিত, এই অনুভব ও উহাতে স্থিতি। এই অনুভূতি সম্পূর্ণ হইলেই তখন হৃদয়ের সমসূত্রে মেরু মধ্য বায়ুরূপে আমার অবস্থিতি—এই অনাহত চক্রে মহর্লোকে আমার অস্তিত্ব—অনুভব। তারপরই বিশুদ্ধ চক্রে মেরুমধ্যে কণ্ঠের সমসূত্রপাতে আমি আকাশতত্ত্বেই ওতপ্রোত পূর্ণভাবে জনর্লোকে অবস্থিত। এই বিশুদ্ধ চক্রে স্থিতির পরই একেবারে ভ্রূ-মধ্যের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধতম মূলেই প্রজ্ঞাচক্রে আমি প্রাণময় অস্তিত্ব লইয়া অবস্থিত ঐ তপর্লোকেই আমার স্থিতি—এই কেন্দ্রই প্রাণকেন্দ্র। তার পরই প্রাণরূপী আত্মা সমাধিতে লভ্য সত্যলোকে সহস্রারে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন—আত্মা ঐ কেন্দ্রেই স্বরূপস্থ হন। যোগী সিদ্ধগণ ঠিক এই ক্রমে সমাধির সহজ পথ নির্ণয় করিয়াছেন। পুস্তকের মধ্যে ইহা সাহিত্যের উপভোগ্য বস্তু নয়, কারণ ভাষায় উহার যথার্থ ইতি সম্ভব নয়; অথচ, তত্ত্বটি জানাইতে প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল।

তন্ত্র মতে সাধনের ইহাই সার কথা।

আর এক শ্রেণীর সাধক গুহ্যমতে সাধনা করেন,—সেটা আরও গুরুতর।

এই সব যাহা কিছু অর্থাৎ ষটচক্রের একটির পর একটি চক্র অতিক্রম তাঁহাদের মতে দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। যথা, মূলাধারে ষড়দল পদ্মের উপর বর্ণ এবং প্রত্যেক দলের মধ্যে বীজ হ্রীং ক্লীং ইত্যাদি। এইভাবে প্রত্যেক পদ্মের মধ্যে যে দেবতা আছেন তাঁহাদের প্রত্যেক দলের বীজমন্ত্র সমেত জাগ্রত করিয়া তবে অপর চক্রে যাইতে হইবে। এইভাবে সেই প্রত্যেক দলের প্রত্যেক মন্ত্র জাগ্রত হইলে তবে সেই পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তবে ঊর্দ্ধগতি। এইভাবে প্রত্যেক চক্রে প্রত্যেক পদ্মস্থিত দেবতাকে জাগ্রত করিয়া ষটচক্রভেদের পরে সমাধিতে সহস্রদল পদ্মের মধ্যে পরম শিবের সঙ্গে পার্ব্বতীর মিলনে মুক্তি।

এই যে সাধন ক্রিয়া পদ্ধতির কথা বলিলাম, আসলে এ সব কি? এবং কাহার দ্বারা উদ্ভাবিত এবং কি উদ্দেশ্যে হইয়াছিল ইহা জানিতে কাহারও তিলমাত্র আগ্রহ নাই। তবে এক শ্রেণীর সাধক এবং গুরুর নিকট উহার হয়ত সার্থকতা ছিল ইহা বুঝিয়াই ঐ প্রসঙ্গ এখন ত্যাগ করিতে চাই।

এই যে তান্ত্রিক মার্গের কুণ্ডলিনী জাগরণের ক্রিয়ার কথা বলা হইল, সহজভাবে জীবের মধ্যেই তাহার জীবন গতির মধ্যে এক অবস্থায় ইহা আপনাপনিই জাগ্রত হইয়া তাহাকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে,—ঐ সকল কোন প্রকার ক্রিয়া-কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না কারণ ইহাই জীবের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

বর্ত্তমানে প্রজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আমার গতি। প্রাণ কেন্দ্র, যেখান হইতে প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে; শীর্ষদেশ হইতে একেবারে পায়ের নখ পর্য্যন্ত স্থূল প্রাণের অধিকার আর মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রান্ত লইয়া সূক্ষ্ম প্রাণ, মন, জ্ঞান, আনন্দ সকল কিছুরই অধিকার। এই মেরুপথে প্রাণের এক কেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অপর কেন্দ্রে গতাগতি এই সাধনাবস্থায় সহজেই অনুভব করা যায়। আসনে বসিয়া প্রথমে মূলাধার ক্ষিতিময় অর্থাৎ ভূলোক হইতে ক্রমান্বয়ে ভুবর্লোক, জলময় স্বাধিষ্ঠানক্ষেত্রে স্থিতি তাহার পর নাভিতে মণিপুরে, তেজোময় স্বর্লোকে স্থিতি তার পর হৃদয়ে বায়ুস্তরে মহর্লোকে অনাহত চক্রে স্থিতি অতঃপর বিশুদ্ধ চক্রে অর্থাৎ কণ্ঠে আকাশতত্ত্বে স্থিতি শেষ প্রাণ কেন্দ্রে আজ্ঞা চক্রে স্থিতি—এই স্থিতিতেই ধ্যানাধিকার বাড়িয়া যায়, আভাষে দ্রষ্টারূপে আত্মানুভূতি ক্রমে তত্ত্বের পর তত্ত্বানুভূতি সহজ হয়, ঐ কেন্দ্র হইতে সহস্রারে গতি হইলে আত্মা পরমাত্মায় যুক্ত হইয়া সমাধিতে সোহম্ উপলব্ধি হয়।

তত্ত্বটি এইরূপ,—আমাদের মাথার উপর অনন্তাকাশ দেখিতেছি নিরন্তরই দেখিতেছি—পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত, বাক্য মনের অগোচর বস্তু সুতরাং উহা বুঝাইবার কল্পনাও করিতে নাই। যেটুকু বুঝাইবার উহা জীবের বা জীবাত্মারই কথা। ওতপ্রোত আকাশবৎ অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রে অসংখ্য সৌরজগৎ ভাসিতেছে। তাহার মধ্যে এই সৌর জগতের অন্তর্গত এই পৃথিবী মধ্যে অসংখ্য জীবের গতাগতি। জীবের সেই অসংখ্যের মধ্যে আমি, মানুষজাতির একজন এই বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটিত করিতে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছি—এই সৃষ্টি রহস্যভেদ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাই। শরীর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ামূলে আমার সহায়,—মাত্র প্রাণ।

জীবরূপী আত্মা এই সৃষ্টি উপভোগ করিতে নানাস্থানে নানা সমাজে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এখানে সুখ দুঃখের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে ভোগ আপনভাবেই এবং ইহারই মধ্যে কালক্ষয় করিতেছে। এখন কালের মধ্য দিয়া এখানে খণ্ডভাবে, এই শরীরে মন বুদ্ধি লইয়া সেই জীবাত্মার এই সৃষ্টির মধ্যে আবির্ভাব এবং এখানে কিছুকাল বাস করিয়া শরীর ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে অর্থাৎ নিত্য অবস্থায় চলিয়া যাওয়া—অনুলোম ও বিলোম গতি ধরিয়াই বিচার। যে ক্রমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের অব্যক্ত অবস্থা হইতে একটি আত্মা, সৃষ্টির মধ্যে জীবরূপে দেশ ও কালের মধ্যে প্রকাশিত হইলেন উহা অনুলোম এবং যে ক্রমে আবার এই দেশ কালের প্রভাব কাটাইয়া স্বরূপে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় নিত্য অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহার নাম বিলোম গতি। আসা ও যাওয়ার একই পথ, আত্মা যে ক্রমে নিত্য, অব্যক্ত অবস্থা হইতে দেশ ও কালের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন, প্রত্যাবর্ত্তনেরও সেই পথ এবং সেই ক্রমেই,—উপর হইতে যেমন সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামিতে হইয়াছে আমাকে উঠিবার বেলাও সেই নীচের ধাপ হইতে ক্রমে ক্রমে সকলগুলি ধাপ অতিক্রম করিয়া স্ব-স্বরূপে পৌছিতে হইবে। যথাকালেনাত্মনা বিন্দতি, যথাকালে, ইহা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই হইবে, যখনই তাহার এখানে আহার নিদ্রাদি নানাভাবে বিভক্ত এই গতানুগতিক জীবন অসহ্য হইবে।

এখন একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঘটে ঘটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে খেলা চলিতেছে সবার সঙ্গে আত্মসাক্ষাৎকারের, অথবা অধ্যাত্ম মার্গে গতাগতির কোন সম্বন্ধই নাই। সবার ইহা প্রয়োজনও নহে। যাহার তৃষ্ণা নাই জল যেমন তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, ঠিক সেই রূপ। যাহার গতানুগতিকের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে নাই—তাহার পক্ষে যে কর্ম্মে তাহার মন বুদ্ধি কার্য্যকরী হইয়া আনন্দ দিতেছে তাহার পক্ষে সেই কর্ম্মই সঙ্গত। কিন্তু এখন সামাজিক কোন কোন ধনশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ধনের প্রভাবে ধর্ম্ম খরিদ করিতে চায় তাহাদের সঙ্গে এ তর্ক করা বৃথা যে সময় না হইলে কিছু হয় না বা একজনের দেখাদেখি ধর্ম্ম লাভ হইবার নয়। এতো আমরা চারি দিকে দেখিতে পাই।

অবশ্য একথাও মনে থাকে যে, কুণ্ডলিনী জাগরণের ফলেই এ প্রশ্ন আসিয়াছে। শক্তি যার সুপ্ত তার এ প্রশ্ন নয়, ইহার জন্য তাহার কোন মাথাব্যথা নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ঐ শক্তির জাগরণের প্রথম লক্ষণ হইল গতানুগতিকতার উপর অসাধারণ বিরাগ। যাহার অপর নাম বৈরাগ্য বা বিষয়ে বিতৃষ্ণা।

এখন, একথা তো না বলিলেও চলে যে আমরা কি করিয়া বা কিভাবে সেই অব্যক্ত নিত্য অবস্থা হইতে এই সৃষ্টির মধ্যে আসিয়াছি কারণ তাহা আমি জানি না, জানিবার কোন সম্ভাবনাও আমার নাই। অবশ্য দর্শনাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের যে সকল আপ্ত বাক্য বা ঋষিবাক্য আছে উহা তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, কিন্তু আমি উহা বিশ্বাস করিলেও আমার জীবনেতো সে তত্ত্ব উপলব্ধ সত্য জ্ঞান হয় নাই, কাজেই,—আমায় বিলোম গতি ধরিয়া ক্রমে প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে সত্য অনুভব করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া সমাধি পাইতে হইবে। সোজা কথায় যে ক্রমে আমি স্থূল শরীর ইন্দ্রিয় হইতে যে ভাবে এবং যে ক্রমে বারে বারে এক একটি অবস্থা পথে ষটচক্র অতিক্রম করিয়া, সূক্ষ্ম মন বুদ্ধিরাদি অন্তঃকরণ ক্ষেত্রে উপলব্ধি করিয়া, সচ্চিদানন্দময় কারণাবস্থায় পৌছিতে পারিব, তখনই বুঝিতে পারিব যে আমার এখানে আসার খেলাটিও ঐভাবেই এবং ক্রমেই ঘটিয়াছে।

বুঝিতে আরও একটু পরিষ্কার সহজ হইবে বলি,—কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ফলে যখনই আমি গতানুগতিক সামাজিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশ করিলাম প্রথমেই আমার পূর্ব্ব জীবনের যাহা কিছু গলদ, পাশ, প্রথমাবস্থায় তাহার প্রভাব এড়াইতে কতক তপস্যা করিতে হইল। চঞ্চল ছিলাম, গুরু বুঝাইলেন চাঞ্চল্যের কর্ম্ম নয় স্থির হইতে হইবে তবে সব কিছু মিলিবে, ইষ্টলাভ হইবে। স্থির যাহাতে হইতে পারি তাহার জন্য মন্ত্র জপ সংযুক্ত প্রাণায়ামাদি দিলেন। গুরুই বুঝাইলেন এই সৃষ্টির মধ্যে যেভাবে আমি আসিয়াছি,—ফিরিতে হইবে বিলোম পথে, তাই সৃষ্টির ক্রম ধরিয়াই তোমায় মাটি হইতে উঠিতে হইবে। তোমার পাঞ্চভৌতিক শরীর এই শরীরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বস্তর ভেদ করিয়া চৈতন্যের রাজ্যে তোমার স্বরূপে পৌঁছাইতে হইবে। এখন তোমার চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলিনী জাগরিতা—প্রাণপথ ধরিয়া তোমায় প্রত্যেকটি পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব পার করাইয়া, তোমায় সচ্চিদানন্দময় চৈতন্যস্বরূপে পৌঁছাইয়া দিবেন; শুধু তুমি এই পথের নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া স্থির এবং সংযত চিত্তে তাঁহার অনুগামী হও। অধিক কিছু কাল্পনিক হাতী ঘোড়ার ব্যাপার নাই। আরও এই কথাই গুরু কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে বুঝাইয়া দিলেন,—তোমার যখন জাগরণ হইয়াছে তখন ইষ্টলাভ, অর্থাৎ তোমার কাম্য যাহা কিছু লাভ অবশ্যম্ভাবী কেবল স্থির থাকিয়া, পর পর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া চল, পরে ধ্যানের অবস্থা আসিবে, ঐ ধ্যানের পথেই সমাধি এবং তাহার ফলে আত্মদর্শন বা ঈশ্বর অথবা ভগবদ্দর্শন ঘটিবে। কি ভাবে কোথা দিয়া, কোথা যাইতে হইবে তাহা তিনিই বলিয়া দিলেন। এখন আমায় গুরু বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া চলিবার অবস্থা।

এই যে তান্ত্রিক দীক্ষা এবং অনুষ্ঠানের বর্ণনা এবং যা কিছু কথা ইহার সম্বন্ধে বলা হইল ইহার উদ্দেশ্য,—পূর্ব্বে গার্হস্থ্যজীবনে বৈদিক দীক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া যে ভাবে তন্ত্রের প্রভাব প্রবল হইয়াছিল এই জাতির মধ্যে, যাহার ফলে ধর্ম্মরাজ্যে জটিলতা, নানারূপে সাধারণ জীবের সরল ধর্ম্মবুদ্ধি বিপর্য্যস্ত; তাহাতেই, ধর্ম্ম, সিদ্ধি অথবা ঈশ্বর লাভের পথ জটিল, এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে। তাহার পর তান্ত্রিক সাধনায় প্রথমে পশুভাব তারপর বীরভাব তারপর দিব্য-ভাবেই সিদ্ধি। প্রথম দুই ভাবের মধ্যে পশুভাবের ও বীরভাবের উপাসনার নামে যৌবন ও নারী মৎস্যমাংসাদি ভোগের বিধান থাকায় ভোগলুব্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিচারেই, তাহাতেই এক শ্রেণীর একটা আকর্ষণ আছে। এই জন্যই অনেকেই তন্ত্রের সাধনা সম্বন্ধে একটু যেন বিশেষ কৌতূহল পোষণ করেন। ইহা লক্ষ্য করিলেই, এখন তান্ত্রিক সাধনের অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য যা কিছু, আসল ধর্ম্ম সাধনের জন্য উহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা অনুভূত সহজেই হইবে। ধর্ম্মের আসল পথ সকলকার পক্ষেই সহজ, তিল মাত্র জটিলতা তাহার মধ্যে নাই;—সত্যধর্ম্মের এই রূপই প্রত্যেক জীবের মধ্যে বীজভাবে রহিয়াছে, যখনই জটিলতা মুক্ত হইতে প্রবল ইচ্ছা হইবে তখনই নিজ পথ তাহার সম্মুখে দেখিয়া ঐ সব ভোগমূলক সাধনা হইতে তাহার নিবৃত্তি সহজ হইবে। আশা করি এ কথা বুঝিতে কাহারও কোন বাধা নাই।

আমায় কতক ঐ ক্রম অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কৌশলে কার্য্য করিতে হয়, বর্ত্তমান সাধনের অবস্থায়, ক্রমে ক্রমে সাধকের মনকে নিম্নতমচক্র হইতে চক্রান্তরে লইয়া প্রাণ কেন্দ্রে অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্রে পৌঁছিতে হয়। নিত্য আসনে স্থির বসা পরে আকর্ষণ করিয়া মূলাধার হইতে প্রজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত মনকে তুলিতে অভ্যাস করিতে হয়। ফলে এমনই অবস্থা আসিল, আসনে না বসিয়া কোন ক্রিয়া না করিলেও আমি বোধ প্রাণপথে মেরু মধ্যে প্রত্যেক কেন্দ্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাতায়াত করিতে পারি অথবা আমি-সংযুক্ত প্রাণের গতি অনুভব করিতে পারি। কিন্তু প্রজ্ঞাচক্রের উপরে উঠিতে পারি নাই, যাহা কিছু করি না কেন ঐ ষটচক্রের মধ্যেই, নীচে হইতে উপরে ও উপর হইতে মূলাধারের মধ্যেই আমার যা গতাগতি, বর্ত্তমানে ঐ আজ্ঞাচক্রে দীর্ঘকাল স্থিতির সাধনাই আমার বিশেষ ধ্যানের বিষয় যাহার ফলে সহজ পথেই সমাধিতে আসা যায়।

সকল কিছু খুঁটিনাটি না বলিয়া আমার পক্ষে এইটুকু বলিলেই ঠিক হইবে যাহা কিছু তত্ত্ব স্বরূপ আমার জ্ঞান গোচর হইয়াছে, জীব ও ভগবান সম্পর্কেই, —তাহার মধ্যে রূপ বা নানা প্রকার দর্শন আছে। আবার সেই প্রত্যক্ষ দর্শন শেষে সেই তত্ত্ব আমার অধিগত বিষয় হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাবে আমায় জ্ঞান ও আনন্দে ভাসাইয়াছে। নিত্যই কোনো না কোনও তত্ত্ব দর্শন বুদ্ধি, এবং সম্যক স্মৃতিগত না হওয়া পর্য্যন্ত মনে শান্তি থাকিত না। আবার এমনও হইত,—হয়তো জিজ্ঞাসা রূপে চিত্তক্ষেত্রে কোন তত্ত্বকথা ভাসিয়া উঠিল অথবা কোন সূত্রে আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল,—তাহার আগাগোড়া, উৎপত্তি হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত আমার বোধে জাগ্রত হইয়া উঠিল, ফলে সে তত্ত্বের সম্যক দর্শন ঘটিয়া গেল।

একটি দৃষ্টান্ত, এই যে নর এবং নারী, এই সম্বন্ধ লইয়া প্রথম ভেদের কথাই আছে। পুরুষ বা নরের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে নারী বা স্ত্রী প্রকৃতির সঙ্গে। আমরা শিশু হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সকল অবস্থার নরনারী দেখি। ভাল মন্দ সকল গুণই সমান দুই জাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু ঐ গুণগত ঐক্য সত্বেও সম্বন্ধ সত্য নহে। অথচ যৌবনের যৌন আবেদন সম্পর্কের কথা ছাড়িয়া দিলেও কোন সমাজে নর ও নারী উভয়ে একেবারে পৃথক থাকিবার জো নাই। হয়তো স্বভাবতঃ কোন নারী, পুরুষ-বিদ্বিষ্ট অথবা কোন পুরুষ, নারী-দ্বেষী দেখা গেলেও যদি কোন গভীর কারণ না থাকে তাহাদের বিদ্বেষ নিতান্তই লঘু, চিত্তের উপরিভাগে ভাসমান একটা কিছু। গভীর কারণ যাহা একজনের ভাবের বা উদ্দেশ্যের অথবা অন্তরের কাম্য বস্তুর প্রতি অপরের উপেক্ষা অথবা বিপরীত ভাব পোষণ ব্যতীত অপর কারণই নাই। এইভাবে নরনারীর মধ্যে শত্রুতার উৎপত্তি।

কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকালের চলমান শত্রুতা রাখিয়া কাহারও আত্মিক উর্দ্ধগতি সম্ভব নয়। কারণের কথা পরে। উপস্থিত যে দিকেই দেখা যাক না কেন, জগৎ সমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায় সুধু একটি নর নারী নয়, সমষ্টি বা সমাজের সঙ্গে সমাজের ভেদ আচার ব্যবহারগত পার্থক্য কোথাও হয়তো সহনীয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অসহ্য হইয়া বিরোধ লাগিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নারীর অংশ প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় না যেন মনে হয় ইহা পুরুষের মধ্যেই আবদ্ধ। বস্তুতঃ তাহা নহে সেই সেই সমাজের নারীর সঙ্গেও ইহার যোগ সুধু আছে বলিলেই হইবে না গভীর ভাবেই বর্ত্তমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই পৃথিবীর সকল সমাজের কথাই এই। ব্যতিক্রম হয়তো বিশেষ ক্ষেত্রে দেখাও যায়;—দুই জাতির প্রবল বিরোধের মধ্যেও কোথাও ঐ দুই জাতির নরনারী যৌন সম্পর্কে এক ভাবেই মিলিত হইয়া সংসার পাতিয়া বসিল। তাহাদের সন্তান উৎপত্তি পর্য্যন্ত কোন বিরোধের আভাষ পাওয়া গেল না। বিরোধ বাধিল ব্যক্তিগত কারণে অত্যন্ত সামান্যও হইতে পারে সে কারণ। এই ভাবিয়া তখন মনে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এই এতটুকু মতের পার্থক্যে এতবড় প্রবল বিদ্বেষ, শেষে প্রতিহিংসায় উহা শেষ হইল কি করিয়া? ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত মনের প্রকৃতি লইয়াই কথা। প্রথমে হয়তো স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে চমৎকার প্রেমের সম্পর্ক দেখা গেল তাহাদের দাম্পত্য প্রণয় দেখিয়া আশপাশের নরনারীর মধ্যেই সবারই মনে হইল সংসারে এইরূপ সম্পর্কই কাম্য; এমন না হইলে সংসারে সুখ কি? কিন্তু তাহারা জানে না, মূলে সৃষ্টি প্রবৃত্তির স্বাস্থ্য রক্ষার্থেই ঐ নারী, নর প্রকৃতির এতটা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, পক্ষান্তরে তাহার ঐ সৃষ্টির সৌকর্য্যের জন্যই পুরুষও, ঐ নারীর সাধ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া আপন স্বভাবের ব্যতিক্রম বিপরীত ভাবে সহ্য করিতেছে। তারপর সৃষ্টির কাজ হইয়া গেলে কয়েকটি সন্তান জন্মের পরেই প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা দিতে আরম্ভ করিল। যাহার মধ্যে মলিনতা বেশী তাহার দ্বারাই সম্পর্ক বিকৃত হয় বেশী। একজনের মনের বা অন্তরের মলিনতাই আত্মার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর—রোগের মতই সূক্ষ্ম শরীর মন তথা বুদ্ধির পক্ষে হানিকর। বুদ্ধির সহজ গতি বন্ধ,—তাই তাহাদের কাজ বুদ্ধিহীনের মত, লোকে বলে। এই বিদ্বেষ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্তও চলিতে পারে, আবার সৌভাগ্যক্রমে জীবিত কালের কিয়দংশ অশান্তিময় করিয়া পরে সহজ ভাবেই শেষ হইতে পারে। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম সেথাই একজনের দুর্ব্বলতা অশান্ত প্রকৃতিই দায়ী।

নর নারী জীবনে উভয়ের মধ্যেই রূপের প্রভাব আছে;—জীবনে তাহা কম কাজ করে না, অনেকের মধ্যে রূপের প্রভাব কম—সবার মধ্যে সমান নয়। এক শ্রেণী ধনলোলুপ জীব সকল সমাজেই আছে,—তাহাদের জীবনে ধনাকাঙ্ক্ষা এবং ধনসম্পর্কে যা কিছু অত্যন্ত প্রিয়—তাহাদের মধ্যে রূপ রসাদি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের অনুভূতি কম। যথার্থ রূপ বিচারে বর্ণ ই প্রধান। মুখাকৃতি কুৎসিত হইলেও গৌরবর্ণের গুণে নর নারী নির্ব্বিচারে একজনের মনে রূপসী বা রূপবান বলিয়া অভিমান জাগাইয়া থাকে। উহা নিম্নস্তরের মনোবৃত্তি। উচ্চ রস পিপাসু নরনারীর মনোধর্ম্মে যথার্থ সৌন্দর্য্য বোধ এবং উপভোগে তাহার চরিতার্থতা, যাহা জীবনের একটি প্রধান ভোগ; তাহার মধ্যেও সংযম থাকে। এইরূপ প্রভাব প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই বর্ত্তমান যাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয় রস বোধ জন্মিয়াছে।

নিম্নস্তরের মধ্যে রূপ রসের অনুভূতি কমই দেখা যায়। মধ্যস্তরের মধ্যে রূপের এবং উচ্চস্তরের মধ্যে রসের প্রভাবই প্রবল। এই রূপের প্রভাব মধ্যস্তরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যেই প্রবল বলিয়াছি। মনোবুদ্ধি বৃত্তির মধ্যম পরিণতি যাদের—তাদের মধ্যম স্তরের মধ্যে ধরা হয়। হয়তো ভাগ্যের ফলে ধনবানের সন্তান, ধনলোলুপতাই তাহাদের প্রাণ কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহারা এখন হয়তো মধ্য স্তরেই আছে ;— এমন অনেক ধনবানের ঘরে বা ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তির মধ্যে যথেষ্ট সৌন্দর্য্য বোধ আছে কিন্তু রস বোধের সম্যক অভাবই সূচিত করে তাহাদের আচরণে।

একজন সঙ্গীত শুনিতে চায় না। আমি নাচগান সহ্য করতে পারিনা, দম্ভ করিয়া একথা বলিতে তাগার সঙ্কোচ মাত্র নাই। অথচ সহরের অধিবাসী। বাড়িতে সঙ্গীত প্রবেশ করিতে পারে না। ছেলেদের যাহাতে পড়াশুনাটা ঠিকমত হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি এবং অর্থব্যয়ও হয়। যথার্থই বিদ্যা, জ্ঞান অথবা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের দিকে নয় কেবল অর্থকরী বিদ্যার জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থা, কারণ অর্থের সঙ্গে উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ। কিন্তু সঙ্গীত বা থিয়েটার বা নাটকাভিনয়ের বিষয়ে কঠোর শাসন চলিতেছে। রূপের কথা আরও একটু আছে,—রূপের সঙ্গে গুণের সম্বন্ধ নাই অথবা প্রাকৃত নিয়মেই রূপে গুণে মিলন ক্বচিৎ হয় সেই কারণেই ঐ মানুষ সমাজে উহা প্রায় অসাধারণ আদর্শ হইয়া আছে। অধ্যাত্ম রাজ্যে রূপের চমৎকার প্রভাব এবং এই রূপ এমনই এক আকর্ষণের বস্তু। একটি সুন্দর রূপ, একেবারে আত্মস্বরূপের আভাষ—অনুভূতি-গম্য। অধ্যাত্মধর্ম্ম সাধনের পথে একশ্রেণীর মধ্যে রূপকে উপেক্ষার ব্যবস্থাও আছে কারণ স্থূল শরীরের রূপ বা সৌন্দর্য্য নর নারীকে নির্ব্বিচারে ইন্দ্রিয় সম্ভোগে অর্থাৎ জীবসৃষ্টির পানে আকৃষ্ট করে। সেটা পথের নিয়ম বলিয়া পরিচিত। কারণ এই সাধনের কালে রূপের তথা ইন্দ্রিয়গত ভোগের বীজ অন্তরে থাকিতে অধ্যাত্ম মার্গে প্রবেশাধিকার নাই। মনকে ইন্দ্রিয় মার্গেই টানিয়া রাখিলে সে মন কি করিয়া আত্মস্বরূপের পানে গতিশীল হইতে পারিবে ?

এই ভাবে জীবজগতে নর নারী, রূপ সম্পর্ক হইতে রস এবং সেই রস হইতেই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ পর্য্যন্ত সকল কিছু তত্ত্বই সাধকের চৈতন্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। নর ও নারীর এই দুই বিপরীতমুখী প্রকৃতির মধ্যে কেমন করিয়া সৃষ্টির ধারা রক্ষার জন্য পরমেশ্বরীর এই অপূর্ব্ব রূপ মোহসৃষ্টি, মিলন সংযোগের মূলে কাজ করিয়া পরে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে উভয়েই নিজ নিজ মার্গে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকে। এখন রূপের কথা আরও একটু আছে।

আমাদের দৃশ্য ও দৃষ্টির কথা,—

এ সংসারে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই যেন সবার বড় ইন্দ্রিয়, যত কিছু আকার এই যন্ত্রদ্বারাই প্রথম আমাদের অন্তরেতে পৌছায়। তারপর, বুদ্ধিদ্বারা বস্তু নির্ণীত হইলে তাহার উপকারিতা ও কার্য্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার অনুসারে তাহার ব্যবহার সিদ্ধান্ত হয়। অধ্যাত্ম জগতে রূপের চরম পরিণতি চৈতন্য জ্যোতিতে। সেটি দৃশ্য জ্যোতি নহে। উহা আত্মময়, স্বরূপেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভাসিত কোন বাস্তব দৃশ্য নয়। কৃষ্ণ কালী শিব দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এমন কি দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা, যত কিছু রূপের ঘরের বিষয়,—সাধকের সংস্কারানুসারে চিত্তে উদিত এবং সাধকের রূপদর্শনের সাধ পূর্ণ করিয়া চিৎজ্যোতিতে অর্থাৎ আত্মার চৈতন্য সত্তায় নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন একমাত্র অহম্ সত্তার দ্রষ্টব্য আর কিছু থাকে না। আমি চৈতন্যস্বরূপ, সেই চৈতন্য আমার অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত আমার বাহ্যরূপে আসিয়া পৌছিয়াছে। রূপ দেখিলেই আমার সত্তার প্রতি লক্ষ্য স্বতঃই আসিয়া পড়ে। তারপর অন্তর ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সেই চৈতন্যময় সত্তার প্রকাশ অনুভূত হয়। তারপর আত্মস্বরূপের সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় ক্ষেত্র, সেই জ্যোতির্ম্ময়গুলই আমার আধার। দৃশ্য হইয়া যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমি দেখিতেছি,—আমি দ্রষ্টা। কিন্তু উহা দৃশ্য বর্ণনায় জ্যোতি, সুতরাং কাল্পনিক, কারণ জীবাত্মা যতক্ষণ না স্বরূপে স্থিত হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইতেছেন ততক্ষণ কল্পনার রাজ্যেই রহিয়াছি। * * * * চিৎসত্তায় পৌছিয়া চৈতন্যস্বরূপ হইয়া গেলাম। কল্পনার শেষ হইয়া গিয়াছে, আর অহং নাই শুধু সত্তাবোধমাত্র আছে। এটাও কথায় না বলিলেই ভাল হয়, কারণ, অনাহত শব্দ ছাড়া শব্দ মাত্রই অত্যুক্তি মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত। এত সূক্ষ্ম বিষয় কথায় বলিবার নয় এখানে কথা এতই স্থূল।

এক্ষেত্রে একজন সাধকের লক্ষ্য বা দর্শন-বৈশিষ্ট্য,—আর সাধারণ গতানুগতিক-জীবন সংসারী একজনের দর্শনের পার্থক্য অনেক। সাধক তাহার তত্ত্ববোধ বা জ্ঞান দিয়া দেখিতেছে তাই একজন ভিতরের অনেকটাই দেখিতে পাইতেছে, বাহ্য নামরূপ ভেদ করিয়াই দেখিতেছে,—কিন্তু সাধারণ যাহারা নামরূপ সর্ব্বস্ব করিয়া বিচরণ করিতেছে তাহাদের সে দৃষ্টি কোথা ?—সাধকের দৃষ্টি সম্প্রসারিত,—সাধারণের সঙ্কীর্ণ, কাল্পনিক। এ পার্থক্য অনেক দূর পর্য্যন্তই রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশ

একদিন প্রভাতে উঠিয়াই দেখিতেছি—আশ্রমের যেদিকে দেখি, আমার দিকে সবাই যেন চাহিয়া আছে। আর সেই চক্ষের দৃষ্টির ভিতর দিয়া আমার চক্ষে এক রকম আলো প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগাইয়া দিতেছে। আমি আমি, আমি, প্রত্যেকের মধ্যে ঐ এক আমি। গাছের আকারে দাঁড়াইয়া আমায় দেখাইতেছে ঐ এক আমি। প্রত্যেক আমিই যেন তাহার রূপের ভিতরের সত্তা সেই আমি, উজ্জ্বল হইয়া কখনও আমায় তাহার ভিতরে, না হয় আমি তাহাকে আমার মধ্যে টানিয়া লইতেছি। ইহার সঙ্গে কল্পনার কোনও সম্পর্কই নাই সবটাই জীবন্ত সত্য। কেবল একটি, কিন্তু, আসিয়া পড়িতেছে ব্যবহারের বেলা, সেখানে আমি তার মধ্যে নাই সেও আমার মধ্যে নাই। ব্যবহারের জগৎ এই রকমই হয়।

প্রত্যেকের আমিটি, যাহা তাহার বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি রূপ ধরিয়া বাহির হইতেছে, আর যেন আমারও সেই আমি, তাহার সেই রূপ ধরিয়া ভিতরে যাইতেছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে করিতে আমিই ধন্য হইয়া যাইতেছি। এই যে দর্শন দুই দিন পূর্ণরূপেই ছিল, সেই দুই দিন আর আসনে বসিতে পারি নাই; প্রবৃত্তি হয় নাই, নিত্য ঐ কর্ম্ম বন্ধন মনে হইতেছিল। দুই দিন পরে যখন আবার চলিয়া গেল তখন আসনে বসিয়া কর্ম্মে মন দিতে পারিলাম।

আসল কথা, এই সাধন অবস্থায় যাহা অনুভব করিতেছি, প্রাণের গতি, ঐ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি হইয়া যেন সকল বস্তু উপভোগ, ফলে জ্ঞান, সেই বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, আমাকে তাহার সর্ব্বাংশ দেখাইয়া দিল। ঐ বস্তু সম্বন্ধে আমার আর কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। এই যে এখনকার অবস্থা, ইহা সকলকারই হয়; আমিই যে শুধু ইহা পাইয়াছি বা পাইতেছি তাহা নয়,—ইহা প্রত্যেকেই পাইতে পারেন যদি মন বা ইচ্ছাশক্তিকে উহার পিছনে লাগানো যায়। সাধারণতঃ দিনমানে নিজ নিজ নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনার উদ্দেশ্যে এতই অভ্যস্ত, এতই অভিনিবিষ্ট যে, সেই কর্ম্ম সম্পর্কে সেই চিন্তা ছাড়া অন্য কিছুই চিত্তক্ষেত্রে স্থান পাইতেছে না; কাজেই, মনঃসংযমে অনভ্যস্ত বলিয়া আর আর অনেক গুরুতর বিষয়ে বঞ্চিত হইতে হইতেছে। ঐ গতানুগতিকতাই সবাইকে অগ্রগতিতে বঞ্চিত করিতেছে।

ঠাকুর কত মতে বলিয়াছেন,—আমি একঘেয়ে কেন হব, আমি মাছ পাঁচ রকম করে খেতে ভালবাসি,—আমি ঝালে আছি, ঝোলে আছি, কালিয়ায় আছি, চচ্চড়িতে আছি, অম্বলে আছি;—আমি সবরকমেই আছি। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একঘেয়ে গতানুগতিকতা তিনি কোন সময়েই ভালবাসিতেন না। এমন কি তাঁহার সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধির পর, তিনি দক্ষিণেশ্বরের গতানুগতিক জীবনে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন; ইহাতে তাঁহার আনন্দের ব্যাঘাত হইত। আজ রামের বাড়ি, কাল অধরের বাড়ি, একদিন ঈশানের বাড়ি, কোনদিন বলরামের বাড়ি যাইয়া আনন্দ বিস্তার করিয়া আসিতেন। এমন কি সপ্তাহে তিন চার দিন পর্য্যন্ত বাহিরে, দক্ষিণেশ্বরের আবহাওয়ার বাহিরে কাটাইয়া আসিতেন। অবশ্য এ কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে ভগবৎ কর্ম্মই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। আমরা তাঁহার একটি মাত্র দেখিলেও তাঁহার সে কর্ম্মের মধ্যেও অন্যান্য অনেকানেক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আসলে ঠাকুর যখনই কোথাও কারো বাড়ি যাইতেন, দক্ষিণেশ্বর হইতে যাত্রায় একটা উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে থাকিলেও অদৃষ্ট ভাবে আরও অনেক কিছু থাকিত,—তাহা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের হয়তো লক্ষ্য পড়িত না। একটা ছোট ঘটনা;—কুক সাহেবাদির সঙ্গে কেশব আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে লইয়া গেলেন। ভারি আনন্দ,—তিনি ইহাই চাহিতেন, সুতরাং ঐ জাহাজে তাঁহার উপদেশামৃত তো হইলই, কেশবাদি এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা, এমন কি মাষ্টার প্রভৃতি তাঁহাদের মিলন তো দেখিলেনই, নারিকেল মুড়ি ইত্যাদি খাওয়াও হইল। ঠাকুরের সঙ্গে বিজয় ছিলেন। তখন কেশবের সঙ্গে বিজয়-শিবনাথাদির ভেদ হইয়াছে;—কাজেই প্রীতিময় মিলন ব্যবহার নাই। এখন ঠাকুর ইহার আদ্যন্তই জানিতেন, কারণ সকল কিছুই, ব্যবহারিক জগতের মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ সকল কিছুই, তাঁহার চৈতন্যে প্রাকৃত নিয়মেই উপস্থিত হইত। এখন বিজয় ও কেশবের ভাব লইয়াই দুজনের মধ্যে সঙ্কোচ কাটাইয়া সহজ ভাবটি আনিয়া উভয়কেই সঙ্কোচমুক্ত করিয়া দিলেন। তারপর চাঁদিনী রাত্রে গাড়ী করিয়া ঐ অঞ্চলের শোভা উপভোগ করিতে করিতে সুরেশের বাড়ি উপস্থিত। তিনি বাড়ি নাই গাড়ী ভাড়া কে দিবে?—মেয়েদের কাছে দেখনা, তাদের ভাতারেরা তো যায় আসে, জানা আছে তো?—

যাই হোক, সব মিলাইয়া অনেক কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এই সূত্রে। এই প্রকার তাঁহার সকল কর্ম্মেই গতানুগতিকতার উপর বিতৃষ্ণা, বিশেষ দেখা যাইত। আমাদের সমাজের ঐ চাকরিজীবী সাধারণ গৃহী মানুষের উপর তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। ইহারা ঐ গতানুগতিকতার প্রভাবে আপন জীবনে আনন্দের আস্বাদ পায় না, এ দুঃখ তাঁহার মর্ম্মে পীড়া দিত। ঐজন্য তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণের ঘরে, মধ্যে মধ্যে উপযাচক হইয়া মিলনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন;—সেখানে ইষ্ট গোষ্ঠি হইত, কতরকমে আনন্দ লাভে সবাই একটা আনন্দের নেশা লইয়া গৃহে ফিরিত। এই যে তাঁহার ভক্তগণের ঘরে আনন্দ করিতে যাওয়া; তাঁহার শুভ ইচ্ছা, সবাইকে লইয়া এই প্রকার আনন্দ করা ইহা যে কতটা স্বাস্থ্যকর তাহা তাঁহার অনুগামী ভক্তগণই বুঝিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধুমাত্র ইহাই নয়, বলরাম বসু কায়স্থ, অধর সুবর্ণবণিক,—সমাজে তখনকার লোকের, ঠাকুরের ভক্ত হোন বা নাই হোন, সকলের বাড়ি সকলকার ভোজনের ব্যাপারে বেশ একটা ভেদবুদ্ধি ছিল। ঠাকুরের ধর্ম্ম প্রভাব, সেগুলি দূর করিতে কতটা সহায়তা করিয়াছিল তাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভালই বুঝিয়াছিলেন। তখনকার সমাজে গৃহস্থ মানুষের কি পরিমাণে কত বন্ধন; চাকরি বজায় করিয়া সব কিছুই করিতে হয়, তাহাদের ইষ্টগোষ্ঠি বা বাড়ির হাওয়া হইতে একটু পৃথক স্থানে সমভাবাপন্ন সৎভাবে ভাবিত যারা একত্র হইয়া কিছু গান কীর্ত্তনাদি করিয়া কতকটা কাল কাটাইতে, ভাগবত, অধ্যাত্ম, গীতা, ভারত, রামায়ণাদি পাঠে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হইবার প্রকৃষ্ট উপায়, ইহাই কতরকমেই না তিনি বুঝাইয়াছেন, দেখাইয়া গিয়াছেন কিভাবে করিতে হয়। শেষে এটিও লক্ষ্য করিবার বিষয় তিনি সবাইকে খাওয়াইতে কত ভালবাসিতেন নিজে সাধারণতঃ কত কমই খাইতেন, কিন্তু কোন কোন উৎসবে,—অথবা একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আনন্দ অনুষ্ঠানে, কীর্ত্তনাদি গানে নানা ভাবেই তৃপ্তির ব্যবস্থা, সব শেষে ভোজনের ব্যবস্থা থাকিতই। তাঁহার সকল কিছুতেই দেখিয়াছি, মুগ্ধ সংসারী কেমন করিয়া গতানুগতিক একঘেয়ে জীবনযাপনের বন্ধন হইতে উদ্ধারের কি চমৎকার কৌশল তাঁহার ছিল। তাঁহার ভক্তগণ, গৃহী এবং কুমার ব্রহ্মচারিগণ, উভয় দলের মধ্যেই কোন ক্ষেত্রেই তিনি কাহারও মধ্যে একঘেয়েমীর মলিনতা জমিতে দিতেন না। কারণ ঐ জড়তার যে কতটা দোষ, ঐ গতানুগতিক গার্হস্থ্য জীবন যে মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে হানিকর তাঁহার মত আর কে জানিত;—যাহার জন্য জীব ভগবান-বিমুখ হইয়া আছে এবং মনে করিতেছে আমি বেশ আছি। ইহাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কিছু তিনি ভাবিতে পারিতেন না। এগিয়ে পড়,—এই কথাটা কত শত বার তাঁহার শ্রীমুখ হইতে কত ক্ষেত্রে কত উপলক্ষে বাহির হইয়াছে, সবাই জানেন, তিনি কতবার, আসপাশের সবাইকে লক্ষ্য করিয়া আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে নিষেধ করিয়া সুধু ক্ষান্ত হন নাই, উহা যে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া জড় বুদ্ধি আনিয়া মানুষকে পশুর অধম করে সেটা যেন চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কত কত না দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়া বুঝাইয়াছেন অন্তরে শক্তি সুপ্ত। সেই সুপ্ত শক্তি, ছাগলের পালে বাঘের গল্প করিয়া, কেমন করিয়া নিজের শক্তি ও চৈতন্যময় সত্তাকে জড়বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে হয় অমৃতোপম উপদেশ দৃষ্টান্তচ্ছলে শুনাইতেন।

সেদিন জগদীশ বাবার জিজ্ঞাসায় আমায় গোড়ার কথা বলিতে হইল। প্রথমে রাজযোগ, তাহার পর সিদ্ধযোগী বাবা মুক্তিনাথের আশ্রয়ে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া—ষটচক্র ভেদের পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম। তাই আমার যে ভাবে ইষ্টলাভ ঘটিয়াছিল এবং গুরু উপদেশে যে সকল পদ্ধতি ও প্রকরণের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল, বান্ধবগণের অবগতির জন্য কেবল তাহাই প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছি। প্রধানতঃ ক্ষেত্রটি ;—সিদ্ধযোগির যে ক্ষেত্রে বীজ পড়িতেছে উহা সাধকের মানস বা চিত্তক্ষেত্রেই বুঝিতে হইবে। তাহার পরই হইল জাগ্রত বীজমন্ত্র। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ পড়িলে যেমন কাম্য বৃক্ষ ও ফুল ফলাদি লাভ হয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ পড়িলেই তত্ত্বানুভূতি হইতে থাকে। শক্তিলাভান্তর উত্তরোত্তর অগ্রগতি হইতে থাকে,—যাহা মৃত বীজ মন্ত্রে হয় না। বাজারে ক হইতে ং ঃ ঁ পর্য্যন্ত সকল অক্ষরে ং চড়াইয়া পুস্তকেও সকল মন্ত্রই পাওয়া যায়,—তাহাতে কোনও কাজই হয় না কারণ উহা মৃত বা জড় মন্ত্র। কোন সাধক ভাগ্যক্রমে কোন সিদ্ধ গুরুর কাছে অর্থাৎ গুরু পরম্পরায় যে মন্ত্র গুরু পাইয়াছেন এবং উপযুক্ত অধিকার থাকায় স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছেন ঐ মন্ত্রে, তাহাই সিদ্ধমন্ত্র এবং জাগ্রত বীজ। উহার ফল, মন্ত্র গ্রহণের কাল হইতেই অনুভূত হইবে। ঐ সিদ্ধ বীজের সঙ্গে উপযুক্ত অধিকারী যোগ হইলেই গুরুকৃপা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। এই যোগাযোগের উপরেই সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। এখানে তন্ত্র মতে সাধনা হইলেও পশ্বাচারের প্রয়োজন নাই,—বীরাচারেও প্রয়োজন নাই,—সুধু যোগমার্গে দিব্যাচারে ইষ্টলাভ হইবেই হইবে। গুরু,—শিষ্য প্রকৃতি বুঝিয়াই সাধনের ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া তন্ত্র মতের পশ্বাচার, বীরাচারাদি সাধনের কাজ বহুকালই শেষ হইয়াছে। এখন যে কাল, যে যুগ, সকল সাধন কর্ম্মই সেই কালানুসারেই চলিবে।

কিন্তু নানা মতের নানা সম্প্রদায়ের গতাগতি পুরীতে দেখিয়াছি, কাশীতে তা আছেই। সকল তীর্থেই, ইহা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বৃন্দাবনে দেখিব ইহা যে কল্পনাও করি নাই।

বৈকালেই আমার খানিক বেড়াইবার সময়,—এদিক ওদিক যাই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যাস্তের পরই আসনে ফিরিয়া আসি। আজ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল,—পার্থ সারথিই লইয়া গেলেন,—বলিলেন, দেখো—এই একরকম। বাহাউল্লা সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক।

বিশাল শরীর, বয়স ষাট বাষট্টি হইবে, পাকা চুল, পাকা দাড়ি, কালো নেপের আলখাল্লা, উপরে ভিতরে সব ঢাকা, বিশাল তাকিয়ায় কনুয়ের গোঁতা ঠেশ দিয়া আলবালে ঝকঝকে রূপালী নলে, প্রকাণ্ড তাওয়া সরপোষ ঢাকা কলিকাতে সুগন্ধি ধূমপান করিতেছিলেন, পা ছড়াইয়া। চার আঙ্গুলে চার রকম আংটি, মাথায় পাঞ্জাবীদের মত পাগড়ী, সব কালো। মধ্যে গদির উপর তাঁহার আসনের নীচে, চারিধারে সভ্য ভদ্র ব্যক্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে প্রায় দশ বারো জন। একবার অম্বুরী তামাকের গন্ধ, আবার আতরের গন্ধ, সভায় ভুর ভুর করিতেছে। আমরা দুজনে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্রই সভাপতি মিয়া, বাহাউল্লা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, একটুও নড়িলেন না। তাকিয়ার উপরে কনুইতে ভর দিয়া ঝুঁকিয়াছিলেন সেইভাবেই রহিলেন,—এবং পার্থ সারথির সঙ্গে একটিও কথা নয়, কেবল হা হা হা হা সম্ভাষণ করিলেন, তারপর দু চারটি কথা বিনিময় হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্থ সারথি যেখানেই যান, দেখিয়াছি কোথাও অপরিচিতের মত ব্যবহার নয়, ঠিক যেন আপন ঘরেই প্রবেশ করিলেন। এখানেও প্রবেশমাত্র, নমস্কার নাই, সেলাম নাই হা-হা-হা-হা করিয়া দুজনেই একটু হাসিয়া কি যে বলাবলি করিলেন, ভগবানই জানেন, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিলাম না। এক ইংরাজীতেই তিনি অনর্গল কথা কহিতে অভ্যস্ত,—তারপর হিন্দি সামান্য কোথাও কোথাও কহিতে দেখিয়াছি,—কিন্তু এ যে আবার কি ভাবের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দুজনের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহাদের প্রসন্ন আনন্দের উচ্ছ্বাসটাই দেখিতেছিলাম। মাতব্বর তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিলেন না, মুখ ভরা কীমামযুক্ত সুগন্ধ পানের রস আস্বাদ করিতে করিতে, আরে

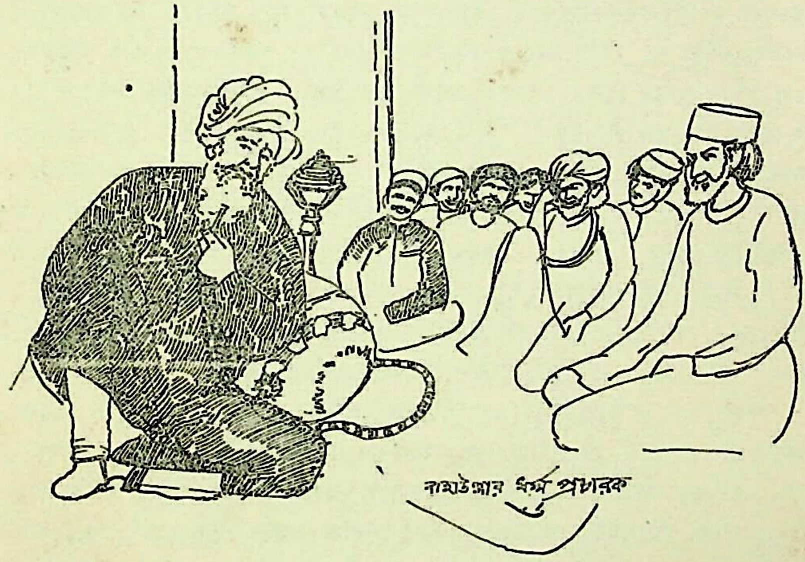

মেরা দোস্ত, আরে মেরা হবেলী, আরে মেরা বুশানী এই সব বলিয়া ডান হাতটা একটু উঁচু করিলেন মাত্র, বাঁ হাতে গুড়গুড়ি বা সটকার রৌপ্য সূত্রালঙ্কৃত নলটা ধরা আছে, সোনার মুখ-নলটি তাহার প্রান্তে ঝুলিতেছে।

পার্থ সারথিকে তিনি বসিতেও বলিলেন না, কিন্তু তিনি উবু হইয়া বসিতেই এক ব্যক্তি উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিয়াই গাঁজার সরঞ্জাম কলিকা প্রভৃতি লইয়া বাহিরে আসিল, এবং উহা প্রস্তুত করিতেই লাগিয়া গেল।

ততক্ষণে আমার মনে একটু যেন গ্লানি,—কেন এখানে আসিলাম, পার্থ সারথিই বা এখানে আমায় আনিলেন কেন, এই সব ভাবনা চলিতেছিল,—শেষে এই ভাবিয়া উহাতে একটি ছেদ টানিয়া দিলাম যে, আমার অত শত ভাবনার কথা তো নয়,—এখন আমার ইষ্ট যেখানে আনিয়াছেন আমি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খানেই আসিয়াছি, যতক্ষণ রাখিবেন ততক্ষণ থাকিব, যখন উঠাইয়া দিবেন তখনই উঠিব, আমার অতশত বিচারের দরকার কি ?

কিন্তু এত ভাবিলেও অহংকার যাইবে কোথা,—নানা ভাবেই সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

চক্রাকারে যাহারা বসিয়া আছে তাহার মধ্যে সলজ্জ, নিম্নমুখ, হৃষ্টপুষ্ট, শ্যামবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, রক্তাভ কমললোচন এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিলেন,—ইয়ে হামারা ধোবী হৈ। হাম যাঁহা রহেঙ্গে হামরা কাপড় ধোয়কে উহাঁই চলা আবেগা। কেঁও জী বোলো না, হৈ ইয়া নেহী। সে ব্যক্তি জোড় হাতে বলিল, জী মহারাজ,—আপকা দোয়া। পাছে আমি অবিশ্বাস করি সেই জন্য আবার জিগির দিয়া বলিলেন,—হাম হায়দরাবাদ সিদ্ধসে ইহাঁ আয়া—বৃন্দাবনমে পৌছতেই হামারা সব কাপড়া আ গয়ে। ফির কাল হাম তো লখনৌ চলেগা, উহাঁ ভী পৌছতেই কাপড়াভি পৌছেগা। হয়তো এ এক অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য্য,—মনে হইল। এখন শীতকাল এত ধোবার বাড়ির কাচা কাপড়েরই বা এত প্রয়োজন কিসের ? তিনি হাসিয়া, মুখে পানের ছোপে গাঢ়, দাঁত সামনের দুটি নাই—তাহাতেই মধুর হাসিয়া বলিলেন, হামারা সব কুছ দুসরে রোজমে ধোয়া চাইয়ে ধোবীকো হাত ফিরতি হোনা চাইয়ে। কেঁও জী ? ধোবীজিও তটস্থ ;—জরুর, মেহেরবান, বলিয়া মুখ নীচু করিলেন। আরে মেরা লয়লী, আরে মেরা বুশানী এ সব বলিয়া তিনি একজন সভাসদকে বড়ই আদর করিলেন। আমি চুপচাপ বসিয়া ভাবিতেছিলাম এ আবার এক বিচিত্র বাবু দরবেশ, ঠিক রাজা যেন সভায় বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন।

কতই না ভাবিতেছিলাম,—সর্ব্বাপেক্ষা এই কথাটাই বেশী বেশী মনে হইতেছিল যে কাশী বা পুরীর কথা স্বতন্ত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মস্থান—কিন্তু ইহারা কেন বৃন্দাবনে আসে ? একে তো মুসলমান, তাহার উপর হিন্দুদ্বেষী,—ইহারা হিন্দুর তীর্থে, বিশেষতঃ এই প্রেমের ঠাকুর যেখানে গুহ্যতম লীলা করেন, প্রেমের হাওয়া, প্রেমের আকাশ, প্রেমধর্ম্মের এই তীর্থে এই সব বিপরীত ধর্ম্মীরা কি জন্য আসে ? অবাক কাণ্ড !

অন্তরে আমার বিদ্বেষ যে ছিল না, তাহা কি করিয়া বলি,—যদিও শুদ্ধ মনে যেন সুধু বিশ্লেষণ করিতেছি এমন ভাবেই ঐ সব কথা ভাবিতে ছিলাম। ধর্ম্ম লইয়া বিদ্বেষ—ইহা বৈষ্ণব মতে সেবাপরাধ, অর্থাৎ ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রেমময় ভগবানের কাছে ইহাপেক্ষা বড় অপরাধ আর নাই। এটাতো শেষ বিচারের কথা। আগের কথাও একটু আছে। আজ ছয় সাত মাস, এই পুণ্য ক্ষেত্রে সাধনে নামিয়া চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ মন নির্ম্মল করিয়া চিত্তের যত মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া দর্পণের মত শুভ্র করিতেই যত কিছু আয়াস, যেহেতু দর্পণ নির্ম্মল হইলেই স্বরূপের পবিত্র সত্তা তাহার উপরেই প্রথম উদ্ভাসিত হইবেন,—তারপর উহাতে অভ্যাস জন্মিলেই সমাধি লাভের যোগ্য হইব। সেই মনের বা চিত্তের সবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় ময়লা হইল ঈর্ষা-দ্বেষ, বিশেষ ধর্ম্ম লইয়া দ্বেষ ইহা সেবাপরাধ। ইষ্ট-নিষ্ঠা অন্য কথা, কিন্তু আমি হিন্দু শ্রেষ্ঠ, ও মুসলমান, হেয়, নিকৃষ্ট, এ যে বড় ভয়ঙ্কর মালিন্য ;—ইহাকে প্রশ্রয় দিয়াছি কোন হিসাবে ? অবশ্য এতটা গভীর তথনও বুঝি নাই,—শেষে বুঝিয়াছিলাম। এখন যাহা বলিতেছিলাম, এই ক্ষেত্রের কথা ; পার্থ সারথিকে অনেকবারই গাঁজা খাইতে দেখিয়াছি—কলিকা নিঃশেষ, আর ধোঁয়াটা মুখ হইতে সম্পূর্ণ বাহির করিতে যেটুকু দেরী—তারপর প্রায়ই কোথাও তাঁহাকে আর বসিতে বা দাঁড়াইতে দেখি নাই তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগই দেখিয়া আসিতেছি। এমন কি জগদীশ বাবার কাছেও প্রথমেই যেটুকু বসা বা সম্ভাষণাদি তারপর গাঁজা খাওয়া হইলে পর আর তাঁহার স্থিতি নাই; আমি রহিলাম তিনি একেবারেই সোজা চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখানে দেখিলাম বিপরীত কাণ্ড। তিনটি বিষম টানের পরেই ধূম উদ্‌গিরণ করিতে করিতে কলিকাটা একজনের হাতে দিয়াই তিনি ধীরে ধীরে পায় পায় সভা হইতে কতকটা দূরে দেয়ালের ধারে বসিলেন আর দুই হাঁটু বেড়িয়া তাঁহার হাত দুটি যুক্ত রহিল। সাধারণতঃ ঐ ভাবেই তিনি বসেন। এখানেও উলঙ্গ—কেবল কম্বলখানা কোমরের দিকে জড়ানো। তারপর—সভায় তখন কেহ কোন কথাই কহিতেছে না। সভাপতি সেই বিরাট বপু, শ্বেত শ্মশ্রু গুম্ফ, মুখের রং উজ্জ্বল, কালো নেপের বিশাল জামা, মাথায় পাগড়িও কালো, তখন একবার আসন পরিবর্ত্তন করিলেন। কনুয়ের গোঁতা, তাকিয়া হইতে সরিয়া সামনের তাকিয়াটি টানিয়া তাহারই উপর দুই হাত চাপিয়া একটু ঝুঁকিয়া বসিলেন। প্রত্যেক সভাসদও যেন সেই সঙ্গে একটু নড়িয়া বসিল। তারপর একজন আসিয়া যেন কোন খবর দিয়া গেল,—শুনিবামাত্র সবাই তটস্থ হইলেন, সভা স্থির, নিস্তব্ধ—একেবারে যেন আর কাহারও অস্তিত্ব নাই। এমন সময় পাঁইজোরের শব্দ, ছম-ছম-ঝম-ঝম। দ্বার পথে যে মূর্ত্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিলাম, অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। রূপ আমি কম দেখি নাই, তাহার উপর শিল্পিমনের কল্পনা তো আছেই ;—কিন্তু বাস্তব ও কল্পনা দুই মিলাইয়াও ইহাকে ধরিতে পারিলাম না। কারণ সেই রূপ ও লাবণ্য একত্র মিলিত ঐ দেবীমূর্ত্তির মুখে দৃষ্টি স্থির রাখা যায় না। ওখানে সবাইকে মুখ নীচু করিতে হইয়াছিল। ঘাগরা, নীল ক্ষেত্রে অতীব সূক্ষ্ম জরীর অলঙ্কার, নাচে চরণের উপর পড়িয়াছে চতুর্দ্দিকে গায়ে সূক্ষ্ম হালকা বেগুনী রংয়ের উত্তরীয়। বেণী আজানু-বিলম্বিত, ছোট ছোট করিয়া গাঁথা শ্বেত ও পীত বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের গুচ্ছে আগাগোড়াই ঢাকা, নীচে একটা বড় পুষ্পগুচ্ছ। এইরূপ, বর-বর্ণিনী সপ্রতিভ প্রসন্ন বদনে আসিয়া একেবারে সভার মাঝে দাঁড়াইলে, সবাই মাথা নত করিয়াই অভিবাদন করিল। কেবল সভার সভাপতি এবং পার্থ সারথির কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। দ্বার পথে আবার দুইজন দেখা গেল ; একজনের হাতে সারঙ্গ, যত্ন পূর্ব্বক বুকের সঙ্গে কটিদেশে বাঁধা অপর হাতে ছড়ি, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃদঙ্গী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয়েরই দীর্ঘ শরীর, শুভ্র ব্রজবাসীর পোষাক, পরণে বস্ত্র, মাথায় শুভ্র বস্ত্রের পাগড়ি এবং গায়ে হাতকাটা আংরাখা, তাহার উপর উত্তরীয়। শেষে দ্বার পথে ব্রজবাসী এক বালক মূর্ত্তি, অপরূপ সৌন্দর্য্যপূর্ণ,—বয়স পনেরো ষোলর বেশী হইবে না। তাহার হাতে একজোড়া মন্দিরা,—ঝকঝক করিতেছে। বাদ্য মৃদঙ্গ ও সারঙ্গের সুর অল্পক্ষণেই সব কিছু ঠিক বাঁধা হইলে সেই ব্রজবালা গান ধরিলেন ;—প্রথমে যে গানটি হইল তাহার প্রথম লাইন,—

তুহার চরণে মন লাগুরে, শারঙ্গ-ধর ;
রাগিণী জয় জয়ন্তী, মৃদঙ্গে ধামার তাল বাজিল।

মন্দিরা মৃদঙ্গ সারঙ্গ আর কণ্ঠ মিলিয়া তার সঙ্গে গান, মধ্যে মধ্যে নৃত্যের ছন্দে ঐ গান এই বায়ু মণ্ডলে যে স্বর্গের অপরূপ ভাব সৃষ্টি করিল তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই, শ্রবণের মধ্য দিয়া অমৃত প্রবেশ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব ভুলাইয়া দিল।

ইহার পর নৃত্যের সঙ্গে দশাবতারের গান ;—

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্,—প্রত্যেক অবতার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব মুদ্রা। শরীরের কি নমনীয়তা, মুদ্রা ও শরীরের ভঙ্গিতে প্রত্যেক অবতারের মূর্ত্তি যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল, এমন দশাবতারের বর্ণনা নাচের সঙ্গে গানে ও মুদ্রায় কখনও শুনি নাই। উহা শেষ হইলে ঐ ব্রজবাসিনী গরুড়াসনে ঐ সভার মাঝেই বসিলেন।

ইহার পর এবার জয়দেবের পদাবলীর এইখানি ;—

সঞ্চরদধর সুধা মধুরধ্বনি মুখরিত মোহন বংশম্,—
বলিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলী কপোল বিলোলাবতংসম্

যেন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমরা বাঙ্গলায় থাকি অবশ্য কীর্ত্তনীয়া বিখ্যাত গায়কদের মুখে জয়দেবের পদ কিছু কিছু শুনিয়াছি, কিন্তু এখানে এই ব্রজবাসিনীর মুখে যে কয়খানি গান শুনিয়াছিলাম জীবনে আর কখনও কোথাও এমন শুনি নাই, এবং এমন যে আর শুনিবও না একথাও নিশ্চিত। যাহা হউক শেষ,—

রাধা বদন বিলোকন বিহসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম,
জলনিধি মিব বিধুমণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তুরঙ্গম—

এই গানখানিই শেষ।

যখন ঐ স্থান হইতে ঐ মহাজনকে নমস্কার করিয়া উঠিলাম,—তখন আর পার্থ সারথিকে দেখিতে পাইলাম না। কখন যে চলিয়া গিয়াছেন লক্ষ্য করি নাই। এখন আমার মনে ঐ উল্লা সাহেবের উপর প্রথমে যে মলিন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল উহার মূলচ্ছেদ হইল, উহার প্রায়শ্চিত্ত, করিলাম। এখন বুঝিলাম আমরা কতই অধৈর্য্য কতটা সহজেই সত্যপথ বিমুখ হইয়া মনগড়া একটা বিপরীত ভাব ধরিয়া চিত্তকে মলিন করিয়া বসি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন এই সত্যই অনুভব করিতেছি, এই বৃন্দাবনে কেহ কখনই বৃথা আসেন না। প্রেমের উৎপত্তি একজনের মধ্যে না হইলে বৃন্দাবনের সঙ্গে তাহার অস্তিত্বের যোগাযোগ ঘটিবেই না।

এখানে শেষ দিকে অপর এক ঘটনা এমনই ঘটিয়াছিল যাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।

মধ্যে মধ্যে মথুরায় যাইতাম যেন নূতন কিছু পাইবার আশায়ও বটে আবার একটু পরিবর্ত্তনের জন্যও বটে সারাদিন কাটাইতাম, সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতাম। এই আশ্রমের ব্রহ্মচারী দুর্গানন্দ তখন এইখানেই ছিল। আমার প্রতি তাহার একটু বিশেষ প্রীতি ছিল। তাহারই অনুরোধে মথুরায় এক সিদ্ধ মহাত্মা দেখিতে গেলাম। যেখানে এক্কা এবং টাঙ্গা প্রভৃতির আড্ডা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার নিকটেই এককালে, প্রাচীন কেশব মন্দির অবস্থিত ছিল। ঐখানেই একটি ছোট্ট ঘরে তিনি থাকিতেন। আমার ধারণা ছিল তিনি কুমার ব্রহ্মচারী তাই সিদ্ধ মহাত্মা হইতে পারিয়াছেন। মনে মনে এই সব অনুমান করিয়াই সিদ্ধ মহাত্মা দেখিতে গিয়াছি। দুর্গানন্দও বিশেষ কিছুই বলে নাই। গিয়া দেখি, দীর্ঘ শরীর। বয়স কিছু কমবেশী পঞ্চান্ন। রক্তবর্ণ মুখ, ছোট চুল, আধা গোঁফ দাড়ি, তখন স্নান করিয়া কাপড় শুখাইতে দিতেছিলেন আমরা গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি, পেয়ারী পেয়ারী বলিয়া ডাকিলেন। বিগত-যৌবনা একটি পরম স্নিগ্ধমূর্ত্তি নারী মথুরাবাসিনী আসিয়া দাঁড়াইতেই সাধু বলিলেন,—বৈঠেকো আসন দে। গৃহিণী দুইখানি চাটাই আনিয়া দিলে আমরা বসিলাম।

বাবাজী সৌম্যমূর্ত্তি, তেজোব্যঞ্জক মুখ চক্ষু ও নাক,—সবার উপর অত্যন্ত সরল ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সব কিছুই, এমন কি চলন বলন, উপবেশন, সুন্দর আন্তরিকতাপূর্ণ। ক্ষুদ্র স্থানটুকু, তাহার মধ্যেই তাঁহাকে বসিয়া আমাদের সামনেই ভোজন করিতে হইল। আমাদের ভোজন হইয়া চুকিয়াছে শুনিয়াই নিজে ভোজনে বসিলেন। তাঁহার খাওয়াটা দেখিবার মত। পাইলেন তিন চারখানি রুটি তাহার সঙ্গে একটু তরকারী একটু আচার একটু দই। তিন খানা খাইলেন, একখানা পাতে রহিল;—উঠিলেন, একটি ছোট উদ্গার তুলিলেন তারপর উঠিয়া মুখশুদ্ধি করিলেন;—আমরা বসিয়া বসিয়া সবই দেখিতেছি।

রুটি একগ্রাস তরকারী বা উপকরণ লইয়া প্রথমে ভাল করিয়া দেখিলেন তারপর মুখে পুরিলেন, অনেকক্ষণ চিবাইয়া তারপর গিলিলেন। এইভাবে তাঁহার তিনখানি রুটি খাইতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগিল। তারপর যখন চিবাইতেছিলেন তখন চক্ষু বুজাইয়া যেন চিবাইতে চিবাইতে আরও কিছু করিতেছিলেন। অবশ্য সাধুরা সংযমী, ভোজনকালে কথা কহিবার নিয়ম নাই, তিনিও কথা কন নাই। শেষে আচমনান্তে যখন মুখশুদ্ধি লইয়া রৌদ্রে পিঠ করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন আমাদের কথা কহিবার অধিকার।

দুর্গানন্দ তাঁহাকে পরিষ্কার হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ভোজন, সেটিও ক্রিয়ার অঙ্গ মনে হয়, আপনার খাওয়া একটা দেখবার জিনিস। আমরা যে কতটা অসংযত তা এই থেকে প্রমাণ হয়।

তাহাতে স্বামী বলিলেন, কেন বলতো ?

যখন খাচ্ছিলেন, এক গ্রাস রুটি নেওয়া থেকে মুখে পুরে দেওয়া পর্য্যন্ত যেন ঐ সঙ্গে আরও কিছু অন্তরের ব্যাপার ছিল, তারপর চিবিয়ে খাওয়াটাও দেখবার জিনিস, এমনভাবে এতক্ষণ ধরে চিবুতেও কাকে দেখিনি;—আমাদের তাজ্জব লাগে।

তিনি বলিলেন, কি জানো, আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অভ্যাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশ এগারো বৎসর বয়সের সময় গুরু আমায় নিয়ে তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে সব নিয়মগুলি দেখালেন, এমনি করে বসতে হবে, এমনি করে হেঁট হতে হবে, এমনি করে রুটি এতটা ছিঁড়তে হবে, তারপর তরকারী নিতে হবে তার সঙ্গে, তারপর দেখতে হবে তাতে হাওয়ায় উড়ে এসে কিছু পড়েছে কিনা, তারপর এতবার চিবুতে হবে, তারপর সেই খাদ্যটা কণ্ঠনালী পথে নেমে ধীরে ধীরে পাকস্থলীতে পৌছালো, বুঝে তখন আর এক গ্রাসের কথা। আমার গুরু, এ অঞ্চলের তিনি একজন সিদ্ধ যোগী, সর্ব্বযোগসিদ্ধি ছিল তাঁর। তাঁর অণিমা লঘিমাদি বিভূতি ছিল। কখনও আসন ছেড়ে কোথাও যাননি। তিনি সবারই ভিতর বাহির সব দেখতে পেতেন।

তিনি আপনাকে হঠযোগ দিয়েছিলেন বোধ হয়?

হাঁ হঠযোগটাই যোগের আরম্ভ। প্রথমে তোমাদের যেমন পাঠশালায় পড়া, সেখানকার কাজ হলে স্কুল তারপর কলেজ, আমাদের তেমনি হঠযোগ অভ্যস্ত হলে রাজযোগ, তারপর,—কলেজ হল আত্মা পরমাত্মার লুকোচুরি খেলা নিয়ে শেষে মিলন সমাধিতে ডুবে যাওয়া ;—জগৎ সৃষ্টির রহস্য ভেদ।

সাধু যাহা বলিলেন, সংক্ষেপে এইরূপ,—এই আত্মা বা জীবাত্মার কথা যাঁরা বুঝেছেন তাঁদের কথা নেই ; শাস্ত্রের নানা সংজ্ঞার মধ্যে যাঁরা খেই হারিয়ে ফেলবেন তাঁদেরই একটু বিশেষভাবে জানা ভাল। আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান, শুদ্ধ অবস্থায় একই সত্তার পৃথক নাম। ঐ আত্মা যখন জীবভাবে ক্রীড়া করেন তখন জীবাত্মা. আসলে জীব তাকেই বলা হয় যিনি জন্ম মৃত্যুর মধ্যে কিছুকাল জীবন ভোগ করেন, নাম রূপই যার বাহ্য পরিচয়; এই জীবের স্বরূপ হইল ব্রহ্ম বা আত্মা যা বাক্যমনের অগোচর,—এমনই যে সত্তা সেদিকে ভোগরত জীবাত্মার লক্ষ্য নেই কারণ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তার জীবনকালটুকু পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে পর পর, খাওয়া পরা আর জীবনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভোগের পানে তার একটা এমনই সহজ প্রবণতা আছে যাতে তাকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার অবসরই দেয় না। এরই শাস্ত্রীয় নাম মায়া।*

* যেমন শরীরগত কোন পীড়া, শরীর ধর্ম্মের ব্যতিক্রমে একটা আঘাতের মত এসে পড়ে তখনও কারো কারো হয়তো আত্ম স্বরূপের পানে লক্ষ্য করবার প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু আসপাশের প্রভাব বড় কম বাধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সংসার জ্ঞান বিষম, কিসে তাকে সুস্থ হয়ে কর্ম্মধারায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, তাকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে লাগতে হবে এই কথাই তার সর্ব্বক্ষণের চিন্তার বিষয় হয়ে থাকে। কাজেই রোগ বা শোকের ব্যাপারেও জীবের আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ বিরাট সহর বা নগরবাসী জীবের কখনই সহজে সে প্রবৃত্তি আসে না, কারণ নাগরিক জীবন, প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচয়েরই জীবন ; যে পরিচয় জীব প্রকৃতির কোলে পল্লীগ্রামের মধ্যে থাকিলে পায়। বড়লোকদের দেশের বাড়ি ঘর থাকে, সে সব পূর্ব্ব গৌরবের জয় ঘোষণা, বিলাসভবন একটু চাটনীর মত। সেই প্রকৃতি জননী সম্বন্ধে যা কিছু, ছাত্রাবস্থায় তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু বাবা ধীরে ধীরেই বলিতেছিলেন,—বদ্ধ সংসারী জীবদের পাকা হিসাব থাকে আপন ও পর-বোধ তাদের মজ্জাগত। আমিটিতো কেন্দ্র, তারপর স্ত্রী, ছেলেপুলে, বাপ মা যদি থাকে তবে তারপর তাদেরও ধরতে হবে, তার মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব থাকে, ভক্তি কদাচ স্থান পায়, সেটা হয়, যে বাপ অনেক ধনসম্পদ রেখে যেতে পারেন। শেষে দেখা যায় নিজ স্ত্রী ও সন্তানই যথার্থ আপন। দরিদ্র বাপ, মা, কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিচারে আপন না হলে পরেরই সামিল, এইতো তাদের আপন পর বোধ।

এই ধরণের সুখ-সমৃদ্ধিগত বুদ্ধি যাদের ;—সময় কোথা ভগবৎ চিন্তা ধ্যান ধারণা করবার? এমন কি কাজের ভীড়েও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নূতন ভোগের বিষয় সামনে এলেও তার পরিচয় পাবার একটি ব্যাকুলতা যেন সহজ আগ্রহ তাদের থাকেই। সে আগ্রহ প্রাণাত্মারই,—কারণ প্রাণ দিয়াই আত্মা সব কিছুই আস্বাদ করেন আর তার পরিণাম ফল, অর্থাৎ এটি এইই, তাহার বুদ্ধিদ্বারা নির্ণীত হয়ে স্মৃতির ভাণ্ডারে রাখা থাকে। ঐ যে নূতন অপরিচিত বিষয়টি তাহার ইন্দ্রিয় গোচর হল সঙ্গে সঙ্গে ওটা কি এবং তাতে কি রস পাওয়া যায় বা তাহার সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি,—এইটিই সবার প্রাণের সহজ প্রবন্ধ। এই ভোগ প্রবৃত্তিই এখানকার সকল খেলার গোড়ার কথা, যার পরিণাম জ্ঞান। এখন ঐ পরিচয় সূত্রে আরও একটি চমৎকার সত্য, যার প্রভাব আদি থেকেই জীবাত্মার মধ্যে প্রবল। আমাদের প্রত্যেকেরই পাঁচটি জ্ঞান ও কর্ম্ম আর উহার ক্রিয়া উৎপন্নকারী শক্তি ইন্দ্রিয়-যুক্ত মন, যেটা প্রাণের ইচ্ছাশক্তি সঞ্জাত। যত কিছু ভোগের প্রবৃত্তি মনেরই খেলা।

নিবৃত্তির বেলা, সেই সেই ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মনের প্রভাব মুক্ত হবার চেষ্টাও প্রবৃত্তির মতই স্বাভাবিক। এ সব আত্মারই প্রাণশক্তিরই খেলা। প্রাণের রূপ আর কর্ম্ম প্রত্যেক জীবের মধ্যে এমনই প্রকট যেন একমাত্র প্রাণশক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই ; প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বৃত্তির ক্রিয়ামূলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয়। আমরা কোন একটি ক্ষুদ্রতম ভোগের ব্যাপারে মনের ক্রিয়াটাই লক্ষ্য করি। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলিতেছেন ;—একটা কোন ভোগ এমনই অভ্যাস হইয়াছে যে মনে হয় এখন উহা ত্যাগ করা আর সহজ নয়। এই যে মনে হওয়া একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তখন ইষ্ট জ্ঞানেই ঐ ভোগ অভ্যাস করিয়াছিলাম। ছোট একটা নেশা, ধূম পান,—যখন যে ভাবেই হোক প্রথম অভ্যাস করিয়াছিলাম তখন সুখ পাইয়াই তাহা করিয়াছিলাম। তারপর দীর্ঘকালের পর দেখা গেল উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি করিয়াছে,—চিকিৎসকের

পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়া শিক্ষা করিতে হয়। তাহাতে শিক্ষা কতক হয় বটে কিন্তু অনুভূত হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সহজ পরিচয়ের ক্ষেত্রই হইল সহর বা নগরের বাহিরে ;—সহরের কৃত্রিম জীবনযাত্রা, দ্বন্দ্বময় জীবন যে জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি বা আত্মজ্ঞানের পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই, কারণ ঐ নাগরিক জীবন আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপদেশ এখনও ছাড়িলে উপকার হইবে ; কিন্তু এত দিনের অভ্যাস, বুদ্ধির প্রভাবে ভাবিতেছি উহা ছাড়িলে রক্ষা পাইব এবং আমি নিশ্চয়ই ছাড়িতে পারিব। তারপর যখন ভোগের ভূমি সংকল্প বিকল্পময় মনের রাজ্যে আসিলাম তখন আর সে জোর পাই না ;—ছাড়িতে ইচ্ছা আছে কিন্তু— কি জানি কোন্ খানে মনের মধ্যে জোর পাই না ; প্রবৃত্তি টানিতেছে। প্রবৃত্তিটি কি? উহা ব্যবহারে সুখ হইবে সেই হেতু ভোগে প্রবৃত্তি, উহা আমার চাইই এই বোধ। কাজেই সুখের কাঙাল মন, যতক্ষণ সুখ পাইবে ততক্ষণ ছাড়িবে না। শরীরের ক্ষতি হইতেছে—তা হোক, মন তো খুসী আছে। এই ভাবে কত কত জীব রোগ ভোগ ও রোগ মুক্তির জন্য কত না চেষ্টা করিতেছে, সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। আরো আছে যখন ভোগাভ্যাসটি ছাড়া গেল না তখন এই যুক্তি আসে,—এই শরীর তো যাইবেই, একটা উপলক্ষে তো যাইতেই হইবে, হোক না যা হইবার এই ভাবে বহু জীব নেশার কবলে পড়িয়া কত ক্ষতি, সুধু শরীরের নয় সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযুক্ত মন বুদ্ধিরও বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। ইহার মধ্যে প্রভাবটা বেশী কার,—সবাই বলিবে, মনেরই প্রভাব। যদি অনুসন্ধান করা যায় মনের এ প্রভাব কোথা হইতে আসিল? দেখা যাইবে প্রাণশক্তিই মনে সংক্রমিত হইয়া মনের আদর আবদার এতটা বাড়াইয়াছে। তাহা হইলে আসলে সংযমটি কোথায় হইলে সকল ক্ষেত্রে অভীষ্ট ফললাভ ঘটিবে? প্রাণেই সংযম। যদিও কথায় কথায় মনঃসংযমের কথাটাই বহু প্রচলিত। কারণ মন হইল ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি কর্ত্তা। কিন্তু প্রাণের সংযমের উপরই মনের সংযম নির্ভর করিতেছে। যৌবনে যখন প্রাণ-শক্তি জীবের মধ্যে পূর্ণরূপেই জাগ্রত হয় তখন, শরীর হইতে সকল ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি অহম্ পূর্ণরূপেই শক্তিমান থাকে। সেই কারণে ঐ কালই মানব জীবনের চরম গৌরব, যৌবনকালেই, আত্মতত্ত্বে অথবা জ্ঞান, বিজ্ঞানের পথে উচ্চ মার্গের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম সাধনায় অভিনিবিষ্ট হওয়ারই কাল। যাহার হইবে তাহার ঐ কালেই সূচনা। এই সময়েই প্রাণের প্রভাবেই অভীষ্ট বিষয়ে তন্ময়তা, সরল বিশ্বাসরূপ এই অমূল্য বস্তু লাভ হয়। আত্মবিশ্বাস সহজেই উৎপন্ন হয় ;—যাহা বেশী বয়সে হইতে পারে না, কারণ এই সংসারের আব-হাওয়ায় তখন জটিলতা ; অনেক সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া সিদ্ধির পথ বন্ধুর করিয়া তুলে। এতক্ষণে সাধুবাবার কথা শেষ হইলে প্রণামান্তর আমরা উঠিলাম।

এখন কিছুদিন প্রাণ লইয়াই ছিলাম। আমার মধ্যে প্রাণের যাহা কিছু শক্তির রূপ, প্রাণময় সত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাণ-বায়ু রূপে এই বায়ুমণ্ডলের বায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আমার জীবন সক্রিয় রাখিয়াছে তাহার নাগাল পাইলেই জীব ও জীবনের মীমাংসা হইয়া যায়। আর্য্য ঋষি ; যোগী বা তত্ত্বজ্ঞ সবাই প্রাণকে ধরিয়াই বাহিরে যেমন জগৎ তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন আবার অন্তরের গুহ্যতম সত্তা, সেই আত্মতত্ত্বেরও মীমাংসা করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন হঠাৎ বিকালে জগদীশ বাবাই ধরিয়া বসিলেন ; বলিলেন ;—বাবা—প্রাণকে ধরলে আর কি চাই ? প্রাণের দেবতা কি পেয়েছ ?

তখন একটা উন্মাদনা আসিয়াছিল, নিঃসঙ্কোচেই বলিলাম ; – জীবনে আমার একটি দেবতা,—পেয়েছিলাম বাবার কাছ থেকে—কিম্বা তাঁর কাছে শুনে শুনে আমার অন্তরে ফুটেছিল—সেই প্রাণের দেবতা, নারায়ণ। তাঁর রূপ দেখবো, কখনও তা চাইনি কারণ সে রূপ একবার মাত্র দেখবার,—কখন ?

নারায়ণ তনুত্যাগে ; প্রথম যৌবনেরই ধারণা—ঐ সময় থেকেই নারায়ণ আশ্রয়ের সংকল্প স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। রূপের তত্ত্বটি আমার চৈতন্যে ঐ সময়ে যে ভাবে ফুটেছিল তা অতি সাধারণ, আবার রূপের গণ্ডী পার হয়ে অরূপের ঘরে যাতায়াতের ফলে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, শাশ্বতই পরম কাম্য—সেই কারণেই প্রথম থেকেই রূপ দেখতে চাইনি ;—তার ফলে পরবর্ত্তী কালে যখন সংসার আরম্ভ করি তখন প্রচুর রূপ পেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে ইষ্ট মন্দির খোলার জন্য যখন দরজায় মাথা ঠুকচি তখনই প্রাণরূপ দেখবার জন্য একবার অসম্ভব ছটফটানি এসেছিল। রূপের খেলা সবই প্রজ্ঞাচক্রের নীচে,—দর্শনের ঠাট ওর ওপরে আর নেই। তখনকার চিন্তা আমার প্রাণকে আমি দেখবো। দেখাটি কি রকম হবে ? আমি আমার মুখ দেখি কি রকমে ? স্বচ্ছ দর্পণই চিরপ্রচলিত বস্তু। এখন সে দর্পণখানি কি ?

ঐ যে প্রাণের রূপ দেখবার আগ্রহ সেটি বা কোথায় ? কেউ বলবে মনে। মন অর্থেই ইচ্ছা, আত্মার ইচ্ছাশক্তিই হোলো মন। কিন্তু ব্যাকুলতা, আগ্রহ আছে যে,—সেটা যে একটা বেগ, কামনার সঙ্গে রয়েচে, তাহারই ফলে যাতে আমায় দিবারাত্র ভাবাচ্চে, কেমন করে দেখা পূর্ণ হবে, গোচরীভূত হবে। এই ভাবের উন্মাদনা যখন এসে গেল তখন মনের ভূমি ছাড়িয়ে আকাঙ্ক্ষা চিত্তের মধ্যে গিয়ে পড়ল, তখন প্রাণের সম্পর্কের যা কিছু চিত্তকে আলোড়িত করতে লাগল, ফলে যথানিয়মে চিত্তক্ষেত্রই দর্পণ হয়ে গেল। ঐকান্তিকতাই তাহাকে নির্ম্মল করেছিল, কারণ আর কোন ইচ্ছা বা কল্পনা বা চিন্তা, প্রাণের রূপ ব্যতীত আর কোন ভাবেরই স্থান ছিল না। পেলাম, আমার ধ্যানলব্ধ প্রাণের রূপ, উহা এমনই বিচিত্র রূপ, রেখা এবং বর্ণাভা. সারা জীবনের চিত্র সাধনা দিয়ে সে রূপ প্রকাশ করা যাবে না। কেবল এই পর্য্যন্ত শুনিয়া জগদীশ বাবা আর শুনিলেন না, সুধু স্থির হইয়া গেলেন। ইহার মধ্যে বিদ্যুৎ রেখার কথা স্মরণ করাই ভালো।

প্রথমে দর্শনের বেগ সংযত বা স্তিমিত হইবার পর—কেমন করিয়া প্রকাশ করিব এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইল। ব্যাপারটা একজন বাহিরের দ্রষ্টার চক্ষে দাঁড়াইবে কি ভাবে। সকল ঘরেই মেয়েলী কথা একটা আছে যে আপনি পায়না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে শুতে। কোন প্রকারে নিজে দেখিয়াছি, তারপর এখন আবার অপরকে দেখাইবার অর্থাৎ যাহা দেখিয়াছি তাহার পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

দিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার মধ্যে মূলে অহম্ই রহিয়াছে বটে কিন্তু তাহার পশ্চাতে প্রাণাত্মার প্রেরণাও আছে, না হইলে এ সব প্রকাশের প্রবৃত্তি আসিল কোথা হইতে? সেই কারণে মনে হয় একেবারেই নিরর্থক নয়।

এখানে পঞ্চতত্ত্বের কথা একটু আছে, সেটি আগেই বলা ভাল। যদিও এটি দর্শন শাস্ত্রের কথা। একটু হয়তো অবান্তর লাগিবে কিন্তু প্রয়োজন। পঞ্চতত্ত্বের কথাটা,—পঞ্চ মহাভূতই পঞ্চতত্ত্ব—আকাশ, বাতাস, তেজ, জল, মাটি। এই পাঁচটির এখানে কোন খাঁটি সত্তা নাই অর্থাৎ আকাশ বা আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত বর্ত্তমান, বাতাস, তেজ, জল, মাটি এই দৃশ্য জগতের মধ্যে কোনটাই খাঁটি নয়, সবই মিশ্রিত। দর্শন শাস্ত্রকার পরিষ্কার বলিয়াছেন, সেই খাঁটি প্রধান বা মূল তত্ত্ব হইল আকাশ, ঐ আকাশের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ হইতেই বাতাসের উৎপত্তি,– আবার ঐ বায়ুর সঙ্গে প্রাণ মিশিয়া উহা হইতেই তেজের উৎপত্তি, আবার তেজের সঙ্গে প্রাণের যোগে জলের উৎপত্তি, তারপর জলের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগেই মাটির উৎপত্তি। এইভাবে পঞ্চতত্ত্বের বা মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে কিন্তু এই যে খাঁটি বা মূল পঞ্চ মহাভূত, ইহা হইতেই সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই, খাঁটি জিনিসে গড়ন হয় না। গড়ন বা সৃষ্টি তখনই সম্ভব হইয়াছে যখন ঐ পাঁচটি তত্ত্বের সঙ্গে পাঁচটির মেশামিশি হইয়াছে।

চমৎকার বুঝাইয়াছেন শাস্ত্র,—প্রাণের আলোড়নে পাঁচ তত্ত্বের বা মহাভূতের সঙ্গে পাঁচের মেশামিশি হইয়াছে। সেটি কি রকম? প্রথমে, এই ষোলো আনা আকাশতত্ত্ব,—তাহার মধ্যে আছে অর্দ্ধেক অংশ আকাশ অন্যান্য চারটি ভূত দু আনা করিয়া অর্থাৎ খাঁটি ॥০ আট আনা আকাশের সঙ্গে খাঁটি বাতাস দু আনা, খাঁটি তেজ দু আনা, খাঁটি জল দু আনা, খাঁটি মাটি দু আনা; মিলিয়া হইল এই আকাশ। ঐ রকম আবার আট আনা খাঁটি বাতাসের সঙ্গে খাঁটি আকাশ দু আনা তেজ দু আনা জল দু আনা মাটি দু আনা; সেইভাবে আট আনা খাঁটি তেজ সঙ্গে খাঁটি আকাশ দু আনা, বাতাস দু আনা জল দু আনা মাটি দু আনা মিশে হইল এই সৃষ্টির তেজ,— আবার ঐভাবে খাঁটি জল আট আনা, তার সঙ্গে আকাশ বাতাস তেজ আর মাটি দু আনা করে মিশিয়া হইল এই সৃষ্টির জল, তারপর ঐ ভাবেই খাঁটি আট আনা মাটি আর আকাশ বাতাস তেজ জল দু আনা করিয়া হইল এই মাটি— এইভাবে প্রাণের সঙ্গে পাঁচ মহাভূতের ঐ ভাবের মাত্রানুসারে পাচে পাচে মেশামিশিতে এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এরই নাম পঞ্চীকরণ —এই পঞ্চীকৃত ভূত হইতেই চরাচর জগতের সৃষ্টি, তাই শাস্ত্রে এই সৃষ্ট জগতের এক নাম প্রপঞ্চ। ঐ পাঁচের মেশামিশির ফলে আমাদের ভৌতিক দেহ। কিন্তু মূলের এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না যে, পাঁচ তত্ত্বের মূল হইল প্রাণ। ঐ প্রাণ হইতেই আকাশ, আবার আকাশ ও প্রাণে মিলিয়া মরুৎ আবার প্রাণ আর মরুৎ মিলিয়া তেজ; প্রাণ ও তেজ মিলিয়া হইল জল, শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ ও জল মিলিয়া হইল মাটি। এইভাবে পঞ্চ মহাভূত হইতে প্রাণের যোগে পাঁচভূত উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে সব। বৈশিষ্ট্য এইটি প্রাণের সঙ্গে আবার ঐ পাঁচের সঙ্গে পাঁচের মেশামিশি। পঞ্চীকরণের পর এই পঞ্চভূত তৈরী হইল যাহা হইতে উৎপন্ন এই বিশ্বজগৎ বা প্রপঞ্চ। প্রথম, প্রাণ হইতে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম=পঞ্চমহাভূত। ঐ পঞ্চ মহাভূত হইতে পাঁচ স্থূল ভূতের উৎপত্তি প্রকরণ এইরূপ,—

প্রাণ+ব্যোম ॥০ মরুৎ ✓০ তেজ ✓০ অপ্ ✓০ ক্ষিতি ✓০ =ব্যোম
প্রাণ+মরুৎ ॥০ ব্যোম ✓০ তেজ ✓০ অপ্ ✓০ ক্ষিতি ✓০ =মরুৎ
প্রাণ+তেজ ॥০ ব্যোম ✓০ মরুৎ ✓০ অপ্ ✓০ ক্ষিতি ✓০ =তেজ
প্রাণ+অপ্ ॥০ ব্যোম ✓০ মরুৎ ✓০ তেজ ✓০ ক্ষিতি ✓০ =অপ্
প্রাণ+ক্ষিতি ॥০ ব্যোম ✓০ মরুৎ ✓০ তেজ ✓০ অপ্ ✓০ =ক্ষিতি

পঞ্চ মহাভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা, তা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ—মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার; প্রাণের অনুভূতিতে সবার বড়ো রহস্যের কথা এই যে,—ইনি সবার মধ্যেই রহিয়াছেন, কাজ করিতেছেন অথচ তাঁর পরিচয় নাই। প্রধানতঃ অহমাত্মাই মূল, শুদ্ধ সত্তা পুরুষমাত্র নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, আমার স্বরূপ বলে দেখছি।—তাঁর প্রথম ও প্রধান অবলম্বন প্রাণ, তখন তাঁর নাম প্রাণাত্মা। অন্তর্য্যামী হয়ে তিনি অন্তরে পুরুষভাবেই ছিলেন,—প্রাণশক্তির যোগে এখানকার খেলা আরম্ভ করিলেন অন্তঃকরণের সাহায্যে। এই হইল সাংখ্যের চব্বিশ তত্ত্বের কথা। পাঁচ মহাভূত, পাঁচ তন্মাত্রা, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই বিশ আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। এই চব্বিশ। এই তত্ত্ব অনুভূতি একটি সাধনা। প্রত্যেকটি অনুভব করিতে হইয়াছিল এবং এইজন্যই বলিতে হইল।

এখানকার বলিতে এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় সংসার, যার স্থূলরূপ হইল আকাশ বাতাস তেজ জল ও মাটি জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যে, আর ঐ অন্তঃকরণ হইল এমনই যন্ত্র যাহা প্রাণেরই বিস্তার পঞ্চ ভূতের সূক্ষ্মাংশে উৎপন্ন যেহেতু প্রাণ হইতেই সব কিছুই আকাশ বাতাস তেজ জল ও মাটি, এ জগতের উপাদান কারণ। ঐ প্রাণের চারটি বিভিন্ন ক্রিয়া লইয়াই এই অন্তঃকরণের উৎপত্তি;—বুদ্ধি প্রথম ও প্রধান তারপর মন, চিত্ত, অহংকার;—একই প্রাণের ঐ চারিটি কাজ লইয়াই অন্তঃকরণ—এখন এইটুকু ধরিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দিবা রাত্র চলিতেছে এই সব মনে মনে,—বাহিরের সঙ্গে যেন কোন সম্বন্ধই নাই। ইহাই এখনকার সাধনা।

একই সত্তা, যখন মনে কাজ করিতেছেন,—মন অর্থে ইন্দ্রিয়াধিপতি অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞান ও পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় তথা শরীর লইয়াই মনের গতাগতি। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে আমার শরীর লইয়া যা কিছু—ইহা লইয়া আছে। আবার কখনও কখনও তাহা হইতে উঠিয়া সেই মন চিন্তার ক্ষেত্রে এই সৃষ্টিতত্ত্ব ও তার সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সম্বন্ধ এই লইয়া ভাবনায় রহিলেন তখন চিত্তের খেলা। কোথায় মন? এখন চিত্ত। এই সব ব্যাপার আমার মধ্যে এখন আরম্ভ হইল,—

আগাগোড়া মিলাইয়া লওয়া চিত্তের ক্ষেত্রে, সেটাই এখন এখানকার যা কিছু ভোগ :—আবার তাও ঐ পাঁচটির মধ্যে বাঁধা। পাঁচ ভুত হইতে উৎপন্ন—পাঁচটি সূক্ষ্ম অনুভূতি কেন্দ্র তার নাম পাঁচ তন্মাত্রা যা হইতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি—ঐ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই পাঁচটি ভোগ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। এই ভোগ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম তারপর কারণে গিয়া প্রাণরূপে আমার সত্তায় মিলিয়া যায়, তখন শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত প্রাণময় সত্তা মাত্র। কিন্তু সেটা চরমে ;—এখন মনোধর্ম্মে আমার ঐ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ লইয়া ইন্দ্রিয়ভোগই আমাকে সব সময় ব্যস্ত রাখিয়াছে। রূপের টান মনে হয় সবার বড় কারণ, এই রূপ শেষে সাকার ঈশ্বরে লইয়া যায় ;-- রস ও কম যান না,—তিনি বলেন, নাইবা রইল রূপ আমি শুধু প্রেমেই রূপ বা অরূপের ভেদ ভেঙ্গে দিয়ে এক করে দেবো. দুইকে। . শব্দ বলেন, আমার নাশ নাই, সৃষ্টিতেই আমি অনাহত, আমাথেকেই সৃষ্টির উৎপত্তি এবং লয়। স্পর্শ ;—একমেবাদ্বিতীয়ম আমাতেই সব, সবকে স্পর্শ করেই ত আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ,— গন্ধের অস্তিত্ব অহম্‌সত্তায় লোপ।

বাঃ বাঃ কি সুন্দর খেলা আমায় লইয়া চলিতেছে। আমায় অর্থাৎ জীবরূপী আমি, নাম রূপের প্রভাবে জড়ীভূত যে আমি, জগতের একজন—তাকে লইয়া সেই পরমাত্মা যিনি ওতপ্রোত ব্যাপ্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দের এই খেলা।

এগারো

ঐএক প্রকার দর্শন বা অনুভূতি,—চলিল কয়েক দিন। তারপর আবার আর এক দৃশ্যাদৃশ্য লইয়া বড় ছোট উঁচু নীচু ঘুচাইয়া আর এক অনুভূতি উপস্থিত হইল—এখন তাহার কথাই বলিতেছি।

রূপ রাজ্যে বাস করি রূপ লইয়াই রহিয়াছি,—রূপ না থাকিলে অন্ধকার দেখি,—কাজেই রূপ যেন আমাদের কাছে নিত্যবস্তু হইয়াই আছে। এই রূপই মায়ার প্রথম ও প্রধান বিকাশ। মহামায়ার প্রথম বিভ্রান্তকর ভেল্কী বলিলেই চলে। এখন দেখিতেছি কি?—

দেখিতেছি নয় অনুভব করিতেছি, কতটা ফাঁকা এই রূপ বা মূর্ত্তি ; এত বড় ফাঁকি আর কিছু নাই। সবার বড়ো রহস্য সৃষ্টির মধ্যে এই রূপেরই যা কিছু পরিণতি উৎপত্তি সব। যা কিছু ভোগ, রূপকে জড়াইয়া, ইহাকে বাদ দিয়া কিছু ভাবিবার জো নাই। পরমাত্মা, আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম এ সব সত্তা বা নিয়ামক স্বরূপ ছাড়িয়া দিতেছি—এই যে আমি—আমার বাহিরের খোলস এই যে রূপ, হাড়, রক্ত, মাংস, মেদ নাড়িভুঁড়ি ফুসফুস পাকস্থলী প্লীহা যকৃতাদি সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু লইয়া সবার উপর পাতলা রঙ্গীন চামড়ায় ঢাকা এই যে একটা পদার্থ যাকে শরীর বলি আমির কত মোহ, কত টান এর উপর—কারণ, এইটির প্রত্যেক অংশই জীবন্ত প্রাণ পূর্ণ,—এর মধ্যে ওতপ্রোত প্রাণশক্তির ক্রিয়া—এই শরীরের কথা কি সব সময় আমার মনে থাকে? আমি আছি, এই ভাব লইয়া আমি সব কর্ম্ম করি;—তখন এই রূপ বোধ, আমার নিজের রূপের মোহটা সংক্রমিত হইয়া অপর পাঁচ জনের মোহ ঘটাইতেছে! সেই মোহ সারা জগৎ ছড়ানো। ঐ রূপ হইতেই আপন পর, স্বদেশী বিদেশী শত্রু মিত্র, প্রিয় অপ্রিয়—সব সব যত রকম ভাব বা সম্বন্ধ আছে। এই রূপ সম্বন্ধে আমরা এতই জাগ্রত যে কখনও রূপ ছাড়া থাকিতেই পারি না। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়-দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দেই, চক্ষু, কান, জিহ্বা, ত্বক—নাকে কেবল শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ব্যতীত আর সব দ্বার বন্ধ,—তখন? কোথায় রূপের ক্রিয়া হয়! অনেকক্ষণ ধরিয়া চিত্তের মধ্যেই রূপ কল্পনা চলে—তারপর শান্ত হয়। কিন্তু মানুষ রূপটা সরে বটে অন্য কিছু আসে। সেইটিই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

অন্ধকার—প্রথমটা ঘোর অন্ধকার দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণেই অন্ধকার কালো হইয়া আসে, সেই কালো অবস্থাটি কি? একটি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিন্দু তার সঙ্গেই যেন লাগিয়া আছে। একটি কালো একটি শুভ্র, ছায়াপথের মত ঘন মেশানো আছে। সেই মেশামিশিতেই অন্ধকার কালো শোভা হইল। তারপর ক্রমে ক্রমে শুভ্র হইয়া উঠিতেছে। আমি যেন বিদেহ, শরীরের গুরুত্ব দূরের কথা দেহসংস্কারটিও যেন লুপ্ত, আমি বোধ এই বিন্দু মধ্যেই নিহিত। ক্রমে ঐ বিন্দু পূর্ণ ছায়াপথেই একটু স্পন্দন অনুভূত হইল। এ কি অদ্ভুত গতাগতি যেন ঢেউ সমুদ্রের উপর ভোট খেলিতেছে ওতপ্রোত বায়ুমণ্ডল ঐ নিঃশব্দ তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছে—একবার আমি দেখিতেছি আবার আমি তাহার মধ্যেই রহিয়াছি এবং অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছি।

এই তত্ত্বের সুরু,—মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধ অধো লইয়া অতীব সূক্ষ্ম যে প্রাণপথ ঐ পথেই—প্রাণের গতাগতি যাহা কিছু। প্রাণ যখন কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্রে নিজ কর্ম্মকেন্দ্রে স্থিত তখন মাত্র সূক্ষ্ম একটি বিন্দু। যোগিরা বলেন যবের আকার। প্রথম, কেন্দ্রস্থ অবস্থায় বিন্দু মাত্র; কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসার্য্যমাণ অবস্থায় প্রথমে যবের মত আকৃতি হইয়া গেল। তারপর প্রপঞ্চের দিকে গতিশীল—দীর্ঘ হইতে লাগিল, এই পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের অনুভূতির দ্বিতীয় কেন্দ্র হৃদয়ে আসিয়া দুদিকে প্রসারিত দুই বাহু রূপ ধরিয়া আবার নিম্নে প্রসার্য্যমাণ হইয়া মেরুদণ্ডের মূলে স্পর্শ, আবার প্রত্যাবর্ত্তন ঠিক ঐ পথে।

জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ তখন রূপ রাজ্যে আসিলেন।

এক চক্র নিচে নামিয়া কণ্ঠে আসিলেন এবার কণ্ঠ হইতে আবার উদরে বা নাভি আবার নাভি বা উদর হইতে আবার হৃদয়ে, আবার হৃদয় হইতে স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে আবার সেখান হইতে উদরে বা নাভিতে, আবার নাভি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে একেবারে মূলাধারে, আবার মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান বা লিঙ্গমূলে তারপর আবার মূলাধার চক্রে স্থিতি। কিন্তু কালের হিসাবে স্থিতি নয় কারণ তৎক্ষণ আবার মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান হইতে আবার মূলাধারে আবার মূলাধার হইতে মণিপুর মণিপুর হইতে স্বাধিষ্ঠানে নামা আবার স্বাধিষ্ঠান হইতে অনাহত বা হৃদয়ে আবার হৃদয় হইতে মণিপুরে, আবার মণিপুর হইতে বিশুদ্ধাক্ষ কণ্ঠে আবার কণ্ঠ হইতে হৃদয়ে নামিয়া হৃদয় হইতে প্রজ্ঞাচক্রে এবং প্রজ্ঞাচক্র হইতে আবার বিশুদ্ধ চক্রে নামিয়া সেখান হইতে প্রজ্ঞাচক্রে পৌছানো। এই ভাবের প্রাণের ক্রিয়া, প্রাণপথে শ্বাস ক্রিয়া আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, ইহার অপর নাম সুষুম্নামার্গ।

এই যে উঠা ও নামা অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্র হইতে অনাহত অনাহত হইতে বিশুদ্ধ আবার বিশুদ্ধ হইতে মণিপুর, মণিপুর হইতে অনাহত এইক্রমে এক চক্র ডিঙাইয়া অপর চক্রে নামা উঠা ইহা নৃত্যই। কাহার নৃত্য? তত্ত্বজ্ঞ যোগী বলেন প্রাণরূপ মূলাপ্রকৃতির। সারা ক্ষেত্র অর্থাৎ ষটচক্রের উর্দ্ধ অধোবিস্তৃত প্রাণময় ক্ষেত্র, হর হৃদি, তাহার উপর প্রাণময়ী চঞ্চলা আদ্যাশক্তির নৃত্য,—অবিরাম চলিতেছে। এই সৃষ্টিতে, প্রপঞ্চ মধ্যে যা কিছু সবই দ্বন্দ্বময়, সমরক্ষেত্র কল্পনা করিয়া সমুদয় প্রাণপথ জুড়িয়া মহেশ—হর—শিবরূপী নিক্রিয় শুদ্ধ আত্মা দ্রষ্টারূপে পড়িয়া আর লীলাময়ী শক্তি, শঙ্কর উপরে নৃত্য করিতেছেন। গানে আছে শঙ্কর উপরে,—কে বিহরে রমারঙ্গিণী। সত্যতত্ত্ব যোগমার্গের শেষ কথা, আত্মার সঙ্গে প্রাণশক্তির জীবলীলা, সবকিছু রূপকে ভরা। বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা ব্যতীত, এখনকার দিনে সাধারণ শিক্ষিতজনও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তাহার উপর তত্ত্ব সবকিছুই গুহ্য থাকিবে, তন্ত্রমতের যা কিছু সবই গুহ্যাদপি গুহ্য রাখার জন্যই এই সর্ব্বনাশকর বিকৃতি ঘটিয়াছে। যাহাতে এক পক্ষ অশ্রদ্ধায় ওদিকে লক্ষ্য করিতে চান না অপর দল, তন্ত্রের যৌগিক রহস্য ভেদ করা অসম্ভব ধারণা করিয়া দূরে সরিয়া আছেন।

পথের ধারে ঘর দুই বেলা না ঝাড়িলে যা হয় সবাই জানেন, ঠিক সেইরূপ অধ্যাত্ম সাধনমার্গের রীতিনীতি পদ্ধতি নিত্যনৈমিত্তিক যথার্থ চর্চ্চা এবং সংস্কারের অভাবে গুহ্য তত্ত্বসমূহের উপর এত আবর্জ্জনা জমিয়াছে এখন উহা সরলভাবে পরিষ্কৃত করিয়া তত্ত্ব বাহির করা সহজ নয়।

অবশ্য আবর্জ্জনা বহুযুগ ধরিয়াই জমিতেছিল, ইতিমধ্যে ধর্ম্মরাজ্যে অনেক কিছু উন্নত পরিবর্ত্তন আসিয়াছে যাহার ফলে বহু যৌগিক পদ্ধতি গুহ্য থাকিতে থাকিতে মাটি চাপা পড়িয়া পাথর বা মাটির ভিতর হইতে উদ্ধৃত হইয়া এখন পিপাসু সাধারণের গোচরীভূত হইতেছে।

দীর্ঘকাল এইভাবে প্রাণকেন্দ্রেই কাটিয়াছে। এইকালেই প্রাণতত্ত্বের নানা বিষয়ে উপলব্ধি হইয়া প্রাণকে মূল অবলম্বন করিয়া যতকিছু শরীরে মনের ক্রিয়া চলিতেছে, আমি দ্রষ্টা দেখিতেছি। ভাবিতে বিস্ময়ে, গায়ে কাঁটা দেয়। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণশক্তি আমার,—আমি হইতে আরম্ভ করিয়া যতকিছু কর্ম্ম,—মন বুদ্ধি হইতে শরীরের সবটুকু লইয়া যাহা আমায় গতিমান রাখিয়াছে ইহাই প্রাণ আমি, আমার প্রাণকে ধরিয়াই এই দৃশ্য অদৃশ্য জগতের সবকিছুই ভোগ করিতেছি ; শরীর লইয়া শরীর যন্ত্রের ভিতর দিয়া যখন করিতেছি তখন শরীরগত স্থূলভোগ,—আবার মনোধর্ম্মের অন্তর্গত যা কিছু তা সূক্ষ্ম-ভোগ,—আমার যা কিছু স্থূল সূক্ষ্ম ভোগগুলি পরিণামে বুদ্ধি বা জ্ঞানে পর্য্যবসিত, কারণ রূপেই সকল ভোগ সার্থক করিতেছে। আবার, তখন আমি দ্রষ্টা হইয়া সকল কিছুই উপলব্ধি করিতেছি।

প্রাণের সঙ্গে, আমি চিরযুক্ত,—ঠিক তখনকার উপলব্ধির ভাষায় বলিতে,—আমি=জীব+আত্মা=স্বয়ং, প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই এই জগতে, বিশ্বে, এই চরাচর সৃষ্টির মধ্যে বিচরণ করিতেছি। বিচরণের মহিমা আছে,—বিচরণ বলিতে যখন যেমন অবস্থায় পড়িতেছি,—তখনকার মত যাহা ভোগ করিবার তাহাই ভোগ করিতেছি, সেই ভোগের সঙ্গে বস্তুর পরিচয় হইতেছে,—সেই পরিচয়ের ফলে শেষে অর্থাৎ বাস্তব ভোগের ফলে জ্ঞান লাভ। জ্ঞান অর্থে এটি এইই,—ইহাই বুদ্ধির ক্রিয়া। যেই জ্ঞান হইল তখনই উহা শ্রেয় কিম্বা প্রেয় এই দুই ভাব সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কোন ভোগে আকৃষ্ট করে, আবার করিতে ইচ্ছা হয়, কোনটায় আর প্রবৃত্তি হয় না।

অবশ্য তার কারণ নিজের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি। কোন ভোগের বিষয়ে প্রাণাত্মা জানতে পারেন এই ভোগে দেহ বা ইন্দ্রিয় সম্পর্কে অনিষ্ট হইবে তখনই বিবেকের মধ্যে প্রতিবাদ উঠিবেই। তা সত্ত্বেও যদি মন চায় বা ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সেই সম্ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যাহা, তাহাই হইবে। এই যে অহম বোধ অর্থাৎ আমি রূপজীব প্রাণকে এমন ভাবেই ধরিয়া আছে,—কথাটি ঠিক ঠিক বুঝিতে গেলে, আমি=সত্তা, প্রাণের সঙ্গে এমন ভাবেই যুক্ত আছি যে সর্ব্ব ব্যবহারে শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত সব কোষ জুড়িয়া প্রাণ, আমার সঙ্গে যেন এক হইয়াই আছে। যদি কোন কারণে অন্নময় বা শরীর হইতে প্রাণ সরিয়া যায় তা হইলে শরীর বোধও চলিয়া যাইবে। সেইভাবে প্রাণময় কোষ হইতে প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হইলে চেতনা থাকিবেনা, মনোময় কোষ হইতে সরিয়া গেলে কোন ইচ্ছার স্ফোট আর উঠিবেই না, বিজ্ঞানময় হইতে সরিলে স্মৃতি লোপ আর আনন্দময় কোষ হইতে সরিয়া গেলে আমি বোধটি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে। আমি প্রাণময় বলিয়াই এই পাঁচটি কোষ প্রাণপূর্ণ, সদাসর্ব্বক্ষণ আমার চেতনায় ভরা। যখন যেখানেই থাকি আমি কোন কাজ করি বা না করি, আমি, বোধটির সঙ্গে সঙ্গে আমার অস্তিত্বের একটি জাগ্রত চেতনা আমায় জারিত রাখিয়াছে। আমি আছি, এইটি প্রাণের প্রধান এবং প্রথম ক্রিয়া, দ্বিতীয় সঙ্গী যেন আমি চৈতন্যময় এই বোধ ; চেতনাশূন্য, আমি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি সব লইয়াই পূর্ণ। তার মধ্যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাবে আরও একটি জ্ঞান ঐ প্রাণময় আমি সত্তার সঙ্গে যুক্ত, সেটি হইল, আমি সর্ব্বজ্ঞ, এমন কিছুই নাই যা আমি জানিনা—এটি বীজ ভাবে থাকে। জীব ক্রমে ক্রমে যখন উচ্চ অবস্থায় পৌছায় তখন ঐ সর্ব্বজ্ঞত্ব ফুটিয়া উঠে,—তখন আর বীজ নয়। আমার মধ্যে প্রাণের তৃতীয় অভিব্যক্তি হইল আমি আনন্দময় সত্তা ;—এই তিনটি গুহ্য প্রাণপ্রতিমার অর্থাৎ প্রাণময় আমি বোধের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বা বন্ধনে বাঁধা,—এই তিনটির একটিকেও কখনও কোনদিন পৃথক করিবার জো নাই। আমি এই বোধের সঙ্গে চিরযুক্ত বলিলেই অনেকটা ঠিক বলা যায়।

প্রাণময় বলিয়াই আমার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, পাঁচ কোষের সর্ব্ব অংশেই আমি বর্ত্তমান। এখন সবার বড়ো রহস্য এই যে, এই শুদ্ধ আমি, যেই প্রজ্ঞাচক্রের নীচে আসিলেন, অর্থাৎ মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় রাজ্যের মধ্যে আসিয়াই এই বিশ্ব জগৎ প্রপঞ্চের দিকে দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটি রূপ বা মূর্ত্তি বা শরীরের অস্তিত্ব আর ঐ মূর্ত্তির সঙ্গেই একটি বিশেষ শব্দও আছে সেটি ঐ শরীরেরই নাম এইটি অনুভূত হইল। জগতের দিকে তাকাইয়া তিনি নিজ শরীর রূপ আর তাকে অপর একটি থেকে বিশেষ করিতে একটি নামও তার সঙ্গে যুক্ত এইটিও লক্ষ্য করিলেন। তারপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ঐ প্রাণময় সত্তার যোগাযোগের খেলাটাই তাঁর জীবন হইল। এইভাবে যখন জীবন ধর্ম্মের ভিতর দিয়া এখানকার খেলা শেষ করিয়া দেহত্যাগের কাল আসিল তখন এই প্রাণাত্মা অন্নময় কোষ হইতে গুটাইয়া প্রাণময়, প্রাণময় হইতে মনোময়, সেখান হইতে বিজ্ঞানময় তারপর আনন্দময় কোষ হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হইলেন। এখানকার প্রাণাত্মার খেলা সাঙ্গ হইল।

যখনই জীব শৈশব হইতে বালক, কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য ইত্যাদি কাল ধর্ম্মের মধ্য দিয়া, তাঁর নাম আর তার সঙ্গে রূপ উপাধিযোগে কর্ম্ম করিয়া চলেন,—যার নাম মানবশরীর, এর মধ্যে অনেকগুলি ভোগ সংস্কার বর্ত্তমান থাকে—সে কর্ম্মের যতই গুরুত্ব থাক আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে তাকে খেলার পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার করেন। খেলা মাত্রেই মন বুদ্ধি ও শরীর লইয়া ; এখানে মন আর ইন্দ্রিয় যুক্ত শরীর, তার কর্ম্মকেন্দ্র হইল হৃদয়ে। বুদ্ধির গৌরব সবার উপর কারণ—মন স্থূল এবং অন্ধ, মনের চক্ষু হইল বুদ্ধি, প্রাণাত্মার চিৎশক্তির অভিব্যক্তিই এক কথায় বুদ্ধি,—এই বুদ্ধির প্রসার অসীম সেইজন্য এর অপর নির্দ্দেশ বা সংজ্ঞা হইল মহৎ। জীবের বুদ্ধি বা জ্ঞানের সূক্ষ্ম হইত সূক্ষ্মতর অবস্থার নামই বিজ্ঞান ; আর সূক্ষ্মতম অবস্থায় আত্মায় লয়,—সেইজন্য ঐ অবস্থায় আত্মার নাম বিজ্ঞানাত্মা। সর্ব্বজ্ঞত্ব ঐ অবস্থায়—তখন আমার জানার বাহিরে কিছুই নাই। তাহা হইলে এই খেলা, আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জগৎ প্রপঞ্চ লইয়া যে খেলাটি,—আসলে মনোবুদ্ধিরই খেলা, আর এখানে যাকে আমরা কীর্ত্তিমান মানুষ বলি, সমাজে যার কীর্ত্তি তার জীবিতকালের পরেও সেই সমাজের এক শ্রেণীর লোকের স্মরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে, কতকাল থাকে তার বিচার এখানে নয়,—সেই কীর্ত্তিমান জীবের কীর্ত্তি আসলে বুদ্ধি ও শক্তিরই খেলা। এইটুকুই জীবত্বের আগা পাশতলা।

এ রাজ্যে, যথার্থ এই মানবসমাজে প্রাণের প্রেরণায়, সদসৎ, সুখদুঃখমূলক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি লইয়াই মানুষের বিচার। শক্তির পক্ষপাতী মানুষের প্রকৃতি তাকে শক্তি বলিতেই ভালবাসে। জীবাত্মার শক্তি বলিয়া—কিন্তু আসলে সেটি প্রাণ,—একটু নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিলে এটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে বোধরূপ এই আমির সঙ্গে প্রথম এবং প্রধান যোগ হইল প্রাণের, তাই এই ক্ষেত্রে জীবাত্মার অপর নাম প্রাণাত্মা; আর ঐ প্রাণ পর পর পঞ্চ কোষের মধ্যে কালের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল,—তাহা হইলে এ কর্ম্মক্ষেত্রে অথবা খেলার মাঠে প্রথমেই প্রাণশক্তি তার সঙ্গে বুদ্ধির খেলাই এখানে সব কিছু।

মনের ধর্ম্মে,—অর্থাৎ জগতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মন আর মনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত বুদ্ধি দিয়াই,—দেখাতে শোনাতে স্পর্শে, আস্বাদে প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক সংস্কার ঐ নামরূপ যুক্ত আমির সঙ্গে সঙ্গেই আছে আগেই বলিয়াছি;—তার সঙ্গে একটা পরিচয়ের তাড়নাও আছে।

একটা বিষয় আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধেক পথে থামা যায় না সেইজন্য ঐ প্রাণরূপ আমির কথা আরও খুলিয়া বলিতে হইবে। আমাদের সকল কর্ম্মের মূলে মন তার সঙ্গে বুদ্ধি ও চিত্ত এই যে তিনটি অন্তঃকরণবৃত্তি, মন বুদ্ধি ও চিত্তকে যে আমি চালনা করিতেছেন সেই আমি কিরূপ? বোধ মাত্র যে আমি সত্তা এই বোধরূপেই সবার সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের চালনা করিতেছেন। যখন মন বা ইচ্ছা হইয়া ইন্দ্রিয়াদি চালনা হইতেছে তখন ঐ আমি বোধই মনের বা ইচ্ছার মূলশক্তি। যখন চিন্তা চলিতেছে তখন আমি বোধরূপে ঐ চিন্তার প্রেরণা। আবার বুদ্ধি দ্বারা যখনই সেটার সিদ্ধান্ত হইয়া যাইতেছে তখনও ঐ আমি বোধটি ঐ বিবেক বুদ্ধির মূলে থাকিয়া প্রেরণা যোগাইতেছে। তাহা হইলে এটি পরিষ্কার রূপেই দেখা যাইতেছে যে আমি বোধরূপেই মনের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, চিত্তের সঙ্গে সর্ব্বত্রই যুক্ত; আমাকে বাদ দিয়া কোন কর্ম্মই সম্ভব নয়। কাজেই আমার ঐ আমিটি প্রাণ থাকিতে যাইবার নয়, উহা প্রাণময় বলিয়া।

শেষ কথাটা এই যে এখন যদি অনুলোম গতির কথা ধরা যায়—তাহা হইলে জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ; তাই জীবের পক্ষে পরমাত্মার দাস, সখা, সন্তান, প্রাণপতি যে কোন সম্বন্ধ, যেটি যাহার প্রাণে লাগে সেইটি লওয়াই সঙ্গত। এখন ভগবান লক্ষ্য করিয়া যদি সাধক কোন ঐরূপ সম্বন্ধ আরোপ করিতে পারেন ইষ্টলাভের পথ কত সহজ হইয়া যায়—। তাহা হইলে সর্ব্বকালেই তাহার আমি, অহংকর্তৃত্বাভিমানী সয়তান হইতে পারিবে না, বিপথে যাইবার পথ এইভাবেই পরমহংসদেব একেবারে মারিয়া রাখিয়াছেন। এ যুগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবরোগের এতবড় চিকিৎসক আর আসেন নাই। তাইতো তাঁহাকে ভগবান বলিতেই প্রাণ চায় ;—অন্য কিছু বলিয়া প্রাণে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। জীবের এতটা কল্যাণ চিন্তা এযুগে আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। এই কারণে গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে ইষ্ট ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবিতে পারেন নাই।

এখানে আসিয়া যে আমার এইভাবে আসন করিয়া নিত্য ধারাবাহিক ইষ্ট লক্ষ্য করিয়া সাধন চলিতে পারিবে ইহা আমার জীবনে স্বপনেও অগোচর ছিল। কি উপলক্ষে কি করিতে আসিয়া কি হইয়া গেল, ইহার মধ্যে ঠাকুরের হাত যেন সর্ব্বক্ষণ আমার মাথার উপরেই ছিল। যখনই একটু এদিক ওদিকে ছটকাইয়া, অথবা নিজ দোষে যখনই বিপাকে পড়িয়াছি তখনই উহা লক্ষ্য করিয়াছি এবং বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে কি কারণে এই অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ঐ যে নারী মাত্রেই মা, সর্ব্বক্ষণ সকল নারীকেই মাতৃরূপে দেখা এই বুদ্ধির প্রেরণাও তাঁরই এবং স্বপনেও ঐ নারীমূর্ত্তি যে ভাবেই আসুক না কেন, ঐ মাতৃবুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ভাবে না টলা ইহার মধ্যেও তাঁহার কৃপা প্রকটিত।

যাহা হউক এখন হইতে আমার সকল কিছু চিন্তার বিষয় হইল মনের মধ্যে কোনরূপ জটিলতার প্রশ্রয় না দেওয়া,—সহজ সরল গতিতে সর্ব্বক্ষণই মন্ত্ররূপ ইষ্টকে লইয়া আমার মধ্যে ডুব দেওয়া। ডাকিয়া যাওয়া,—যখন যে ভাবে যে অবস্থায় থাকি যেন প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ প্রজ্ঞাচক্র হইতে বিচ্যুত না হওয়া ;—যদিও উহার উর্দ্ধে আমার গতি এখন সম্ভব নয়, তবে নিরন্তর ঐ কেন্দ্রে থাকার অভ্যাসের ফলে যদি সাধনের ব্যতিক্রম না হয় তাহা হইলে উর্দ্ধগতিও অসম্ভব নয়। কারণ প্রাণ কখনও একই কেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না ;—হয় নামিতে না হয় উঠিতেই হইবে। প্রাণ তত্ত্বের ইহাই মূল কথা। এই সময়টি ক্রমে ক্রমে এমনই একটি অবস্থা হইয়া আসিল, আর কোথাও কারো সঙ্গ ভাল লাগেনা, যে সাধু দুইজনের উপর প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, পার্থ-সারথি আর জগদীশ বাবা, এখন আর তাঁহাদের কাছেও যাইতে ইচ্ছা হয় না। পার্থ সারথির কোন আড্ডা নাই আশ্রম নাই, কিছুই নাই, ধূমকেতুর মত হঠাৎ আসেন আবার হঠাৎ একদিন আর তাঁকে দেখিতে পাই না। তবে আশ্চর্য্য বিষয় এইটুকু দেখিয়াছি কোন যোগাযোগে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা এবং যা কিছু বর্ত্তমান ব্যবহার সম্পর্কে আদানপ্রদানে কোন বাধাই হয় নাই। তারপর যখন এমনই একটি অবস্থা আসিল যখন আর কারো সঙ্গ ভাল লাগেনা তখন হইতে আর তাঁহার সঙ্গে দেখাই নাই। জগদীশ বাবার কাছেও আর যাই নাই গত এক পক্ষ হইল। তিনি কি বুঝিয়াছিলেন জানিনা তবে আমার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া গেল যে এখন আর কারো সঙ্গ আমার কল্যাণকর নহে। এখন আবার এই ভাবিয়াই একটা ছটফটানি হইতে লাগিল যে আমার মত চঞ্চল হতভাগ্য তাঁহার কৃপা পাইবার যোগ্য নয় তাই তিনি আমায় উপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন। প্রবল দুঃখে গোপনে গোপনে অশ্রুজলে যখন অন্তর কতকটা নির্ম্মল হইত তখনই আবার বিশ্বাস হইত, তাহা হইলে বুঝি আমারও উপায় হইবে। এখানে ভিতরের সকল কথাতো বলা যাইবেনা, কাজেই যেটুকু না বলিলে নয় মাত্র সেইটুকুই বলিয়া শেষ করিয়া দিব।

বুঝিলাম এটি বাহ্য, কিন্তু তবুও রেহাই পাইলাম না।

ঐ সময়ে আবার এক ব্যাপার,—প্রবল কামনা একটি উঠিয়া কিছুদিন খানিক ঘুরপাক খাওয়াইয়া দিল। কি জানি কোথা হইতে এই ধারণা আসিয়া উপস্থিত হইল যে শিখা সূত্র ত্যাগ না হইলে, পূর্ব্বের গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে সব কিছুরই সম্বন্ধ ছেদ না হইলে কিছুতেই অগ্রগতি হইবে না। অবশ্য এ কথাও মনে হইল অবধূত কাশী হইতে পলাইবার দিনেই গঙ্গাস্নানের সময় উপবীত ত্যাগ করাইয়াছেন,—তবে আবার কি? কিন্তু তখন আবার অবধূতের উপরেও আস্থা রহিল না এই ভাবিয়া যে তিনি চিরদিনই সমাজের বাহিরে থাকিয়া,—নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আসিয়াছেন; আর সন্ন্যাস আশ্রমের উপর একটা প্রবল বিদ্বেষ পোষণ করিয়া গিয়াছেন, আর আমার বেলা যে ঠিক পথই দেখাইয়াছেন তার প্রমাণ কি? নিজে যে সন্ন্যাস জীবনের উপর আস্থাহীন সে কি করিয়া অপরের মুক্তজীবন সন্ন্যাস জীবনের সিদ্ধির উপর আস্থাবান হইবে? কাজেই অবধূতের কথায় কাজ নাই আমার সন্ন্যাস জীবনই বাঞ্ছনীয়। তখন ঐ গৈরিক, ঠাকুর নিজ হাতে তাঁর প্রিয় ত্যাগী সন্তানদের গৈরিক বস্ত্র পরাইয়াছেন; ভক্ত মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী,—পেনেটিতে চূড়ার মহোৎসবে ভক্তদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গৈরিক পরিয়া দৈবরূপ দেখাইয়া ছিলেন। অতএব সন্ন্যাস লওয়াই ঠিক, আমার সাধনে সিদ্ধি লাভের জন্য,—ভাল মতেই ত্যাগ করিতে হইবে।

এখন সন্ন্যাস লইতে হইলে, যখন পিতামাতা বর্ত্তমান তখন তাঁহাদের অনুমতি না লইলে তো হইতেই পারিবেনা। তখন বাবাকে একখানি পত্র লিখিলাম।

বেশ গুছাইয়া তাঁহাকে লিখিলাম যে,—আমি আপনাদের অকৃতী সন্তান আমার দ্বারা আপনাদের সেবা হইল না। পাঁচটি ছেলের মধ্যে একটি গেলে আপনাদের কোন ক্ষতি হইবে না। তাছাড়া সন্তানের উপার্জ্জন আপনি কামনা করেন না, আমার জীবনও দীর্ঘ নহে, হয়তো শীঘ্রই আমার প্রাণ বিয়োগও ঘটিতে পারে, তাহা হইলেও আমার সম্পর্কে আপনাদের কোন গুরুতর দায়িত্বও বিশেষ নাই। আমি তো বাতিলের মধ্যেই পড়িয়াছি, যদি এই সময়ে আমার সন্ন্যাসের অনুমতি দেন তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হইতে পারে। অথচ ইহাতে আপনাদের, আমার সঙ্গে বর্ত্তমান সম্পর্কের কথা ধরিলেও কিছুই লোকসান নাই, কারণ আমি আর কখনও আপনাদের কোন কাজেই আসিব না, ইহা স্থির। তবে আর কেন আমায় আটকাইয়া রাখিবেন,—একটু উদার হইলেই আমার জীবন সার্থক হইতে পারে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশ গুছাইয়া অতি সাবধানে পত্রখানি লিখিয়া দিন গুণিতে লাগিলাম।

উত্তরে বাবা, বিলক্ষণ পাটোয়ারী বুদ্ধির প্রমাণ দিলেন। একেবারেই সোজা সরল কথায় লিখিলেন,—বাপুহে, পাঁচটি ছেলের মধ্যে বড় না হইয়া অন্য কোনটি হইতে তাহা হইলে কথা ছিল। বড়র উপর ভরসা বড়, অতএব তোমার গৃহত্যাগ বা সন্ন্যাসের কথা ভাবিতেই পারি না। যদি বিনা অনুমতিতে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করো তো জননীর অভিশাপের ভাগী হইবে, ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট হইবে, সন্ন্যাস কোন কাজেই লাগিবে না। বেদে পুরাণে কোথাও শুনিয়াছ পিতামাতা বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠপুত্র সন্ন্যাসের অনুমতি পাইয়াছে? সংসারকে অতটা হেয় মনে করিতেছ কেন, নিজে দুইবার বিবাহ করিয়াছ দুটি সন্তানও আছে। তোমার ইচ্ছা হইয়াছে দিনকতক ঘোরাঘুরি করিয়া এসো না কেন। এখন তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কোন কথাই তুমি জানো না, তুমি গৃহস্থ থাকিয়াই যদি কিছু করিতে পার তাহা হইলে গার্হস্থ্য আশ্রমেরই লাভ বেশী। আমি তাহাই চাই। আমি জানি তোমার বাল্যজীবন হইতে হয়তো তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করি নাই। তুমিও সেই জন্য আমার প্রতি প্রসন্ন নও, সে যাহা হইয়া গিয়াছে সেকথায় কাজ নাই, কিন্তু এখন তোমার মত একটি সন্তানের উপর পিতৃত্বের অধিকার ছাড়িব কেন? তোমার উপর আমার আশা অনেক, দাবীও অনেক। কাজেই এখন পিতা বলিয়া এ সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত যদি জিজ্ঞাসা করো তাহা হইলে আমি বলিব, সংসারে থাকিয়াই বড় সন্ন্যাসী হওয়া যায়। গৈরিকধারীরাই সন্ন্যাসী নয়। তুমি কদাচ সন্ন্যাস গ্রহণ করিও না, তাহা হইলে অভিশপ্ত জীবন বহন করিতে হইবে। ঈশ্বর, ভগবান যা বলো, তা আমি পাইনি বটে কিন্তু কেমন করে পাওয়া যায় তার উপায় জানি। সন্ন্যাস ফন্ন্যাস কিছু নয় আসলে যেটা আমার চাই আমায় পেতেই হবে। অন্য যা কিছু পেতে হলে অন্য লোকের উপাসনা করতে হয় কিন্তু ওটি পেতে কোন মানুষের উপাসনা করতে হয় না, গুরুর কথা আমি মানিনে। গুরু না থাকিলেও ভগবানকে পাওয়া যায়—আমার বিশ্বাস। ঐ একমাত্র জিনিষ, ভগবানকে পেতে কোন উকিল মোক্তারের কর্ম্ম নয়। কাজেই সন্ন্যাসী হয়ে ভগবান পাবে এ সব বলে আমায় ভুলাইতে পারিবে না। আমার কথা শুন তো বলি,—সন্ন্যাস না নিয়ে ভগবান পেয়ে ঘরে এসো দিকি বুঝবো কত বড় ভক্ত মানুষ তুমি। এখন ওসব বাজে কথা নিয়ে আমায় পত্র লিখো না,—তোমার যা ইচ্ছা করো কিন্তু ভগবানের নামে ঢং কোরো না।

বাবার কথা অত্যন্ত সত্য—সত্যের তেজ তাহার মধ্যে রহিয়াছে। সত্য বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে, যেটি তিনি সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন কাহার সাধ্য তাঁহাকে টলায়। এইটিই আমার বাবার বৈশিষ্ট্য। তিনি ভিতরে একরকম বুঝিয়া বাহিরে আর এক রকম দেখাইতে অভ্যস্ত নন;—কোন প্রকার অন্যায়, যাহা তিনি অন্যায় বলিয়া ধারণা করিয়াছেন তাহা তিনি কখনই সহ্য করিবেন না। তাঁহার মধ্যে মন আর মুখ আলাদা কর্ম্ম করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য,—এ সকল গোপনে গোপনেই হইয়াছিল,—কিন্তু, মর্ম্মে আমার আঘাতটা প্রবল ভাবেই লাগিয়াছিল। তখন অন্তর্য্যামীর শরণাপন্ন হইলাম,—এবং সে আঘাতও যে স্থধু সামলাইতে পারিলাম তা নয়;—কায়মনোবাক্যে আপনার মধ্যেই ডুবিয়া গেলাম। যাহা আমার হাতে নাই তাহার জন্য আয়াস যদি নিষ্ফল হয়তো কাহাকেও কিছু বলিবার নাই। এখন আমার নিজের গলদ কাটাইয়া নির্ম্মল মনোবুদ্ধি লইয়া ইষ্ট মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেই বাঁচি।

বাবার এই পত্র উপলক্ষে কয়েকটি তত্ত্ব এমন অপূর্ব্ব আনন্দ লইয়া আমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিল তাহার প্রথম ও প্রধান হইল, কাহারও প্রতি বিরূপ হইয়া, বিদ্বেষ অথবা অসূয়াপরবশ চিত্তে, কখন কাহারও ঈশ্বর লাভ ঘটে না,—তাহার পথ বন্ধ হইয়া যায়। ঈর্ষা দ্বেষ,—সবার তুলনায় মনের গভীর কলঙ্ক কোন জীবাত্মা ঐ কালি মাখিয়া উর্দ্ধে পরমাত্মার পানে গতিশীল হইতেই পারে না। আগে বাবার উপর ভয় ছিল, তারপর জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-বর্গের প্রতি তাঁহার বিচিত্র রূঢ় আচরণের জন্য শ্রদ্ধাহীন কেমন একটা প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল না। খেপা বাবা আমায় যখন বুঝাইয়া দিলেন যে এ সম্বন্ধচ্ছেদ হইবার নয়, তোরও তাকে চাই আবার তারও তুয়াকে চাই,—বিরোধ রাখা অসম্ভব। আর সে বিরোধ থাকিতে কল্যাণ নাই, তুয়ারও নাই তারও নাই; তখন তত্ত্বটি কতক যেন বুঝিলাম। এখন বাবার পত্র পাইয়া বোধ হয় সম্যক বুঝিলাম যে কারো প্রতি কোন প্রকারে বিরূপ থাকিলে ইষ্টলাভ কখনও হয় না।

আশ্চর্য্য কথা এই যখনই এই তত্ত্বটি ফুটিয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গেই যেন অন্তর ক্ষেত্র, সহজ সরল আনন্দময়, আবার অন্তরের মধ্যে এতদিনের বাবার প্রতি বিরূপ ভাব একেবারেই লোপ হইল;—বুঝিলাম,—আমার অহমিকার বেগেই সন্ন্যাস লইয়া, নিজের শক্তিতে সংসার সম্বন্ধ ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং উহা সহজ পথ নয় বরং বিপথ; গৈরিকধারী হইবার কোন কল্পনা বরাবরই আমার কোন কালেই ছিল না,—বৃন্দাবনে আসিয়া একটা অবস্থায়, বাহিরের ত্যাগটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যেন পথ অনেকটা সহজ করিয়া ফেলিব এইরূপ একটা ধারণা হইতেই ঐ সন্ন্যাস প্রবৃত্তি। ফলে বাবার পত্রই আমায় অনেকটাই সচেতন করিয়া দিল;—তবে আর কখনও সংসার করিব না, এই অধ্যাত্ম পথেই শেষ পর্য্যন্ত চলিব, সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও ক্ষয় হইয়া যাইবে এই ভাবটাই তখন প্রবল হইল। শেষে ইষ্টের মধ্যে লয়, ইহা রোধ করিবে কে?—

এখন আমার আসনে বসা জপ ধ্যান যথানিয়মে চলিতেছিল না,—মনের অর্থাৎ ইচ্ছার আবেগ তাহার মধ্যে বেশী কাজ করিতেছিল,—ইহাও লক্ষ্য করিতেছি। আনন্দের অভাব মধ্যে মধ্যে বোধ হইলেও সাধারণতঃ উৎসাহ পূর্ণ প্রাণে নানাতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই নেশা। গুরু উপদেশ, অহম্ অর্থাৎ আমি বোধের সঙ্গেই যত কিছু সম্বন্ধ।

এখন কথা এই, আমাদের এই পর্য্যায়ের পাঠকগণের অনেকেরই মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি ধারণা আছে যে নিজ নিজ জপ ধ্যানাদি কর্ম্মের মধ্যেই এক সময় ভগবান বা ভগবতী ইষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দিবেন তাহা হইলেই সব কিছু হইয়া গেল। অবশ্য যতক্ষণ ঐ ভাবের ধারণা থাকে ততক্ষণ তাহাকে আর কিছু বুঝানো শক্ত। কিন্তু আসলে উহা নয়। এটা ঠিক কনট্রাকটারদের কনট্রাকৃট্ মত সকল কর্ম্ম হইয়া গেলেই অভীষ্ট ফলরূপে থোক টাকাটা পাইয়া গেলাম তারপর আনন্দে ঐ টাকা ভোগ করিতে থাকিব,—এই রাজ্যে ঐ ধরণের কর্ম্মকে মূল করিয়া যথার্থই কিছু লাভ করা যায় না।

অবধূত বলিতেন;—যদি এই "আমি"কে ঠিক পথে চালিত না করা হয়তো শেষে উহা হইতে একটি ঘোরতর সয়তানের জন্মলাভ হইতে পারে—এমনি তো হয়। কারণ প্রথমে এই আমি বোধটি ধরা শক্ত, যখন যে মনোবৃত্তির সঙ্গে ঐ আমি যুক্ত থাকে তখন এমন ভাবেই থাকে কিছুতেই তাহাকে পৃথক অনুভব করা যায় না। সেই জন্যই পরমহংসদেব যখনই ঐ আমির কথা বলিয়াছেন. অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই বলিয়াছেন। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল,—কিন্তু আমি ত মরিবার নয়। ও মরিবে যদি, তবে তোমার থাকিবে কি? যতক্ষণ না বোধরূপে ঐ আমি জীবাত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হইতেছেন ততক্ষণ সয়তান উৎপত্তির সম্ভাবনা পূর্ণরূপেই রহিয়া যাইতেছে, সেইজন্যই জগৎগুরু বলিতেছেন,—

একান্তই যদি ও যাইবেই না তবে থাক শালা তাঁর সন্তান হয়ে, ভক্ত হয়ে, বা তাঁর দাস হয়ে। শান্ত দাস্য সখ্য বা বাৎসল্যভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে আর ভয় নাই। এইরূপ ভক্তিই চমৎকার সহজ ঈশ্বর লাভের পথ। যত সহজ, আবার বহির্মুখী যাহারা, কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে নিজেকে বাঁধিয়াছে তাহাদের মধ্যে ঐকান্তিক ভগবৎ প্রীতি কোথায়? অসম্ভব। যতক্ষণ ঐ কামিনীতে এবং ধনাধিকারীর গৌরব তাহার মধ্যে আছে এবং থাকিবে ততক্ষণ তাহার অধ্যাত্ম পথে জমাট আগড়ের বাধা। সে আগড় পূর্ণ ত্যাগের সময় না হইলে খুলিবে না। নাকের জল চক্ষের জলে তবে ঐ জমাট ভাঙ্গিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারো

সারাদিন যে ভাবে আশ্রমের মধ্যে কাটাই তাহাতে কাহারও চক্ষে পড়িবার কথা নয়। যাহাতে কাহারও সঙ্গে দেখা না হইয়া যায় এই ভাবেই একটু প্রচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি নিত্যানন্দ কি কাহারও সঙ্গে দেখা হইয়া যায় তাহাতে আনন্দেরই ভাব বিনিময় ঘটে। নিত্যানন্দও প্রাণায়ামী সাধক। কোন কোন দিন সে আসিয়া আমায় ধরিয়া বসিত, ভজন গান, শুনাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর ঠাকুর-পূজারতি হইয়া গেলে আমাদের ভজন চলিত। এই কয়মাস বৃন্দাবনে বাস আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল। ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে যে সব মনের চাঞ্চল্য প্রকৃতির তাড়না, দেহযুক্ত ঐ উপাধি নামরূপের গরিমাদি গুরুভার পদার্থ যে সব আমায় নিরন্তর ব্যথিত করিতেছিল, উহা হইতে মুক্ত হইয়া এখন লঘু, সূক্ষ্ম পবিত্র একমাত্র প্রেরণার গতিতে চলিতেছি। এই আনন্দময় অবস্থায় তো আমার স্বরূপের আভাব, ঐ ভাবেই স্বরূপের পানে, সমাধিস্থ হইয়া আমার অখণ্ড সত্তার সঙ্গে মিলিতেই না এই সকল সাধনের উৎসব। চলিতে চলিতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কত কিছু তত্ত্বই আমার চৈতন্যগোচর হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই উহার আদ্যন্ত মীমাংসাও হইয়া যাইতেছে—উহার অস্তিত্বের স্বরূপ দেখাইয়া স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইতেছে তাহাতে আমার জ্ঞানময় সত্তা যে স্বরূপের পানেই গতিশীল ইহাই আমার ভরসা।

এই ভাবেই চলিতে চলিতে আমি আজ ব্যাকুল প্রাণে এমন এক অবস্থায় আসিয়াছি সেখানে আমার ধ্যান আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া স্বরূপের সঙ্গে যোগই চাহিতেছে। ইহা অনুভব করিতেছি,—কিন্তু যোগ ঘটিতেছে না। কারণ সমাধিতে উহা লাভ করিতে হয়। এখন সেই সমাধিরই প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল আমার মন। এতদিন এতটা অনুগত জনের ন্যায় আমার সকল দিকে সহায়তা করিয়া সমাধি মন্দিরে প্রবেশ পথে এমন ভাবেই সরিয়া দাঁড়াইল বাঁকিয়া বসিল যেন সে-ই আমার বিধাতা। খুলিয়া বলিতে গেলে এখন যাহা বুঝিয়া পাইলাম একটু ধীর ভাবেই বুঝিবার কথা। এই সাধনা অবস্থায় ইহা ধরা গেল, অন্য সময় হইলে কি হইত বলিতে পারি না।

সবারই হয়তো জানা কথা যে,—মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, একই পৃথক কর্ম্মের জন্যই পৃথক নাম। আমার ঐ অহমসত্তায় যখন কোন বাসনা বা ইচ্ছার উৎপত্তি হয় তখন তার উপাধি মন, যখন কোন সিদ্ধান্ত হয়, কোন তত্ত্ব নিশ্চিত অনুভূত হয় তখন তার উপাধি বুদ্ধি, যখন অনুসন্ধান বা চিন্তায় নিযুক্ত করে তখন চিত্ত আর এই ত্রিবিধ কর্ম্মে বোধরূপ অহং সত্তা, আমি আছি—এই বোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবার উপর। আমার কর্তৃত্ব বোধটিই সেই অহংকার। তাহা হইলে,—এইটাই মনে হয়, আগাগোড়াই মনে হয় যেন আমার মধ্যে ঐ একটিই শক্তি আছে যে মনের কাজে মন, বুদ্ধির কাজে বুদ্ধি, চিত্তের কাজে চিত্ত, আর অহম্‌কর্তা বোধরূপে অহংকাররূপে সব সময়ে উপস্থিত। ইহারই নাম অন্তঃকরণ;—ইহারই সাহায্যে এই সংসার—সমাজে কাজ করিতেছি, ভোগ করিতেছি কর্ম্ম ফলে সুখদুঃখ সব কিছুই অনুভব করিতেছি। রহস্য এই যে, আমার মনের এতটা আধিপত্য,—আমার উপর এতটা প্রভাব কি করিয়া সম্ভব হইল। এমন কতবার ঘটিয়াছে, কোন কাজ করিতে আমার ইচ্ছা নাই কিন্তু মনের প্রভাবেই করিতেই হইল।

এখন ইহার ভিতরের আসল কথাটা হইবে—ঐ কর্ম্মের প্রবৃত্তিটা হইয়াছিল কার? আমার। এই আমি অহংকার, অর্থাৎ যে আমি জীব, সেই আমি যার নামরূপাদি সংস্কার সুখদুঃখ আছে; আবার যখন কোন কর্ম্ম করিবার ফলে অশান্তি ভোগ করিল কে? ঐ আমি, জীব, ঐ আমি বোধ লইয়াই সব। এমন কি সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ফলভোক্তা। আচ্ছা, ঐ আমি যদি কর্ত্তা, তাহা হইলে আমি আর এ কর্ম্ম করিব না। উহা অনিষ্টকারী বুদ্ধিতে জানিয়াও কেন আবার করিতে ইচ্ছা হইল এবং উহা করাইল? ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তো মনেরই ধর্ম্ম,—তাহা হইলে মনের এতটা জোর প্রভাব আমার উপর কোথা হইতে আসিল? সবারই মধ্যে তো এই ভাবেই অন্তঃকরণের খেলাটা চলিতেছে।

ইহার উত্তর এই যে, আমার শক্তি আমারই অর্থাৎ বোধস্বরূপ যে আমি, তাহারই প্রভাবেই মনের বা ইচ্ছার এতটা প্রভাব। চমৎকার একটা গান আছে বৈষ্ণবপদাবলীতে শ্রীরাধার উক্তি,—তোমার গরবে, গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে,—এখন এদিকে কি হইল, আমার মন বা ইচ্ছা, ভোগমুখী বৃত্তি=ঐ ইচ্ছা শরীরে একটু স্ফূর্ত্তির জন্য মদ খাইতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু শরীরের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি হইল না, বুদ্ধি নিশ্চিতভাবে ধরাইয়া দিল (আমাকে) যে উহা অনিষ্টকর, তবুও যখন, আমি, খাইলাম তখন প্রভাবটা কার? মনের। কিসে তাহার এতটা প্রভাব যাহাতে আবার খাইতে বাধ্য করিল? আমার। কারণ জীবরূপী এই অহমকর্ত্তা ভোক্তা। তাহা হইলে ঐ অহংকার, অন্তঃকরণের ঐ অহংকর্তৃত্বই সবার উপর, বড়।

এখানে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর মনে এই একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, আমার অহংকার তারই বা এতটা শক্তি কোথা হইতে আসিল যাহাতে তাহার ইচ্ছা শক্তি এতটা দুর্ব্বার হইয়া এমন করিয়া আমার শরীর ইন্দ্রিয় মনাদি লইয়া নানাভাবেই নাচাইতেছে। এখন সেই মূল আত্মা শুদ্ধ চেতন, আর তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত প্রাণের কথাই আসিয়া পড়ে।

এ পথে চলিতে চলিতে,—এই তত্ত্বটি বিশেষরূপ প্রস্ফুটিত হইতেছে যে ভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গই হোক, জ্ঞানমার্গই হোক বা, যোগমার্গেই হোক আমি, আমি, আমি—এই আমিকে লইয়াই সব। উহাকে ছাড়িবার জো নাই। এই আমি বোধ মূলতঃ প্রাণময় প্রাণ লইয়াই আমির মত্ততা বেশী। প্রাণের কথা পূর্ব্বেই বলা বিশদভাবে হইলেও আরও কিছু বাকী আছে। এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই যে প্রাণই ব্যষ্টিগতভাবে আমার শক্তি আর সমষ্টিগতভাবে জগৎপ্রাণ পরমেশ্বরের শক্তির সঙ্গে যুক্ত। আমার সঙ্গে সৎ চিৎ ও আনন্দরূপে অচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িত। প্রাণ যাহাকে বলিতেছি, আত্মার প্রধান সেই শক্তিই যাহা না হইলে এখানকার কোন কাজই চলে না। আমাকে ইহা অনুভব করিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু প্রকাশ করিয়া অপরকে বুঝাইতে ভাষার অভাব। বাক্‌শক্তিতে কুলানো যায় না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাণতত্ত্ব বর্ণনার উদ্যমটাই আমার অহংপ্রসূত এক প্রকার দুর্ব্বলতার চাঞ্চল্য। এখন এই সব তত্ত্ববিচার লইয়াই সর্ব্বক্ষণই কাটিতেছে।

যাঁহারা পাঠ করিতেছেন যতটুকু বিষয় তাঁহাদের অনুভূতির সঙ্গে মিলিতেছে ততটুকুই সফল, বাকীটা বুঝিতে কল্পনার সহায়তায় কতক হয়তো বুঝা গেল কতক গেল না। যেটা বুঝা গেল না সেইটাই বৃথা হইল।

আমরা তরকারী খাই ঘরে;—এখন তাহার স্বাদ একটা আছে; ঠিক স্বাদ যখন, তখন তাহার মধ্যে নুন, ঝাল মসলা সবই যথা মাত্রায় পড়িয়াছে। পানে চুন খয়েরের মত। আমাদের অন্তরে প্রাণের ক্রিয়া সবটুকুই ঐভাবে মিশ্রিত। যখন প্রাণের ক্রিয়া সকল অংশে সমান চলিতেছে তখন আমি সুস্থ শরীরে একটা স্ফূর্ত্তি তাহার ব্যতিক্রমেই মন দেহগত হইয়া যাইবে, শরীর বোধ সর্ব্বক্ষণ জ্বালাইবে। এখন প্রাণের সঙ্গে আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের সম্বন্ধ, প্রত্যেক নড়াচড়া, চিন্তা গতাগতির মূলেই প্রাণ;—কিন্তু প্রাণকে আমরা চিনি না আমরা মনকে লইয়াই কারবার করি। আমাদের কর্ম্মজগতে সব কিছুই মন লইয়া। আমাদের মনকেই যেন কর্ত্তা করিয়া সব কিছু বুঝিতে জানিতে, করিতেই ভাল লাগে, মন সুখ লইয়াই লালায়িত। অথচ মনকে আমরা যেন কতই চিনি। মন কি পদার্থ, প্রাণ যদি হয় বড় কর্ত্তা মন ছোট কর্ত্তা। মনের উৎপত্তি হইল প্রাণ হইতে। অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থায়ই মনের উৎপত্তি। যেমন এই পৃথিবী—আপন কক্ষে চঞ্চল গতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে একটুকুরা ছিটকাইয়া পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল, চন্দ্রের জন্ম যেভাবে হইয়াছিল মনের জন্মও ঠিক সেই ভাবে, প্রাণের স্পন্দনের চঞ্চল অবস্থায় মন উৎপন্ন, এই মনই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি প্রাণাত্মার ইচ্ছাশক্তি, তাই কামনাময় জীব ভাবেই মনের সঙ্গে সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। অথচ প্রাণের সঙ্গে মনের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ।

মন যখনই ক্রিয়াশীল, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ও ক্রিয়াশীল, কারণ ইন্দ্রিয়ের অধিপতিই মন। মনের ইঙ্গিত না পাইলে কোন ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়া করিতে পারে না। মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণের এমনই যোগাযোগ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব কিছুই প্রতিক্ষণেই মনের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে। বিশ্লেষণ করিলে এই মনের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় ইচ্ছাতে। অর্থাৎ মন অর্থেই আমার ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছা একটি শক্তিরই খেলা। তাহা হইলে জীবের প্রাণযুক্ত আত্মা, সেই প্রাণাত্মার যে ইচ্ছাশক্তি তাহাকেই মন বলা হয়, আবার ঐ প্রাণেরই মনোরূপী ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও আছে—সেই বুদ্ধিই প্রাণে প্রথম বিকশিত হইয়াছিল। বুদ্ধি, বোধ, জ্ঞান, মন, চিত্ত, অহংকার একই শক্তির ক্রিয়াভেদ। আগেই বলিয়াছি—যখন মন তাহার মধ্যেও আমি (সত্তা বোধ) আছি, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি, চিৎসত্তাও আছে,—চিন্তা, অর্থাৎ চিত্তের ক্রিয়াও আছে,—সব মিলিয়া, এইটাই দাঁড়াইল যে আমি এই কাজটি করিলাম। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ধরিয়া যন্ত্রের পার্থক্য কথা বুঝানো একই রকম, আসলে একমাত্র শক্তিরই ভিন্ন ক্রিয়া। এটা বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য, পুনঃ পুনঃ এই অবস্থায় প্রত্যেক যন্ত্র এবং তাহার সঙ্গে আমার শরীর প্রাণাদির কার্য্যকারিতা আমাকে খুঁটিনাটি করিয়া বারবার বুঝিয়া লইতে হইয়াছিল।

মনোবুদ্ধ্যহংকার চিত্তাদি নাহম্ ;—মন নয়, বুদ্ধি নয়, চিত্ত নয়, অহংকারও না,—তবে কি? চিদানন্দরূপ শিবোঽহম্—অর্থাৎ অহম চিদানন্দরূপ যে শিব সেই আমি। এই নামরূপাদি সকল সংস্কার ছাড়িলে যে শুদ্ধ বোধ রূপ আমি থাকে—সেই সত্তা রূপ আমি। এই অনুভবই আসল কথা। বিশ্লেষণ করিয়া বস্তু নির্দ্দেশের অকূল সমুদ্র। অনুভবের ভাষা নাই, কিন্তু সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে ভাষা! কাজেই ভাষায় কিছু বলিতে যাওয়া প্রায় সর্ব্বত্র অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র,—ইহা মানিয়াও বলিতে হয়। তার আরও একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ; —আত্মার একটি মাত্র শক্তি প্রাণ, উহাই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার হইয়াই সর্ব্বক্ষণ কাজ করিতেছে, ভাষায়, দৃষ্টান্ত দ্বারা কস্মিন কালেও স্পষ্ট হইবে না, অনুভব করিয়া লইতে হইবে।

এখন যদি একটু গভীর ভাবেই বিচার করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে যাহা কিছু অনুভবগম্য তাহাই প্রাণ—আর যাহা কিছু স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাহা প্রাণের বিকার মনের ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এখন সবার বড় প্রভাবশালী, —মনোধর্ম্মে এবং ইন্দ্রিয়রাজ্যে সবার উপর বেশী আকর্ষণ হইল রূপের;— চক্ষুরিন্দ্রিয় বড় বেশী প্রভাবশালী; যাহার কর্ম্মই হইল রূপ গ্রহণ।

এখন ঐ রূপের গোড়ার কথাই হইল, বিশ্বপ্রকৃতির তেজ হইতেই রূপের জন্ম। ভগবানের তুল্য রূপবান আর কেহ তো নাই,—আমাদের ইহাই সংস্কার। তাঁহার বড়ও কেহ নাই এ সংসারে। যদি কোন কৌশলে রূপময় যা কিছু আছে, সরানো যায় তাহলে কি কিছু থাকে? সবই তো রূপ, আকার ও বর্ণ মিলিয়া সব কোনটি মনোরম আর কোনগুলি চক্ষের বিষ। কিন্তু সবার বড় গুরুতর কথা এই যে একজনের মনে রূপপ্রভাব থাকিতে সত্য স্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে রূপের এতটা প্রভাব কেন?—এই কারণে যে, এ সংসারে রূপ ছাড়া স্থূল দৃশ্য বস্তু কিছুই নাই। তারপর রূপই মানুষকে ঈশ্বর বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। এই রূপের ধোঁকা না কাটিলে জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করাই যাইবে না। এই ইন্দ্রিয়টি সহজ নয়—অবশ্য কারো কারো মধ্যে এর প্রভাব কম কারো বেশী,—কিন্তু সে বেশী কমে তো কিছু যায় আসে না কারণ যাহার রূপ প্রভাব কম তার অন্য প্রভাব বেশী, হয়তো রসের প্রভাব বেশী,—স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে কেহ ঐ স্থূল রসনার প্রভাবে পড়িল,—তাহার কি ভালো হইল, কেহ রূপের দঁকে কেহ রসের দঁকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই জীবের সব মনটাই এই মাটিতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে সাধকের আগে রূপের ধোঁকা কাটাইতে হইবে। রূপের নেশা না কাটিলে স্বরূপ উপলব্ধি হইবে না। ঐ রূপের ঘোর এমনই; সারা সংসার ঐ রূপের ঘোরেই ঘুর-পাক খাইতেছে। এমন কি ঐ ভগবান শব্দের সঙ্গে সঙ্গেও যেন একটি মানুষ-রূপও ঠিক জড়াইয়া আছে। না হইলে ভগবান যে ভাবাই যাইবে না। নয় কি? সাধারণ মানুষ কখনও যে মানুষ-রূপ ছাড়া ভগবান ভাবিতেই পারিবেই না। ইহার মূল এইখানে।

এখন রূপের ঘোর না কাটিলে যদি তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি না হয় তাহইলে উপায়? কেমন করিয়া আমার ইষ্টলাভ হইবে?

ঐ রূপের ভিতর দিয়াই রূপের ঘোর কাটাইয়া স্বরূপের মিলন ঘটিবে। কি ভাবে? সেই কথাটিই এখানে মুখ্য।

মানুষ-মন রূপ লইয়াই রহিয়াছে, মন আমার তোমার সবারই রূপে ও রসে জর্জ্জরিত বলিলেই ঠিক হয়,—যা কিছু সে ভাবুক সঙ্গে তার একটা নাম, তার সঙ্গে একটি রূপ বা আকৃতি তার সঙ্গে রং ও রসের অর্থাৎ গুণের সম্বন্ধ আছেই। না হইলে তার কোনও চিন্তাই হইবে না। তাহার রূপের মধ্যে অন্য সব কিছু ছাড়িয়া এখন আমাদের যেটি মুখ্য উদ্দেশ্য, ভগবানের কথাই ধরিব, অবশ্য এখানে যাঁর সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ আছে, তাঁদের কথাই হইবে, অর্থাৎ যাঁরা অখণ্ড ঐ সচ্চিদানন্দময় সত্তাকে আপন বিশ্বাসের ভিত্তিতে অন্তরে অন্তরে ধ্যান ধারণার বিষয় করিয়া লইয়াছেন;—এক কথায় বলিতে যাঁরা ভগবৎ চিন্তা করেন। আরও সরল কথায় বলিতে ঐ ভগবানই আশ্রয়, ভগবানই যাঁর চিন্তার বিষয়—মাত্র জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মুখে বা বাহ্য ব্যবহারে কেউ জানুক বা না জানুক যাঁর অন্তর সর্ব্বদাই তাঁর চিন্তায় রত এমনই সে জীব,—ভগবানের সঙ্গে তাঁদেরই সম্বন্ধ আছে,—এই মনে করিয়াই কথাটি বলিয়াছি।

তাঁর মনেও প্রথম হইতেই ভগবান একটি রূপ লইয়াই উদয় হইয়াছিলেন। তবে সেই রূপটি স্ত্রী হইতে পারে পুরুষও হইতে পারে। এখন ঐ রূপের ছাপ তাঁর মনের মধ্যে যত গভীর হইবে ততই তাঁর ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সান্নিধ্য বোধ নিকট হইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মনের মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে, তাঁহার ইষ্টদেবতার যত গুণ, ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তর অধিকার করিতে থাকিবে। ফলে চিত্ত তাঁহার সর্ব্ব প্রকারেই পাশ মুক্ত, নির্ভয় নির্ম্মল হইয়া ততই তাঁর ধ্যানে বা চিন্তায় ইষ্টের রূপ হইতে গুণে আকর্ষণ বাড়িতেছে, ইষ্টের রূপ হইতে স্বভাবতঃই গুণেই ভক্ত বেশী বাঁধা ইহা স্বাভাবিক। তা বলিয়া তখনও রূপ উড়িয়া যায় নাই, কেবল মাত্র পিছনে পড়িয়া আছে যেহেতু গুণ লইয়াই যা কিছু চৈতন্য সত্তার খেলা চলিতেছে। চেতন মনের উপর স্তরে ইষ্টের গুণ লইয়া খেলাটা যখন চলিতেছে রূপ তখনও সঙ্গে সঙ্গেই আছে অগোচরে যাইতে পারে না। আমরা একই সময়ে একই বিষয়ে মনকে লাগাইতে পারি, বহু বিষয়ে নয়। কালের ভিতর দিয়াই পথ, কাজেই, এক কালে একটি বিষয়ই আমাদের মনে প্রতিভাত হইবে। তবে মৃদু মন্দ দ্রুত অতিদ্রুত ইত্যাদি তার তাল বা ছন্দ বা গতি আছে এ কথা তো সবাই বুঝিবেন।

এখানে একটি বিশেষ গুরুভাবের কথা আছে; ইষ্টরূপী পরমেশ্বরের আনুগত্য বা উপাসনার এমনই গুণ, সাধকের আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রূপ এবং ধ্যান হইতে গুণে তারপর স্বরূপের সঙ্গে মিলন শীঘ্রই ঘটে। এই ক্রমেই ধর্ম্ম জগতে সকল সম্বন্ধই চলিতেছে। কাজেই ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কেও তাহাই তো হইবে। যদি কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হবে মনোযোগের ব্যতিক্রমেই এই তারতম্য আনিয়াছে। একটা লক্ষ্যের পানে যাওয়া—ধীরে যাওয়ার ফল আর দ্রুত যাওয়ার ফল আবার দৌড়ানো বা ছুটে যাওয়ার ফল যে পৃথক এ কথা কি ব্যাখ্যায় বুঝাইতে হইবে।

এখন দিবা রাত্র এই সব লইয়া কাটিতেছে।

জগদীশ বাবা একদিন,—এই বৃন্দাবনে এসে তুমি কিছু মাহাত্ম্য অনুভব করেছ কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেদিনের কথা মনে আছে। এখন আজ বিকালে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রণাম করিয়া বসিয়াছি, কাছে অপর একজন ভক্ত বসিয়াছিলেন,—তিনিই প্রথমে তীর্থের কথাই আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁর কথার ভাবটা এই ছিল যে এখনকার তীর্থ স্থানগুলি যেন ব্যবসার কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া বাবাজী মুখখানি গম্ভীর করিয়া একবার আমার দিকে চাহিলেন, তারপর আমার মুখের ভাব দেখিয়া বলিলেন,—

প্রত্যেক তীর্থের ভাব তো ভিন্ন ভিন্ন হবেই, তবে ভক্তের মনের ভাবটি নিয়েই না তীর্থের দেনাপাওনা। এখন আমার অপরিচিত কাহারও সাক্ষাতে কথা বলিব না আমার এই নিয়ম ছিল। কিন্তু তখন এই কথাটির যেন প্রতিবাদেই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হইল, বলিয়াও ফেলিলাম,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষকে মনে প্রাণে শুদ্ধ করে দিতে পারে এই তীর্থ,—সংযম শিক্ষার চমৎকার স্থান। শুনিয়া সেই ভক্তটি হাসিয়া বলিলেন,—দেখুন, বাবা, আমার ধারণা একজন মানুষ, সে যদি মনে প্রাণে ভালো না হয়, তীর্থে গেলে তার কিছুই হবে না।

আমি বলিলাম,—তীর্থের হাওয়াটাই প্রথম কথা, সেই হাওয়াই যথেষ্ট একজনের মনের চাঞ্চল্য দূর করতে,—তারপর সাধু সঙ্গের কথা নাই বা বললাম।

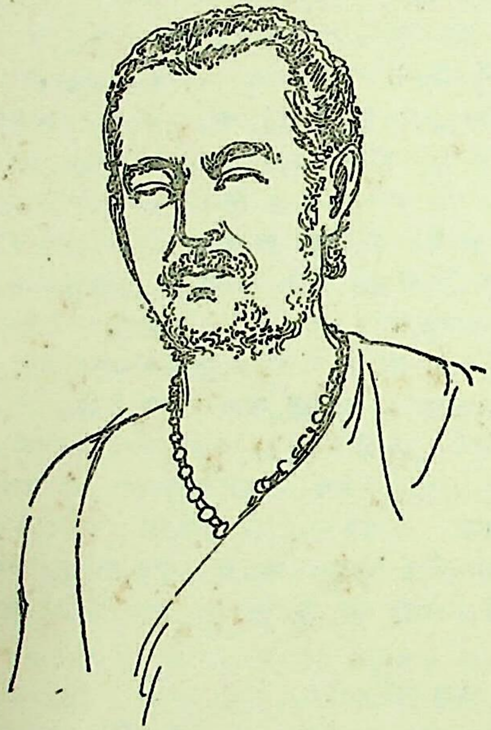

জগদীশ বাবা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—দেখো, অন্য তীর্থের কথা জানি না, পুরী আর বৃন্দাবন এই দুই জায়গায় হাওয়ার গুণেই মানুষকে স্থির করে দেয়—এটুকু দেখেছি।

আমি বলিলাম,—আরও একটি তীর্থ আছে সেখানকার হাওয়াও ঐ ভাবের শরীর মন নির্ম্মল করে। সম্প্রতি, চার মাস সেখানে ছিলাম অবধূতের সঙ্গে, আমি তো সেইখান থেকেই এসেছি,—

বাবাজী বলিলেন ;—কাশী? সে ব্যক্তি বলিল, সা কাশী কাহং নিজবোধ রূপ। লোকটি বৈদান্তিক বোধ হয়। এইভাবেই তীর্থের কথাই আজ চলিতে লাগিল।

তীর্থের অন্য কথা এখানে বলিতে হইবে না,—এ বৃন্দাবনের কথা—যা কিছু এখানকার বায়ুমণ্ডলে পূর্ণ রহিয়াছে, আমার মনে হয় অন্য তীর্থের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। সেই যে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে রূপ সনাতনাদি মহাত্মা এখানে আসিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাধন করিয়া—অমৃতফল লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন, ভাগ্যবানেরই আলোচনার বিষয়, এই পবিত্র মাটিতে দেহ মিশাইয়াছেন, তাঁহারা যাহা কিছু পাইয়া ছিলেন? কি ভাবে এখানে জীবনের প্রতিটি দিনপাত করিয়াছেন?—তাঁহাদের অস্তিত্বের সবটুকুই এখানকার পুণ্যতীর্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশ। সেই গভীর প্রেমধর্ম্মের ধারা চলিতেছে কখনও বন্ধ হয় নাই। তবে মোহানার মুখে সাগরসংযুক্ত স্রোতস্বিনীর মতই কখনও মৃদু কখনও প্রবল স্রোতের গতির তারতম্য ঘটিতেছে, আসল ধারার অস্তিত্ব ঠিকই আছে।

এই ভাবেই অন্তর ক্ষেত্র বিকশিত হইয়া একজনের মধ্যে তীর্থ মাহাত্ম্য অনুভূত হয়। তীর্থের সঙ্গে সাধনের যোগ যদি থাকে তাহার ফলে ইষ্ট সিদ্ধি সহজ হইয়া যায়। আত্মশুদ্ধির সহায়তা এই তীর্থেই,—তাই সব তীর্থই মহৎ। তীর্থের এমন গভীরতা সাধক একাগ্রমনে সাধনায় একটু গভীর না ডুবিলে অনুভূত হয় না।

যাঁহারা ভাসিয়া বেড়ান তীর্থের বাহ্য সৌষ্ঠব দেখেন,—তাঁহাদের লাভ মানসিক স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতা তারপর অপর তীর্থস্থান পানে ধাওয়া,—তাইতেই তাঁহারা সুখী। আর তীর্থকামী আত্ম শুদ্ধিপরায়ণ কোন মহৎজীব তীর্থে আসিয়া তাহার অন্তরে ডুবিতে চাহেন,—সেটি যে তাঁহারা কোন্ দিকে কি ভাবে পাইয়া যান তাহা তিনি নিজে জানেন কিনা সন্দেহ।

তীর্থের আবহাওয়ার মধ্যে পৌছিলে, সাধারণ যাত্রীদের প্রথমে বাহিরের দোকান পাট ও মেলার দিকেই দৃষ্টি পড়ে, সেটা যেন দেহ, তারপর স্নানের ঘাটে স্নান ও দেববিগ্রহ দর্শন করিয়া অন্তরে প্রসাদ ভোগ, ইহাকে প্রাণ বলা যায়; এই অবধি সাধারণ তীর্থকামী দূরাগত যাত্রীদের সম্পর্ক। তারপর যাঁহারা কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া এখানে ইষ্ট ধ্যানে পড়িয়া থাকেন, মাধুকরীতে জীবনধারণ করেন,—তাঁহারাই এই প্রেম তীর্থের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জন্ম জীবন সার্থক ও ধন্য করিতে পারেন। প্রথম দিনে যমুনাতীরে বসিয়া বসিয়া এই কথাই ভাবিয়াছিলাম।

জগদীশ বাবা বলিলেন,—

অনেক ভেদবাদী কল্পনা করেন বৈষ্ণব-তীর্থে শাক্ত, বা শক্তি উপাসকের তীর্থে অথবা শৈব তীর্থে বৈষ্ণবদের আনন্দলাভ হয় না,—প্রীতির সম্পর্ক ঘটে না,—ইহা সত্য নয়। প্রিয়তম প্রাণের দেবতা ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা যাহারই আছে, ঐ প্রেমময় ইষ্টের গুণের তীর্থে আসিলে তাহার ভেদবুদ্ধি, অন্তরের অসূয়া ঘুচিয়া যায়,—কোন কারই তাহার চিত্তে, ইষ্টের সঙ্গে অন্য মূর্ত্তির অভেদের মালিন্য তাহাকে পীড়িত করে না, করিতে পারে না,—সাধকের আপন ইষ্ট, যথার্থই এমনই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, ভিন্ন দেহ, ভিন্ন মন বুদ্ধি সংস্কার যতই ভিন্ন হোক নিষ্ঠার গুণেই তোমার ইষ্টের সঙ্গে আমার ইষ্টের ভেদ কল্পনাতেও আসিতে দেন না।

যেহেতু ভেদটিও প্রথম রূপ হইতেই জন্ম। এক ঐ রূপের আবর্ত্তে পড়িয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ ঢুকিয়াছে, এ জগৎময় জীব রূপের প্রভাবেই জর্জ্জরিত। রূপ রূপ রূপ—শাক্ত একজনের রূপ, আবার বিশেষভাবেই তাহার ইষ্টের রূপ তাহার কল্পনানুসারী হইবেই। আমার ইষ্ট মূর্ত্তি আমারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পনা-প্রসূত কিন্তু আমি তাহা জানিনা। বৈষ্ণব একজনের রূপ আবার তাহারই ইষ্টের রূপ—শৈব একজনের রূপ আর তাহার ইষ্টের রূপ লইয়াই, এমনই চলিয়াছে। ভেদ ততদিন থাকে যতদিন কোন না কোন রূপে ইষ্টের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, স্পর্শ পাইলে তো সর্ব্বাগ্রে কালের ভেদ চিরদিনের তরে ঘুচিবে। ভেদ ততদিন, যতদিন আমার ইষ্টের প্রতি যথার্থ নিষ্ঠা জন্মে নাই। যখনই আমার ইষ্ট আমার প্রবল নিষ্ঠার গুণে আমার হইবেন তখনই তোমার ইষ্টের সঙ্গে আমার আর প্রেম ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধই নাই। এই প্রীতিই জীবনের সুখ, সর্ব্ব রূপের সার্থকতা, আর ইহাকে ধরিয়াই আমার ইষ্টের মানবলীলা সম্পূর্ণ হইয়া এই জগৎ প্রপঞ্চ চিন্ময়ধাম হইয়া যায়। ইহাই রূপের চরম সার্থকতা এবং ইহাই রূপের চরম পরিণতি।

* * * * *

জ্ঞানরাজ্যের ধোঁকা বেশী, অনেক কিছু জটিল অবস্থা পার হইতে হয়, তবে সেই পরম পদে স্থিতি হইয়া যায়, তখন ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়ঃ। এখন ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে আছে প্রকার ভেদ একটুখানি। আমরা অন্তহীন আকাশ দেখি, অনন্ত জলরাশি, যাহার নাম সমুদ্র দেখিয়া কিছুতেই আমাদের অন্তরে তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি না। একটি অসীমত্ব স্বীকার করিয়া, —সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিও পরিমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ইহাই সাব্যস্ত করিয়া যেন বিশ্রাম উপভোগ করি। ইহাই আমাদের জড়তার পরাকাষ্ঠা। এখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞানের ভেদ বড় নাই।

কিন্তু প্রকৃতি কি দেখাইতেছেন,—সেদিকে আমরা কি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি? বিন্দুতে সিন্ধু, আবার সিন্ধুতে বিন্দু এ তো এই বিশ্ব জগতের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই অনন্ত আকাশ যেই অনন্ত সীমাহীন দেখিতেছি অমনি মন আমাদের ঐ সীমাহীনতার মধ্যে আশ্রয়হীন হইয়া খানিক বিব্রত হইয়া উঠিতেছে, আবার যখন কোন সময়ে কোন বস্তু উপলক্ষ করিয়া তাহার পরিমিত সীমা মনোমধ্যে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতেছি তখনই আবার শান্ত হইতেছি।

এই তত্ত্বটি এক পৌরাণিক মানব, নারদের সম্পর্কে অতীব সুন্দর চিত্রিত হইয়া আছে। দেবর্ষি নারদ, সর্ব্বত্রই অবাধগতি তাঁর। তিনি ব্রহ্মলোকে, গোলোকে, শিবলোকে সর্ব্বত্রই যাতায়াত, এবং পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করেন, আর বিশ্বময় তাহা আপন বীণায় কণ্ঠ মিলাইয়া কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। একদিন তিনি বৈকুণ্ঠে ইষ্ট দর্শনে যাইতেছিলেন। পথে তেঁতুল গাছের তলায় এক তপস্বীকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে একটু আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। কথা প্রসঙ্গে তপস্বী যখন তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জানিতে পারিলেন তখন বড়ই কাতর হইয়া অনুরোধ করিলেন, প্রভু আমার কথাটি একবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন, কতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ হবে? কতদিনে আমি তাঁকে পাবো?

নারদ স্বীকার করিলেন। তারপর হরিগুণ গান করিতে করিতে চলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে যাইতে এক বটবৃক্ষ তলে অপর একজন সাধুকে দেখিলেন, তিনি ঊর্দ্ধপদে হেঁট মুণ্ডে, তলায় অগ্নি জ্বালিয়া তপস্যায় রত ছিলেন। নারদকে দেখিয়া তিনি আসন ভঙ্গ করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন,—দেবর্ষি ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া যান। দেবর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া কিছুক্ষণ সেখানে রহিলেন,—তাহার কঠোরতায় সন্তোষ এবং আশা প্রকাশ করিলেন যে অচিরেই সাধনায় সিদ্ধি অর্থাৎ ইষ্ট লাভ ঘটিবে। যাহা হউক বিদায়কালে ঐ তপস্বীও নারদকে করজোড়ে অনুরোধ করিয়া বসিলেন, প্রভু আমার আর কত কাল লাগবে, এ কথাটা জেনে নিয়ে, ফেরবার পথে আমায় বলে যাবেন। নারদ স্বীকার করিলেন।

ফিরিবার পথে আগেই বটতলাবাসী উগ্রতপার সঙ্গে দেখা হইল। তপস্বী আগ্রহ সহকারে এখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভু! ঠাকুরের দর্শন তো হইয়াছে,— তাঁহাকে দেখিলেন? তিনি কি করিতেছিলেন? নারদ বলিলেন, দেখিলাম তিনি বসিয়া বসিয়া একটা সূচের মধ্যে হাতি উট প্রভৃতি প্রবেশ করাইতেছেন আবার টানিয়া বাহির করিতেছেন।

উগ্রতপা এবার একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—ঠাকুর মিথ্যা প্রবঞ্চনার আর জায়গা পাও নাই,—সূচের ছেঁদায় হাতি উট কখনো গলানো যায়?—আচ্ছা, থাক ও-কথা, এখন আমার কথাটার কি হোল?—নারদ বলিলেন যে,—হাঁ তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বলিয়াছেন ঐ বটগাছের যত পাতা অতো দিন তপস্যা করিতে পারিলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। শুনিয়া সে বলিল, কাজ নাই তপস্যায়, এতদিন কে এসব করে, তার চেয়ে ঘরে গিয়ে সংসারধর্ম্ম করলে কাজ হবে, বলিয়া সে কম্বল লোটা উঠাইয়া চলিয়া গেল।

নারদের এখনও দ্বিতীয় সাধুর কাছে তাহার সংবাদ গোচর করিতেই হইবে,—সুতরাং চলিলেন। দেখাও হইল। আনন্দে পাগলপ্রায় সাধু সে দূর হইতে দৌড়াইয়া নারদকে প্রণামান্তে পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, প্রভু বলুন, আপনি গিয়া কি দেখিলেন কি শুনিলেন সব বলুন। তাহার ব্যাকুলতা নারদের চিত্ত আকৃষ্ট করিল। নারদ এখানেও ঐ কথা বলিলেন যে, গিয়াই দেখিলাম তিনি একটা সূচের ছিদ্রে উট হাতি এইসব প্রবেশ করাইতেছেন আবার টানিয়া বাহির করিতেছেন।

শুনিবামাত্র সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল,—বলিল, তিনিই তো ঐ কাজ করবেন, ওকাজ ত তিনিই পারবেন,—আহা—আর কার সাধ্য ওকাজ করে,—তারপর, এই অধমের কথা তাঁকে কি বলেছিলেন? আনন্দিত নারদ বলিলেন, হাঁ হাঁ, তাহাও বলিয়াছিলাম,—তাহাতে তিনি বলিলেন,—এই তেঁতুল গাছের যত পাতা অতো বৎসর তপস্যা করিলে তাঁহার কৃপা হইবে। শুনিয়া সে ব্যক্তি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিল,—তবে আমি পাবো? তিনি বোলেছেন,—আমি পাবো পাবো পাবো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারদ স্তম্ভিত।

বিন্দুর মাঝে সিন্ধু আর সিন্ধুতে বিন্দুর ব্যাপার কালের মধ্যেও বর্ত্তমান, তারও দৃষ্টান্ত নারদকে লইয়া। ঐ নারদ একদিন ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, প্রভু, তোমার বৈষ্ণবী মায়া দেখিব।

নারদ প্রথম হইতেই সংসারে অনাসক্ত, সংসারে প্রবেশ করেন নাই, আবাল্য জননীর স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ,—জননী তাঁহার ভক্তিমতী,—সন্তানের জীবনের উদ্দেশ্য তিনি জানিতেন, পক্ষ আচ্ছাদনে যেমন শাবককে রক্ষা করে তেমনি তিনি যত-দিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন নারদকে সংসারের জটিল মায়ার প্রভাব তাঁহার মধ্যে জাগিতে দেন নাই। যখন জননীর দেহত্যাগ হইল, স্বয়ং সিদ্ধ, ভগবৎ মানস পুত্র তখন মুক্তভাবে বিশ্ব সংসারে হরিগুণ গান করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মায়া মোহ বিমুখ করিয়াই ভগবান নারদকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাই তাঁহার আজন্ম শুদ্ধ দেহমনে মায়ার প্রভাব লাগিতে পারে নাই। যাহা হউক এখন নারদের বৈষ্ণবী মায়া কিরূপ জানিতে ইচ্ছা,—জানিয়া ঠাকুর বলিলেন, চল নারদ আমরা একটু পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসি। নারদ পরমানন্দে সম্মত হইলেন। উভয়ে চলিলেন।

পর্য্যটন করিতে করিতে এক বনপ্রান্তে আসিয়া ঠাকুর বলিলেন, নারদ! আমি পিপাসার্ত্ত,—আমায় একটু জল পান করাও। নারদ মহা ব্যস্ত হইয়া জল অন্বেষণে চলিলেন। কিছুদূরেই একটি কুটির দেখিয়া সেখানে দ্রুতপদে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, কে আছ,—শীঘ্র এক পাত্র জল দাও, প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত। অল্পক্ষণেই এক রূপবতী যুবতী মুখে মৃদু হাসি, আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি জল পান করিবেন? তাহাকে দেখিয়াই নারদ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়াছিলেন, এখন তার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—আমি নয়, ঠাকুরের জন্য। নারদ ভুলিয়া গেলেন জলের কথা, তাহার মুখের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মেয়েটি বলিল, আপনি ক্লান্ত, বসুন না, বলিয়া বসিতে আসন দিল, নারদ বসিলেন। তারপর কন্যার পিতা আসিলেন। নারদের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়া বলিল, যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন বিশ্রাম করুন। নারদের ঐ রমণীর মুখ ব্যতীত আর কিছুই মনে নাই। নারদ ঐখানেই বিশ্রামের অবকাশে সুন্দরীর পাণিপ্রার্থী হইলেন। বলা বাহুল্য ঐখানেই রহিয়া গেলেন। দিন হইতে সপ্তাহ—সপ্তাহ মাসে এবং মাস বৎসরে শেষে বৎসর যুগে পরিণত হইল। পূর্ব্বকথা নারদের মনেও পড়িল না। ক্রমে তাহাদের সন্তান হইল, পর পর নারদের পাঁচটি সন্তান হইল। বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর নারদ কর্ত্তা সংসারী হইয়া রহিলেন, এইভাবে এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া যুগটি কাটিয়া গেল; তাহাদের স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি লইয়া নারদ বেশ আছেন। একবার ঘোর বর্ষা,—বন্যা আসিল। নারদ চিন্তিত হইলেন, চারিদিক জলে জল,—বন্যা, কানন-ভূমি গ্রাস করিয়া তাহাদের কুটিরে ঢুকিল। নারদ স্ত্রী সন্তান সন্ততি লইয়া জলে পড়িলেন, একটি সন্তানকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথায়, দুটিকে কাঁধে একহাতে স্ত্রীকে ধরিয়া নারদ জলে, ক্রমে জল কণ্ঠে আসিল, প্রবল তরঙ্গ—নারদ সামলাইতে পারেন না। এক আঘাতে প্রথমে স্ত্রীকে লইয়া ডুবাইয়া দিল, সন্তানগুলিকে চাপিয়া নারদ উপর দিকে চাহিলেন আর এক তরঙ্গ-ভঙ্গে সন্তানদের ভাসাইয়া লইয়া গেল, নারদ অসহায়—হা ভগবান! বলিয়া চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। যখন জ্ঞান হইল চেতনা পাইয়া নারদ কি দেখিলেন? বনপ্রান্তে দাঁড়াইয়া—প্রভু—

প্রসারিত হস্ত,—ঠাকুর বলিলেন,—কৈ নারদ, জল?—

নারদ চমকিত, চরণে পড়িতে গেলে ঠাকুর বুকে লইয়া,—বলিলেন, চল নারদ। এই এক মুহূর্ত্তের খেলা,—এ সবই আমাদের জাগ্রত জীবনে ঘটিতেছে, কিন্তু প্রায়ই আমরা লক্ষ্য করিতেছিনা,—কিন্তু ঘটিতেছে। কোন বিবেকবান পুরুষ,—স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে পারিবেন মুহূর্ত্তে কয়েক মাস বা বৎসর কাটাইয়াছেন।

আসলে অনন্ত দেশ কাল পানে ধাওয়া, যাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিকার বলিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে প্রকাশিত—উহাও ঐ ভুবনমোহিনী—বৈষ্ণবী মায়ার অংশ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, যাহার অস্তিত্ব—মনোরাজ্যের বাহিরে নাই। এই জগৎ ভেল্কীটা আগাপাশতলা মনকে লইয়াই। মন অর্থাৎ জীবাত্মার ইচ্ছা,—সেই পরমাত্মার অংশরূপে এই সৃষ্টির মধ্যে আবির্ভাবটী সবই কল্পনা নয় কি? তাহার মধ্যে সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরমাশ্চর্য্য কত কিছু ঘটিতেছে; প্রকৃতি-রাণী জীবাত্মাকে যেসব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভোগ করাইয়া অন্তর্হিত হইতেছেন; কে তাহা হিসাব করে।

ইহার মধ্যে ভগবানকে স্বরূপে ধরিব কি প্রকারে? সত্যস্বরূপ মানুষের বুদ্ধিতে আসিলেই পরিমিত হইয়াই আসিবেন কারণ মানুষের বুদ্ধি কতটুকু? পরমহংসদেব এ সম্বন্ধে যে কথা কয়টি বলিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই চমৎকার ইহার মধ্যে সত্যের আভাষ পাওয়া যায়। একসের ঘটীতে চারসের দুধ কি ধরে? তুই অতো জানতে চাস কেন? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য, মানুষের সাধ্য কি তার ইতি করবে।

মানুষের পরিমিত অধিকারের মধ্যে কেমন করিয়া সেই অনন্ত অপরিমেয় নিরুপম সত্তা ধরা যায়? তা সম্ভব নয় তাই আপন অধিকার অর্থাৎ অনুভূতির প্রসার বাড়াইতে হয়। ইহা সবই অন্তরের অর্থাৎ অন্তঃকরণের কথা। বাহিরে তাহার প্রকাশ কথাগুলি উপসর্গের দ্বারা অনুভূত হয় তাহা দেখা গেছে। মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী বা অধিকারী তাহারা বুঝিয়া লয় যে এ ব্যক্তির ঈশ্বরোপলব্ধির ফলেই এই সব হইতেছে,—সেই উপসর্গ লক্ষণ এই যে, সে কখনও জড়বৎ থাকে, তাহার আচার বিচার বা শুদ্ধপবিত্র ভাব থাকে না, কখনও কখনও বা অমানুষিক আচরণ করিয়া বসিল, কখনও পাগলের মত হাসে কাঁদে নাচে গায়—কারো সঙ্গে সুশৃঙ্খল ব্যবহার রাখিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আর এক শ্রেণীর সাধক আছে যে একেবারেই তাঁহাকে পাইয়া এই শরীর মন ইন্দ্রিয়াদি লইয়া একেবারে জগৎ সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিতে চায়। তাহার সেই নির্ব্বিকল্প সমাধির ফলে অনন্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন আর পুনরুত্থান হয় না। ইহাতে দেহ কিছুদিন পরেই প্রাণশূন্য হইয়া যায়। কেহ বলে একুশ দিনের বেশী বিনা খাদ্যে দেহ থাকে না তাহার পর শরীরে প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া প্রাণের সঙ্গে দেহসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

তেরো

প্রত্যেকেরই বোধ হয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্তর্ভূত জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন; তবে তার মধ্যে অধিকাংশ ধার্ম্মিকেরই ঈশ্বর বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস এবং জ্ঞান বা ভক্তিকে ধর্ম্মের আসল বলিয়াই ধারণা আছে। ইহার মূলে সত্য এই যে,—ধর্ম্ম, বিজ্ঞানেরই চরম উৎকর্ষ;—অন্ততঃ ভারতের ঋষিগণের ইহাই প্রতিপাদ্য। সবার উপর আত্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতির প্রসারই সর্ব্বোত্তম বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্মের শক্তি বেশী, জীবজগতে অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে। এ সত্য এখনকার দিনে কাহাকেও বুঝাইতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি চমৎকার কথা আছে,—সেটি পরমহংসদেবের জীবনে জীবন্ত ভাবেই বিকশিত হইয়াছিল। আর কথা প্রসঙ্গে তিনি অনেকবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাবেই অনেকের কাছেই সে কথা বলিয়াছেন। তা এই যে ধর্ম্মজীবনটা একঘেয়ে নয়। একটু বিশেষ করিয়াই বলিতেছি।

একদিন এক ভক্তকে বলিতেছেন; তুই একদিন ছোট নরেনের সঙ্গে দেখা করবি তার সঙ্গে মিশবি, কেমন। সে বলিল,—আমার বড় নরেনকেই ভাল লাগে—

তাহাতে ঠাকুর বলিলেন—তুইতো বড় বোকা, একঘেয়ে হবি কেন, সবার সঙ্গে মিশবি আনন্দ করবি—ইত্যাদি—

আর এক দিন অশ্বিনী (কুমার দত্ত) জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন,—আচ্ছা, মশাই হিন্দুতে আর ব্রাহ্মতে তফাৎ কি?—

তফাৎ আর কি? এখানে রোশনচৌকী বাজে দেখনি,—একজন সানাই-এ পোঁ ধরে থাকে, আর একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেচে,' ইত্যাদি নানা রাগ রাগিণীর রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকারের পোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্চে।

এত চমৎকার হিন্দু আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তুলনামূলক ব্যাখ্যা, এতটা গভীর যা বিদ্বান পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিতে এক একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন,—যেন ইহার পর আর কিছুই বুঝিতে বাকী থাকে না। আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, ইহার মধ্যে বিরক্তি বা দ্বেষ বা ঈর্ষার লেশমাত্র নাই আগা গোড়া শুদ্ধ বুদ্ধি বিচারেরই খেলা। ইহার সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম সংস্কারের মিল এতটাই চিত্তাকর্ষক যে ভাবিতে আনন্দেই ভাসায়। ঐ একঘেয়েমি বর্জ্জিত ভাবটিই তাঁহার বিশেষত্ব। এটি বুঝিতে বাকী থাকে না।

ব্রাহ্মদের ঐ একটি কর্ম্ম তালিকা, একই ভাবের উপর নিষ্ঠা। যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা তাঁহাদের চিত্ত ঐ একই প্রকার অনুষ্ঠানের মধ্যে জীবনে আনন্দ এবং জ্ঞান পাইলেও কোন একটি গলদ থাকিয়া যায়—সেটি এই যে হিন্দুরা পৌত্তলিক আর আমরা ব্রহ্ম উপাসক আমাদেরটাই ঠিক, হিন্দুদেরই ভুল। এই গ্রন্থিটাই প্রত্যেক ব্রহ্মবাদিদের ব্যক্তিগত সংস্কার রূপে জড়াইয়া আছে।

এইখানেই পরমহংসদেবের সঙ্গে গরমিল—তিনি বলেন ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান বা ঈশ্বর একই ;—কারণ তিনি এমনই যে তিনি এইটি হতে পারেন আর এইটি পারেন না—একথা মানুষের জানবার সাধ্য নেই। মানুষ বা জীব কখনও তাঁর ইতি করতে পারবে না।

এখন আমার শেষদিকের কথা।

প্রজ্ঞাচক্রে আসন পর্য্যন্ত এইভাবে নানাদিকে চিত্তের অদম্য জ্ঞান পিপাসা, আরও জানিবার, আরও পাইবার প্রবল ইচ্ছা কিছুদিন চলিল। আর উপরে উঠিবার জো নাই।* অধ্যাত্ম পথে প্রত্যেকেরই গতির বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্তি মার্গই হোক বা জ্ঞানমার্গই হোক আমাদের অধিকারী ভেদে যে ভাবেই গতি, তাহার একটি সীমা আছে। জীব কখনই ভগবান নয় যদিও ভগবান সর্ব্বঘটে আছেন এই তত্ত্বই বহুকাল আমাদের লোকসমাজের প্রচলিত বিশ্বাস। ভগবান পাওয়া অর্থে আমি, এই নাম রূপময় জীব ভাবের সঙ্গে আত্মা,—শুদ্ধসত্ত, পরম পবিত্র সত্তার যোগ। সহজ কথায়, মনকে বিষয় বৈভব ভোগ, লালসা, কামাদি ভোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হওয়া যায়। মোট কথা শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহা আমার ভোগের যন্ত্র,—ঐ সবই আমার স্বরূপ উপলব্ধির পথের বাধা—এবং ঐ একমাত্রই বাধা। উহারই সম্মুখে রহিয়াছে প্রাণ। প্রবৃত্তি যখন উহা আর চাহিবেনা তখনই আমি ইষ্টের মধ্যে প্রবেশ করিব।

সেদিন জগদীশ বাবা আমার সম্মুখেই—এক ভক্তকে বলিতেছিলেন ;—

বিষয়টি এমনই চমৎকার,—ঈশ্বর বা ভগবান লাভ উদ্দেশ্য থাক বা না থাক, মন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত চেতনা, যাহার মধ্যে ভোগ প্রবৃত্তিই ওতপ্রোত বর্ত্তমান ;—একে একে প্রত্যেক বিষয় হইতে, অথবা কাম্য ভোগসমূহ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই সহজেই ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কথাটি যতটুকু কাজটি তেমন খুব সহজ নয়। কিন্তু এই সহজ নয় কথাটি যে অর্থে আমরা বলি, ঠিক সেই অর্থে হইলেও ইহাও সত্য যে ইহার তুল্য সহজ আবার কিছুই নাই। কি ভাবে ?

* মা যেমন ছেলেকে চুমি দিয়া ভুলাইয়া দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের স্বরূপই যে তাই। বিষয়ে লিপ্ত বলিয়া সে ওদিকে লক্ষ্য করে না।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক যেমন সহজ ভাবেই চলিতেছে ;—যেন আমাদের আয়াসের অপেক্ষা রাখিতেছে না, ঠিক এমনই সহজ আমাদের আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে বহু উপলক্ষেই ইহা অনুভব করি। জাগ্রত ভাবেই করি,—আবার শয়নে স্বপনে এবং গাঢ় নিদ্রায়ও করিয়া থাকি। কিন্তু সেই অনুভূতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। অনেকেই বলেন এই পরিচয়ের জন্য প্রয়োজন খানিকটা প্রাথমিক ভজন সাধন।

কিন্তু ভজন সাধনেরও প্রয়োজন নাই, কারণ জীব স্বরূপতঃ তাইই। এই বেদান্তের প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি সহজ বলিয়াই এতটা কঠিন মনে হয়। এমন জীব আমাদের মধ্যেই অনেকেই আছেন যাঁহার পক্ষে এই অনুভূতি সহজ—তাঁহাদের ভজন সাধনের প্রয়োজন নাই। তবে এত তপস্যা, সাধন, ইত্যাদির প্রয়োজন বলিয়া কথা নয়—তপস্যাদির এতটা প্রবল ভাবে সম্পাদনের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে কেন? ইহার সত্য তত্ত্ব যদি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া ধরা যায়,—বিস্ময়ের অবধি থাকে না। স্থূল—সূক্ষ্ম নানাভাবেই, যেমন মানবের ভোগ আছে ভোগের বিষয় আছে, উপভোগ আছে আবার উপভোগের বিষয়ও আছে—সবকিছুই আনন্দ উপলক্ষ করিয়া। আনন্দ চাই আমার আনন্দ না হইলে আমি বাঁচি না। আনন্দই প্রয়োজন সেইরূপ আমার প্রিয়তম প্রেম আনন্দময় সত্তা বা ইষ্টের নামে বা তাঁহার সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধে যুক্ত হইবার প্রবৃত্তিই ঐ আনন্দ লইয়া আসে। তাই তো ভজন ও সাধনার মধ্যে সেই আনন্দ উপভোগ আছে, তৃপ্তি আছে, সন্তুষ্টি আছে ; তাই কিছুকাল উহা কাম্য। সাধনা তপস্যা বা ভজনা যতই কঠোর হোক, সে আমার মনের সন্তোষের সঙ্গে হিসাব করা আছে। যত কঠোর তপস্যা,—আমার ততই মনের সন্তোষ ঐ সন্তোষই মূল ঐ সন্তোষ পাইতে পাইতে যাওয়া,—যেখানে ঠেকিবে ঐ খানেই তোমার চরম শান্তি। এইটি মাত্র সত্য ইহা ছাড়া সবই কল্পনা—মিথ্যার আবরণ মাত্র।

এখন গুরুতত্ত্ব লইয়া কথা একটু আছে। আমার বাল্যকাল হইতে, গুরু সম্বন্ধে এক রকম ধারণা ছিল প্রথম আমার বাড়িতে একদিন, ঠাকুরমশাই এসেছেন, এই রব দিদিমার মুখেই শুনিলাম। দেখিলাম,—প্রকাণ্ড এক পুরুষমূর্ত্তি, গায়ে চাদর,—বড় বড় দুটি পাতাখোলা অন্ধ চক্ষু, বিস্তৃত অধরোষ্ঠ তার মধ্যে অধর অধিক স্থূল, ছোট ছোট চুল, বসিয়া আছেন বৈঠকখানায় জাজিমের উপর। একে একে সবাই বড় মেজ সেজ ন' মামা আসিয়া প্রণাম করিলেন, তিনি প্রত্যেকেরই মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—প্রত্যেকের নামটি উচ্চারণ করিয়া। মুখে তাঁহার অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত করিয়া এক প্রকার হাসি ; আর অন্ধ চক্ষু দুটির কি চাঞ্চল্য। এই গুরু প্রণাম, আমার মর্ম্মে একটি এমনই ভয় ও বিস্ময়ের ভাব আনিয়াছিল,—এই গুরু ? কি রকম গুরু, কেন এতটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপত্তি, এই ভাবিয়া আমার মধ্যে কতকগুলি ভাব উঠিয়া যেন প্রশ্নের ঝড় বহাইয়া দিল।

তারপর অপেক্ষাকৃত একটু বড় হইয়া ঠাকুমার মন্ত্র লওয়া দেখিলাম ভাটপাড়াস্থ গুরুর কাছে। তিনি চক্ষুষ্মান এবং হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় এবং সাত্ত্বিক মূর্ত্তি। তখন বুঝিলাম দীক্ষা-গুরু ঠাকুর মশাই আর শিক্ষাগুরু মাষ্টারমশাই স্কুলের ও বাড়ির শিক্ষকই শিক্ষাগুরু, মা একদিন বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তার পর সত্য দীক্ষাগুরু বুঝিলাম, শিক্ষাগুরু বুঝিলাম, কিন্তু গুরুতত্ত্বটি বুঝিলাম না। বাল্যেই পরমহংসদেবের কথা শুনিলাম। তাঁর ছোট্ট উপদেশ পুস্তকখানি প্রথমে পড়িলাম। তারপর শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যের কথায় শুনিলাম তাঁরা জগদ্‌গুরু। এখন গুরুত্ব উপলব্ধির পথ পাইলাম। অবধূত একদিন বলিয়াছিলেন,—দেখো, কখনও কখনও এমন হয় যেন উপাসনা বা ঈশ্বরাদি কেউ নাই, একেবারেই সব ফাঁকাই মনে হয়, যা কিছু বুঝেছি, ভেবেছি ধরে আছি সবই বৃথা,—সে সময় প্রাণে ভারি কষ্ট হয়; সে যে কি দুঃখ যার হয় সে-ই কেবল জানে আর কেউ বুঝবে না। এ ভাবটা অনেকক্ষণ থাকে না;—সময়ে তখন আবার আলো ফুটে ওঠে হৃদয়ে বল আসে, ভরসা আসে, সবই ঠিক হয়ে যায়।

শেষে বলিলেন, যে কেউ, বৈরাগ্য নিয়ে ঘর ছাড়ে,—যথার্থ ভগবৎ লাভের উদ্দেশ্যে অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাধনে নামে—তখনই গুরুশক্তি তার সহায় হয়ে যায়,—জানবে। ভগবানের সকল নিয়মের মত এ নিয়মও অনিবার্য্যভাবে অদম্য গতিতে কার্য্যকরী হয়,—সত্য এমনই শক্তি যে, কারো নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাঁকে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগলে কখনও বিমুখ হয় না। এই গুরুশক্তিই প্রবল কার্য্যকরী হয়ে একজনকে ঠিক ঠিক তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়।

এখন শেষ দিকে গুরুশক্তিরই খেলা দেখিলাম। গুরু গুরু করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। আজ অন্তরে আমার কিসের আনন্দ, যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে ও আমায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে,—এমন কোন দিন হয় নাই। যেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার মধ্যে আসিয়া হৃদয়ে আসনপূর্ণ করিয়া বসিয়াছেন। ঠাকুর কিছু বলিতেছেন না—মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আমি ভাবিতেছি,—এমন ভাবে আমার সঙ্গে এতটা ভেদ রাখিয়া এভাবে এতটা তফাতে কেন ঠাকুর?—তাহলে তুই কোথায় চাইচিস?

বলিলাম,—আমার আমি জ্ঞানের মধ্যে। ওঃ তুই তাহলে আর একটু এগিয়ে আয় আমায় ধরে নিবি।

গুরুতত্ত্ব হইতেই আমার এখানকার এই সাধন জীবনের শেষ। যে আলো, আমার আত্মচেতনের ভিতর দিয়া, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ক্ষেত্রে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল,—তাহাকে কেমন করিয়া আমি প্রকাশ করিব এ একটি চিন্তার বিষয়। শেষ পর্য্যন্ত এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণাই আমার মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল যে সবার বড় বাধা হইল আমাদের গতানুগতিক অসংখ্য ধর্ম্ম সাধনার সংস্কার নানা জন্মের নানা বিকৃতি যাহা আমাদের তথা সাধারণ ভারতবাসীর মনে দাগ কাটিয়া বসিয়াছে,—বাল্যকাল হইতে ঘরে এবং বাহিরে শুনিয়া শুনিয়া অন্তরের অন্ধকার বাড়াইয়াছে,—ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি, রাধা কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম, কার্ত্তিক, গণেশ, পার্ব্বতী ইত্যাদি যতকিছু দেবতার কথা, প্রত্যেক দেবতার সঙ্গে মূর্ত্তি ও ক্রিয়া লইয়া ভেদ, ভৈরব ভৈরবী, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, জপ ধ্যানাদি তপস্যার কতরকমের কত প্রকার ভেদ, কৃচ্ছ্র সাধনাদির কথা, কত রকমের সাধন ভজনের কথাই না শুনিয়াছি। তাহাই এখন সত্য অনুভূতির অন্তরায় হইয়াছে। ঠিক যেন আলোর উপরে একখানি পরদা আড়াল করিয়া দিয়া সত্য আলোককে ঢাকিয়া দিয়াছে। সহজ বুদ্ধি ত আর আমার নাই,—আমার আমি বোধের সঙ্গে যে নাম রূপাদির আবরণ কোথায় তাহা খুলিয়া আত্ম-স্বরূপকে মুক্ত করিয়া দেখিব, অথবা অনুভব করিব তাহার জো নাই। কেমন করিয়া উহা থাকিবে ?

আসলে আমার চলার পথে, কি অপরূপ ধর্ম্মের বৈচিত্র্য। বিভিন্ন ধ্বজ, বজ্র লইয়া পথে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া চিৎকারে ধমক দিয়া বলিতেছে,—এই দেখ আমার ঈশ্বর আমার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ আমার কথা মানিতে পারো তো ভাল না পারিলে আমি তোমার শত্রু, তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিব। মুক্তিদাতাগণ এইভাবে দল বাঁধিয়া আমায় তো দুর্ব্বল করিয়া দিল, কোন্ দলে যাইব ? পথের মাঝে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি,—একজন আসিতেছেন সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহার মূর্ত্তিতে কোন ধর্ম্মের মার্কা নাই, ফোঁটা নাই,—রেখা নাই পুণ্ড্র নাই নাকে মুখে কপালে কোন চিহ্ন নাই দেখিয়াই মনে হয় কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মানুষ ইনি নন। ধীরে ধীরে চলিতেছেন মুখে মৃদু হাসির ভাব, সামনের দাঁত দুটি বড় বড় খানিকটা দেখা যাইতেছে মাত্র। কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কি ক্রিশ্চান কিছুই বুঝিবার জো নাই, এমন কি শাক্ত কি বৈষ্ণব কি শৈব কি সৌরীয় কি গাণপত্য কিছুই মুখ দেখিয়া বুঝিবার জো নাই। কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হাঁগা তুমি কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ? মানুষটি বলিল, সম্প্রদায় ? না আমি কোন সম্প্রদায়েরই নয়, কেন সম্প্রদায়ভুক্ত হব কি দুঃখে ?

বলিলাম, না হলে যে লাঠি উঁচিয়ে আছে মারবে বোলে। – কৈ দেখিতো ? কোথা কে ? চাহিয়া দেখি সম্প্রদায়ওয়ালা লাঠি হাতে যাহারা দাঁড়াইয়া পথে আমায় ভয় দেখাইতেছিল তাহারা কেহই আমার দৃষ্টির মধ্যে নাই ;—একেবারেই অন্তর্দ্ধান। বলিলাম এ কি হইল ? এরা কোথায় গেল ?

মানুষটি বলিল,—কেউ ছিল না,—তোমার বাল্যাবধি ঈশ্বর ও ধর্ম্ম লইয়া সে সকল ভাব, দ্বন্দ্ব, অবিবেচনা সংস্কার-বদ্ধ হইয়া অন্তরে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল তুমি পথে তাহাদেরই মূর্ত্তিমান দেখিয়াছ,—নিজের পথে চলিয়া যাও কেউ তোমায় লাঠি দেখাইবে না।—আমার পথটা কোথা তাহাই তো দেখিতে পাইতেছি না। তিনি চলিতে চলিতে বলিলেন,—তোমার পথ দেখিয়া নাও না কেন, দিনের আলো তো এখনও আছে। আমি বলিলাম, নানাদিকেই অনেক পথ দেখিতেছি, কোন্ পথটা আমার তা ঠিক করিতে পারিতেছি না, কোন পথে যাইব ?

এখানে কেহ কাহাকেও পথ দেখাইতে পারে না, যার যে পথ নিজে নিজেই তাহাকে দেখিয়া লইতে হয়,—যে পারে না সে আর এক জনের পিছনে পিছনে যায় বটে শেষে বুঝিতে পারে তার পথ ঠিক হয়নি আবার ফিরতে হয় বা অন্যদিকে যেতে হয়।

আপনি আমায় আমার পথটা দেখিয়ে দিন।

তোমার পথ আমি কি করে দেখাবো, ভুল হলে তুমি কি আমায় ছেড়ে কথা কইবে ?

তা হলে কি হবে আমার ?

তোমার পথ তোমার নিজেকেই দেখে নিতেই হবে। আমি যদি না পারি ? তাহলে ঐ লাঠি দেখেচতো ;—দলওয়ালাদের লাঠি খেতে হবে। শেষে পারতেই হবে ;—না হলে চলবে না। এমনই এই সৃষ্টির বিধান যে, একজন যেমন সব কাজে তার সকল বিষয়ে নিজের মন বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে যায়,—তার যতরকমের কাজ আছে সেই ঘুমভাঙ্গা থেকে ঘুমুতে যাবার সময় পর্য্যন্ত ;-ঠিক সেই নিয়মেই তাকে নিজে ইষ্ট মার্গ,—যে পথে তার জীবন সফল হবে সেই পথটি ঠিক করে নিতে হবে। যিনি অলস, অকর্ম্মণ্য, অপরের সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম্মই করতে পারেন না তাঁর অদৃষ্টে এই দুঃখ আছে আমি কি করবো বলো।

আচ্ছা আমি লাঠিওয়ালাদের দেখলাম,—আপনি দেখলেন না বা আপনার সামনে ওরা এলো না কেন ?

যেহেতু আমি মনে প্রাণে কোন দলের লোক নই বলে।

একটা দলে না থাকলে চলে কি করে, দলতো সমাজ ?

শুনিয়া তাইতো বলিয়া তিনি হাসিলেন—

তা সমাজ না হলে মানুষ থাকবে কি করে—কি নিয়ে ? তিনি আবার বলিলেন, তাইতো। কর্ম্ম ও ভোগ আর সব নিয়েই সমাজের ভিতর থাকা চলে, কেবল জ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা সত্যস্বরূপ ভগবান সম্পর্কে যা কিছু তা সমাজ নিয়ে চলে না। কেন ? কারণ সেটি যে ব্যক্তিগত ব্যাপার ;— ঐ ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়েই তার প্রকাশ, নির্ম্মল প্রাণের বিশ্বাস নিয়ে কথা। তাই সমাজের মধ্যে এতদিন থেকে যে কুসংস্কারের ধূলা ময়লা লেগেচে তা থেকে মুক্ত না হলেই নয়,—সেইতো হবে আসল মুক্তি। সংস্কারের ময়লা লেগে থাকলে সত্যতাই প্রবেশ করবে না বা জ্ঞানের আলো ঢুকবে কেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাইতো সম্পূর্ণ নূতন জন্ম নূতন রকমের জীবন বলুন ?

তাইতো, এর নাম নবজন্ম, অধ্যাত্ম জীবন সে ভাগবত জীবন, জান না ?

আমাকে কি করতে হবে ?—যা করছিলে তাই করতে হবে।

তা হলে আর আত্মজ্ঞান বা ভগবান লাভ—হবে কি করে ?

সে ত তুমি আন্তরিক চাওনি বা চাইচো না—তুমি একটু মুখ বদলাতে চাইচো, এই সংসারে থেকে। অলস অকর্ম্মণ্য জীবন তোমার, সংসারের সবাই দুরছাই করচে তাই আর একটা সুখের অবস্থা খুঁজচো—কে তোমার সঙ্গে পারবে বাবা—যখন প্রসব বেদনা ধরবে তখন তার কথা—এখন—

চাহিয়া দেখি তিনি আর নাই। আমি অলস অকর্ম্মণ্য এ কথা আমি মানি কি করিয়া ?

যত কিছুই আমাদের সামনে থাক সবই বুঝতে হবে আমাদের আকর্ষণেই তা এসেচে আমাদের কাছে অথবা আমিই তাকে টেনে এনেচি আমার ইচ্ছাগত, এখন তাই চেপে বসেচে আমার মধ্যে, আমার মনে হচ্চে যে আর তাকে হটানো আমার সাধ্য নয়। আমাদের যত কিছু কামনা, যত কিছু ভোগের প্রবৃত্তি যত কিছু অসাধারণ ও সাধারণ কর্ম্ম প্রবৃত্তি—সব সব সবই এসেচে ঐ ভাবে অর্থাৎ আমারই ইচ্ছায়,—আমারই আকর্ষণে—যদিও এখন যাও বললে সে সব কোন মতে এক কথায় যাবে না।

তা হলে আমার কি হবে ? যেটি বন্ধন বলে বোধ হবে তাকে বসে বসে যত্ন করে কাটতে হবে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় সফল হবে। একবার তাথেকে মুক্তি পেলে তখন সেইটাই জোর হয়ে সাহায্য করবে অন্য কু-অভ্যাস কাটাতে।

সবার উপর হল আত্মশুদ্ধি। ঐ আত্ম অর্থাৎ নিজে শুদ্ধ হলেই বুদ্ধ হবে আর তা হতেই মুক্তি।

* * * * *

ছয়টি মাস এই আসনে কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে যাহা বলিবার কথা তাহা অনেকটাই বলিয়াছি।

আমার সে দিন মনটা প্রফুল্লই ছিল স্বপনে প্রফুল্লমূর্ত্তি ঠাকুরকে দেখিয়াছিলাম; আর জগদীশ বাবা কাল নিজেই, আমার বর্ত্তমান সাধন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, তিনিও প্রসন্ন বদনে আমাকে তাঁহার নিজ সাধন সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। শয্যা ত্যাগ করিয়া অবধি ঐ কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। এই দিন আমার স্মরণীয় দিন কারণ সাধনের পাট চুকাইতে হইবে এমনই একটি নির্দ্দেশ ছিল; সেই কারণে আসনে বসিয়া নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে মন ছিল না। কিন্তু তবুও বসিলাম এই মনে করিয়া যে স্বপনের কথা ধরিয়া কিছু করিব না, স্পষ্ট নির্দ্দেশ জাগ্রত অবস্থায় যদি কিছু পাই তবেই তাহা মানিব। এই ভাবটাই ছিল মনে। আসনে গিয়া তো বসিলাম। যথারীতি মন স্থির করিয়া অভিনিবিষ্ট হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

হইল কি,—চৈতন্য প্রজ্ঞাভূমিতে স্থির হইল আর অপূর্ব্ব আনন্দময় গভীর এক ভাবে যেন আমায় আপ্লুত করিয়া রাখিয়া দিল। বাক্য এমন কি মনেরও অগোচর এই অবস্থা আমার বলিবার কিছুই নাই। দীর্ঘকাল ঐ ভাবে কাটাইবার পর এখন খানিক মনের ভূমিতে আসিয়া তবে খানিক ভাষা পাইলাম। সে তত্ত্ব অনুভব-গম্য তাহার কথা বলিবার নয়,—কারণ তাহার সহিত আর কাহারও সম্বন্ধ নাই, সে আমারই; অর্থাৎ যে সাধক উহাকে ধরিয়াছে—উহা তাহারই।

তবে কতকাংশ কখনও কখনও কাহাকেও সত্য উপলব্ধিতে বিশ্বাসী করিতে পারে তাই উহার কিছুটা বলিবার প্রয়াস করা যাইতে পারে। প্রথমে এই সত্যটি মনে রাখিতে হইবে যে সত্য পরম অব্যক্ত, কেহ কখনও ঐ তত্ত্বটি কোনভাবে বিবৃত করিতে পারে না। তাহার যে নামই দাওনা কেন ঐ নামের শব্দ তোমার কাছে এক রকম অপরের কাছে ঠিক সেই তত্ত্ব সেই রূপ বা ভাব লইয়া নাও আসিতে পারে। কারণ চিন্তার ক্ষেত্র মন ও বুদ্ধির অধিকার সবার একরকম নয়, তার উপর কাহারও কাহারও আবার কল্পনা-প্রবণ মন, বাস্তবের উপরেও কতক কল্পনা না মিশাইয়া থাকিতে পারে না,—তাহার কোন তত্ত্বই যথার্থ-ভাবে লইবার যোগ্যতা নাই। প্রায়ই তাহারা মিথ্যাচারী হইয়া থাকে। কাজেই একটি বস্তু আমি চক্ষের সামনে যাহা দেখিতেছি, অপর একজন যদি তাহাই দেখে, সেই এক বস্তুই দুই জনের কাছে বিভিন্ন প্রকার হইবে,—হইতে বাধ্য। বিশেষতঃ ভিন্ন চিন্তা-ধর্ম্মী যারা। এই জগৎ সংসারই এই রকম। যেমন এক জন মানুষ মূর্ত্তিতে গতিতে চিন্তায় ভাবে ভঙ্গিতে সকল বিষয়ে আলাদা তেমনই এক জনের ভাব আর একজন ঠিক গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মানুষ সমাজেই এমন একজন না একজনকে শিক্ষক হিসাবে পাইতেই হইবে, অথচ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মূলে পৃথক মনোভাবাপন্ন, তাহা সত্ত্বেও শিক্ষার এই ধারাই চলিতেছে। তাহার কি ফল হইতেছে আমরা চক্ষের সম্মুখেই দেখিতেছি প্রতিদিন প্রতিক্ষণই দেখিতেছি,—ছাড়িতেও শক্তি নাই এইভাবেই না মিথ্যাচারে সমাজ পরিবার ডুবিয়া যাইতেছে।

এই পারমার্থিক সত্যকে গ্রহণ,—যথাসত্য গ্রহণ,—এক অনির্ব্বচনীয় বিষয়। পার্থিব সকল ব্যবহারেই যখন এতটা মিথ্যা বা কল্পনার মিশ্রণ তখন যে সত্য পরমাশ্রয় তাহাকে ধরা কি সহজ এবং সাধ্য বলা যায়? এমন সহজে উপলব্ধির কথা বলা তখনই সহজ হয় যখন সহজ ভাবের ক্ষেত্র পাওয়া যায়। প্রথমে আমার জীবন যে কত কত প্রাকসংস্কারে আবদ্ধ তাহা কাহাকেও বলিবার নয়। আমি আজ দেখিতেছি আমার ইষ্ট আমাকে সংসার সম্বন্ধে কর্ম্মের চক্রে ঠেলিয়া দিতেছে কারণ অনুসন্ধানে বেশী দূর যাইতে হইবে না সহজ জ্ঞানেই দেখিতেছি ঊর্দ্ধগতির পথে এখন বাধা হইয়া আসিয়াছে আমার সংসার সংস্কার। প্রারব্ধ সংস্কারই এখন প্রধান অন্তরায়। সেটা কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সঙ্গে কতকগুলি জীবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে,—এমনই সে সম্বন্ধ যে তাহাদের এই সংসারে আনিয়া তাহাদের স্নেহ ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, আমি ঋণী এ ঋণ মুক্তি না হইলে আমার পথ বন্ধই রহিল।

এতটা বলিবার পর শেষ কথাটি আর ঢাকা দিব কেন সেটুকুও বলিব, ইহার মধ্যে মনে হয় যাঁরা আত্ম ধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু, গৃহী সাধন প্রয়াসী,—মানুষ জীবনের জানিবার কিছু থাকিতে পারে।

আমার মধ্যে ব্যাকুলতা ছিল, সাধনে একাগ্রতাও ছিল যাহার ফলে প্রজ্ঞাচক্র অর্থাৎ প্রাণকেন্দ্রে স্থিতি লাভ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে যে সকল তত্ত্ব জীব-জগতের বিকাশ এবং মানবাদি জীবের সহজ-সৃষ্টি হইতে চরম পরিণাম পর্য্যন্ত যাহা কিছু আমার চৈতন্যের মধ্যে প্রতিভাত হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছিল।

প্রজ্ঞাচক্রের উপরেই সমাধির ক্ষেত্র অহম্ আমি জ্ঞান যখনই এই কেন্দ্র হইতে উর্দ্ধমুখী হয় তখনই সমাধি। সেই সমাধি লাভ অর্থাৎ আত্ম সাক্ষাৎকার হইলে পর যদি কোন নিম্নভূমিতে আসিবার যোগ কাহারও ঘটে তাহা হইলেই তাঁরা জগদ্‌গুরু হইয়া যান। কিন্তু সাধারণ জীবের সমাধির পর অবতরণের যোগ থাকে না, কারণ চিদানন্দময় অখণ্ড সত্তার সঙ্গে যুক্ত হইলে ত আর তিনি জীবপদ বাচ্য থাকেন না। নুনের পুতুল সমুদ্রের মধ্যে গেলে যা হয় সেই অবস্থা ঘটে। তখন আমার সেই আনন্দময় সত্তার অবস্থা যাহা কাহারও বর্ণনার সাধ্য নাই, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন কেহ চাহে না। অবতার-কল্প পুরুষ ব্যতীত অপর সাধারণ জীবের আর অবতরণ এবং তত্ত্ব প্রচারের সাধ্য থাকেনা। যাঁহারা সমাধি হইতে অবতরণ করেন, সমাধির পূর্ব্বে তাঁহাদের একটি প্রবল সংস্কার বশে এমনই কামনা রাখিয়া দেন, যাহা পাইব তাহা জগজ্জনের মধ্যে বিলাইব সত্য পথে তাহাদের উন্নত করিব এবং তাহাতেই আমার জন্ম জীবন সার্থক হইবে।

ঐ শুদ্ধ সংকল্প যোগির প্রবল ইচ্ছাশক্তি ভগবৎ ইচ্ছার সঙ্গে এক হইয়া যায় সেই জন্যই তাঁহারা ইষ্টলাভের পরে সমাধি হইতে নামিয়া যতেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন এবং ঈশ্বর তত্ত্ব প্রকাশ করিতে এবং সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। পরমহংসদেব নিজ সাধন জীবনে এ সকল নিজ আচরণে নানাক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, ও সম্বন্ধে আমার আর কিছুই বলিবার নাই।

এই মানুষ সমাজের আমরা এতই নিজ জ্ঞান বুদ্ধির অহংকারে মেতে এমন ভাবেই আছি যে সারা জ্ঞান চৈতন্য কেবল সামনের স্থূল ভোগের মধ্যেই ডুবে অন্য কোন দিকেই দৃষ্টি নেই। ধনবান বা ঐশ্বর্য্যকামী যারা তাদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি কারণ তাদের শরীর মন সূক্ষ্ম অনুভূতির যোগ্য নয়ঃ—কেবল সাধারণ গৃহস্থ ঘরের যারা, জ্ঞান বিদ্যার পিছনে নিয়োজিত বুদ্ধি যাদের ;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের মধ্যেই খুব অল্প মানুষ সংখ্যায় বোধ হয় লক্ষ জনের মধ্যে একজনের বুদ্ধি বিজ্ঞানের পথে যাবার উপযুক্ত। ব্রহ্ম, ভগবান, ঈশ্বর বা আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানক্ষম যারা তাদের বৈজ্ঞানিক বলতে হবে। আমাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম (তান্মাত্রিক) অনুভূতির বিষয় যা কিছু ইন্দ্রিয় গোচর হয়, মন যার কর্ত্তা,—মন বলতে ইচ্ছাশক্তি বুঝিতে হইবে ;—ঐ ইন্দ্রিয় ও মন ঘটিত যা কিছু নিজ নিজ ভোগানুসারী প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্ম সম্বন্ধে অনুভূতি জ্ঞান রাজ্যের মধ্যে ; আর ঐ ইন্দ্রিয়ঘটিত সকল কিছুর উপর, আত্ম চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত যা কিছু অনুভব তা বিজ্ঞান রাজ্যের বিষয়। তত্ত্ব জ্ঞান যা কিছু বিজ্ঞানেরই কথা ইহার সঙ্গে স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ঘটিত যা কিছু এমন কি মনের সম্বন্ধও নাই বলিলেই হয়। প্রাণের সঙ্গেই ইহার অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষের সম্বন্ধ। ঐ বিজ্ঞানময় কোষের নিম্ন ভূমিতে স্থূল সূক্ষ্ম ভোগ মূলক অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা নিম্ন স্তরে পড়িয়া আছে।

মানব জীবনের যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন,—যেখানে দেখা যাইবে একজন এমনই একটি কর্ম্ম লইয়া সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন যাহার ফলে বহু ব্যক্তি তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়াছে—বহু লোকের মুখে তাঁর নাম, সুখ্যাতি ইত্যাদি প্রচারিত হইতেছে,—বুঝিতে হইবে সেই জীবের জীবন ভগবৎ স্পর্শ লাভ করিয়া, মানব জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাই কুণ্ডলিনী শক্তি, জাগরণের ফল ;—যে শক্তি যাহা সাধারণ জীবের মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে। এ বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আছে উহা ভাঙ্গিয়া বলিলেই আর কোন গুহ্য বা রহস্য বা দুর্জ্ঞেয় ভাব থাকিবে না ইহার মধ্যে।

মানবের জীবন পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি হয়না ততদিন, যতদিন ঐ শক্তি জাগরিতা হইয়া একজনকে সমাজের চক্ষের সম্মুখে বড় করিয়া তুলিয়া না ধরেন। আবার, একজনের মধ্যে এ শক্তি জাগরিত হইয়া তাহার চৈতন্য কোন্ দিকে লইয়া যাইবেন তাহা সাধারণ মানবের অজ্ঞাত বিষয়। এমনকি যাঁহার হয়, তাঁহারও পূর্ব্বে জানা থাকে না। বাহিরের দিক হইতে দেখিতে, যাহা দেখায় তাহাও দেখিতে অন্যরূপ। গতানুগতিক জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া কাহার দ্বারা কোন্ পথ অবলম্বিত হইবে তাহা জানা যাইবে পরবর্ত্তি-জীবনের কর্ম্মগতি লক্ষ্য করিয়া। সমাজে গতানুগতিক মানুষ, যাহা লইয়া সাধারণ ভাবেই দিন কাটাইতেছে, শক্তি জাগ্রত হইলে তাহার দ্বারা সেভাবে কাজ চলিবেনা তাহার কর্ম্মপন্থাই বিভিন্ন হইবে।

ইহা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াই এই সমাজে গুরু হইয়া, সম্প্রদায় সৃষ্টি এবং প্রভু হইয়া থাকিবেন। এই শক্তির প্রথম ক্রিয়াই হইবে সেই জীবের মধ্যে আত্মবোধ জাগ্রত করা, যাহা শক্তিরূপে তাঁহার মধ্যে সদা সর্ব্বক্ষণ ক্রিয়া করিবে। তাঁহার পথ, তাঁহার বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইবে, তিনিই আত্মস্বরূপেই নিজ কর্ম্ম, যে কর্ম্মে তাঁহার জীবন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্থক হইবে তাহাই নির্ব্বাচন করিবেন এবং দৃঢ় মনঃসংযমের সাহায্যে,—সংসার সমাজের যত যত বাধা সব কিছুই উপেক্ষা করিয়া নিজ মার্গে গতিশীল হইবেন। এমনই মনোবল তাঁহার স্বভাবে উৎপন্ন হইবে। মোট কথা সাধারণ জীবের মধ্যে যে ভাবের জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্রিয়া দেখা যায় যে জ্ঞান লইয়া সাধারণ পাঁচজন সংসারধর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন সে সব জ্ঞানে তাঁহার আস্থা বা তৃপ্তিই হইবে না।

বিজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ ঘটিবে। এ জগতে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানবিদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত;—কারণ তাঁহারা দূরদর্শী এবং প্রভাবশালী; তাঁহাদের অবলম্বন বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অর্থে আমাদের ভারতের ঋষিগণ যাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা;—অর্থাৎ সে জ্ঞানের চরম ফল তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার। এখন আমাদের বিষয়,—এই জাগ্রত শক্তিমান ব্যক্তির কথা,—সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া তিনি সাধনা করিতে অথবা অন্য কোন দিকে নূতন আলোকপাত করিতে পারেন,—যাহা মানবসমাজে পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। এমনই কোন তত্ত্ব কর্ম্মধারা বা জ্ঞান তিনি উদ্ভাবনা করিতে পারেন· যাহা দ্বারা তিনি মানব সমাজের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা শ্রদ্ধা এবং পূজা পাইতে পারেন। আসলে তাঁহার মন বুদ্ধির প্রসারণ লইয়া কথা, কারণ এই জগৎ সংসারে একজনের ব্যক্তিগত মন বুদ্ধি ও শক্তির প্রসার লইয়াই তাঁহার গুরুত্ব বিচার। তাঁহারইতো এক আদর্শ; যে কোন কর্ম্ম বা ধর্ম্মবিভাগেই হোক এরূপ আদর্শ সম্মুখে পাইলেই মানবসমাজ যথার্থ উপকৃত। ইহাই সমাজের চিরপ্রচলিত শক্তির গতি।

এইভাবে কেহ বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন, কেহ বা নিজ সংস্কার অনুসারে সংস্কারক, তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সে দিকে আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইবেন। সংস্কারানুসারেই তাঁহার সাধন প্রবৃত্তি এবং সিদ্ধিলাভ হইবে। ইহার মধ্যে তাঁরা সবাই যে কর্ম্মজগতে আসিয়া সমাজে কোন বিশেষ কর্ম্মধারার প্রবর্ত্তন করিবেন তাহা নহে,—এমনও হইতে পারে তিনি কোন কর্ম্মের মধ্যেই গেলেন না, সমাজের মধ্যে কাহারও দৃষ্টির মধ্যেই আসিলেন না, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পর্য্যটকের মত ভ্রমণ করিয়া নানা দেশ নানা সমাজে,—সৃষ্টি ও স্রষ্টার খেলা দেখিয়াই কাটাইলেন,—এই প্রপঞ্চের মধ্যে দ্রষ্টারূপেই জীবনকাল শেষ করিলেন। এরূপ মহাপ্রাণ একজন কল্পনা নয় আমি দেখিয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় আমার জীবন সার্থক হইয়াছে তাঁহার সঙ্গ সংযোগে। আমাদের অবধূত মহাত্মার কথা আগে বলিয়াছি। সিদ্ধাবস্থার পর ভ্রমণ, তীর্থ অতীর্থ যথেচ্ছ ভ্রমণ জগৎপ্রপঞ্চ দেখিয়াই কাটাইয়া দিলেন।

এই ভাবে জাগ্রত শক্তিমান আমাদের সমাজেও আছেন। অনেকেই জানেন না ধন-বিজ্ঞানে সিদ্ধ কোন কোন মহাত্মা, দেশব্যাপী ধন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ধন লইয়াই কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ স্থূলবুদ্ধি সমাজের যে কেহ তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না—কিন্তু ঐসব ধনকুবের-পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ শক্তি ব্যতীত সম্ভব হয় নাই। একটা ছোট কথা, পাঠককেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি কত টাকা ব্যবহারের উপযুক্ত, মাসে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া সন্তুষ্ট নন, চারি শত হইলে যেন ঠিক হয়, কিন্তু এটা লক্ষ্য করিবেন ঐ টাকা সবটাই আপনার নিজের এবং নিজ সংসারের সবার খাওয়া পরা থাকা ভোগ বিলাসের ব্যয় ব্যতীত আর কোন লক্ষ্যই নাই। আপনার বুদ্ধি নিজ স্বার্থগত নিজে ও কয়টি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু, কার্ণেগী, ফোর্ড, রথচাইল্ড, এ দেশেরও টাটা, বিরলা, গোয়েনকা প্রভৃতি ব্যক্তির মন, বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি, দৃষ্টি-প্রসার লক্ষ্য করুন, দেখিবেন রামকৃষ্ণ পরমহংস বিবেকানন্দ প্রভৃতি অধ্যাত্ম দিক-পালদের তুলনায় তাঁহাদের প্রসিদ্ধি কম নয়;—তাঁহারাও দিকপাল, এ সত্য সাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত, কারণ একটা কথা আছে,—Rich cannot enter the Kingdom of Heaven. একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হয়;—

আদ্যাশক্তির চমৎকার শক্তি বিভাগ এ দেশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। দুর্গা, আদ্যাশক্তি লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ মোটামুটি শক্তির খেলার সবই তো হইয়া গেল। এখন আমাদের ধনবিজ্ঞানের কথা হইতে ছিল;—সুতরাং লক্ষ্মীকে ফেলিবেন কোথা? কেলার নামও কল্পনা করিতে পারেন? তাহা হইলে ধনবানেরা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেনা;—এ কোন্ ধনবানের কথা? এ ধনবান যারা নিজ ভোগ ইচ্ছা প্রবৃত্তির দাস, ঐ আপনারটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট,—ঐ ধনের সদ্ব্যবহার নাই,—দশজনকে আপন করিয়া লইবার প্রবৃত্তি নাই। ধন অনেক জমা আছে, আচ্ছা দাও একটা ডিস্‌পেনসারী বা একটা হাসপাতাল করিয়া যাতে আমার নাম থাকে মার্ব্বেল পাথরের বোর্ডে দীর্ঘকাল প্রচারিত হয়,—অবশ্য এটুকু মন্দের ভাল। এই ধনবানের চরিত্রে বা প্রকৃতিতে সবটাইতো খারাপ নয়, তাহা হইলে এ বিশ্বে তাহার স্থান হইত না। সঙ্কীর্ণমনা করিয়া দেয় একজনকে যার ভোগাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত—তাহারা ধন পাইলে ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে, ধনেই তাহাদের আনন্দ, ধনই তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর হইয়া বসিয়াছে,—কর্ম্ম তাহার ভাল নয়, ঐ ধনের মোহে হয়তো এমন সব কর্ম্মে প্রবৃত্ত যাহাতে তাহার অধোগতির সম্ভাবনা,—এই সকল সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থপর ধনাধিকারী কি করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিবে?

বিদ্যা ও লক্ষ্মী এই দুই প্রবল শক্তিইতো বর্ত্তমান জগতের অবলম্বন,—অধ্যাত্মবাদ ঐ বিদ্যার পরাভাগ,—যাহা এ জগৎ সমাজে সবার উপর শ্রদ্ধেয়। সুতরাং ধন-লক্ষ্মীর অধিকারে যাঁরা ধন অবলম্বনে সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন তাঁহারা হেয় নন,—আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যাহাই দেখাক না কেন,—এই সৃষ্টিতে অধ্যাত্ম দিকপালদের সঙ্গেই তাঁহাদের স্থান। তাঁহাদের মনুষ্যত্বের দোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত—ভগবানের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কল্পনাই করিতে পারি না—কারণ ধনকে আমরা ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিশাপ বলিয়া দেখিতেই শিখিয়াছি। বিশেষতঃ, পরমহংসদেবকে টাকা মাটি মাটি টাকা করিতে দেখিয়া ঐ ধারণা করিতে শিখিয়াছি ;—কিন্তু এর ধোঁকা কাটিয়া অন্তর নিঃসংশয় হইয়াছে কি ?—ধন না হইলে কি ঠাকুরের কোন সৎসাধনা হইয়াছে ? সাধন পূর্ণ করিতে মথুরের, শম্ভু মল্লিক, যদু মল্লিক, সুরেশ মিত্র বলরামের এমনকি শেষ পর্য্যন্ত মাষ্টার গিরিশ, রামচন্দ্র, অধর প্রভৃতির প্রয়োজন হয় নাই ? দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়াই কথা।

ঠাকুর বলিতেন, ঋষিরা ভয়তরাসে, শুদ্ধ ব্রহ্ম তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন দিকে, অবান্তর কর্ম্ম, বিষয় ব্যবহারে মন যায় তাই সর্ব্বকর্ম্মেই সাবধানী। আমরাও বলি ঠাকুরও কম ভয়তরাসে ছিলেন না। পাছে তাঁর সন্তানদের কারো ধনের প্রতি আকর্ষণ আসে বিষয়ে মন যায়, কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি হয় তাই কি সাবধানতা,—প্রথম হইতেই ধনকে একেবারে মন হইতে তাড়ানো হইল, তারপর কামিনীর কথায় আর কাজ নাই প্রতি হাতে হাতে ওরে সাবধান, সন্ন্যাসী সাবধান,—এসব কি নিজের জন্য ?

কে, ওরে ওর কাছে বেশী যাসনি পড়ে যাবি। সন্ন্যাসী, নারীর চিত্র পর্য্যন্ত দেখতে বারণ ইত্যাদি। যাক এখন তাঁহার কথা আসিয়া পড়িলে দেখিয়াছি, সহজে থামা যায় না।

কুণ্ডলিনী জাগরণে মানুষের মধ্যে যে শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার কথাই আমাদের হইতেছিল। সুধুই ঈশ্বর তত্ত্ব লইয়া তাঁহাদের সবাই জীবনপাত করিবেন এমন কথা নাই। যদিও আমাদের দেশে সবারই ধারণা ঈশ্বর বা ভগবানের জ্ঞান বা ঈশ্বর ভক্ত জীবন সকল জীবনের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের কথা সুধু নয়,—ঐ জাগ্রত-শক্তি একজন মহাধীমান যুদ্ধবীরও হইতে পারেন। যুদ্ধের মধ্যেও ঈশ্বরের হাত রহিয়াছে ;—এক একটি প্রবল যুদ্ধে বিচক্ষণ এক একটি সেনাপতির অসাধারণ বুদ্ধির গুণে সুধু সেই যুদ্ধ জয় নয় অপর পক্ষেরও কল্যাণ হইল ;-যাহা পূর্ব্বকালে ছিল একালেও রহিয়াছে। এ কালে এমনই সব অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব ঘটিতেছে যাহাদের অস্তিত্বে সুধু সেই জাতি নয়, সারা জগতের সভ্য সমাজ আলোকিত। শিল্পরাজ্যেও ঐ জাগ্রত শক্তিমান অসাধারণ মহাত্মাগণের প্রভাব কম নয়,—ওদেশের দ্য-ভিঞ্চি, টিশিয়ান, করেজিও, র‍্যাফেল শিল্পগুরুগণ এই ভাবেই প্রসিদ্ধি লাভ সুধু নয় ঐ মহাদেশের শিল্পক্ষেত্রে প্রাণ সঞ্চার করিয়া, শিল্প দিয়াও ইষ্ট লাভ করা যায় ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন। র‍্যাফেলের জীবনের কাজ মাত্র ছত্রিশ বৎসর,—তাহার মধ্যে তাঁহার প্রত্যেক কাজটিই অসাধারণ এবং ঈশ্বর উপাসনার পর্য্যায়ের উচ্চস্তরের অভিব্যক্তি। তিনি অসংখ্য কাজ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সিসটাইন ম্যাডোনা তাঁহার জগৎ প্রসিদ্ধ ছবি। যদি তিনি আর কোন চিত্র না আঁকিয়া সুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

এইখানিই রাখিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তাঁহার ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় ইহার মধ্যে ছিল।

বলিয়াছি কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরণের ফলে মানবের মধ্যে অসাধারণ শক্তি প্রতিষ্ঠা হয় ;—আর, উহা চেষ্টা করিয়া জাগাইবার বিষয় নহে। যাহাদের জাগে, পরমেশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারেই জাগে। সত্য এই যে, পূর্ব্বকালে যখন তন্ত্রধর্ম্মের প্রভাব এদেশে ছিল তখনও যেমন জাগিত এখনও সেইরূপ প্রাকৃত নিয়মেই জাগে,—ইহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম,—জানিনা—এটুকু ঠিক বলিতে পারিলাম কিনা।

সাধারণের বুদ্ধি বিবেচনার কথা আরও একটু আছে। ভারতেরই এক শ্রেণীর অত্যধিক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির মত এই যে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি কেবল ভারতবর্ষের লোকের অর্থাৎ হিন্দুদেরই থাকে, আর গুরু লাভ না হইলে জাগে না, গুরু না জাগাইলে ঐ শক্তি কখনও জাগিবার নয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এটি আছে, আর কোন জাতির মধ্যে উহা থাকে না।

কথাটা যেখানে হইতেছিল সেখানে অবধূত ছিলেন। ইহা শুনিয়া অবধূতের মুখখানি ম্লান, নিম্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, —ভগবানকে পেলে এরা বেঁধে নিজস্ব করে রেখে দেবে,—যা কিছু করবার আমাদের এই পুণ্য সংসারের মধ্যে থেকেই করো—অন্য কোথাও যেতে পাবে না।

আমাদের দেশে কত কতো সিদ্ধ সঙ্গীতকার ছিলেন, এখনও আছেন,—তাঁদের ঐ সুরসাধনা এবং সিদ্ধিতে মানুষ সমাজ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এখনও করিয়া আসিতেছেন। এ কোন্ শক্তির ক্রিয়া? তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধি, ঠিক আমাদের মনের মত হয়তো নয়,—কিন্তু উহা ধরিলে আসল মহৎ মানবকে ধরা হয় না। আমরা এতই বহির্মুখ যে যতই কেননা মহৎ হোন কোন মহৎ মানবের সান্নিধ্যে আসিলেও আমরা তাঁহার মহত্ত্বের মূল তত্ত্বে পৌছাইতে পারি না। তাঁহার বাহিরের দিকটাই দেখিব এবং তাহাতেই আসল বস্তুতেই বঞ্চিত হইব। এখনকার দিনেও কত মহাত্মা নর নারী নির্ব্বিচারে সঙ্গীত বিদ্যায় সিদ্ধ। প্রদীপের তল্লায় আলোর ছায়ার মত আমরা বর্ত্তমান কালে আমাদের সম্মুখে তাঁহাদের সঙ্গীত উপভোগ করিলেও ইঁহাদের মহত্ত্ব উপলব্ধি করি না, কিন্তু যখন তান সেন, বৈজু বাওরা, সুরদাস, মীরার কথা হয় তখন শ্রদ্ধা, আনন্দ এবং বিস্ময়ে তাঁহাদের চরণের উদ্দেশে আমরা মাথা নত করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেই এই কলিকাতায় এক সঙ্গীত-সিদ্ধ মহাত্মা আসিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের মানুষ, যদুভট্ট, রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি গানের সুরও তাঁহার দেওয়া। শক্তিসাধক তিনি একটু পানাসক্ত ছিলেন। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন নাই! তাহা ছাড়া তিনি ধ্রুপদী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদের ঘরের মানুষ নন, যদিও ঐকালে ধ্রুপদের চালে গান রবীন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাথ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়টায় কলিকাতায় কয়েকটি সঙ্গীতসিদ্ধ মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত বংশের কর্ত্তারাই তাঁহাদের প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের গান জনসাধারণের শুনিবার সুযোগ হইত অত্যন্তই কম।—যতীন্দ্র মোহন ও সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর ভাই দুটি অগাধ বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। ঐ সঙ্গীতসিদ্ধ মহাত্মাদের পোষণেই অনেক ব্যয় হইত ;—গোপাল বন্দ্যো, যতীন্দ্র মোহনের গৃহেই ছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেক মুসলমান সঙ্গীতসিদ্ধ তখন কলিকাতায় আসিতেন। অনেকেই তাঁহাদের দেবতুল্য সঙ্গীত শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমার সুধু এই বিশ্বাসই প্রবল বলিয়া নয়,—সিদ্ধ মহাত্মাদের কাছে শুনিয়াছি বলিয়াই ইহা বিশ্বাস করিয়াছি, যে কোন দেশে বা কালে বা সমাজে যাঁরা প্রতিভাশালী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ শক্তি জাগ্রত হইয়াই তাঁহাদের অসাধারণ করিয়াছে।

কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ লইয়া তন্ত্রমতে যে ভাবের ক্রিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠানের কথা আগে বলিয়াছি উহার সম্বন্ধে সাধারণের একটি মিষ্টিক অর্থাৎ অদ্ভুত রহস্য-জনক ব্যাপার বলিয়া ধারণা আছে, উহার সঙ্গে, দুর্ভেদ্য,—বলিয়া একটা শব্দ যোজনা করিলেই যেন রহস্যটা পূর্ণমাত্রায় ঐ কথার ভাবটি বলা হয়। সেই জন্যই নিজ সাধনালব্ধ জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত, যাহার নিকট যাহা পাইয়াছি তাহা সরল-ভাবেই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বুদ্ধিমান পাঠক নিজনিজ বুদ্ধিমত উহা বুঝিবেন।

* * * * *

এখন এই কথা লইয়াই, সকালে আসন হইতে উঠিয়া আমার আজিকার সারাদিনই কাটিয়াছিল। প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক,—এই সহজ সত্য, সবারই জানা কথা ;—কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য অপেক্ষা একতাই বেশী ;—না হইলে সমাজে শান্তি থাকিবে কেমন করিয়া। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও কম নয়। এ তো সরল সত্য,—আবার ঐ দৃষ্টিভঙ্গির কথায় ভাবিয়া দেখি ;—আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য ঘটে ; এক বস্তু এক সময় একভাবে দেখিতাম, কিছুদিন পরে দেখি উহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা যা-তা একটা হেয় কথা নয়,—ঈশ্বরতত্ত্ব বা ভগবানকে এক চক্ষে দেখিতাম। এখন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আসিয়া আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আগে কালী কৃষ্ণ শিব রাম প্রত্যেকটি ভিন্ন ভগবান মনে করিতাম, ছেলেবেলাকার কথা, রাম অযোধ্যায় থাকেন তিনি বৃন্দাবনের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এইভাবে শিব কৈলাসবাসী তিনি অযোধ্যা বৃন্দাবন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাকে পাইতে সেই কৈলাসে যাইতে হইবে। যখন কৈলাসে গেলাম সেখানে শিবের বদনে দেখিলাম বুদ্ধদেবকে। এ বড় রহস্য। কিন্তু আশ্চর্য্য। মানস সরোবরের তীরে এক দিব্য দর্শন ঘটিল তাহাতেই ঐ ভেদের মীমাংসা হইয়া গেল। উহা ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বলি নাই,—অবিশ্বাসের ভয় ছিল, এখন বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈলাস দর্শন, পরিক্রমা সব হইয়া গিয়াছে, ত্রিরাত্র বাসও হইয়াছে। তারপর চতুর্থ দিন প্রাতে আমরা সদলবলে মানস সরোবরের পথে যাত্রা করিলাম। সারাদিন চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে তাঁবু ফেলা হইল। স্নানাদির পর আমরা সে রাত্রির মত কোথাও আর বাহির হইলাম না। খুব ভোরে আবার যাত্রা করিলাম মানস সরোবরের তীরে আসিয়া,—সরোবরের মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখনও সূর্য্য উদিত হয় নাই আবছা আবছা অন্ধকার যেন তীরস্থ পাহাড়ের গায়ে গোসল গোম্পা যেখানে, তখনও পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। প্রায় সমতল দুই মাইল চলিবার পর আমরা গোম্পার তলে একেবারে সরোবরের জলের ধারেই আসিয়া বোঝা নামানো হইলেই আমরা বসিলাম। এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে কৈলাস চূড়ার দৃশ্য নয়নে আসিল। চিন্তাও আসিল,—

শিব দেখিতে আসিলাম,—দেখিলাম বুদ্ধ। প্রাণে এমনই একটি অনুভূতি আসিল যেন একটা অবসাদ, আমায় অতলে ডুবাইয়া দিতে চায়। তখনও ভাবিতেছিলাম বুদ্ধ ও শিব, কত কত পার্থক্য,—কোথায় কপিলাবাস্তু আর কোথা কৈলাস। কৈলাসের চূড়ায় সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ছোট্ট একটি যেন বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ মাঝামাঝি আধখানা কাটা। শুভ্র বর্ণের উপর সিন্দুর যেন ছড়াইয়া দিয়াছে নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে ছিলাম।

এখন সঙ্গী মহাশয় অনেকটা দূরে, একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া মানস সরোবর উপভোগ করিতেছেন ; সম্মুখে দেখি বোধ হয় পঞ্চাশ হাত তফাতে একজন আসিতেছেন আমার দিকেই গতি। দীর্ঘ শরীর, লামা, ঝাব্বা ঝোব্বা গায়ে, মাথায় চূড়ার মত টুপী। ধীরভাবেই আসিতেছিলেন। ক্রমে সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলাম তখন অন্য মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি খানিকটা আগেও দেখিতে-ছিলাম এ তো সেটি নয়,—বিস্ময়ে অবাক,—এ কি, কি বিশাল শরীর,—মাথায় সে টুপী নাই জটাজুট চূড়া করিয়া বাঁধা, এক হাতে ত্রিশূল ও অপর হাতে ডমরু, গলায় হাড়, রুদ্রাক্ষ, এইসব কত কি শরীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ কেবল এক গুলবাঘের চামড়া, কোমরে জড়ানো নয় কাঁধে রাখা, দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিলেন, আমার চৈতন্য লোপ তখনও হয় নাই, কিন্তু কেমন যেন নেশার ঘোর একটা, এখনই যেন সংজ্ঞা লোপ ঘটিবে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীরে রজত-আভা, রক্ত মাংস নির্ম্মিত শরীর নয়। আমার নিকট হইতে আট দশ হাত তফাতে।

তিনি ঐ স্থানেই ধীরে ধীরে কাঁধের বাঘছালের আসনখানি পাতিয়া বসিলেন। আমার প্রণাম করিতে প্রবৃত্তি হইল, আমিও হাঁটু মুড়িয়া বসিলাম এবং মাথাটি ভূমির উপর স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। যখন মাথা তুলিলাম দেখিলাম আর শিবমূর্ত্তি নাই, ত্রিশূল নাই, ডমরু নাই—ভূমিপৃষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসনে যে মূর্ত্তি বসিয়া তিনি বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কেহ নন, কারণ বুদ্ধদেবের মাথায় চূড়া যেমন তাঁহার মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই, কুঞ্চিত কেশ ঠিক মধ্যস্থলে একটি উঁচু, কেশগুচ্ছ বাঁধা,—দীর্ঘ কান তাহার নীচে কুণ্ডল। পীতবর্ণ পশমের বস্ত্রে আচ্ছাদিত দেহ। এমন কি দুই বাহু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত,—

অবাক্, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াই তাঁহাকে দেখিতেছিলাম,-- তিনি কৈলাসের দিকে চাহিয়া একবার দেখিলেন,—তারপর আমার দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে কি কমনীয়তা—স্নেহে যেন উদ্ভাসিত। তারপরই তিনি উঠিলেন; আমায় হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি জড়বৎ স্তম্ভিত হইয়াই রহিলাম, কোন কথা, কোন ভাবে নড়াচড়ারও শক্তি ছিল না তাই শুধু চাহিয়াই রহিলাম। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্মুখস্থ জুউগোম্পার পথে চলিয়া শেষে যেন পর্ব্বতারোহণ করিবেন পর্ব্বতমূলে গিয়া পৌছিয়া এই ভাবেই দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইতে দেখিলাম। আমার দিকে একবার ফিরিলেন, তারপরই অদৃশ্য হইলেন। আর কিছুই দেখা গেল না।

ততক্ষণে সঙ্গী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—আমার মুখের দিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জলে নেমে স্নান করবে নাকি ?—আমি বলিলাম, হাঁ।—বেশ বুঝিলাম তিনি কিছুই দেখেন নাই।

আমার মনে হইল যে, আমার অন্তরের ভেদ ঘুচাইতেই তাঁহার আবির্ভাব। কারণ—সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যে শিবমূর্ত্তি ও বুদ্ধমূর্ত্তি একত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। চিরদিনের মতই ভেদ ঘুচিয়া গেল। শিব এবং বুদ্ধ যে একই সত্তা তখনই নিঃসংশয় হইলাম।

জগদীশ বাবা বলিয়াছিলেন,—রূপ ভেদ থাকিবেই জীব কোটির মধ্যে। কারণ সাধারণ মানবের মনে রূপ সংস্কার এমনই বিচিত্রভাবে তান্মাত্রিক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃঢ়সংযুক্ত যে, ভেদ ব্যতীত তাহার দর্শন সম্পূর্ণই হয় না। কাজেই ভগবানে বিশ্বাস থাকিলেও ঐ বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটি রূপের সম্বন্ধ থাকিবেই। কালী কৃষ্ণ শিব রাম প্রভৃতি যে কোন এক মূর্ত্তিই সাধকের ইষ্টরূপের ছাঁচ, চিত্ত ক্ষেত্রে নির্ম্মিত হইয়া যায়। সাধনাবস্থায় তাহার ঐকান্তিকতায় যখন ধ্যান গভীর হয় সমাধির পূর্ব্বে—তখনই প্রথমে গুরু পরে ইষ্ট মূর্ত্তি দর্শন হয়।

আমার রূপ-সংস্কার প্রবল, তাহার উপর শিল্পী, কাজেই সাধনকালে আমার ইষ্টের রূপ-সংস্কার গভীর হইয়া মূর্ত্তিতেই মনঃসংযমের কথা। কিন্তু, গুরু কৃপায় মূর্ত্তির স্বরূপ, আমার বোধে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। সেটি এই, স্বরূপ আমার কখনই কোন মূর্ত্তি নয়। এই প্রবল সত্য আমার মধ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল। রূপ কখনও কখনও আমি দেখিয়াছিলাম, সাধনাবস্থায়ও দেখিয়াছি কিন্তু ধ্যানান্তে সমাধিতে আমার ইষ্ট ব্রহ্মজ্যোতি ব্যতীত অন্য কোন কাল্পনিক রূপ নয় ইহাই আমার এখন সংস্কারগত সত্য রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সেই কারণেই আমি সাধনাবস্থায় কোন কালেই, আমার ইষ্ট, এই প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

রূপ লইয়াই আমায় দেখা দিবেন বা স্পর্শ করিবেন ইহা কল্পনাও করি নাই। রূপ যে ভ্রম, আমারই অজ্ঞানতাপ্রসূত একটা কল্পনামাত্র এই ভাবটি আমার মধ্যে এখন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত আছে।

কোথা হইতে আমার এই অরূপের ভাব আসিয়াছিল,—ইষ্ট আমার স্বরূপতঃ অরূপ,—জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপই আমার ইষ্টমূর্ত্তি আমার সহিত মিলিত হইবেন, আসলে এই ভাবটিই ছিল। পরমহংসদেবের প্রথমে যখন দর্শন হয়, তখন মা মা করিতে করিতে তিনি সংজ্ঞাহীন হন। প্রথম হইতেই ঐ ভবতারিণী কালী মূর্ত্তি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তির শক্তিতে মাকে চিন্ময়ী হইয়া উঠিতে দেখিলেন,—উহা তাঁহার জাগ্রত দর্শনাকাঙ্ক্ষা। তীব্র ভক্তির পরিণতিতে সমাধির পূর্ব্বে নিত্যই দেখিতেন। যতক্ষণ দেখিতেন, মায়ের ঐ রূপই চিন্ময় হইয়া উঠিত। চেতন রূপই দেখিতেন। অতঃপর স্বরূপে দেখিবার কামনা প্রবল হইল, মা তোর আসল রূপ দেখা। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে রূপ তিনি নিত্যই পূজাকালে দেখিতেছেন উহা তাঁর স্বরূপ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ী নহে,—তাঁর রূপ দর্শনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াই প্রতিমা চিন্ময়ী হইয়া দর্শন দানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন। তারপর যখন আর কিছুতেই স্বরূপ না দেখিলে প্রাণের স্থৈর্য্য নাই,—তোর স্বরূপে দেখা দে না হলে এ প্রাণে আর কাজ নাই, যাক এ প্রাণ—তখনই জ্যোতির্ম্ময়ী স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন, তখনই ঠাকুর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

এখন ব্যাপারটা আসলে হইল কি ?

আমাদের চক্ষে ভগবানের রূপ,—যাহা বহুরূপে সম্মুখেই রহিয়াছেন,—তাহার মধ্যে সুধুই নরনারীর নয়, জীব সামান্য,—সৃষ্টির সবটাই ঐ শ্রীভগবানের রূপ ; যেখানে আকার আছে, বর্ণ সমাবেশ আছে, উপরন্তু অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি যাহার মধ্যে দেখি, সবই ভগবান ও ভগবতীর রূপ। সেইজন্য রূপ পিপাসা আমাদের অন্তরে থাকিলেও এত বেশী রূপ আমরা অবিরাম দেখি—যে রূপের উপর তেমন আকর্ষণ অনুভব করি না। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্য লইয়া যদি কোন রূপ আসে তাহা হইলে আমরা বিশেষ একটু আগ্রহ করিয়া দেখি। কিন্তু যেই ভগবৎ রূপ সম্বন্ধে কথা উঠে তখনই তাঁর রূপ আমরা নিজ নিজ কল্পনায় দেখা আরম্ভ করিয়া দিই।

আমাদের পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতে যত রূপের কথা আছে, বীরগণ, রাজা রাণী, রাজকুমারী—দেব দেবী ঐ পুরাণোক্ত সকল রূপই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। পৌরাণিক রামচন্দ্রের রূপ, অসাধারণ ;—তাঁর বর্ণ অসাধারণ, সাধারণ গৌর বরণই নয়—তাঁহার বর্ণ নবদুর্ব্বাদলশ্যাম। বাজারে চিত্রকরেরা তাঁহার অঙ্গ হরিৎ বর্ণের প্রলেপ দিয়াই সম্পন্ন করেন। তারপর, মূর্ত্তি আঁকিতে যে ধ্যান প্রয়োজন সে দিকে কোন লক্ষ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক রূপের কথাও আছে, তত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকগণ তখনকার আর্য্য অনার্য্য মিশ্রিত রাজবংশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রমাণ পাইয়া কৃষ্ণকে একেবারেই কৃষ্ণবর্ণ কষ্টিপাথরের নির্ম্মাণ করিয়া শান্তি পান। কিন্তু মানব শরীর, উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত আর্য্য বংশের রাজপুত্র কি করিয়া অমন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয় বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তিতেই উহা স্থির করিতেই পারি না।

এখন গতানুগতিক রূপের কথা থাকুক, কৃষ্ণ একবার অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, সে বিশাল কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে। তাহার সুন্দর বর্ণনা সংস্কৃত শ্লোকে অপূর্ব্ব ভাবে বর্ণিত আছে। উহা একটি মূর্ত্তি নয়। অসংখ্য জীব তাঁর অসংখ্য ভাবের মূর্ত্তি তাঁহার মধ্যে অর্জ্জুন দেখিতেছেন এবং দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। তাই সম্বরণ করিতে বলিতেছেন। ইহাতে আমাদের দৃষ্টি-পরিধির ক্ষুদ্রতাই সূচিত করে। ঐ সমষ্টি, বিরাট জীবসমুদ্র দেখা, —একটু স্থির চিত্তে লক্ষ্য করিলে ইহার মধ্যে যে ভগবদ্দর্শন হইয়া যায় আমাদের সে দৃষ্টির প্রসার নাই। ঐ অসংখ্য জীবসমষ্টির দৃশ্য দৃষ্টিতে ধারণ করিবার শক্তি কোথায়? কতক্ষণই বা দেখা যাইতে পারে।

ঈশ্বর রূপ দর্শনের কামনা মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সৃষ্টি,—মহাভারতের মধ্যেই বোধ হয় প্রথমেই দেখা গেল। তাঁহার পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্র মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। রামচন্দ্রের রূপ বর্ণনা যে আমাদের মুগ্ধ করে তাহা আমাদের অন্তর্নিহিত রূপ পিপাসার জন্য;—মানুষ রূপ দেখিয়া আর আমাদের জীবন-ভর দেখিয়া অরুচি না হইলেও, আর তেমন ভাল লাগে না,—তাই ভগবানের অমানুষী মূর্ত্তি দেখিয়া পিপাসা চরিতার্থ করিতে চাই। আবার এদিকেও স্থূল বুদ্ধি আমরা মানুষ মূর্ত্তি ব্যতীত ভগবান মানিতেও পারি না। কিন্তু ঐ রূপ ধারণার মধ্যে যে আশ্চর্য্য অসঙ্গতি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য নাই।

আমরা যে ভগবানের রূপ দেখিব;—সে কেমন ভগবান? প্রথম তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তাহার পর তিনি শাশ্বত,—তিনি সর্ব্বজ্ঞ—তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী প্রভৃতি অশেষ গুণালঙ্কৃত। এখন একটু ভাবিয়া দেখিলে ঐ বর্ণনানুসারে মূর্ত্তি তাঁর কেমন করিয়া রচনা বা নির্ম্মিত বা সৃষ্টি করা সম্ভব?

এদিকে আবার আমরা তো নিজেদের,—আপনাকে আপনি ভণ্ড, মিথ্যাশ্রয়ী বিশেষতঃ ভগবৎ ভক্তির ক্ষেত্রে এতটা বলিতে পারি না। কিন্তু বিচার করিলে দাঁড়ায় কি?—রামপ্রসাদ মহাত্মার মধ্যে ভাগবত চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহার সাধনার একটি উপাদান গান। তাঁহার ঈশ্বরানুভূতির সঙ্কেত এবং আভাষ তাঁহার অনেক গানের মধ্যেই আছে। তাহার পর পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মধ্যেও ঈশ্বর দর্শনের অনেক কথাই আছে।

এই সূত্রে অবান্তর মনে হইলেও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ একই ব্যক্তি। একদিন নূতন অপরিচিত কোন ভদ্রলোক দক্ষিণেশ্বর দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরে কালীমূর্ত্তি, গোপালমূর্ত্তি, শিবমন্দিরাদি দেখিয়া (যাহা কিছু দর্শনীয় ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব কিছু দেখা হইলে পর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ পার হইয়া) ঐ কোণের ঘরখানিতে আসিয়াছেন। দেখিলেন, একটি অপূর্ব্ব সরল ধীর স্থির,—যেন প্রেমানন্দ ঘনীভূত বালক-মূর্ত্তি চুপচাপ ছোট খাটখানির উপর বসিয়া আছেন। প্রায় উলঙ্গ—কোমরে জড়ানো আছে একখানা খাটো কাপড়। সেখানে আর কেহ নাই, নির্জ্জনে একলাই বসিয়া আছেন। কেমন একটা ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াই খানিক দেখিলেন—তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ? অর্থাৎ আপনি কে ? এখানকার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কি—এই ভাবগুলি ছিল তাঁর ঐ, আপনি, কথাটির মধ্যে।

তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি উঠিলেন ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া হাত দুটি জোড় করিয়াই বলিলেন,—

আমায় কেউ বলে রামপ্রসাদ কেউ বলে রামকৃষ্ণ,—তা আমি এইখানেই আছি।

এখন যাহা বলিতেছিলাম,—আমরা ভগবৎ রূপ ধারণা করিতে পারি না। কারণ অধিকার বা বৃত্তিরই অভাব। যে ইন্দ্রিয় সহায়ে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি গ্রহণ করিব সে বৃত্তির অভাব। সে রূপ তোমার আমার মৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তো নহে। আমাদের এই ক্ষুদ্র পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নাই সে রূপ হৃদয়ে ধারণ করিবার—। বৈষ্ণব মহাজনের গানে চমৎকার আভাষে বলা আছে—

হের সখি নব জলধর কায়—

ধরাতে ধরে না রূপ—নয়নে কি ধরা যায়,—

সে রূপ ধরাতেই ধরে না—ইহা সত্য, নয়নে ধরিবার, রূপ নয়। এখন জ্ঞানীরা ব্রহ্ম জ্যোতি ধ্যান করেন, কি পান তা তাঁহারাই জানেন,—আর ভক্তগণ, শ্যাম কলেবর দ্বিভুজ মুরলীধর চিন্তা করেন। নর মূর্ত্তিই নর জীবের অধিকার—তাই সেই মূর্ত্তির আভায লইয়াই সাধনায় নামিলেন, তারপর যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই কল্পনার সীমা বাড়াইতে হয়।

আমার মধ্যে তাঁহাকে ধরা, আমি ভগবানের মূর্ত্তি দেখিব—এই ভাব লইয়াই জীব কোটি ভগবানের রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, যেমন রাধা কৃষ্ণের মূর্ত্তি বা ছবি দেখি সেই রূপ দেখা ? কিন্তু যোগী, সিদ্ধ মহাত্মা যাঁহারা এই ঈশ্বর-তত্ত্ব ভেদ করিয়াছেন তাঁহাদের দর্শন অন্য প্রকার। ভগবান পাওয়া অর্থে নিজ আত্মশক্তি বা প্রসার বাড়ানো, কোন একটি মূর্ত্তি দর্শন পাওয়া নয়। তাহা আমার শোনা কথা বলিয়া এখন সে কথা রাখিয়া আমার কিভাবে এখানে সাধনায় ইষ্টলাভ ঘটিয়াছিল সেই কথাটুকু বলিয়া কর্ম্ম শেষ করিব।

আসলে শেষ দিকে বৃন্দাবনের অধ্যাত্ম শক্তির প্রভাব আমার মধ্যে বিশেষ ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিল। একজন পাগল যেমন চুপ করিয়া এক জায়গায় ঝিম মারিয়া বসিয়া থাকে, স্থান নাই, অস্থান নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ নাই, বসিয়া থাকিতাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আজ তিন চার দিন হইতে চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছিল, কয়দিন যে স্নান করি নাই, স্নানের কথা মনেই নাই। এই ভাবেই যখন বাহ্য অবস্থা তখন অন্তরের কথা শতাংশের একাংশও বলা যাইবে না,—কিন্তু আমায় কিছু বলিতেই হইবে—কারণ প্রতিশ্রুতি। সেই জন্যই দর্শনের যা কিছু বাদ দিয়া তত্ত্বজ্ঞানের সংজ্ঞাটা বাদ দিয়া অনুভূত সত্য যতটুকু বলা যায় ততটুকু বলিব।

অন্ধকার বলিলেই ঠিক আবার ঘোরান্ধকারও নয়,—কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কাজ নাই,—শব্দও নাই। কোন শব্দ নাই সে নিঃশব্দতা কেমন? যিনি অনুভব করিয়াছেন তিনিই বুঝিবেন,—স্থধু আমি বোধটুকু,—অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব আছে এই মাত্র বোধ;—স্বপনের পূর্ব্বে তন্দ্রায় যেমন হয়,—কোন ইন্দ্রিয় জ্ঞানশূন্য ক্ষীণ সুখকর অনুভূতি,—আমি কোথায় তাহার কোন বোধ নাই, স্থান ও কাল জ্ঞান নাই,—কেমন অদ্ভুত একটি ভাব। আমি জ্ঞান আর দেহ মধ্যগত নয়—সে অপূর্ব্ব যেন মৃত্যুর পাদক্ষেপ—চমৎকার।

হাঁক দিয়া একজন (নিত্যানন্দ) ডাকিয়াছে, সাড়া পাই নাই,—অথচ আমি আসনে নয় নূতন মন্দিরের উপরের বারান্দায় বসিয়া আছি,—গায়ে ধাক্কা দিয়া ডাকিতেছে,—আমি চাহিয়া দেখিলাম, মুখখানি নিত্যানন্দের বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল সে, শুনতে পাচ্ছেন না?—

বলিলাম,—কি শুনব?

সে বলিল আপনাকে সাধু একজন ডাকিতেছেন। ঐ যে তিনি এসেচেন। দেখি জগদীশ বাবা,—উঠিয়া প্রণাম করিলাম;—তিনি যে আমাকে এমনভাবে প্রতিপ্রণাম করিবেন জানিতাম না। শেষে বলিলেন, এতদিন যাওনি কেন? নিত্যানন্দ এখন চলিয়া গেল; দেখিয়া তিনি বসিলেন, আমাকেও নিকটে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন;—এতদিন, বোধ হয় দশ পনেরো দিন হইবে, দেখিনি, ভাবলাম দেখে আসি তাই এলুম।

বাবাজী কখনও নিজ আসন ছাড়িয়া কখনও কাহারও আশ্রমে যাইতেন না, আমার প্রতি অশেষ কৃপা,—বলিলেন,—এখন একটু উঠবে? কোথা? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—চলোনা যমুনাতীরে যাই।

আজ কয়েকদিন হইতে দেখিতেছি কোন আচ্ছাদিত স্থানে বা ঘরের মধ্যে থাকিতে পারি নাই, মাথার উপর আকাশ চাই। এখানে যে বারান্দায় বসিয়াছিলাম উহা তিন দিকে সম্পূর্ণই মুক্ত; তা ছাড়া আপন আসন এখানে। এখন বাবাজী বোধ হয় রোগটা বুঝিয়া থাকিবেন বলিলেন, যমুনা পুলিনেই চলো। আমি চলিলাম।

পথে বাবাজী বলিলেন, তোমার তো শেষ হয়ে এলো,—শুনিয়া প্রথমটা লক্ষ্য করি নাই, কথাটা বোধগম্য হইতেই চমকিত হইলাম, বলিলাম, কি রকম?

তিনি বলিলেন, রকম আর কি, এবার মনটাতে বাগিয়ে সংসারের পানে চালাতে হবে। এই আর কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাতো আপনার মুখেই শুনলাম, আপনি কেমন করে জানলেন? তিনি বলিলেন, এতদিন জানতাম না, আজ এই মাত্র তোমায় দেখে জানলাম।

কি রকম একটু বুঝিয়ে দিন,—আমার এখন মাথার ঠিক নাই বোধ হয়।

খুব ঠিক আছে, চলো,—এইতো এসে পড়েছি—চলো কোথায় বসবে চলো।

আমার সেই সিদ্ধাসনের স্থানটি, তিনটি গাছের মধ্যে ত্রিকোণক্ষেত্র, আরও খানিক হাঁটিয়া সেখানে পৌছিয়া বসিলাম একটি পরিষ্কার স্থানে। বাবাজী বলিলেন, এই জায়গাটা তোমার খুব ভালো লাগে, নয়?

আমি আজ তাঁহাকে প্রায় সাত মাস আগে যেদিন বৃন্দাবনে আসি সেই অবস্থার সব কথাই বলিলাম,—ঐ আসনেই চির আকাঙ্ক্ষার ধন বনমালীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম ;—

তুমি পাশে রাধা দেখ নাই? বলিলাম, না,—সুধু প্রেমময় গোবিন্দমূর্ত্তিই দেখিয়াছিলাম।

এই দেখো, কেন সুধু শ্যামসুন্দর দেখলে জানো? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে রাজযোগ সাধনে আত্মসাক্ষাৎকারের ছক কেটে একেবারে নিজের সাধনোদ্দেশ্য বেঁধে নিয়ে ছিলে কি না, সেখানে নারীমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে প্রতিকূল শক্তি তাই পরমেশ্বর তোমায় অর্দ্ধাঙ্গই দেখিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ দেখাননি। তুমি যে চাও না বাবা। কথাটা মর্ম্মে লাগিল। বলিলাম না কিছুই ; মুখনীচু করিয়াই ছিলাম হয়তো চক্ষে জল দু'চার ফোঁটা পড়িয়াছিল—

হায় হায় আমি কি করিতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলাম?—

* * *

তা হলে এখনকার কথা বলো,—কি করবে? এখনও সমাধির পিছনেই থাকবে না প্রেমময়ের রাজ্যে আসবে?

কেন? সমাধির পিছনে থাকলে কি প্রেমময়ের রাজ্যে বঞ্চিত হতেই হবে এমন কথা আছে।

খানিকটা তাই যে,—আসলে একেবারে সর্ব্বার্থসিদ্ধি চাও কেন, না হয় জীবনটাকে কিছু দিন প্রেমাস্পদের কাজেই লাগালে। কিছুদিন, যতদিন তিনি রাখেন তাঁর নির্দ্দেশেই সমাজে খানিক আনন্দ ভোগ করলে।

সমাধির পর তার বাধা কোথায়?

যাচ্চতো জড় সমাধির দিকে?

চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম?

রকম আর কিছু নয়তো আত্মসাক্ষাৎকার সুধু আর কি?

আমি বলিলাম,—এমন ধোঁকা দিচ্ছেন কেন? খুলেই বলুন না। তখন খুলিয়া বলিলেন, তোমার আত্ম-সাক্ষাৎকারের অবস্থা কিছু বুঝেচো কি? সমাধির অর্থ কি তোমার সমগ্রজীব চেতনা নিয়ে সমাধিতে একেবারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মা,—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ? তার ফলটা কি একবার তলিয়ে দেখেচ কি ?

কেন আর ফেরা যাবে না ?

তা কি হয়,—তুমি ভেবেচ, রূপ ভেদ ঘুচিয়েচি, স্বরূপের পানে গিয়ে পড়বে, তারপর আবার ব্যুত্থান হবে,—তখন পরমহংস রামকৃষ্ণের মত সমাধি ভোগ করবে আর বেশ গুরু হয়ে দিব্যি শিষ্য সেবক নিয়ে আনন্দ ভোগ করে জীবন কাটিয়ে দেবে ?

আমি মর্ম্মাহত হইলাম একটা কথা ভাবিয়া,—অবধূতও হয়তো এমনি ভাবেই বলিতেন, এই সত্যকে এমন উলঙ্গ করে দেখাতে পারে কে ? আপন, অতি আপন, যেজন আমায় আত্মস্থ করে দিতে পারবেন তিনি ছাড়া আর কেউ কি এমন করিয়াই বলিতে পারেন ? এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইল এবং অতি দীন ভাবেই সেটা করিতে হইল। বলিলাম,—কেন সমাধি আমার পক্ষে এমনটা হবে ? কেন আমি নামতে পারবো না ?

তুমি সামান্য জীব বোলে,—আচ্ছা অবধূতের মুখে শোনোনি নরেন্দ্রর তো ঠিক অবস্থা হয়েছিল কেন তাঁর সমাধি হোলো না। তিনিতো চেয়েছিলেন আর উপযুক্তও হয়েছিলেন ;—তাঁকে কেন বললেন, সমাধির পারে যা, সমাধি তুচ্ছ—এর চেয়েও বড় অবস্থা আছে—কেন তাঁর প্রবৃত্তির মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ? তাকে যে কাজ করতে হবে ; যে কাজ করতে হবে তার জন্য সমাধির কি দরকার ? আসলে কথাটা কি ? সাধারণ জীবের সমাধি ব্যবস্থা মানেই একেবারে নুনের পুতুলের সমুদ্রে গলে যাওয়া, পিছনে চাইবার উপায় নেই।

ঠাকুরের হোতো কি করে ?

তিনি কি সাধারণ তোমার আমার মত একজন ? কেঁদে ককিয়ে সমাধিটুকু নিয়েই সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ। তিনি যে পুনঃ পুনঃ বলেও গিয়েচেন সমাধি থেকে ফেরা সাধারণ জীবের কর্ম্ম নয় ; প্রকৃতির নিয়ম তো উল্টে যাবে না,—তাঁর সৃষ্টির নিয়ম নেই ?—মানুষ কতটুকু বুঝে ? যত বুঝে ততটুকুই আবার অবুঝ হয়। তার চেয়ে আর বুঝে কাজ নেই বাবা,—প্রেমের রাজ্যে এসো।

তাহলে ? আমার কর্ত্তব্য কি এখন আমার ?

তুমিতো পেয়ে গিয়েচ,—আর ঝাঁপটা নাই বা দিলে, প্রেমসে লেগে যাও,—প্রারব্ধক্ষয় হোক। কিছু করাবেন তোমায় দিয়ে, পরমাত্মার সেই উদ্দেশ্য সফল করো ;—বুঝতেই তো পারচো, এখানকার ধর্ম্ম—আসলে সমাধিস্থ হওয়া নয়,—তোমার ইষ্টের সঙ্গে তোমার যোগটা যে নিত্য পদার্থ,—তাকে নিয়ে লেগে যাওনা, বাপ ! মুক্ত পুরুষের মত নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর অভিপ্রেত কর্ম্মে লেগে যাও—

তা হলে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পর্য্যন্তই—

জগদীশ বাবা আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিলেন,—

মনের সকল অবসাদ দূর হইয়া—মুক্তির আনন্দ হৃদয়ে, তাঁহাকেই যেন সিদ্ধিদাতা বলিয়া মনে প্রাণে বরণ করিলাম।

সংযম

সেদিন সেখানে প্রায় একশত লোক, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ভদ্র নর-নারীর সমাবেশ। ছাদের উপর প্রকাণ্ড পাল টাঙ্গাইয়া বসিবার ব্যবস্থা, সম্পন্ন এই গৃহস্থের গুরু স্বামী যোগানন্দ আসিবেন। গৃহস্বামীর নাম কেশব রায়, একজন বড় উকিল। গুরুভক্তি তাঁর গভীর। কোন সূত্রে সাধারণ প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব, তাঁহার গুরুর উপদেশ শুনিবার সুযোগ পায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাই আজ, তাঁর যত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সবান্ধবে দর্শনের নিমন্ত্রণ ছিল। স্বামীজী শ্যামবাজার হইতে আসিবেন, আনিতে লোক গিয়াছে, অনেকক্ষণ হইল, এইবারে আসিয়া পড়িবেন, গৃহকর্ত্তা এই বলিয়া সবাইকে স্থির হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। এখন সত্যই তিনি আসিয়া পড়িলেন। সকলেই উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আসিয়া নিজস্থানে দাঁড়াইলেন। নিকটস্থ, ভক্তিমান দীক্ষিত যাঁরা, তাঁদের মধ্যে তখন পাদবন্দনার ধূম পড়িয়া গেল। তাঁহাদের হুড়াহুড়িও কম ছিলনা; কতক্ষণ পর তিনি বসিতে পাইলেন।

স্বামী যোগানন্দ কাশীর দণ্ডী স্বামী, উচ্চস্তরের দার্শনিক পণ্ডিত, সবাই জানেন কাশী-ধামেই তাঁহার আশ্রম। কদাচ কখনও তাঁহার গৃহী শিষ্যবর্গের আহ্বানে কলিকাতায় আসেন। এবারে আসিয়াছেন বিশেষ এক যজ্ঞের ব্যাপারে তাঁহার একজন কৃতী শিষ্য পীড়িত, তাহারই কল্যাণের জন্যই তিনি হোমাদি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এক বিশেষ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। এখন স্বস্থানে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আজ এখানে দর্শনদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাই আসিয়াছেন।

সৌম্য, প্রিয়দর্শন এই সন্ন্যাসী মূর্ত্তিটি। তাঁর মূর্ত্তি দেখিলে প্রথমেই একজনের মনে একটা ভরসা এবং প্রীতির ভাব আনিয়া দেয়। দীর্ঘ শরীর, শুভ্র পাকাচুল, খুব কম নয়, ঐ চুলের মধ্যেই প্রশস্ত ললাট, ভ্রু খুব কম, অল্প গোঁফ ও শ্রীঅরবিন্দের মতই ছোট দাড়ি, সবই পাকা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। শুনিয়াছিলাম বয়স প্রায় পঁচাত্তর কিন্তু দেখিলে যাট বাষট্টির বেশী মনে হয় না। চলন, উপবেশনে শরীর দৃঢ় এবং সোজা, যেন যোগির মূর্ত্তি।

তিনি বসিবার পর, গৃহস্বামী সবাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আজ আমাদের মহাভাগ্য, অনেকেই এসেছেন; তারপর স্বামীর দিকে ফিরিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন,—আপনাকে দেখতে, আর আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে এসেছেন অনেক আশা করে।

স্বামী কিছুই বলিলেন না স্থির হইয়াই রহিলেন। তখন গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাশীতে ফেরবার দিন কি স্থির হয়েছে? স্বামী উত্তরে বলিলেন,—কাল, রাত্রের গাড়ীতেই যাবার কথা।

দুইটি বালিকা, ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহস্বামীর কানের কাছে কি বলিল, তাহাতে তিনি বলিলেন, এখন নয়। তাহারা চলিয়া গেল। এবার স্বামী মৃদু কোমলকণ্ঠে বলিলেন,—

তুমি এ করেছো কি কেশব! এতলোক জড়ো করেছো, তুমিতো জান আমি কখনও এমন করে সভার মাঝে বক্তৃতা করতে পারি নি, কখনও করি নি। এইটুকু বলিয়া তিনি যেন একটু সঙ্কোচবশতঃ চুপ করিলেন। তখন একজন প্রবীণ ভদ্র ব্যক্তি, নিকটেই ছিলেন, বলিলেন,—আমাদের জীবনে কিসে কল্যাণ হয়, আমাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের কথা আপনাদের কাছে শুনবো না! তো কার কাছে শুনবো? আপনাদের কথায় তো আমরা জাগ্রত হব!

এবার সঙ্কোচ কাটাইয়া স্বামী কতকটা প্রফুল্লভাবেই বলিলেন—

আচ্ছা,—তাই হোক, এখনকার দিনে আমি যেটুকু লক্ষ্য করেছি,—আজ এই সমাজে অনেক কিছু মহৎ গুণ থাকাতেও সাধারণের জীবনে যেটির অভাব, আমায় পীড়া দিয়েছে সেই কথা বলি,—শুনিয়া সেই ভদ্র ব্যক্তি তখনই বলিলেন, তাইতো শুনবো আমরা আপনার মুখ থেকে; আশীর্ব্বাদ পাবো যাতে আমরা দোষমুক্ত হয়ে যথার্থই শান্তির অধিকারী, আত্ম শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। এই কথার পর সভা নিস্তব্ধ হইল। এখন প্রসন্ন মনে স্বামী বলিতে লাগিলেন :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা,—এই কথাটা যখনই বলি, তখন এটা বুঝি যে, কোন বিশেষ কাজে অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই এক হয়েচি, এখন সেইটি লক্ষ্য করেই,—আমরা বলচি। কিন্তু সবাই জানি যে আমরা, ঠিক এক নয়। একই মনোভাব নিয়ে চলিনা। জন্ম থেকেই দেখা যাবে মানুষ এক একটি পৃথক ভাবাপন্ন জীব। তিনটি সন্তান একই পিতামাতার, কিন্তু মনোভাব, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এমন কি শক্তিতে তিনটিই পৃথক। আকারে, প্রকারে চলন বলনে সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্ব ব্যবহারে পৃথক। সেই সূত্রে এই সত্যই আমাদের ধারণায় দৃঢ় হয়ে আছে যে আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের জীব। অথচ আমরা একই সমাজে বাস করি, তাই কতক অংশে, আমাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমরা তাকেই সমাজের নিয়ম বলি। চমৎকার কথা এই যে, এতটা ভেদ নিয়েও আমরা একটি সমাজের মধ্যেই থাকতে ভালবাসি সেই জন্যই মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব বোলে থাকে।

এইবার ভিতরের কথাটুকু বুঝতে হবে। এই শরীর অর্থাৎ চেহারায় সবাই যেমন পৃথক, একটি করে নামও আছে ঐ চেহারাকে বিশেষ করতে—আর তারই সঙ্গে যে পরিচয় সেটি ভেদেরই পরিচয়। কিন্তু ঐ নাম আর রূপের গণ্ডি ছাড়ালে ভিতরে দেখা যাবে প্রাণ নিয়ে অন্তরের যে সত্তা,—যাকে আত্মা বলি সেই সত্তা সবারই একই, একই গুণবিশিষ্ট প্রত্যেক সত্তা, আর সেটি সৎ চিৎ-আনন্দঘন ভাবরূপী, আমাদের প্রত্যেকেরই সত্তা। সুধু তাই নয় আমাদের এই অন্তরস্থ সত্তা, গুণ-সাম্যের জন্য মিলনধর্ম্মী অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় তিনি মিলনোন্মুখ—মিলনেই তাঁর আনন্দময় অস্তিত্ব স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা উদ্বেল হয়ে ওঠে। এখন আত্মসত্তায় আমরা এক বোলেই মানুষে মানুষে এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এর মধ্যে মিলন ও বিরোধ সবকিছুই বর্ত্তমান। এইটি মনে রেখেই আমাদের চলতে হবে।

এখন সমাজটি কি? আত্ম সম্বন্ধে যুক্ত মানব কতকগুলি, একত্র থাকলে এক পরিবার, এক বংশীয় বা দলভুক্ত তাই গোষ্ঠী, বৃহৎ হলে সমষ্টি, তাকেই সমাজ বলি।

এখন প্রত্যেক পরিবারেই সাধারণতঃ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে এবং ব্যবহারে কয়েকটি ঐক্যও আছে যদিও প্রত্যেক পরিবারের সঙ্গে প্রত্যেক পরিবারের আচার ও ব্যবহারগত অনেক ভেদ। এখন এতটা ভেদ সত্বেও আমরা সমাজকে এমনভাবে বেঁধে নিয়েচি যাতে আমাদের দৈনন্দিন অথবা নিয়মিত ব্যবহারে কোন পরিবারের সঙ্গে কোন পরিবারের সংঘর্ষ বা বিরোধ না হয়। যখন কোন বাইরের আপদ বা বিপদ আসে যাতে সকল পরিবারের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তখন আমাদের ঐ এক উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম করতে হয়। তখনই আমরা সেই কর্ম্ম উপলক্ষে এক হয়ে যাই।

সেই বিশেষ উপলক্ষে বা কর্ম্মগতিকে এক হওয়াটা আমাদের মধ্যে এমনই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর একতা নিয়ে আসে যার ফলে আমাদের সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। মনে করতে হবে,—এখানে, আত্মার সেই আনন্দময় সত্তা,—আর মিলনের সঙ্গে সেই আনন্দের সম্বন্ধ। একজনের সঙ্গে একমত হলেই আমরা আনন্দ পাই, তার সূত্রও ঐ মিলনেই। আমাদের ব্যক্তিগত শক্তি কতটুকু ?—কিন্তু সমষ্টিগত হলে মহান,—আর মিলনই হোলো তার সূত্র। শাস্ত্র বলেন,—ঐ আনন্দ উপলক্ষ করেই যা কিছু, আমাদের কর্ম্ম, মিলন সব কিছুই। এই ছোট্ট সভাতে যাঁরা এসেচেন সবাই সবাইকে চেনেন না কিন্তু অপরিচিত হলেও উদ্দেশ্যের একতা—সেই সূত্রে মিলনের আনন্দ থেকে কেউ বঞ্চিত হবেন না। কাজেই এই মিলন আর আনন্দ—একে আমরা চাই, এ না হলে আমাদের বাঁচা চলে না। এখন এই মিলন ও আনন্দের হন্তা, যেটা ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে আনন্দে বঞ্চিত করে—সেটা ধরতে পারলে, আর কেমন করে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেইটে জানলেই আমরা নিজেরাই তার প্রতিবিধান করতে পারবো। তাতে আমরা মিলন ও প্রীতির স্থায়ী অধিকারী হতে পারবো।

এইভাবেই ছোট বড় বহু মানব সমাজ দেশভূমি জুড়ে তাদের নিজ নিজ ভাব এবং বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমরা পৃথিবীর ভূভাগে বসবাস করচি। সমাজ-বদ্ধ মানবের বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম নিয়ে আবার একটি নাম আছে—তাকে জাতি বলে। এক জাতি বললে একই সমাজের মানুষ বুঝতে হবে।

এখন যা বলছিলাম,—এই সামাজিক একতা থেকেই জাতির মধ্যে এমনই সঙ্ঘ-শক্তির অভ্যুদয় হয় যে একতার বলে আমরা জগৎ সমাজে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। জাতিগত এই প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথাই হোলো সঙ্ঘবদ্ধ একটি মানুষ সমাজ। এটা গেল এক ভাষাভাষী, এক দেশবাসীর পক্ষে শক্তিশালী হবার কথা। আজ এই কথাটাই আমাদের মুখ্য নয়। আর ঐ সঙ্ঘশক্তি হোল এমনই এক মহাশক্তির উৎস যার উপরে আমাদের জাতিগত প্রতিষ্ঠা সুধু নয় সামাজিক মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ নির্ভর করচে। তা হলে, আমরা এইটুকু দেখতে পেলাম যে আমাদের ব্যক্তিত্ব পৃথক পৃথক হলেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিলনের মধ্যে আনন্দ আছে আর সেই মিলন যখন প্রসারিত হয় গোষ্ঠী থেকে সমষ্টিগত হয় তখনই সঙ্ঘশক্তির উৎপত্তি, আর সেই সঙ্ঘশক্তিই সৎভাবে মিলিত মানবসমাজে সর্ব্ববিধ কল্যাণের কারণ হয়। এর একটা অপর দিকও আছে সেটি এখানে বলে রাখা ভালো। শক্তি নিয়েই খেলা,—এই শক্তি ব্যক্তিগত ভাবেও যেমন একটা মত্ততা আনে, মানুষকে চঞ্চল, বিপথগামী করতে পারে তেমনি সঙ্ঘ বা সমষ্টিগত জনশক্তি তারও একটা মত্ততা আছে,—সেটা প্রবল দেশব্যাপী মত্ততা। সৎভাব-ভ্রষ্ট,—মিলন ও প্রীতি বিমুখ, শক্তির দম্ভে পথভ্রষ্ট সেই সঙ্ঘশক্তিই তখন জাতির মহা অকল্যাণেরও কারণ হয়ে থাকে। এখন আমরা দেখবো এই মানুষসমাজে অকল্যাণ আসে কোথা দিয়ে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার ফলে সমাজজীবনে আমাদের অশান্তি বা পারিবারিক জীবনকেও বিপন্ন করে তুলচে তার গোড়া কোথায়। তার গোড়ায় প্রথমেই ব্যক্তিগত জীবনের কথাই আসবে।

বাল্যজীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্জ্জনের কালটুকু উত্তীর্ণ হলে আমাদের যৌবনে ব্যক্তিগত জীবনের উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং কাল ধর্ম্মে তার প্রধান লক্ষ্য হয় অর্থ উপার্জ্জন এবং এই সমাজে আরও পাঁচজনের মত বিবাহিত হয়ে সংসার প্রবেশ। ঐ অর্থোপার্জ্জন একটা বৃত্তি আশ্রয় করেই সম্ভব হয়। বৃত্তির সহজকথা হোল উপজীবিকা। এখনও এখানে আমাদের ছাত্র-জীবনে কর্ম্মশক্তি প্রসারের পথে বিদ্বেষের বালাই নেই। যেমন উপযুক্ত বিদ্যা-অধিকার লাভের পর একজনের ডাক্তার বা উকিল, চিত্রকর, ভাস্কর, সাহিত্যিক যে কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধা নেই, যার যাতে অধিকার সে তাই অবলম্বন করে ধন উপার্জ্জন এবং মানব জীবন সফল করতে পারে। সেইভাবে আমাদের সমাজে কেউ চিকিৎসক, কেউ আইনজীবী, কেউ সম্পাদক, কেউ লেখক, কেউবা অধ্যাপক, কেউ শিল্পী, কেউবা ব্যবসায়ী,—এইভাবে নানা বৃত্তি অবলম্বন করে নিজ নিজ বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তি অনুসারে নানা উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে চলেচি আমরা।

এতে সাধারণতঃ সমাজের গৌরব বাড়চে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হয়ে উঠচে আমাদের সমাজ। এর ফলে জগতের অন্যান্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে তুলনায় আমাদের অবস্থা মিলিয়ে পর-সমাজের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে তুলনা করতে পারি তাতে আমাদের শ্রেয় পথ নির্ব্বাচনেও সহায়তা করবে। এ পর্য্যন্ত কোন সংঘর্ষের কথা ওঠেনি।

সভ্য জগতে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় তীব্র স্বার্থবোধ এবং প্রতিযোগিতা থেকে। এই খানেই দু' জনের জীবনের উদ্দেশ্য এক হলেও যেন প্রীতিমূলক ব্যবহার তথা মিলনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। নিজ স্বার্থকে বড়ো করে দেখাই এই ভেদের মূলে থাকে। কিছুটা ত্যাগের দ্বারা মনের শান্তি বজায় রাখবার প্রবৃত্তিরও অভাব যার,—ফলে সংঘর্ষই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তার পক্ষে। পূর্ব্বে এদেশে যখন সরল সহজ জীবন যাপনের রীতি প্রবল ছিল তখন সংঘর্ষ—এ ভাবের দ্বন্দ্বময় শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের বিষম ফল ভোগ করতে হয়নি এসমাজকে; এক পররাষ্ট্রের প্রভাবেই আজ এই ভাবের কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেই আমরা এসে পড়েছি। এই অধোগতির মূল সূত্র হোলো অবিশ্বাস। অবিশ্বাস থেকেই এর আরম্ভ,—বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার প্রধান নীতিই এই অবিশ্বাসের উপর দৃঢ় ভিত্তি করে। এই শিক্ষাতেই আমরা গোড়া থেকেই পরস্পরকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই দেখতে অভ্যস্ত। ভারতের জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা তার বিপরীত। বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এই জাতি বা সমাজ গঠিত। কাজেই ঐ অবিশ্বাসের বীজ এই মাটিতে আজ বিষবৃক্ষই উৎপন্ন করেচে; সেই ফল আমরা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করচি সংঘর্ষের মধ্যে অশান্তির আতিশয্যে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল নৈতিক চরিত্রই এক্ষেত্রে ঐ সংঘর্ষ থেকে বাঁচাতে পারে। দুই পক্ষেরই যদি সেই বল, নৈতিক বুদ্ধিবল না থাকে এক পক্ষের থাকলেও যথেষ্ট। তাতে দুই পক্ষেরই কল্যাণ। সংঘর্ষের ফলে যে শক্তিহানি হয় তা থেকে বাঁচবার অপর কোন সহজ উপায় নাই। নৈতিক চরিত্রবল এক মহাশক্তির উৎস। এক সমাজে যার মধ্যে ঐ শক্তি থাকে তার জয় অবশ্যম্ভাবী; অনেক লোক তার অনুগত হতে বাধ্য, এর দৃষ্টান্ত ভারতের সকল ক্ষেত্রেই স্পষ্ট।

এখন এই সংঘর্ষের মধ্যে, ব্যক্তিগত বা দলগত ব্যবহারের তারতম্য থেকেই বেশী ভাগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঈর্ষা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি। শক্তির প্রতিযোগিতার এটা যেন অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া-ফল।

এখন এইখানেই আমরা ঠিক সেই জায়গায় এসে পড়েছি যেখান থেকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন, সমাজের সঙ্গে সমাজের সংঘর্ষ তথা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি। একথাটি এখানে সবার যেন নিশ্চিতভাবেই জানা থাকে যে, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের তুল্য মানবের মনঃক্ষেত্রে এতবড় অনিষ্টকারী শত্রু আর নেই। কথাটা আপনারা সেই প্রথম ভাগের, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, চুরি করা বড় দোষ ইত্যাদি, অথবা সদা সত্য কথা কহিবে,—ইত্যাদি বাল্যকালের উপেক্ষিত নীতিবাক্যের মতই তুচ্ছভাবে গ্রহণ করবেন না। মানুষের ভিতরটা যদি খুলে দেখাবার উপায় থাকতো তাহলে দেখানো যেতো যে ঐ ঈর্ষাদ্বেষ কিভাবে একটি মানুষের শান্তি ও আনন্দপূর্ণ উর্দ্ধ-গতিমুখী জীবনকে বিপথগামী করে তোলে। ঈর্ষা-দ্বেষ একপ্রকার বিষাক্ত কীটের মতই একজনের অন্তর-ক্ষেত্রে জন্মে তার কোমল, অমৃতময়, সার স্বত্ব সব কুরে কুরেই খায়। ভাবতেই আশ্চর্য্য লাগে, প্রশ্রয় পেলেই একটি মানুষের নির্ম্মল প্রশস্ত ও উর্ব্বর অন্তরক্ষেত্রকে ঐ বিষ কিভাবে দীর্ঘকাল পীড়িত করে। সেই পীড়নেই উর্ব্বর চিত্তক্ষেত্রে কর্ষণের কাজ হয়ে যায় ফলে ক্রমে ক্রমে হৃদয়ের সারবস্তু যা কিছু তাকে হিংসার ফসলের উপযুক্ত করে তোলে। এই হিংসাই তার বিনাশের কারণ হয়। প্রাকৃত নিয়মেই এই সব ঘটে যায়। এটা ব্যক্তিগত ভাবেও যেমন সত্য, সামাজিক বা ঐক্যবদ্ধ জাতির মনোগতভাব—একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত বোলেই সমষ্টিগত ভাবেও সত্য; আর তাই সর্ব্বত্র হয়ে চলেছে—আমরা প্রত্যহই তা দেখছি, শুনছি, আর বুঝতে পারছি।

দৃষ্টি আরও একটু প্রসারিত করতে হবে। বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রের ভাগ্য-বিধাতারূপে যাদের দেখতে পাই, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রশংসাও তাদের যতই প্রাপ্য হোক, আজ দেশের সঙ্গে দেশের দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বড়ো শক্তিশালী রাষ্ট্রের অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হচ্চে, সেই হিংসা ও জনশক্তির যথেচ্ছাচারেই সকল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি দেখি,—ফলে মানুষ সমাজের উৎপীড়ন যা এক সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চূর্ণ করছে,—আর সেই রাষ্ট্রপতিগণের সংযম-হীনতার ফলেই এটা ঘটছে, একথা আজ বোধ হয় বুদ্ধিমান সবাই বুঝছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-রীতির বৈষম্য। মানুষ জীবনের এটা কখনই উদ্দেশ্য হতে পারে না, এটা নিরপেক্ষ দর্শক সমাজও যেমন বুঝছে,—যুদ্ধরত বলবানেরাও তেমনি বুঝছে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ এমনই পদার্থ তার জন্যে যেন সব পাতকই করা যায়।

আমরা আসল কথা থেকে একটু বাইরে এসে পড়েছি। এটা যেন এখনকার সবারই জানা কথা বলে; প্রসঙ্গক্রমে আমায় মানুষের সাধারণ জীবনগতির তারতম্যও কিছু বলতে হবে। ভেদ মানুষে মানুষে থাকবেই,—যখন জগৎ সংসারে এই ভেদ-বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক,—কিন্তু তার মধ্যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এমন ভাবে স্থির করে নিতে হবে যাতে সমাজে কোন বিশৃঙ্খলার ভাগী আমায় না হতে হয়। এখন ভেদের কথা আর বেশী বলতে হবে না কারণ আগাগোড়া ভেদ-বৈচিত্র্যই এ জগৎ সৃষ্টির মাহাত্ম্য বা সার্থকতা, এ কথা গোড়াতেই হয়ে গিয়েচে। কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে হবে। অপরের সাফল্যে বাধা না দিয়ে বা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার বা প্রত্যবায়ের সৃষ্টি না করেই এটা করতে হবে।

এখানে কোন কূট তর্কের অবকাশ নেই। প্রত্যবায়ভাগী হওয়া মানেই নিজ জীবনের সহজ গতিচ্ছন্দে বাধাসৃষ্টি,—এ কথা কেউ যেন কোন অবস্থায় না ভোলেন। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এমনই হওয়া উচিত যাতে আমার কোন কর্ম্ম এমন প্রতিক্রিয়া প্রসব না করে যার ফলে আমার নিজ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যময় গতি ব্যাহত হয়। আমার কর্ম্মশক্তি, জ্ঞান ও আনন্দ লাভের সহজ পথে কোন বিঘ্ন না করে। সকল কাজেই জীবন গতি সংযত, সকল কর্ম্মেই অব্যাহত রাখাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এখন এই সংসারে সাধারণ নিয়মেই দেখা যায়,—একজনের ইচ্ছা থাক বা না-থাক, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কোন না কোন অবস্থায়, হয় প্রতিযোগিতা, না-হয় আত্মশক্তি প্রসারের গতি-বেগে সঙ্ঘর্ষের মধ্যে পড়তে হয়। এটা বিশেষভাবে যৌবনেই ঘটে। এ সকল সঙ্ঘর্ষ একজনের মধ্যে আত্মশক্তি প্রসারের উপলক্ষেই হয়ে থাকে, সবাই জানেন। এই সময়েই আঘাতের ফলে প্রতিঘাত সহ্য করবার শক্তি পূর্ণভাবেই থাকে সেজন্য সে প্রস্তুত হয়েই দ্বন্দ্বে নামে। তারপর আরও বয়োবৃদ্ধির ফলে একটু এগিয়ে গেলে, আমাদের প্রৌঢ় অবস্থায়, যখন কাকেও আঘাত করবার মনোবৃত্তি থাকলেও প্রতিঘাত সহ্য করবার শক্তি ও প্রবৃত্তির অভাব বোধ হয়, তার পর ক্রমে এই থেকেই বৃদ্ধ বয়সেই প্রায় নির্ব্বিরোধ ভাবটা এসে যায় একজনের জীবনে। কিন্তু ঐ সকল প্রবৃত্তি যদি সংযমের দ্বারা গোড়া থেকেই শাসিত না হয় তাহলে এমনও দেখা যায় একজন বুড়ো বয়সেও সেই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মেই আমরণ ঐ সঙ্ঘর্ষের অশান্তি ভোগ করে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, আমাদের জীবন যদি গোড়া থেকেই সংযম দ্বারা শাসিত না হয় তা হলে আমরণ শান্তি-হীন জীবনই ভোগ করতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা হলে দেখা গেল আমাদের জীবনে সংযমের শক্তি সবার বড়ো, যার প্রভাবে আমাদের জীবন সার্থক, আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মই সার্থক। প্রত্যেকটি ভোগ যা জীবনের প্রধান সুখ, এবং জ্ঞানানুভূতি যেটি সর্ব্ব উচ্চস্তরের বৃত্তি আমাদের জীবনে সবটুকুই সার্থক হতে পারবে। এই সংযমের চির সহচর সদসৎ বিবেক—এক কথায় বুদ্ধি। আমাদের সংযমের সঙ্গে বুদ্ধি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত, বুদ্ধি প্রভাবিত না হলে সংযম শক্তিতে পরিণত হয় না সর্ব্বাবস্থায়।

এই সংযমই মানুষকে বড় করে, পশুভাব থেকে মানুষ, আর সেই মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ করে দেবত্বে পৌঁছে দেয়, এই সংযমই। ঐ মহৎ গুণের আর দ্বিতীয় পরিচয় নেই, ভাষায় আর দ্বিতীয় শব্দ নেই যদিও তার ব্যাখ্যা অনেক কথায় হ'তে পারে। ঐ সম্বন্ধে অনেক কিছু এখানে বলা সম্ভব নয়, তবে যেটুকু বললে ঐ সংযমের তত্ত্বটি সবার বুদ্ধিতে সহজভাবে ধরা দেয় সেইটুকুই বলছি। সংযম বলতে যেন আপনারা সুধু ইন্দ্রিয় নিরোধ মাত্র ধারণা করবেন না। আত্মশক্তি সবারই আছে, ঐ আত্মশক্তির যথামাত্রায় ব্যবহার ক্ষমতাই সংযম।

একটু পরিষ্কার করে বলচি,—এই দেশ বা সমাজের মহৎ ব্যক্তি যাঁরা ছিলেন বা আছেন, তাঁদের কর্ম্মজীবন আলোচনা করুন সংযমের স্পষ্ট পরিচয় পাবেন। আগে, বড় থেকেই দেখুন, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম প্রভৃতি তখনকার, আবার বর্ত্তমানে, সম্প্রতি যাঁরা আমাদের সামনেই ছিলেন জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। সেই সংযমের পরাকাষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেই আমরা দেখতে পাই। সংযমের ক্ষেত্রে এত বড় দৃষ্টান্ত আর নাই। তাঁরা নিজ নিজ জীবনে যে কাজ নিয়েই থাকুন না কেন, নিজ কর্ম্ম ও বুদ্ধিশক্তির সংযত প্রয়োগের ফলেই তাঁদের জীবনব্যাপী কর্ম্ম মহৎ এবং সার্থক, এমন কি তাঁদেরই দানে এই সমাজ পুষ্ট এবং শক্তিশালী হয়েচে বলা যায়। নিজ গুণগত অধিকারেই তাঁরা আমাদের সমাজের হৃদয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েচেন। আরও সহজ সংযমের পরিচয়— এবারে আপনারা একবার নিজ নিজ জীবনের দিকে লক্ষ্য করুন। এ জীবনে এতদিন যে সকল কর্ম্ম করে এসেচেন, তা সৃষ্টি প্রতিভা নিয়েই হোক অথবা গতানুগতিক সংসার জীবনের অবলম্বন বোলে বাধ্য হয়েই হোক তার মধ্যে এমন কতকগুলি কাজ অবশ্যই আছে যার ফলে আপনি নিজের মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ রূপ নির্ম্মল আনন্দের আস্বাদ পেয়েচেন, আপনার মনে তার ছাপ রেখে গিয়েচে। সে কর্ম্ম ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার সংস্পর্শহীন, তাতে কারো না কারো কল্যাণই হয়েচে, নিশ্চয় এমন কর্ম্ম কিছু না কিছু, কম বেশী, প্রত্যেকের জীবনেই ঘটে; জেনে রাখুন সে সকল কর্ম্ম যে শক্তিতে সম্ভব হয়েছে তা ঐ সংযমেরই শক্তি।

অনেকের সৎবুদ্ধি আছে কিন্তু সংযম নাই তাঁরা দুর্ব্বল বোলেই কোন মহৎ কর্ম্মের ফলভাগী হতে পারেন না। ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, এটা স্থূল বিষয়ে হলেও এতে সংযমের মূলেই লক্ষ্য পড়বে। ধরুন পথে আপনি যাচ্ছেন একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে একজন আপনার গায়ে এসে পড়লো যাতে আপনি পড়তে পড়তেই র'য়ে গেলেন। ফলে আপনি করলেন কি, তাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়ে ডবল জোরে আপনি তার গালে এক চড় বা তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। এখন সংযমের অধিকারী ব্যক্তি এমনটা কখনই করতো না। সে আগে কারণটাই দেখবে, কেন ও আমায় ধাক্কা দিলে। দেখা গেল পথের ধারের এক বাড়ির উপর থেকে একজন বালতি করে একটা কিছু ফেলেচে, তা একজনের গায়ে লাগতেই সে চম্‌কে উঠে চট্‌করে সরে আসতে যার গায়ে প্রথম ধাক্কা লাগে আপনি তার পাশেই ছিলেন কাজেই সে ধাক্কা পর্য্যায়ক্রমে আপনার গায়ে এসে পড়েচে। এই যে সংযমের অধিকারী, তার কোন দিকেই অন্যায় নেই, হঠকারী সে হতেই পারে না, কারণ ঘাত-প্রতিঘাতে শক্তিক্ষয়ের দিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক সে যায় না। নিজ শক্তি, শারীরিক, মানসিক এবং বাক্যে, শক্তির সে যথাযথ প্রয়োগ কৌশল জানে। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঐ সংযম আছে; ব্যবহার গুণে তার ফলভোগী হয়ে যে যার নিজ নিজ পথে চলেচেন। এ সংযম, কায় মন এবং বাক্যের সংযম। বুড়াদের শুধু নয়, যুবাদের মধ্যেও এটি মহৎ ফল প্রসব করে। আমাদের এ জাতির যাঁরা পিতৃ-পিতামহ, যাঁদের নাম করেছি তাঁদের মধ্যে ঐ সংযম-বুদ্ধি গোড়া থেকে দেখা দিয়েছিল। বাপ মা আত্মীয়, গুরুজন যদি যত্ন করেন তাহলে তাঁদের সন্তানদের মধ্যে ঐ সংযমের সহায়তা গোড়াথেকেই করতে পারেন। বক্তৃতা দিয়ে নয়,— নিজ নিজ জীবনে, ব্যবহারে, নিজেদের আচরণের মধ্যে দিয়ে; সেই শিক্ষাই হবে হৃদ্গত, তাহাতেই তাহার জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং সংযত হবে, তার ব্যবহার হবে সমাজের অশেষ কল্যাণের কারণ। বাপ মায়ের কাছে না পেলে ছেলে আর কোথা থেকে পাবে? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংযমের সূত্র খুঁজতে গেলে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রে পৌছাতে হয়। পিতাই, সূক্ষ্মভাবেই গদাধরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। প্রকৃতির সহজ নিয়মে এই সব ঘটে। এই সংযমের অভাবই আমি সমাজের সর্ব্বত্র দেখতে পাচ্চি। আজ এই সুযোগে, তাই সেই কথাই বলতে হোলো।

এই সংযমের শিক্ষা,—সংযম বলতে কায় মন ও বাক্যের সংযমই এদেশের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা, যা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আচরণের দ্বারাই প্রমাণিত করে গিয়েছেন তাঁদের শক্তিমত্তার ভিতর দিয়ে। অনেকেই ভাবেন হয়তো, সংযম কথাটা যোগশাস্ত্রের; আর যোগশাস্ত্রেই এর পূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু আমাদের মানব জীবনে শরীর থেকে আরম্ভ করে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার এই জগৎ সম্পর্কে সকল কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার যা এ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধি-গোচর হয়েছে তা-সব কিছুই যোগশাস্ত্রের আবিষ্কার। কাজেই গৃহিব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবনে যোগী হতে বাধা কোথায়! বরং এ সকল তত্ত্ব জেনে শুনে কাজ করলে একজনের জীবন উন্নতই হবে। আসলে আমাদের দেশে সংসারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার নিয়ে এমনই মশগুল যে নিজ জীবনের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির স্থূল, অভ্যস্ত কাজগুলি ছাড়া তাঁদের সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির কথা জানেন না। না জানুন, কিন্তু সে বৃত্তিতো আছে আবার তাদের সবাইকেই তা নিয়ে প্রতিটি দিন অষ্টপ্রহর এমন কি প্রতিটি ক্ষণই কাজ করতে হচ্ছে। পূর্ব্বে উপনয়ন সংস্কারের সময় থেকে এই সকল অন্তরস্থ বৃত্তিগুলির সঙ্গে পরিচয়ের ব্যবস্থা ছিল। যম নিয়মাদি রাজ-যোগের নিয়মাদি ব্রতী ব্রহ্মচারী প্রাথমিক ব্যবহারগুলি আয়ত্ত করে, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে জীবনের ধাপে ধাপে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসেই মানব জীবনের পূর্ণতা এবং পরিসমাপ্তির বিধি ছিল বলবৎ। কালের প্রভাবেই এই সমাজের উপর বাইরের বিজাতীয় সমাজের প্রভাব এসে পড়ায় বিশেষতঃ শেষ এই বিদেশী বণিকসমাজের রীতিনীতির চাপে সবই যেন একটা ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এইটুকু আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ আর্য্যজীবনের মূল সংস্কারগুলি ঠিক রেখে গিয়েছেন; বিদেশীয় সমাজের প্রবল আকর্ষণের মধ্যেও আমরাও সে সকল সংস্কার, অর্থাৎ ঐ দশবিধ সংস্কার এখনও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত,—অনেকগুলি ধরে আছি,—তার ফল এই যে, যখনই আমরা মনে করি তখনই সেই সংস্কৃত জীবন দৃঢ় অবলম্বন করে আমাদের সংস্কৃতিগত অস্তিত্ব সার্থক করতে পারি। আমরা খেই হারাইনি। এইটিই আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এবং মহান সংস্কৃতির মহৎ দান। আমরা একেবারই গোল্লায় যাইনি কারণ সেথা যাবার পথ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিই চিররুদ্ধ রেখে দিয়েচেন। আমাদের উন্নত হতেই হবে,—যদিও কালের প্রভাবে খানিক উঁচুনীচু, উত্থান পতনের পথ দিয়েই আমাদের যেতে হচ্চে।

এখন এই সংযমের পথই আমাদের পথ। সংযমই শক্তি, যাতে আমাদের সর্ব্ববিধ ব্যবহারিক এবং অধ্যাত্ম জীবনের কল্যাণ নির্ভর করচে। সংযমের বলেই আমরা এগিয়ে যাবো, আমরা প্রত্যেকেই, আমাদের জীবনের পথে,—যাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি জীবনের যা কিছু কাম্য তাতেও কোন বাধার সৃষ্টি করবে না বরং পূর্ণভাবেই, সকল কিছু, আমাদের উদ্দেশ্য এবং কামনা সব নিয়েই জীবন সার্থক এবং পূর্ণ করবে। আংশিক সংযম আমাদের সবারই আছে আগেই বলেচি;—এইটি মানবজাতির সহজ গুণ;—জগন্ময় মানবসমাজে যত কিছু কল্যাণ, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত সকল কল্যাণের জননী এই সংযম, কেবল নিজ নিজ মনঃকল্পিত কতকগুলি কর্ম্মপ্রবৃত্তির আড়ালে ঢাকা থাকে—কিন্তু কালে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মবিশেষে আত্মশক্তির জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ পায়,—নির্ম্মল আনন্দ ভোগেই তার পরিসমাপ্তি। যিনি এর ব্যবহারক্ষম, ঐ সংযমকে জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই ধন্য—তাঁরই সংযত জীবনের গৌরব লাভ ঘটে পরে সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। মানুষ তাঁকে ভুলতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহলে এটা আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেচি সকল কর্ম্মেই সংযমই হল সেই শক্তি যাতে সেই কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত, মানুষ জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মে সংযমই মুখ্য। মনে মনে একটু অনুসন্ধিৎসু হয়ে, এর পর বাড়ি গিয়ে একটু ভেবে দেখবেন এর অসাধারণ শক্তির প্রসার, এর মহিমা—আপনাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠবে। এই সংযমের প্রয়োগেই জন্ম সার্থক হবে; জীবনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি এনে দেবে এই সংযম। যোগশাস্ত্রে এজন্যই এইটি প্রধান এবং প্রথম; কাজেই সর্ব্বজীবনেই এর প্রথম ও প্রধান অভিব্যক্তি। এই মহৌষধিই আপনার অন্তরের যত কিছু দুষ্ট ব্যাধি—ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, হীন স্বার্থপরতা, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক অকল্যাণের কারণ, সকল অশান্তির বীজ সমূলে বিনষ্ট করে আপনার জীবন শান্তি এবং আনন্দপূর্ণ করে তুলবে।

হঠাৎ পাওয়া সাধু

এতাবৎ যে সকল সাধুর কথা আলোচনা হয়েছে তাঁরা গৃহাশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন, না হয় সাধনের অবস্থায় আছেন, অথবা সিদ্ধযোগী। সোজাসুজি তাঁদের সাধু পরিচয় পেয়েই আমি তাঁদের সঙ্গকামী হয়েছিলাম এবং সেই ভাবের ব্যবহার, আদান-প্রদানও ঘটেছিল তাঁদের সঙ্গে। এখন এই বিরাট সহরের বুকে থেকে যাঁরা সাধারণের অগোচরেই দিন যাপন করেন এমনই কয়েকজনের কথা বলছি। তাঁরা এমনভাবেই নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখেছেন যাতে কারো সন্দেহমাত্র জন্মাতে পারে না যে, বাইরে, তাঁদের এই মূর্ত্তির পিছনে আরও কিছু থাকতে পারে। এতটা জনবহুল নগরের মধ্যে তাঁদের ঐ ভাবের প্রচ্ছন্ন অবস্থান, কারো মনে কোন সন্দেহই জাগায় না যে তাঁদের মধ্যে এমনই সম্পদ আছে যার সন্ধান পেলে তাঁদের পক্ষে ঐভাবে থাকা অসম্ভব হবে।

এখন তাঁদের একজনের কথাই বলছি—অবশ্য তখন আমার বয়স ছিল কম, সাহসও তেমন বেশী ছিল না তবে কৌতূহল ছিল প্রচুর। সাহস বলতে কোন গুণ নিয়ে নিজেকে একজনের সামনে হাজির করার সাহসের কথাই বলছি। সবারই একটা ব্যক্তিত্ব আছে, সেই ব্যক্তিত্ব তার বাইরের চেহারার মধ্যেই যে সবটাই ঠিক ধরা পড়ে তা নয়, এমনই আরও কিছু থাকে তাতে, যা ভাষায় ঠিক ঠিক বুঝানো যায় না। আমি এই কথাই বলতে চাইছিলাম যে তখন আমার জীবনে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট অথবা স্পষ্ট রূপ পায়নি তবে তার অস্তিত্বের অভাব স্পষ্টই ছিল, তার প্রমাণ, ঐ দিকে গতি এবং উপাদানের অনুসন্ধান ও কৌতূহল পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

আপার চিৎপুর রোডের যে অংশটা আমাদের চক্ষে ভয়ঙ্কর কিন্তু মুসলমানের চক্ষে তীর্থস্থান, ঐ গাড়ী ঘোড়া কুকুর বিড়াল গরু ট্রাম তার সঙ্গে জনস্রোত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারই সঙ্গে যেন মিশে আছে এক ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, যেন ধূমাবতী, কারণ প্রথমেই তাঁকে দেখে আমার ধূমাবতী মূর্ত্তির কথাই মনে হয়েছিল ; তবে ঐ মহাবিদ্যার হাতে আছে শূর্প, কুলো, আর এঁর হাতে ভাঙ্গা ছিন্ন ভিন্ন পাখা, তালপাতার পাখা মাত্র। হ্যারিসন রোড দিয়ে দক্ষিণে আরও খানিক এসেই যে নাকোদা

মসজিদ দেখা যায়, ১৯০৪।৫ সালে তাঁর মূর্ত্তি এমন ছিল না। সেই মসজিদটা জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এখন যেমন ঐ রাস্তায় মেন গেট সিংদরজা হয়েছে তখন চিৎপুর রোডের উপরেই সেটা ছিল, তবে জ্যাকারিয়ার উপরেও একটা দরজা ছিল, সেটা খিড়কীর দরজার মত। ঐ ধর্ম্মস্থানের সদর দরজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে সংকীর্ণ ফুটপাথের উপর প্রখর গ্রীষ্মের দিনে তুপুরে গায়ে ছেঁড়া গদ্ধড় মোটা কম্বল জড়ানো, চিৎপাত শুয়ে পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন,—না হয় একমুখ পান খেয়ে, তুকস বেয়ে ধারা গড়িয়ে বুকে পড়ছে, মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের ঝুড়ি, যেন একটা ঝুপি জঙ্গল, ধূলায় মাটিতে বিবর্ণ, কটা দেখাচ্ছে, আর বুকের উপর তুটি বিশাল স্তন ঝুলছে, তাইতেই ধূমাবতীর মূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা আসে। কম্বলখানা কোমর থেকে নীচে ঝুলছে, দাঁড়িয়ে বা মসজিদের ধাপের উপর বসে আছেন। মজা করে দেখছেন তাঁর সামনে তুনিয়ার খেলা, অনেক কিছুই তাঁর সামনে ঘটে চলেছে। তার মধ্যে হঠাৎ একজন এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সেই হাতটা মাথায় দিয়েছে, এটা দেখেই, এই তু কুত্তাকা বাচ্চা,—শালা বেইমান, বোলে গাল দিচ্ছেন। এই রকমটাও দেখা যেতো। না হলে কারো সঙ্গে কোন কথা কইতে দেখি নি।

এঁরই সঙ্গে একজন পুরুষ, গৌরবর্ণ দীর্ঘ, বিশাল শরীর ঐ ভাবেরই ছেঁড়া কম্বল গায়ে, একই জায়গায় তুজনের অধিষ্ঠান দেখিনি। একটু তফাতে তফাতে থাকতেই দেখেছি, তাঁর কথা পরেই বলছি।

এখন এই যে নারী মূর্ত্তি, স্থূল শরীর, মিশমিশে কালো রং, গায়ে ময়লার একটা ছাপ পড়ে গিয়েছে, এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির কাছে কারো যেতে প্রবৃত্তি ত' নয়ই সাহসও হয় না। আমি নিশ্চিত বলতে পারি আমাদের এই হিন্দুর মধ্যে পবিত্র আচার ও পরিচ্ছন্নতার ভক্ত কারো, যাওয়া ত' দূরের কথা দূর থেকে দেখতেও ঘৃণার উদ্রেক করে একজনের মধ্যে। দেখেছি কোন হিন্দুস্থানী, তাঁকে ফুটপাথে বসে থাকতে দেখে একমুখ থুথু ফেলে ফুটপাথ থেকে নেমে বিপরীত দিক দিয়ে চলে গেল, দ্বিতীয়বার সেদিকে চেয়ে দেখলেই না।

ঐ পরিবেশের মধ্যে ঐ মূর্ত্তি দেখলেই সাধারণের মধ্যে ঘৃণা উৎপন্ন করে। যার ঘৃণা কম তারও উপেক্ষার প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু কেউ কি কখনও কল্পনা করতে পারবে যে, এ সবই আবরণ এরই সৃষ্টি, এই চমৎকার বিসদৃশ দৃশ্য নিজেই সৃষ্টি ক'রে নিজের প্রচ্ছন্নতা রক্ষা করছেন এই অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে? আরও চমৎকার কথা এই যে তিনি উঠছেন বসছেন, কারো সঙ্গে কোন কথাই নেই। পানওয়ালার দোকানের সামনে গেলেন তো পানওয়ালা হাতটি গুটিয়ে বোসলো, তিনি ইচ্ছামত পান তুলে নিলেন, খেলেন চলে গেলেন। খাবারওয়ালা বা হোটেলে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারা উঠে দাঁড়ালো, তিনি কিছুই নিলেন না ফিরে এলেন, ডাষ্টবিনের জঞ্জালের কাছে বসে পড়লেন। কখনও কারো কাছে কিছু চাইতে, হাত পাততে দেখি নি।

এই বাহ্য কটু দৃশ্যটুকুই সব নয়, প্রথম দফায় একজন এই ঘৃণ্য অরুচিকর, দৃশ্যতঃ বিষম মূর্ত্তির প্রভাব এড়িয়ে যদি তাঁর কাছে পৌঁছাতেও পারেন দ্বিতীয় দফায় তিনি যা শুনবেন তাতে তিলমাত্র টেঁকতে পারবেন না তাঁর কাছে। সে ভাষা, তাঁর মূর্ত্তি এবং পরিবেশেরই অনুরূপ বরং আরও বীভৎস করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোলে ঐ অবস্থাকে। নিজেকে ভদ্র ও সভ্য বোলে আমাদের বোধ হয় প্রত্যেকেরই ধারণা, এখানে ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা হয়ে যাবে। এমন কুৎসিত ভাষা তাঁর কর্ণগোচর হবে,—অনর্গল তাঁর মুখের সেই ভাষা একজন ভদ্র ব্যক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে শোনা অসম্ভব। তারপর আরও আছে সেটাই মোক্ষম তারপরও আর কারো সে অঞ্চলে যাওয়াই সম্ভব হবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় দফা আবরণ বা অস্ত্র উপেক্ষা করতে পারলেও এই তৃতীয় দফায় আর কারো তাঁর নিকটে থাকবার সাধ্য হবে না কারণ তিনি দেখবেন, তাঁর কম্বলখানি তাঁর সামনেই খসে পড়লো, তারপর যা চক্ষের সম্মুখে রইলো সেই দিগম্বরী মূর্ত্তি, তা দেখার সাধনা তো কারো নেই। সুতরাং এরপর আর কারো তাঁর সঙ্গে কোন প্রকারের সম্বন্ধ স্থাপনের কথাই আসে না।

এই বিরাট কলকাতা সহরের বুকের উপর সভ্য সমাজের কেন্দ্রে, ঐ ভাবের তিনটি স্থূল আবরণে ঢাকা ঐ যে একটি বিরাট সত্তা নিজ অস্তিত্বের মহিমায় উজ্জ্বল, তাকে আবিষ্কার করতে যাবে কে? কিন্তু এটা সত্য ঐ তিনটি অস্ত্র বা আবরণই তাঁর আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই সাধারণ অসাধারণ সভ্য জগতের জ্ঞানী গুণী সবার হাত থেকেই এঁরা বেঁচে যান। পাত্র বিশেষে, নেহাৎ লজ্জাঘৃণা এড়াতে পারে এমন কেউ হলে উচ্চ অধিকারী কেউ কখনও এঁদের মত কারো কাছ থেকে নিজ পথের সন্ধান পেয়ে যান, হয়তো তাদেরই সঙ্গে এঁদের যথার্থ পরিচয়ও হয়ে যাবে।

একজন হয়তো প্রশ্ন করবেন, এসব কেন, এত ঢাকাঢাকি, এতটা ঘৃণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজেকে এমনভাবে প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়োজন কি? অথবা, তাঁরা যদি এতটাই মহান্ সত্তা, জগতের কল্যাণের জন্যই মানুষ সমাজের মধ্যে বিচরণ করবেন তা হলে এতটা আত্মগোপন কেন? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত, এবং প্রশ্নটা গুরুতর একথা স্বীকার করি। কিন্তু যাঁরা সকল কাজ, নিজ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সব কিছুই হাঁক ডাক করে লোকচক্ষুর গোচর করতে ভালবাসেন, বা যাঁদের ধারণা অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন যাঁরা, তাঁরা সমাজের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নিজের মাহাত্ম্য দেখাবেন, নিজ বিভূতি দেখাবেন, তাঁদের ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য আমার নেই। তা ছাড়া তাঁদের ঐ ধারণার মূল, যেটা সংস্কার হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে সেটা আমার মত একজন সাধারণের কথায় যাবে না, কাজেই এদের রহস্য, অর্থাৎ এই পরিবেশ সৃষ্টি করে এই বিশিষ্ট পল্লীতে এঁদের কর্ম্ম সম্পর্কে যে কথা জানবার সুযোগ পেয়েছি সেটা শেষে বলবো এখন অন্যদিকে না গিয়ে যা দেখেছি তাই বলছি।

সাধারণ সভ্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রিয়, শুদ্ধাচারী মানুষ যাঁদের কাছে এই মূর্ত্তি ঘৃণা ও উপেক্ষা ব্যতীত আর কিছুই দাবী করতে পারে না বোলেছি, এখন এর অপর দিকের কথাটাও এই সূত্রে বোলে রাখি তা হলে বক্তব্য আমার সহজ হবে। এক শ্রেণীর লোক আছে, তারাও আশপাশেরই লোক, যারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এঁকে না চিনলেও, এঁকে ঘৃণা করা দূরের কথা, এঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকে। তার মানে এ নয় যে, তারা এঁর যথার্থ পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে, তারা এর মধ্যে এমনই একটা কিছু দেখেছে যাতে তারা বিশ্বাস করেছে যে এঁর দ্বারা তাদের কল্যাণ কিছু হোক বা না হোক অকল্যাণের কোন সম্ভাবনা নেই। এরাও বাইরের লোক, কারণ এরা এঁকে পাগলী বোলেই জানে তার বেশী আর কিছু নয়। আবার এক শ্রেণীর লোক আছে তাদের কাছে এই মূর্ত্তি একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তার মধ্যে শিল্পী আছে, সহজ সৎপ্রকৃতির অতি সাধারণ মানুষও আছে যারা ধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব না বুঝলেও তাদের সহজ বুদ্ধিতে কেবল এইটুকু বুঝতে পারে যে ভগবানের রাজ্যে কত কি আছে আমরা কি সব বুঝি! তবে প্রাণ টানে এঁর দিকে এইটুকুই বুঝি, অতশত জানি না। আমার চক্ষে এঁর ঐ ভয়ঙ্কর কুৎসিত মূর্ত্তির মধ্যেই একটা এমনই আকর্ষণ ছিল যা আমার সাধ্য ছিল না উপেক্ষা করি। এখন এই স্থানের ইতিহাস একটু আছে যেখানে এই ভয়ঙ্করী অবস্থান করেন, কোন ঘর দোরের মধ্যে নয়, পথেই থাকেন, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বরষা, তাঁকে কখনও কেউ কখনও কোন আচ্ছাদন ঘর বা ছাদের নীচে দেখেনি।

স্থানটির নাম গ্যাঁড়াতলা। দিনমানেও সাধারণ লোকে এই অঞ্চল দিয়ে চলতে ভয় পায়, যারা চলে সতর্ক হয়েই চলে। পুলিশ বিভাগের উপরালা বড় সায়েব থেকে সব নীচের পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত সবাই এই স্থানের যে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাতে এই কথাই প্রমাণ করে যে এমন কোন পাতক নেই যা এই অঞ্চলের ঐ এক সম্প্রদায় দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়। কলকাতা সহরে এটা চিহ্নিত স্থান। এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই চারদিকে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়েই এখানকার লীলামণ্ডল, উত্তরে হ্যারিসন রোড পেরিয়ে মেছুয়া বাজার, দক্ষিণে টেরিটি বাজার, পূর্ব্বে হ্যালিডে ষ্ট্রীট এখনকার চিত্তরঞ্জন এভিনু আর পশ্চিমে অল্প দুই তিন সার বাড়ি, বিস্তির মধ্যে ঢুকলে বেরিয়ে আসাটাই দুর্ঘট। বড় রাস্তা ছাড়া এমন সব বস্তির অসংখ্য গলি আছে তাকে নরক ছাড়া আর কোন নামে নির্দ্দেশ করা যায় না। এমনই স্থানে ইনি বাস করেন যাঁকে নিয়ে আমাদের এই কথা।

একদিন সকালের কথা। পরিণত ছাত্রাবস্থা, আর্ট স্কুলে তখন পড়ি, রোজ বেলা সাড়ে ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে জোড়াসাঁকোর মোড় ধরে হাঁটতে থাকি, সাড়ে দশটায় পৌছে স্কুলে কাজ আরম্ভ করি—ফিরে আসি চারটার পর ঐ চিৎপুর রোড ধরে। শনি ও রবিবারে ছুটি থাকে—সেদিন এক শনিবার, রোজই প্রায় ঐ মূর্ত্তি যেতে আসতে দেখি;—এখন মনের খেয়ালে আজ সকালেই দেখবো বোলে বেরিয়েছি গোপনে। আজ একটু বেশীক্ষণ দেখতেই হবে বোলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমে সেখানে গিয়ে, নাকোদা মসজিদে উঠবার সোপানের নীচে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম। কাকেও কিছু না বোলে, অপর ফুটপাথে তাঁর চক্ষু এড়িয়ে একটা সরু গলির মোড়ে যেখান থেকে তাঁকে বেশ দেখা যাবে এমন স্থানেই দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমায় কোন রকমেই দেখতে পাননি এটা আমি ভালই জানি, নিশ্চিন্ত হয়েই দেখছি। অল্পক্ষণের পর মসজিদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন সেই দীর্ঘ শরীর বৃদ্ধ, মোটা ঝলমল করছে একখানা কালো কম্বল গায়ে। ওঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন তারপর মনে হোলো যেন দুজনে কিছু কথাও হোলো,—দু' চার কথার পর বুড়ো চলে গেলেন কলুটোলার দিকে। ওখানে মসজিদের কাছে কয়েকজন ভিখারী কেউ অন্ধ, কেউ কুঠে, কারো শ্বেতি, এই ধরণের মানুষ ফুটপাথের উপর বসে থাকে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে করতে বুড়ো চলে গেলে পর এই ভীষণা মূর্ত্তিমতী ধীরে ধীরে উত্তর মুখে একপা একপা করে চলতে লাগলেন। ফুটপাথের মাঝখান দিয়ে তিনি যাচ্ছেন· সবাই পথ ছেড়ে দিচ্ছে তিনি তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের কাছে এলেন, এসে একটু দাঁড়ালেন। আমি দূরে দূরে দেখছি। তিনি কি ভেবে আবার ফিরলেন। ঐখানে অর্থাৎ নাকোদা মসজিদ আর তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি দোতলা একখানা বাড়িতে প্রকাণ্ড কাঠের গেট, সেই গেটের একটা পাল্লা বন্ধ একটা খোলা। সেই বাড়িতে তখন কলকাতার স্বনামধন্যা মহাপ্রসিদ্ধা এবং জনপ্রিয়া গহরজান বাইজী থাকতেন। তখনকার দিনে এই কলকাতা সহরে দুইজন সমধিক প্রসিদ্ধা ছিলেন; প্রবীণা যিনি তাঁর নাম শ্রীজান আর নবীনা এই গহরজান। শ্রীজানের রাগ রাগিণী আলাপ তখনকার দিনে যারা শুনেছে তারা ধন্য হয়েছে। অবশ্য এ কথাটা বলাই বাহুল্য যে জনপ্রিয়া গহরের মান ও মুজরা সবার উপর ছিল। তখনকার সকল বড় লাট ও ছোটলাট, গহরের গান শুনে ধন্য হয়েছেন। একটি আসরে লর্ড ও লেডী কার্জন গহরের গান শুনে উভয়েই মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন;—তখন লর্ড কার্জনেরই আমল।

যাই হোক্ এখন আমাদের এই ভয়ঙ্করী গহরজানের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। চুপটি করে আপন ভাবেই এসে দাঁড়িয়েছেন, অল্পক্ষণেই একটি পরম সুন্দর মূর্ত্তি যুবাপুরুষ বেরিয়ে এল, চুড়িদার পায়জামার উপরে মসলিনের পাঞ্জাবী পরা, অমন রূপ, কিন্তু দেখে মনে হলো যেন পীড়িত। যাই হোক এখন ধীরে ধীরে এসে ও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে হেঁট হয়ে, সেই হাত মাথায় দিলে,—সঙ্গে সঙ্গে পাগলী চীৎকার করে উঠলেন, গালাগালের মতই কিছু বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, ভাষার কথায় কাজ নেই। যুবা তাই শুনে মুখ টিপে হাসলো তারপর ধীরে ধীরে দরজার কাছে পিছু হটে এসে হাত বাড়ালো ভিতর দিকে। ঐখানেই সম্ভবতঃ তৈরী ছিল, তার হাতে এসে পৌছালো একখানি রূপার থালা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার মধ্যে থরে থরে সাজানো খাবার,—নিজ হাতে নিয়ে এসে যুবা সেই অর্দ্ধনগ্না ভীষণার পায়ের কাছে রাখলো। তাঁর মুখে গালাগাল মনে হয় তখনও থামেনি।

এই যে যুবা এর কথাও পরেও একটু আছে, তখনকার দিনে অনেকেই একে চিনতো, জানতো ঐ গহরজান সম্পর্কে তার কথা অনেক আলোচনা হয়েছে ; তার নাম বালমুকুন্দ ঝিঙ্গন।

বকতে বকতে যেন একটু রাগত ভাবেই তিনি সেই থালা থেকে হেঁট হয়ে এক এক মুঠো করে হাতে তুলে নিয়ে ছুড়তে লাগলেন সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে চারদিকেই। আর পথের উপর কুকুর, বিড়াল, কাক, চিল, ভীড় করে এসে খেতে লাগলো। এইভাবে তাঁর হাত দিয়েই থালা উজাড় হয়ে গেল তখন সেই যুবা আবার সেখানি তুলে নিয়ে বাড়ি ঢুকলো। এবার তিনি মসজিদের দিকে পায় পায় চলতে লাগলেন। সেই যুবা আবার বেরিয়ে এলো,—তখন তিনি কয়েক পা এগিয়েছেন, তাড়াতাড়ি এসে সে আবার পায়ে হাত দিতে গেল কিন্তু তিনি পা সরিয়ে বললেন, তু মরোগে, যা চলা যা। যুবা তা সত্বেও আঙ্গুলটা পায়ে ঠেকিয়ে মাথায় দিয়ে হাসতে হাসতে চলে এলো।

মসজিদের পাশেই ঐ সরু ফুটপাথের উপর, তখন ওখানে ফুটপাথ খুব সঙ্কীর্ণ ছিল, একটা গ্যাস পোষ্ট, সেখানে এক অন্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে, খোদা মেহেরবান, খোদা মেহেরবান বলছে,—তার কাছে নিঃশব্দে এসে চুপটি করে দাঁড়ালেন।

যেই দাঁড়ালেন অমনি সে কথা বন্ধ করলে ;—এই রকম প্রায় পাঁচ মিনিট কাল দাঁড়িয়ে আবার দক্ষিণ দিকে চললেন। সেও অমনি আরম্ভ করলে, খোদা মেহেরবান, খোদা মেহেরবান !

সাধুর ভিন্নমূর্ত্তি

আর একদিন দেখলাম নাকোদা মসজিদের কাছেই সেই বিরাট পুরুষমূর্ত্তি সুধু একটি কম্বল জড়ানো, আর ভিতরে উলঙ্গ—ঐ মসজিদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ;—আর যে যে ব্যক্তি প্রবেশ করছে সেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছে -। আমার ভক্তি হলো,—আমিও তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি কি বললেন জানি না। তারপর আসবার পথে দেখি ঐ মসজিদের কাছেই বসে আছেন ফুটপাথের উপর সেই বিশাল শরীর ধূমাবতী বুড়ী, সম্পূর্ণই উলঙ্গ, পান খাচ্ছেন আর মুখের পাশ দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে। সেখানেও দুই চার জন জোড়হাতে দাঁড়িয়ে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম তারপর মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম।

তখন থেকেই আবার একবার ঐ দুজনকে দেখবার এবং তাঁদের সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে রইলো আমার মধ্যে। ঐ মসজিদ অঞ্চলেই ওঁরা থাকেন আর কোন দিকেই যান না, কাজেই, আবার তাঁদের দর্শন পাওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।

ঐ ঘটনার পর কয়েক দিন আমার ভাবতে গেল। বিশালকায় বৃদ্ধ, আমার ধারণা ঐ সাধুটি পাঠান এবং মুসলমান,—আর ঐ সব খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে যারা নাকোদা মসজিদের চারদিকে ঘিরে আছে—তাদের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছেই না হলে উনি ওখানে কেন? কখনও ঐ স্থানটি অর্থাৎ ঐ মসজিদের কাছাকাছি যে কোন জায়গায় থাকা ছাড়া অন্য কোথাও যেতে দেখলাম না।

কি কাজ তাঁর ওখানে? তারপর ধূমাবতী বুড়ীর সঙ্গেও যে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—এতো সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। ওখানে তাঁরা করেন কি? আমায় যা দেখিয়েছেন তার ধাক্কা সামলাতেও আমার কয়েক দিনই গেল, শেষে একদিন ঠিক করলাম, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা কোরবো; তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না কেন; হিন্দুরা যে পাড়ায়, যে অঞ্চলে থাকেন, যান না কেন সে দিকে?

সেদিন খুব ভীড় হয়েছে, মসজিদের চারদিকেই দোকান, নানা দ্রব্য, বিশেষতঃ হরেক রকমের খাবার দাবার বিক্রি হচ্ছে, বিকালের দিকেই গিয়েছি। একবার উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ থেকে বরাবর সেই কলুটোলা—মুরগীহাটার রাস্তা পেরিয়ে আরও খানিক;—কেশরঞ্জনের দোকান পর্য্যন্ত গেলাম;—আবার সেই রকম দেখতে দেখতে ফিরে বরাবর তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত এলাম,—আজ কিন্তু তাঁদের দুজনের একজনকেও দেখলাম না। তখন ভাবলাম, আবার একবার যাই,—গিয়ে সেই পর্য্যন্ত দেখে তারপর ফিরে চলে যাবো যদি না পাই। আজ এই ভীড়ে বোধ হয় তাঁরা সদর পথে নেই, কোথাও নিরালায় আছেন, হয়তো আমার পক্ষে দর্শন আজ দুর্লভ।

চললাম আবার দক্ষিণ মুখো, কলুটোলার মোড়ে, সামনেই ফুটপাথের উপর এক প্রকাণ্ড তামাকের দোকান—সেই দোকানের সামনে ফুটপাথেও বসেছে সব খাবার নিয়ে—সরবৎ, সিমিয়া ওয়ালা, মিষ্টান্ন, কতরকমের কাবাব আরও সব কত কি বিক্রি হচ্ছে; তামাকের দোকানেও খদ্দের কম নয়। গম্ভীর মূর্ত্তি একজন সুদর্শন বাঙ্গালী বাবু তামাকের দোকানে ভীড় ঠেলে এসে পৌছালেন তামাক কিনতে। আমার লক্ষ্য পড়লো তাঁর দিকে কেবলমাত্র তাঁর রূপের আকর্ষণে—কারণ যাচ্ছে আসছে তো অনেকেই, হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়েই আমার চক্ষু যেন আকৃষ্ট হলো, একটু দাঁড়িয়ে গেলাম সেই তামাকের দোকানটির সামনাসামনি, অবশ্য অপর ফুটপাথে। দোকানে এসেই তিনি ফরমাস করলেন ছ'আনা সেরের তামাক এক সের। অল্পক্ষণেই তামাক মাখা বাঁধা হয়ে তাঁর হাতে এসে পৌছালো, দামও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার বাবুটি সেই তামাকওয়ালাকেই জিজ্ঞাসা করলেন যেন,—শুনলাম, সা-সায়েব কিধার? তামাকওয়ালা কথা কিছুই বললে না, ইঙ্গিতে পাশের গলির দিকেই দেখিয়ে দিলে। তখন বাবুটি বললেন, তাহলে এখন এটা এখানে থাক, বলেই তামাকের বাঁধাটি সেখানেই রেখে, ঘুরলেন।

সা-সাহেব; এ কোন সা-সাহেব? তিনিই নাকি যাঁকে আমি খুঁজি। তাঁকে কখনও ত কাকেও, সা-সায়েব বোলে ডাকতে শুনিনি? তবুও কেমন মনে হোলো,—দেখি না, যদি আমারই তিনি হন। পিছনে পিছনে চললাম; কে যেন আমায় টেনে নিয়েই চললো।

বাইরে থেকে কারো জানবার সাধ্য নেই যে ঐখানে তামাকের তিন চারখানা দোকানের পর দক্ষিণ মুখে ঢুকতে হয়, একটা গলি পথ বর্ত্তমান। এত সরু গলি হয় বোধ হয় আগে দেখিনি। ঠিক যেন একটি ছোট্ট বাড়ির সরু দরজা, কেবল জীর্ণ শীর্ণ চৌকাঠটা আছে,—কপাট নেই, তার ভিতরে আলোকেরও অভাব;—সেইজন্য তাকে গলি পথ বোলে ধরা যায় না। বাবুটি হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ-গৌরাঙ্গ,—শ্রমে মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে,—কপালে ঘাম; মাঝে একবার চাদরে মুছে নিলেন; এইবার কোন দিকেই না দেখে ঢুকলেন সেই গলি পথে, কেউ কোন কথাই বললে না মনে হোলো এসব পথ তাঁর পরিচিত। যদি সামনে একজন ঐ ধরণের মানুষকে ঢুকতে না দেখতাম, আমার সাহস ছিল না ঐ ভয়ানক সঙ্কীর্ণ গলিটার মধ্যে ঢুকতে। ঐ অঞ্চলটাই গ্যাঁড়া তলা নামে প্রসিদ্ধ, সবাই জানে। কাজেই একটা ভয়তো আছেই। শুনেছিলাম আরও, পুলিশও ওখানে যেতে ভয় পায় তাই তাদের ওদিকে বড় একটা দেখা যায় না;—এমন কি সহরের হিন্দু সাধারণ পথিক ঐ স্থানটি ভয়ে ভয়েই পার হয়।

যাই হোক পিছনে একজন আসছে দেখে এবার তিনি মুখ ফিরিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবে কোথা? এ গলিতে বেরিয়ে যাবার তো পথ নেই। আমি বলিলাম, আপনি যাঁর কাছে যাচ্ছেন, আমিও তাঁর কাছেই যাবো। শুনেই তিনি আর কোন কথাই বললেন না।

অল্প দূর গিয়েই ডানদিকে ফাঁকা একটু জায়গা, প্রচুর আলো, মাথার উপর নীল আকাশ দেখা গেল, চারদিকেই বস্তির যেন উঠান। ছোট একখানি জীর্ণ তক্তাপোষ, তার উপর আর কিছুই নেই;—সেই তক্তার উপর বসে আছেন আমারই সেই অনুসন্ধানের ধন, সা-সায়েব। বাবুটি গিয়েই দুপায়ে দুহাত দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে তার উপর অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে প্রণতি জানাবার পর আমিও প্রণাম করেই দাঁড়ালাম। তিনি বাবুকে পাশেই বসালেন,—আমায় বললেন,—আরে তুতো পাকড় লিয়া, তাজ্জব কি বাৎ। বাবুটি আমার দিকে দেখলেন না, তিনি কোন কথাই বললেন না, কেবল স্থির হয়ে চুপচাপ বসেই রইলেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমায় বসতেও বললেন না, সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি নির্ব্বাক, দাঁড়িয়েই রইলাম। সা-সায়েব উলঙ্গ, কেবল ছেঁড়া কম্বলটি মাত্র জড়ানো তার নিম্ন অঙ্গে।

এবার,—একটি ব্যাপার যা ঘটলো, তাকে অভাবনীয় ছাড়া আর তাকে কি বলা যাবে জানিনা। ঐ নোংরা মুসলমান বস্তির মধ্যে, চারদিকে কোথাও পবিত্রতার নাম গন্ধও নেই। পাশেই দঁক, নর্দ্দমাভরা কি ভয়ানক ভাতের ফেন, হাড়গোড়, পাখীর পালক, প্যাঁজের খোসা, পাঁক ইত্যাদি ও দুর্গন্ধ, তার কথায় কাজ নেই। আমি দাঁড়িয়ে কি যে ভাবছিলাম ঠিক মনে নেই; ধীরে ধীরে, গন্ধ পুষ্পের সঙ্গে চন্দন ধূপধুনা তার সঙ্গে অগুরু গন্ধ মিশানো যেমন হয়—এক দিব্য গন্ধ অনুভব করলাম দেবমন্দিরের মধ্যে পূজার গন্ধে ভরে গেল সব স্থানটি;—চেয়ে দেখি সা-সায়েব আর নেই সেখানে, কেবল সেই ভদ্রলোকটি বসে ধ্যানস্থ—বাহ্য সংজ্ঞা নেই। তখন সামনেই যে সব জীর্ণ কপাটজানালা, অন্ধকারময় ঘর দেখা যাচ্ছিল তার কিছুই নেই, ঠিক যেন সাদা মার্ব্বেল পাথরে তৈরী একটি মন্দির, আমরা তারই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে, বসে যেন আরও কত. জন, সামনেই ঐ মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে দেখছি, আর নিজ স্থান থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে ভিতরে উঁচু বেদীর উপরে নারায়ণ মূর্ত্তি, কালো কষ্টি পাথরের, দিব্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি—পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নিঃশব্দ,—কোন আওয়াজ নেই, আর কেউ নেই সে মন্দিরে। অন্ততঃ প্রথমে ছিল না। তার পর ধীরে ধীরে এলেন সেই সা-সায়েব,—সেই ছিন্ন কম্বলখানি জড়ানো গায়ে, তিনি এসে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন;—তারপর মন্দিরের কপাট নয়, পীত বর্ণের ঝকঝকে একখানি পর্দ্দায় সব কিছু অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহাদি ঢাকা পড়লো।

এই পর্য্যন্তই দিব্য-দর্শন, তারপরই যা ছিল তাই। সেই তক্তার উপর সা-সায়েব বসে তাঁরই পাশে সেই ভদ্রলোক ধীর স্থির হয়ে বসে আছেন।

এইবার ভদ্রলোকটি উঠলেন,—আবার প্রণাম করলেন এবং যাত্রার জন্য বিদায় নিয়ে প্রস্তুত হলেন। তখন সা-সায়েব আমার দিকে চেয়ে বললেন, যা বাচ্চা, ইনকো সাথ যা;—তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ইনকো সমঝায় দে;—লেড়কা আচ্ছা হৈ। তারপর আর কোন কথাই নয়; তিনিও ফিরলেন, আমিও পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলাম। ঐ ভয়ঙ্কর স্থানেই ফকির বসে রইলেন।

সেই দোকান থেকে তামাকের বাণ্ডিলটা নিয়ে তিনি চললেন উত্তর দিকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম; আপনি এখানে কোথায় থাকেন? তিনি বলিলেন, কাছেই, এসোনা, বেশী দূর নয়; ঐ তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে।

বর্ত্তমান তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট দেখলে ধারণা করা কঠিন যে ১৯০৫ সালে ঐ পথটি কি রকম ছিল। ঐ কটন ষ্ট্রীট যতটা চওড়া ঐ রাস্তা তার চেয়ে বেশী চওড়া ছিল না। আর হাতগাড়ী কাপড়ের গাঁট নিয়ে, গরুর গাড়ী মাল নিয়ে, আবার মাড়োয়ারীদের ঘরের গাড়ী—তার উপর ঘন লোক চলাচল। প্রথমে ঢুকেই ডান দিকে মল্লিকদের বাড়ি,—সেই বাড়িতেই ঢুকলেন ভদ্রলোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমায় বাইরে ফুলবাগানের ধারে এক বেঞ্চি দেখিয়ে বললেন, বসো এইখানে, আমি এখনি আসচি। প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়িটাই বিশাল। অন্দরের কথায় কাজ নেই। অনেক দিন আগে একবার নীলকণ্ঠ গোস্বামীর ভাগবত পাঠ শুনতে এসেছিলাম মনে আছে। তিনি চলে গেলেন বারান্দার দিকে, দেখলাম বাইরে একখানা ঘরেই ঢুকলেন ;—আমি, অপরিচিত স্থানে চুপচাপ বসে বসেই ভাবতে রইলাম ইনিই কি মালিক এ বাড়ির ? নানা কথাই মনে উঠতে লাগলো বিশেষ এই কথাটাই তার মধ্যে জেগে রইলো,—এ ব্যক্তির সঙ্গে ফকিরের সম্বন্ধ কিভাবে ঘটলো। অল্পক্ষণ পরেই এক উড়িয়া বেয়ারা এসে আমায় বললে,—আসুন ; বাবু ডাকুচি আপনাকে।

নিয়ে গেল, তক্তাপোষের উপর ঢালা বিছানা সারি সারি তিন চারটা তাকিয়া, বেশ একখানা বড় ঘর,—আবার একদিকে টেব্‌ল চেয়ার,—দেয়ালে ছবি, বিলিতী ছাপা নানা রকমের ছবি,—দেখি সেই ভদ্রলোক জামা ছেড়ে বসেছেন, গলায় পৈতে মালা করা, ধব্‌ধব্‌ উজ্জ্বল গায়ের রং, বসেছেন, পাশেই, হুঁকোদানের উপর পশমের ঝালর দেওয়া রূপা বাঁধানো হুঁকাটি আছে। প্রৌঢ় মানুষটি, বেশ সুপুরুষ, আমার প্রথমেই শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল। তিনি বললেন,—তুমি কি আজ প্রথম সা-সায়েবকে দেখলে ? বললাম, আজ দ্বিতীয় দিন তবে আজও খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম তাঁকে ? প্রথমে পাইনি, ফিরে আসছিলাম, তারপরই আপনার সঙ্গে দেখা। তিনি তখন আমায় জিজ্ঞাসা করে আগাগোড়া সব কিছু ঐ সা-সায়েব সম্বন্ধে যা যা আমি প্রথম থেকেই দেখেছিলাম,—জেনে নিলেন, শেষে বললেন, এখন তুমি কি জানতে চাও বল। আমি বললাম, ঐ বুড়ীটি আর তিনি, আমার ধারণা দুজনের নিশ্চয়ই কিছু সম্বন্ধ আছে—আমার জানতে ইচ্ছা করে ওঁরা কে আর অমন বিশ্রী ঘৃণ্য পরিস্থিতির মধ্যেই বা থাকেন কেন ? এই সব কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি আজ তাঁকে খুঁজে ছিলাম। তিনি আবার একে একে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি দীক্ষিত কিনা, কি করি, বিবাহ হয়েছে কিনা, বাপ মা আছেন কিনা, এই সব সাংসারিক পরিচয় কথা। তখন আমি স্কুলে পড়াশুনা ছেড়েছি যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা নেই যদিও বিবাহ হয়েছে। দুই তিন বৎসর, বাবার সঙ্গে হাইকোর্টে যাই আসি, কপিষ্টের কাজে লেগেছি। বাড়িতে সবাই আছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি বোলে, যাতায়াতের পথে কেমন করে একদিন হঠাৎ দেখা এবং কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করে তখন থেকেই পিছনে পিছনে ঘুরছি, জীবনে এই প্রথম সাধুর পিছনে ঘোরা। এই সব কথা সরল ভাবেই খুলে বললাম।

তিনি বললেন, তুমি তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু জানো ? তান্ত্রিক দেখেছ, যাদের ভৈরব কিম্বা কৌল বলে ? বললাম,—হাঁ ভৈরব একবার কাশীতে একজন দেখেছিলাম আর এখানেই পূর্ব্ববঙ্গের একজন কৌল দেখেছিলাম। ও সম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর বেশী কিছুই জানি না। তখন উনি বললেন, যাঁকে আমরা সা-সায়েব বলি উনি ভৈরব, সিদ্ধ কৌল, পাঠান উনি, মহাপুরুষ একজন, ওঁদের খুব কম লোকেই এখানে জানে।

আর ঐ বুড়ী ভয়ঙ্করী যাঁর ধূমাবতীর মতই চেহারাটি, তাঁর কথা আপনি কিছু জানেন? হাঁ জানি, উনি ভৈরবী, সাক্ষাৎ মা জগদম্বার মতই তাঁকে আমরা দেখি বোলে জোড়হাতে উদ্দেশ্যে নমস্কার করলেন। তা এমন কুৎসিত আবহাওয়ার মধ্যে, মুসলমানদের নোংরা অনাচারের মধ্যে কেন?

তাঁদের ইচ্ছা,—তোমার আমার কাছে সুন্দর, কুৎসিত, পবিত্র অপবিত্র, ফুল চন্দন ধূপাদি অগুরু গন্ধের অকর্ষণ আর মলমূত্র নোংরাতে ঘৃণা,—ওঁদের কাছে সবই সমান, গঙ্গাজল আর নর্দ্দমার জলে কোন ভেদই নেই। তারপর,—যেখানে ওঁরা আছেন, ঐ পল্লী আর পল্লীবাসীদের দুর্গতির কথা ভাবতে পারো? ওদের উপর দয়াপরবশ হয়েই তো ওঁরা এখানে আছেন, থাকবেনও আরো কিছু কাল,—তার পর থাকা না থাকা ওঁদের ইচ্ছা। কখনও দুজনে পৃথক থাকেন না। ওঁরা দৈবাদিষ্ট,—এই অঞ্চলেই থাকেন কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান বোলে কিছুই মানেন না, আমার মনে হয় যেন ওঁদের ধারণাও নেই এ ভাবে কেমন করে আমরা দেখি। যখনই যে ব্যক্তি ওঁদের কাছে যায় কখনও বিমুখ করেন না। যিনি যান ওঁদের মধ্যে তার নিজ ইষ্টের রূপই দেখতে পান। এ পর্য্যন্ত যে লোক ওঁদের কাছে গিয়েছে নিজ ইষ্ট দেবতার দর্শনই পেয়েছে ওঁদের ভিতর দিয়ে। যারা যারা গিয়েছে তারাই পেয়েছে, কেন আপনিও ত পেয়েছেন? আমি বললাম, আজ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি যেন দেখলাম মন্দির মধ্যে। আচ্ছা যাদের ইষ্ট মূর্ত্তির ধারণাই নেই, বা যাদের দীক্ষা না হয়েছে এমন তো আছে?

তিনি বললেন,—প্রত্যেক মানুষের মনে বুদ্ধিতে একটি করে আদর্শ আছেই যেহেতু আদর্শ সৃষ্টি মনুষ্য স্বভাবের গুণ, সব জাতের, সকল দেশের, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই,—মানুষ মাত্রেরই আদর্শ আছে তাকেই তো ইষ্ট বলে।

আমি বললাম,—এ সব ডাকাত গুণ্ডা ভ্রষ্টাচার মুসলমানদের—

তিনি একটু ধমক দিয়েই বললেন, আবার ঐ সব কথা। মুসলমান, মুসলমান বলছো ওঁরা কাকেও হিন্দু কাকেও মুসলমান বোলে দেখেন না, বা দেখছেন না। মানুষ, মানুষ বলেই পরিচয় ওঁদের কাছে সবারই। যেই যেথা থাক না কেন তাতে কিছুই এসে যায় না। অনেক না হলেও দুচার জন ইউরোপীয় সায়েবও আসে ওঁর কাছে—তারা সবাই মানুষ। তুমি জানোনা জাত কুল মান একটা কত বড় বন্ধন মানুষের। সবাইকেই উনি ঐকথাই বলেন, ওঁদের সংসর্গে এলেই, এটাই হোলো মূল কথা। তারপর যাদের ডাকাত গুণ্ডা বলছো, মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণ্য আচারহীন বলে ঘেন্না তো করচো,—তোমার বুদ্ধি যদি থাকে,—বুঝে দেখো এই মহাত্মার কৃপার অধিকারী তো তারাই। ঐ সম্প্রদায়ের ঐ সব অজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুষ্কৃতিপরায়ণ দুর্বৃত্ত যাদের বলচো তারাইতো এদের কৃপার যথার্থই অধিকারী। —ইনি বলেন, কত সুকৃতি থাকলে তবেই না মানুষ সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়াশীল ও শান্তিপ্রিয় হয়,—এদের উদর চিন্তাই প্রবল, তাহাতেই সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল, কর্ম্মের প্রবণতা আছে কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞান বিবেকানুযায়ী বুদ্ধি নেই কাজেই ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ভয় হিংসা জর্জ্জরিত,—সকল কর্ম্ম বা কাজেই কুণ্ঠাগ্রস্ত, সর্ব্বদাই ছট্ ফট করচে—এরাই তো ঠিক তাঁদের অনুগ্রহ পাবার উপযুক্ত,—নয় কি? তাইতো তাঁরা এখানে এদের মধ্যে রয়েছেন। কথাগুলি প্রাণে লাগলো আমার।

একটু থেমে তারপর আবার তিনি বললেন,—নোংরার কথা বোলচো? এখানে যে নোংরার মধ্যে এরা থাকে, এদের মনে একটা প্রবল আঘাত দেবার জন্য এর চেয়েও নোংরার মধ্যে থেকে দেখিয়েছেন, ঐ সব সমাজের মানুষ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওখানকার সবাই জানে উনি ওদেরই একজন। ঐ ভৈরবী মা তো এক শ্রেণীর মানুষকে যথার্থই উদ্ধার করেছেন। স্বচক্ষেই দেখেছি যে, ঘৃণা নেই, গলিত কুষ্ঠরোগীর কাছে গিয়ে তাকে কোলে করে সেবা করেছেন। ওঁদের তুলনা মানুষের মধ্যে মেলে না। আত্মশক্তিতে চট্ করে আরাম বা নীরোগ করেন নি, ধীরে ধীরে সেবার দ্বারাই আরোগ্য দিয়েচেন। ওঁদের কাজই আলাদা।

আমার কথা তো জানোনা, শোন তবে—আমি একটা দুর্দ্দান্ত মাতাল, নাস্তিক, ধর্ম্ম অধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য, অবস্থাপন্ন ঘরের, বাপের এক ছেলে, করিনি এমন পাতক নেই। এই কলকাতার সহরে এমন অস্থান-কুস্থান নেই, যেখানে আমার গতিবিধি ছিল না। বছর আট হোলো, বালমুকুন্দ ঝিঙ্গন বোলে এক সুন্দর পশ্চিমা লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে তখন গহরজানের কাছে থাকে। বালমুকুন্দের একটা সিদ্ধাই ছিল, তাইতেই, আমি সত্যই আকৃষ্ট হয়েছিলাম; —একটা ফুল সে নিজের হাতে কাকেও দিলে সে তখন থেকেই তার অনুগত হয়ে যেত, ঐ বশীকরণ বিদ্যাই তার সর্ব্বনাশের কারণ হয়েছিল। গহরজানকে তাইতেই মুগ্ধ করে। তার উপরে রূপবান ছিল, সে যাকে যা ইচ্ছা করতো, তাকে দিয়েই তাই করাতো। আমি একবার তারই প্রভাবে পড়ে এক মহাপাতকে লিপ্ত হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে যাচ্ছিলাম;—ভাগ্যক্রমে ঐ ভৈরবী মায়ের দয়ায়, বেঁচে যাই, তিনি আমার হাতখানা ধরে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে বললেন,—তুই ওর পিছনে ছুটিস কেন, ও মরবে ওর সময় হয়েছে,—তুই বেঁচে যাবি,—যা তুই সা-সায়েবের কাছে তিনি তোকে বুঝিয়ে দেবেন। যা,যা, ঐ দেখ সা সায়েব ঐ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে,—যা, যা, বাছা চলে যা। আমি তখন থেকেই এঁদের কৃপায় একেবারে বদলে গিয়েছি। বালমুকুন্দ,—ওঃ কি ভয়ানক অবস্থা হয়েচে তার,—তার মুখ দিয়ে শেষ কালে গু-উঠচে, কি দুর্গতি তার চলেচে,—সে মারা যাবে,—তখন শান্তি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—উনি, সা সায়েব কি আপনাকে দীক্ষা দিয়েছেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরে তিনি বললেন, যে ভাবে, কান ফোঁকা হয়, সেরকম দীক্ষা তো তিনি কাকেও দিয়েছেন বোলে জানি না, শুনিনিও কোথাও। তবে আমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে। আগে যে—ভটচাযি্য ছিল সে আর নাই; ক্রিয়া কর্ম্ম জপাদি কিছুই নেই, কেবল সে প্রথম দিনে যে এক জ্যোতির্ময় বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছিলেন, কখনও দেখি আমি তাঁর ভিতরে রয়েছি আবার কখনও দেখি তিনি আমার ভিতরটা জুড়ে রয়েচেন,—এই ভাবে আমার যা কিছু দোষ পুড়ে গিয়েছে, মনের মধ্যে কোন জঞ্জাল আর নেই। যেখানেই শুনি আছেন একবার করে দর্শন, স্পর্শ করে আসি,—আর আমার শান্তির কোন অভাবই নেই।

আমি একটু সঙ্কুচিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মনে হয় ওঁদের একটি উদ্দেশ্য এমনই আছে যাতে সাধারণ কেউ তাঁদের কাছে না যেতে পারে, কোন রকমে বিরক্ত না করতে পারে,—আপনার কি মনে হয়?

তিনি বললেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাছে ঘেঁসতেই পারবে না। কিসে আকৃষ্ট হবে বলো, না সুন্দর রূপ, না কিছু পবিত্রতা যা সাধারণ মানুষ বোঝে, এমন কি আছে! হাঁ, আর একটি কথা আছে, ওঁদের কাছে মধ্যে মধ্যে কয়েকজন হিন্দু যোগী অথবা সিদ্ধ পুরুষ আসেন দেখেছি। তাঁদের দেখলে অনেকটা চেনা যায় যোগী বা সাধক বোলে। আমি সা-সায়েব, ও মাইজীকে তাঁদের সঙ্গে দেখেছি,—তবে আমি কিছুই বুঝি না তো তাঁদের কথাবার্ত্তা; তা ছাড়া তখন, যখন ঐ জায়গাটায় ওঁরা জমায়েৎ হন, যেখানে আজ তুমি গিয়েছিলে তখন ওখানকার আবহাওয়া বদলে যায়। চমৎকার, যেন স্বর্গের হাওয়া চলতে থাকে। ঐ দুর্গন্ধ নরক, কিছুর চিহ্ন মাত্র থাকে না। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আরও বলতে গেলে সঙ্কোচ আসে, একটি কারণ, এ সব বিশ্বাস করাও মুস্কিল, কারণ,—তখন যা দেখেছি তা সাধারণের বিশ্বাস করবার বিষয় নয়,—যারা ওঁদের আশে পাশেই থাকে সারাদিন তারাও কিছু টের পায় না তাতে আমার ধারণা হয়েছে যাদের মন শুদ্ধ হয়েছে তারাই তার আস্বাদ পায়। তখন সা-সায়েব, আর ঐ ভয়ঙ্করা ভৈরবীর মূর্ত্তি বদলে যায়; —ঐ চেহারার কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা, না গায়ের রং—না মূর্ত্তি, এক দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁদের হয়। দুবার দেখেছিলাম। তা ঐ সব দেখবার পর আট দশ দিন, আমার সহজ জ্ঞান, ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকতো না, সে এক এমন নেশা লেগে থাকতো,—কারো সঙ্গ নয় কিছু নয়, আপনাতে আপনি থাকা ছাড়া কোন সঙ্গ অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হোতো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি বরাবর এইখানেই থাকেন? এটা কি আপনার বাসা? তিনি বললেন,—এ জগতে আমার আর কেউ নেই, আমার বাল্যবন্ধু এ বাড়ির কর্ত্তার সঙ্গে এক সময় অনেক কিছুই করেছি,—তিনি এখানে আমার নিজ ঘরের মতই থাকবার অধিকার দিয়েছেন:—যতদিন সা-সায়েব আর ভৈরবীমা থাকবেন এইখানেই থাকবো,—তার পর জানিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিল্পাচার্য্য প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

পঞ্চমা (গল্প সংগ্রহ)

হিমালয়ের মহাতীর্থে ৫৲

অবধূত ও যোগিসঙ্গ ৫৸৹

যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ ৩৲

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

সাধক কবি রামপ্রসাদ (গ্রন্থাবলী সমন্বিত) ৮॥৹

মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীশ্রীকেদারনাথ ও বদরীনাথ ৩৲

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী

মরণবিজয়ী চীন (৩য় সংস্করণ) ৬৲

দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৸৹

মলয়েশিয়া ভ্রমণ ৩৸৹

সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম ২৸৹

মুক্ত মহাচীন ২॥৹

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত

নবযৌবন (গল্প-সংগ্রহ) ২॥৹

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত সুবিরাট উপন্যাস

সর্ব্বংসহা (২য় সংস্করণ) ৩॥৹

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

সর্ব্বহারা (পঞ্চাঙ্ক রসনাট্য) ১॥৹

সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ঠাকুরদাদার ঝোলা

ঠাকুরমার ঝোলা

দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত

কাশীদাসী মহাভারত ১৬৲

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১২॥৹

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi